আল-ফিরদাউস সংবাদ সমগ্র

জানুয়ারি, ২০২০ঈসায়ী

আল-ফিরদাউস

সংবাদ সমগ্র

জানুয়ারি, ২০২০ঈসায়ী

সূচিপত্র

৩১শে জানুয়ারি, ২০২০

সিরিয়ান সুন্নী মুসলিমদের নিয়ন্ত্রিত সর্বশেষ প্রদেশ ইদলিব ও তার আশপাশের অঞ্চলগুলো নিয়ন্ত্রণে নিতে গত ২৮ জানুয়ারি হতে প্রদেশটিতে তীব্র অভিযান চালাতে শুরু করেছে দখলদার কুফফার রাশিয়া, শিয়া প্রধান দেশ ইরান ও শিয়া সন্ত্রাসী মুরতাদ জোটগুলো।

মুজাহিদগণ এমন পরিস্থিতিতে কুফফার বাহিনীর সম্মিলিত এই অভিযানকে প্রতিহত এবং নিজেদের নিয়ন্ত্রিত এলাকাগুলো রক্ষা করার লক্ষ্যে তীব্র প্রতিরোধ যুদ্ধের জন্য সম্মিলিতভাবে অপারেশন চালাতে শুরু করেছেন।

মুজাহিদদের এই সম্মিলিত অপারেশনে রয়েছে আল-কায়েদা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন এর নেতৃত্বাধীন "ওয়া হাররিদীল মু'মিনীন" অপারেশন রুম, আনসারুত তাওহীদ ও HTS এর অনুগত মুজাহিদ গ্রুপগুলো।

আলহামদুলিল্লাহ, গত ২৮ থেকে ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত দীর্ঘ 72 ঘন্টা যাবত মুজাহিদগণ কুফফার বাহিনীর বিরুদ্ধে মহান আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে নিজেদের সর্বাত্মক চেষ্টার মাধ্যমে কুফফার ও মুরতাদ বাহিনীর 963 এরও অধিক সৈন্যকে হতাহত করতে সক্ষম হন।

বিস্তারিত ইনফোগ্রাফিতে দেখুন-

https://alfirdaws.org/2020/01/31/32341/

--

আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন ৩১ জানুয়ারি শুক্রবার পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় দেশটির মুরতাদ সরকারের সন্ত্রাসী বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান চালান।

শাহাদাহ নিউজ এজেন্সীর তথ্যমতে, সোমালিয়ার "মারাকা" শহরে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের পরিচালিত উক্ত হামলায় মুরতাদ বাহিনীর ২ সৈন্য নিহত এবং ৩ সৈন্য আহত হয়।

এসময় মুজাহিদগণ মুরতাদ সৈন্যদের সাথে থাকা ক্লাশিনকোভগুলো গনিমত লাভ করেন, আলহামদুলিল্লাহ।

বৃহস্পতিবার জামিয়ায় চলা নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে এক প্রতিবাদ মিছিলের উপর প্রকাশ্যে এক হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীর গুলিতে আহত হয়েছিল এক ছাত্র। এই ঘটনার পর গোটা দেশজুড়ে নিন্দার ঝড় বয়ে চলে। সকলেই এই দুষ্কৃতীর কড়া শাস্তির দাবি জানিয়েছে। অথচ, সেই দুষ্কৃতীকে এবার সম্মানিত করতে চাইছে হিন্দু মহাসভা।

https://alfirdaws.org/2020/01/31/32328/

এই উগ্র হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী দলটি শুক্রবার এক ঘোষণার মাধ্যমে জানায় যে নাথুরাম গডসের মত এক প্রকৃত দেশপ্রেমীর মত কাজ করেছে সন্ত্রাসী বন্দুকবাজ।

হিন্দু মহাসভার মুখপাত্র অশোক পাণ্ডে জানিয়েছে, “জামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে যারা সরকারের আইন বিরোধী কাজ করতে যাচ্ছিলেন, তাদের চুপ করিয়ে দেওয়ার এবং দ্রুত আজাদি দেওয়া চেষ্টা করায় সেই ছেলেটির জন্য আমরা এবং আমাদের সংগঠন অত্যন্ত গর্বিত।”

পাশাপাশি তিনি নয়া নাগরিকত্ব আইনের প্রতিবাদীদের মৃত্যুও কামনা করেছেন সংগঠনের মুখপাত্র। তিনি বলেছেন, “সব দেশবিরোধীদের শাস্তি দিতে হবে। শার্জিল ইমাম সহ আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, জেএনইউ ও শাহিনবাগের যেসব মানুষ এমন দেশবিরোধী কাজ করবে, তাদের গুলি করেই মারা উচিত। “ ওঁরা গুলি খেয়ে মরারই যোগ্য।”

তবে শুধুমাত্র সম্মান প্রদান নয়, জামিয়ায় গুলি চালানো ঐ ছেলেটিকে পুরষ্কার ও সমস্ত আইনি খরচ দেবে হিন্দু মহাসভা।

গুলিচালনার সময়ে দর্শকের ভূমিকায় থাকা পুলিশ পরে ঐ দুষ্কৃতীকে লোক দেখানোর জন্য গ্রেফতার করলে ছেলেটি স্পষ্টভাবে তার দোষ স্বীকার করেছে এবং এই ঘটনায় গর্ববোধও করেছে সে। পাশাপাশি নিজের প্রবল হিন্দুত্ববাদের পরিচয়ও দিয়েছে সে সকলের সামনে। তার সন্ত্রাসী কাজের জন্য পুরস্কার দিতে চাইছে এই উগ্র সন্ত্রাসী সংগঠন।

একই সঙ্গে তাঁরা ঘোষণা করেছে, ওই হামলাকারী সন্ত্রাসীর সমস্ত আইনি খরচ জোগাবে হিন্দু মহাসভা।

সিরিয়ান সুন্নী মুসলিমদের নিয়ন্ত্রিত সর্বশেষ প্রদেশ ইদলিব ও তার আশপাশের অঞ্চলগুলো নিয়ন্ত্রণে নিতে গত ২৮ জানুয়ারি হতে প্রদেশটিতে তীব্র অভিযান চালাতে শুরু করেছে দখলদার কুফ্ফার রাশিয়া ও শিয়া সন্ত্রাসী মুরতাদ জোটগুলো।

তারা প্রদেশটি দখলে নিতে আন্তর্জাতিকভাবে নিষিদ্ধ সকল ধরণের ভয়াবহ মারণাস্ত্র প্রয়োগ করে চলছে। চালানো হচ্ছে বৃষ্টির মত বোমা হামলা, মূহুর্তের মধ্যেই গুঁড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে বেসামরিক লোকদের বাড়ির পর বাড়িগুলো।

এমন পরিস্থিতিতে প্রতিরোধ যোদ্ধাদের জন্য সম্মিলিতভাবে অপারেশণ চালাতে শুরু করে সুন্নী মুজাহিদিন গ্রুপগুলো। যাদের মাঝে রয়েছে আল-কায়েদা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন এর নেতৃত্বাধীন "ওয়া হাররিদীল মু'মিনীন" অপারেশণ রুম, আনসারুত তাওহীদ ও HTS এর অনুগত মুজাহিদ গ্রুপগুলো।

গত 72 ঘন্টায় (২৮,২৯,৩০ জানুয়ারি) সুন্নী মুজাহিদ গ্রুপগুলোর সম্মিলিত অভিযানে 963 এরও অধিক কুফ্ফার ও মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয়েছে। এর মধ্যে গত ২৮ তারিখের অভিযানে মুজাহিদদের হামলায় নিহত হয়েছে 130, আহত 252 কুফ্ফার ও মুরতাদ সৈন্য। মুজাহিদদের ২৯ তারিখের অভিযানে নিহত হয় আরো 150+ আহত 100+ কুফ্ফার ও মুরতাদ সৈন্য। এমনিভাবে গত মুজাহিদদের পরিচালিত গত 30 তারিখের অভিযানে নিহত: 120+ এবং আহত আরো 211 এরও অধিক কুফ্ফার ও মুরতাদ সৈন্য।

অর্থাৎ গত ৩দিনে মুজাহিদদের সম্মিলিত অভিযানে কুফ্ফার ও মুরতাদ সৈন্য নিহত হয় 400 এরও অধিক এবং আহত আরো 563 এরও অধিক।

এর মধ্যে HTS এর একজন জানবায মুজাহিদের বরকতমী ইস্তেশহাদী হামলায় নিহত হয় 35 এরও অধিক কুফ্ফার ও মুরতাদ সৈন্য, আহত হয় আরো কয়েক দশক, হতাহত এই সৈন্যদের মাঝে দখলদার রাশিয়ান সৈন্য নিহত হয় 4 এবং আহত হয় আরো 7, এছাড়া অধিকাংশ হতাহত সৈন্যই দখলদার ইরানী শিয়া মুরতাদ সৈন্য।

অন্যদিকে এই যুদ্ধে মুজাহিদগণ কুফ্ফার ও মুরতাদ বাহিনীর ২টি ড্রোন ও তুর্কিস্তান ইসলামিক পার্টি (TIP) এর মুজাহিদগণ একটি বিমান ভূপাতিত করতে সক্ষম হন, এছাড়াও কুফ্ফার ও মুরতাদ বাহিনীর 21টি সামরিকযান ও 11টি গাড়ি ধ্বংস করেন মুজাহিদগণ।

সিরিয়ান সুন্নী মুসলিমদের নিয়ন্ত্রিত সর্বশেষ প্রদেশ ইদলিব ও তার আশপাশের অঞ্চলগুলো নিয়ন্ত্রণে নিতে গত ২৮ জানুয়ারি হতে প্রদেশটিতে তীব্র অভিযান চালাতে শুরু করেছে দখলদার কুফ্ফার রাশিয়া ও শিয়া সন্ত্রাসী মুরতাদ জোটগুলো।

তারা প্রদেশটি দখলে নিতে আন্তর্জাতিকভাবে নিষিদ্ধ সকল ধরণের ভয়াবহ মারণাস্ত্র প্রয়োগ করে চলছে। চলানো হচ্ছে বৃষ্টির মত বোমা হামলা, মহুর্তের মধ্যেই গুঁড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে বেসামরিক লোকদের বাড়ির পর বাড়িগুলো।

এমন পরিস্থিতিতে প্রতিরোধ যোদ্ধাদের জন্য সম্মিলিতভাবে অপারেশণ চালাতে শুরু করে সুন্নী মুজাহিদিন গ্রুপগুলো। যাদের মাঝে রয়েছে আল-কায়েদা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন এর নেতৃত্বাধীন "ওয়া হাররিদীল মু'মিনীন" অপারেশণ রুম, আনসারুত তাওহীদ ও HTS এর অনুগত মুজাহিদ গ্রুপগুলো।

গত 72 ঘন্টায় (২৮,২৯,৩০ জানুয়ারি) সুন্নী মুজাহিদ গ্রুপগুলোর সম্মিলিত অভিযানে 963 এরও অধিক কুফ্ফার ও মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয়েছে। এর মধ্যে গত ২৮ তারিখের অভিযানে মুজাহিদদের হামলায় নিহত হয়েছে 130, আহত 252 কুফ্ফার ও মুরতাদ সৈন্য। মুজাহিদদের ২৯ তারিখের অভিযানে নিহত হয় আরো 150+ আহত 100+ কুফ্ফার ও মুরতাদ সৈন্য।

এমনিভাবে গত মুজাহিদদের পরিচালিত গত 30 তারিখের অভিযানে নিহত: 120+ এবং আহত আরো 211 এরও অধিক কুফফার ও মুরতাদ সৈন্য।

অর্থাৎ গত ৩দিনে মুজাহিদদের সম্মিলিত অভিযানে কুফফার ও মুরতাদ সৈন্য নিহত হয় 400 এরও অধিক এবং আহত আরো 563 এরও অধিক।

এর মধ্যে HTS এর একজন জানবায মুজাহিদের বরকতমী ইস্তেশহাদী হামলায় নিহত হয় 35 এরও অধিক কুফফার ও মুরতাদ সৈন্য, আহত হয় আরো কয়েক দশক, হতাহত এই সৈন্যদের মাঝে দখলদার রাশিয়ান সৈন্য নিহত হয় 4 এবং আহত হয় আরো 7, এছাড়া অধিকাংশ হতাহত সৈন্যই দখলদার ইরানী শিয়া মুরতাদ সৈন্য।

অন্যদিকে এই যুদ্ধে মুজাহিদগণ কুফফার ও মুরতাদ বাহিনীর ২টি ড্রোন ও তুর্কিস্তান ইসলামিক পার্টি (TIP) এর মুজাহিদগণ একটি বিমান ভূপাতিত করতে সক্ষম হন, এছাড়াও কুফফার ও মুরতাদ বাহিনীর 21টি সামরিকযান ও 11টি গাড়ি ধ্বংস করেন মুজাহিদগণ।

গোমূত্র দিয়ে অন্ধ বিশ্বাসের চিকিৎসা করা ভারতে নতুন নয়। সাবেক কেন্দ্রীয় প্রধানমন্ত্রী চন্দ্র শেখর সকালে খালিপেটে গোমূত্র পান করত। তবে ঢাকঢোল পিটিয়ে বড় বড় ব্যাধির চিকিৎসার জন্য গোমূত্রের ব্যবহারের ব্যাপক প্রচারণা নতুন মাত্রা যোগ করেছে ভারতের রাজনীতি ও সমাজব্যবস্থায়। বলা হচ্ছে, গোমূত্র হজমশক্তি বাড়ায়, কলিক পেইন, ব্লটিং, অন্ত্রনালীর ওয়ার্ম, চর্মরোগ, অ্যানিমিয়া, মুটিয়ে যাওয়া, ডি-টক্সিফিকেশন, লিউকোডার্মা, লিভার, ডায়াবেটিস, একজিমা, ক্যান্সার ইত্যাদি রোগ নিরাময় করে। বিশেষ করে হরিয়ানায় জন্ম নেয়া যোগী গুরু রামদেব, আসল নাম, রামকৃষ্ণ যাদব টিভি শোতে মুসলমানদের গোমূত্র পান করার আহ্বান জানিয়েছে। সে দাবি করেছে, ‘চিকিৎসার জন্য গোমূত্র পান করার কথা নাকি কুরআনে লেখা আছে।’

এখানে অনেক কথাই উঠে আসে। পবিত্র কুরআনে এমন কোনো বাক্য নেই, যেখানে গোমূত্র পান করার কথা বলা হয়েছে। হাদিস গ্রন্থগুলোতেও নেই। ইসলাম ধর্মের অনুসারীরা কী খাবে কী খাবে না, তার কোড অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা আছে, গোমূত্র হারাম বা নিষিদ্ধ।

বেদ, গীতা বা উপনিষদে গোমূত্র পানের কথা বলা আছে কি না জানা নেই। রামদেব ও এমন কোনো গ্রন্থের উদ্ধৃতি দেননি।

দিল্লি ইউনিভার্সিটির প্রফেসর শামসুল ইসলাম বলেছেন, মুসলমানদের আক্রমণ করা এবং ভারতীয় মুসলমানদের ভেতর বিদ্বেষ সৃষ্টির জন্য তিনি এখন 'গোমূত্র থেরাপি' চালু করছেন। এই প্রফেসর প্রশ্ন রাখেন- সাধারণ হিন্দুরাই গোমূত্র পান করছেন না, মুসলমান তো দূরের কথা। তবু কেন এহেন প্রচারণা? সহজলভ্য গোমূত্রকে একটি প্যাটেন্ট হিসেবে চালু করার প্রয়াস চলছে বলেই মনে হচ্ছে।

গোমূত্র, গোময়, দুগ্ধ, দই ও ঘৃতের মিশ্রণ পঞ্চগব্য পূজা-অর্চনায় এবং 'পবিত্রতার নামে অপবিত্রতার' বিধানে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। গুজরাট প্রদেশের গান্ধীনগরে এন্টারপ্রিনিউরশিপ ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট অব ইন্ডিয়ার একটি অনুষ্ঠানে দেশটির রাষ্ট্রীয় কামধেনু আয়োগের চেয়ারম্যান বল্লভ খাতিরিয়া বলেন, 'স্টার্টআপ ইন্ডিয়ার' আওতায় যারা গো-সংক্রান্ত পণ্যের ব্যবসা করবেন, তাদের প্রাথমিক মূলধনের ৬০ শতাংশ সহায়তা করবে সরকার। বিভিন্ন জায়গায় শুরু হয়েছে 'গোমূত্র চিকিৎসা ক্লিনিক'। বিক্রি হচ্ছে 'গোমূত্র ক্যাপসুল'এবং 'ডিস্টিল্ড' ও 'মেডিক্যাটেড' গোমূত্রও!

এ কারণে রাজস্থানসহ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে গোমূত্রের দাম বাড়ছে। গরুর দুধের চেয়ে মূত্রের দাম এখন কয়েক গুণ বেশি। রামদেবের গোমূত্রের ব্র্যান্ড নাম হচ্ছে, 'গোধন আরক'। ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে ফার্মাকোলজির শিক্ষক স্বপন জানার বলেন, 'গোটাটাই ভণ্ডামি। গাছগাছালি থেকে রাসায়নিক বের করে ওষুধ হতে পারে। তার ফার্মাকো কাইনেটিক্স ও ডায়নামিক্স রয়েছে। গোমূত্রের এমন কিছুই নেই।'

ভারতে বাবা রামদেব একজন হিন্দুত্ববাদী ব্যক্তিত্ব। বিগত নির্বাচনে তিনি কংগ্রেসের বিরোধিতা করেছেন এবং বিজেপিকে সমর্থন দিয়েছেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বাবা রামদেবকে মাথা নিচু করে প্রণাম করেন। ভারতের তাবৎ বড় বড় নেতা রামদেবের ভক্ত।

গুরু রামদেব সাধারণ মিতাচারী কোনো 'বাবা' নন। একজন বিলিয়নিয়ার। তিনি ইন্ডিয়া টিভির মালিক রজত শর্মাকে বলেছেন, 'আমি ছোট কিছু চিন্তা করি না, ৫০০ বছর পর আমাদের জাতির কী হবে, তা নিয়ে চিন্তা করি।' রামদেবের কোনো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নেই। তারপরও

তিনি ১০ হাজার কোটি রুপির ব্যবসার মালিক। কেউ বলতে পারেন না, বিদেশে তার কী পরিমাণ সম্পদ রয়েছে।

রামদেব উত্তরাখণ্ডের হরিদ্বারে গিয়ে জীবনশৃঙ্খলা ও ধ্যানে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ১৯৯৫ সালে 'দিব্য যোগমন্দির' প্রতিষ্ঠা করেন। বলিউড তারকা অমিতাভ বচ্চন ও শিল্পা শেঠিকে যোগবিদ্যা শিখিয়েছেন। ব্রিটেন, জাপান ও আমেরিকায় তার শিষ্য রয়েছে অনেক। 'ওম শান্তি ওম' নামে এক রিয়েলিটি শোতে তিনি বিচারক হিসেবেও কাজ করেছেন। তবে আদালত তার আত্মজীবনী 'জার্নি ফ্রম গড ম্যান টু টাইকুন' বইটির বিক্রির ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ম্যাগাজিনে তার কাজ ও ব্যবসার ওপর বিশেষ নিবন্ধ ছাপা হয়েছে। যোগ ও যোগ-দর্শনের ওপর রামদেবের চারটি বই রয়েছে।

তিনি 'পান্তাঞ্জলি'র প্রতিষ্ঠাতা। কেউ পান্তাঞ্জলির বিরুদ্ধাচরণ করলে তিনি বলেন, আমি তো হামদর্দের বিরুদ্ধে কিছু বলিনি। বলবও না। 'হিমালয় ড্রাগ কোম্পানির বিরুদ্ধেও কিছু বলিনি।' 'আপ কি আদালত' অনুষ্ঠানে তিনি রজত শর্মাকে এ কথা বলেন। তিনি পান্তাঞ্জলি গ্রুপের ৫০০ সাধুকে কোম্পানির অংশীদার করবেন এবং ১০ হাজার কোটি রুপি তাদের দেবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। রামদেবের কাছে যারা দীক্ষা নেবেন বা নিয়েছেন সেসব 'সাধু'কেই শুধু অংশীদার করা হবে।

বিজেপি সমর্থক গুরু রামদেবকে পদ্মভূষণ পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে। কংগ্রেসের কে সি ত্যাগী অভিযোগ করেন, 'বাবা প্রকাশ্যে বলে বেড়ান, তিনি বিজেপি সরকার গঠনে 'তন মন ও ধন' (মেধা, পরিশ্রম ও দৌলত) দিয়ে সহায়তা করেছেন। রামদেবকে হরিয়ানার কেবিনেট মন্ত্রী হতে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কিন্তু রামদেব এ প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন। তিনি বলেন, 'আপনাদের ধন্যবাদ। আমি একজন বাবা ও ফকির হিসেবে থাকতে চাই।'

বাবা রামদেবকে হরিয়ানার 'অ্যাম্বাসেডর' বানানো হয়েছে। কিন্তু ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে যখন হরিয়ানা দুই সপ্তাহ ধরে পুড়ল তখন এই বাবাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। একইভাবে হরিয়ানার চণ্ডিগড়ে একজন আরএসএস-বিজেপি নেতা যখন এক হিন্দু বালিকার শ্লীলতাহানি ঘটায় তখন তিনি ছিলেন নিশ্চুপ। 'ধর্ষক'রূপে পরিচিত গুরমিত সিংহের লোকজন যখন সহিংসতা ছড়ায় তখন বিজেপির সমর্থন থাকায় বাবা রামদেব চুপ ছিলেন বলে সমালোচকরা মন্তব্য করেছেন।

বাবা রামদেবের রাজনৈতিক বক্তব্যও সমাজকে প্রভাবিত করেছে। তিনি বলেছেন, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মিরই সব সঙ্কটের মূল। তাই তিনি ভারত সরকারকে পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মির দাবি করার আহ্বান জানান। আজহার মাসুদ, হাফিজ সাঈদ, দাউদ ইব্রাহিমের মতো 'স্বাধীনতাকামীদের' জীবিত বা মৃত ভারতের হাতে তুলে দেয়ার জন্য পাকিস্তানের প্রতি তিনি আহ্বান জানিয়েছেন।

২০১৬ সালে 'ভারত মাতা কি জয়' না বললে তাদের মুণ্ডুছেদ করার ঘোষণা দিয়েছেন বাবা রামদেব। বিশেষ করে টুপি পরিধান করে যারা এ কথা বলবেন না তাদের উদ্দেশে বলেন, 'আরে ইস দেশ মে কানুন হ্যায়, হাম তো লাখো কি গর্দান কাট সাকতে হেঁ।' (আরে এই দেশে কি কোনো আইন আছে। ('ভারত মাতা কি জয়' না বললে) আমরা লাখো মানুষের গর্দান কাটতে পারি।' এ কথা নিয়েও ভারত হয়ে উঠেছিল উত্তপ্ত।

পতঞ্জলি ব্র্যান্ড নামে পান্তাঞ্জলি ফার্মা কোম্পানি, কেশ কান্তি মাথার তৈল, বাদাম পাক, বডি লোশন, মধু, অ্যালিভেরা জুস, ক্রিম, তেল, চ্যাবনপ্রাশ ইত্যাদি তৈরি ও বাজারজাত করা হয়েছে। পান্তাঞ্জলি ফার্মা কোম্পানির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য রাজ্যসভায় দাবি ওঠে। এই কোম্পানি খাদ্যসামগ্রী রেগুলেটরের অনুমোদন না নিয়ে পান্তাঞ্জলি 'নুডলস' ও 'পাস্তা' বাজারজাত করেছে। অথচ এর ত্রুটি পাওয়া সত্ত্বেও কোনো ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি। উত্তরাখণ্ড সরকারও আয়ুর্বেদি ওষুধকে জাল বলেছে। পান্তাঞ্জলির বিরুদ্ধে লেগেছে ভারতের 'আয়ুর্বেদ জায়ান্ট' দাবুর ইন্ডিয়া লিমিটেড। দাবুর কোম্পানিই ভারতের সবচেয়ে পুরনো ও মানসম্মত 'চ্যাবনপ্রাশ' তৈরি ও বিপণন করে আসছে। দাবুর বলছে, 'পতঞ্জলি চ্যাবনপ্রাশ' রামদেবের 'অবৈধ ব্যবসায়িক আচরণ'।

দিল্লি হাইকোর্ট এর সব প্রচারণা বন্ধ করার নির্দেশ দিয়ে শুনানির দিন ধার্য করেছেন। দাবুর এদের বিরুদ্ধে ২.০১ কোটি রুপির ক্ষতিপূরণ মামলাও দায়ের করেছে। দাবুর আরো বলেছে, ওদের বিজ্ঞাপন দাবুরের বিজ্ঞাপনের অনুরূপ এবং প্যাকিংও দাবুরের মতো হওয়ায় সাধারণ মানুষ যেকোনো সময় প্রতারিত হতে পারে। এটা প্যাটেন্ট চুরির শামিল। আদালত বলেছেন, দাবুরের মামলায় 'প্রাইমা ফেসি' রয়েছে। এই মামলাটি চলমান। রামদেবের দিব্য ফার্মেসি একটি আয়ুর্বেদি ওষুধ বাজারজাত করেছে, নাম 'পুত্রজীবক বীজ', যা খেলে নাকি মহিলাদের পুত্রসন্তান জন্ম গ্রহণ করবে। ভারতের অনেক বাঘা বাঘা নেতা এই ওষুধের সমালোচনা করেছেন। যোগী ও সন্ন্যাসীরাও এর বিরোধিতা করেছেন।

এক্সপ্রেস ওয়েব ডেস্ক, নতুন দিল্লির খবরে আরো বলা হয়, গুরু রামদেব সব সময় সম্মুখ কাতারে থাকতে চান। নতুন জিনিস নিয়ে সমাজকে আকৃষ্ট করতে ভালোবাসেন। যোগ চর্চা দিয়ে শুরু করে তিনি আয়ুর্বেদ কোম্পানি সাড়া জাগানো ওষুধ, নুডলস, বিদ্যালয় সিলেবাস, সংস্কৃত ভাষার প্রচলন- এসব বিষয় ছাড়াও তার হাজার হাজার যোগী ও শিষ্যের জন্য দেশী যোগী পোশাক নির্মাণ ও বাজারজাতকরণ করে ব্যবসায়িক সাফল্য লাভ করেছেন। এবার নজর দিয়েছেন রিয়েলিটি শোর দিকে। শোর নাম 'ভজন রত্ন'। এতে বিচারক হিসেবে আরো থাকছেন, 'ভজন-সম্রাট' অনুপ জালোটা। রিয়েলিটি শোর পর এই ব্যক্তি 'ভজন' স্টার হিসেবেও পরিচিত হয়েছেন।

সূত্র: নয়া দিগন্ত/ লেখক : অবসরপ্রাপ্ত যুগ্ম সচিব ও গ্রন্থকার

নিত্যপণ্যের মূল্যের কথা আমরা জানি। এ দেশে প্রতিটি পণ্যের দাম অব্যাহত ঊর্ধ্বমুখী। কনজিউমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব)-এর হিসাবে, ২০১৯ সালে ঢাকায় মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়েছে সাড়ে ৬ শতাংশ। আগের অর্থবছরে সেটি বেড়েছিল ৬ শতাংশ। মূল্যস্ফীতির যে চিত্র, সেটিও প্রায় একই রকম। ২০১৮-১৯ অর্থবছর শেষ হয়েছিল সাড়ে ৫ শতাংশ মূল্যস্ফীতি নিয়ে। চলতি অর্থবছরের নভেম্বরে এসে তা ৬ শতাংশ ছাড়িয়ে গেছে। দৈনিক প্রথম আলোর এক রিপোর্টে আয় বাড়ার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। সেখানে তারা বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা জরিপ ও গবেষণা সংস্থা সিপিডির বিশ্লেষণ তুলে ধরেছেন। মজুরি বাড়ার হার থেকে মূল্যস্ফীতির হার বাদ দিলে প্রকৃত মজুরি বেড়েছে কি না, সেটি জানা যায়। তাতে দেখা যাচ্ছে, পণ্যমূল্য বাড়ার সাথে এর সমন্বয় নেই। সরকারের হালনাগাদ খানা জরিপ নেই। তাদের জরিপে দেখা যাচ্ছে, ২০১৬ সালে দেশের সবচেয়ে দরিদ্র ৫ শতাংশ মানুষের মাসিক গড় আয় ছিল চার হাজার ৬১০ টাকা। ২০১০ সালের তুলনায় তা ৫৩৯ টাকা কম। সবচেয়ে উচ্চ আয়ের পরিবারে মাসিক গড় আয় ৯ হাজার ৪৭৭ টাকা থেকে ৪৫ হাজার ১৭২ টাকা দাঁড়িয়েছে। পত্রিকাটি জানিয়েছে, অবশ্য এ জরিপে সবচেয়ে ধনীদের প্রকৃত হিসাব আসে না বলেও অভিযোগ রয়েছে। তবে ধনীদের হিসাব পাওয়া গেছে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান ওয়েলথ-এক্স, বিশ্বব্যাংকের জরিপে।

পণ্যমূল্য বৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতির অভিঘাত মধ্যবিত্তের ওপরেই বড় আঘাত হানে। গরিব মানুষ তরকারিতে পেঁয়াজ পড়েছে কি না তা দেখার প্রয়োজন বোধ করে না। ভাতের সাথে একটা তরকারি, সেটা যাই হোক, হলেই হলো। মধ্যবিত্তকে পেঁয়াজ খেতে হয়। এর দাম ৩০০ টাকা ছুঁয়ে গেলে তার এক দিনের পুরো আয়ই লেগে যেতে পারে এক কেজি পেঁয়াজ কিনতে। মধ্যবিত্ত বলতে সাধারণ ধারণা হচ্ছে, আয়রোজগার করে যারা প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটাতে পারেন নিজের আয় থেকে। কিছু সঞ্চয়ও করতে পারেন। তার রয়েছে স্বস্তি ও শান্তি। তাই আয়-ব্যয় নিয়ে শঙ্কিত নন তারা। কিন্তু বর্তমান সময়ে মধ্যবিত্তের চরিত্র আগের মতো নয়। তাদের নিয়মিত খাওয়া পরা শিক্ষা বস্ত্র বাসস্থান ঠিক রাখার জন্য রাতদিন খাটতে হয়। একটা চাকরির জায়গায় এখন তাদের দুটো চাকরি করতে হচ্ছে। গল্প করা, আড্ডা দেয়া, বই পড়ার যে বিলাসিতা ছিল; সেটি সহজে হয়ে উঠছে না নব্য মধ্যবিত্তের। ফলে সমাজে ভারসাম্যপূর্ণ মননও গড়ে উঠছে না। এই মধ্যবিত্ত উদ্বিগ্ন ভীত-শঙ্কিত একটি শ্রেণী। এটি আগের সেই শ্রেণী নয়, যারা বৃহত্তর সমাজে ভারসাম্য ধরে রাখতেন। বিশেষ করে সরকার এবং রাজনীতিতে ইতিবাচক গুণগত পরিবর্তন আনতেন তারাই।

বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিপুল অংশ বেসরকারি চাকরি করেন। ২০১৫ সালের বিআইডিএসের পরিচালিত একটি জরিপে দেখা যাচ্ছে, ৪৮ শতাংশের বেশি মধ্যবিত্ত বেসরকারি চাকরি করেন। সাধারণত তারা পোশাক কারখানা, মাঝারি ও বৃহৎ শিল্পে নানা পর্যায়ে নিয়োজিত। পোশাক শিল্পের মজুরি কাঠামো সবার জানা। খুব অল্প চাকরিজীবী প্রয়োজনীয় মজুরি পাচ্ছেন। এ ছাড়া বিভিন্ন শিল্পকারখানা ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরির বাজার সৃষ্টি হয়েছে। এর মধ্যে সেবা খাত বিপুলভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে। কিন্তু এসব প্রতিষ্ঠানে কর্মীদের যতটা ন্যূনতম ব্যয়ে খাটানো যায়, সেটাই মালিকরা করে থাকেন। দেশে অসংখ্য বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। খুব কমসংখ্যক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ন্যায়সঙ্গত বেতনভাতা দেয়া হয়। মালিকরা তাদের মুনাফাকে যতটা পারা যায় বাড়িয়ে নিতে চান। এতে প্রকৃত অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুফল সাধারণ মানুষ পাচ্ছে না।

আমরা দেখতে পাচ্ছি, সরকারি প্রতিষ্ঠানে বেতনভাতা বাড়ানো হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রায় সব সরকারি আধা সরকারি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের বেতনভাতা কয়েকগুণ বেড়েছে। এর সাথে নানা ধরনের বৈধ সুযোগ সুবিধাও তাদের রয়েছে। মূল্যস্ফীতির সাথে তাল মিলিয়ে তাদের বেতন কাঠামো পরিবর্তন করা হয়েছে। অন্য দিকে, পোশাক শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরি ঠিক

করার জন্য আন্দোলন করতে হচ্ছে। অনেকের রক্ত ঝরেছে, অনেক সম্পদের হানি হয়েছে। তবু এখন পর্যন্ত তাদের মজুরি কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে আসেনি। অন্যান্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অবস্থা এর চেয়ে ভালো নয়। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের বেশির ভাগের ন্যূনতম মজুরি কাঠামোও নেই। খুব কমসংখ্যক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যেগুলোয় মানসম্পন্ন মজুরি কাঠামো রয়েছে।

সম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান ওয়েলথ-এক্স ও বিশ্বব্যাংকের জরিপ থেকে জানা যাচ্ছে, বাংলাদেশের এত সব উন্নয়নের 'ফুটো'টা কোন জায়গায়। অতি ধনী বাড়ার হারে বাংলাদেশ বিশ্বে প্রথম স্থান অর্জন করেছে। সাধারণ ধনী বাড়ার তালিকায়ও বাংলাদেশ তৃতীয় স্থান অর্জন করেছে। অতি ধনী বাড়ার প্রতিযোগিতায় এক দশকেই আমরা পেছনে ফেলেছি যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও জাপানকে। ৭৫টি বড় অর্থনীতির দেশকে পেছনে ফেলে বাংলাদেশ 'এক নম্বর' হওয়ার খবর দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান ওয়েলথ-এক্স। বিশ্বে সবচেয়ে গরিব মানুষ রয়েছে, এমন দশটি দেশের তালিকা প্রণয়ন করেছে বিশ্বব্যাংক। ওই তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান পাঁচ নম্বরে।
'অতি ধনী' বলতে প্রতিষ্ঠানটি তিন কোটি ডলারের বেশি সম্পত্তির মালিককে বুঝিয়েছে। টাকার অঙ্কে তা ২৫০ কোটি টাকার বেশি। ২০১৭ সাল পর্যন্ত, এর আগের পাঁচ বছরে বাংলাদেশে অতি ধনীর সংখ্যা বেড়েছে ১৭ শতাংশ হারে। ওয়েলথ-এক্স সাম্প্রতিক আরেক প্রতিবেদনে জানায়, ধনী বাড়ার হারে বাংলাদেশ তৃতীয়। আমাদের থেকে এগিয়ে আছে আফ্রিকার দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ নাইজেরিয়া ও মিসর। আমরা পেছনে ফেলে দিয়েছি চীনকেও।

'অতি ধনী' বাড়ার গতিতে বাংলাদেশ এক নম্বরে চলে আসার পাশাপাশি ধনী বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তিন নম্বর অবস্থান বাংলাদেশের অর্থনীতির স্বাভাবিক গতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না, তা অর্থনীতিবিদরা তাদের নানা সূচকে বিচার-বিশ্লেষণ করে বলতে পারবেন।
সরকার দাবি করছে, সামগ্রিক অর্থনীতি ৭ শতাংশ হারে বাড়ছে। এ প্রবৃদ্ধি যদি বৈষম্যহীনভাবে বাড়ত, তাহলে সবার না হোক অনেকের ভাগ্যের চাকা এত দিনে অনেকটাই খুলে যাওয়ার কথা। নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্তের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ার কথা। আর গরিবের সংখ্যা দ্রুত কমে যাওয়ার কথা। সেগুলো কাঙ্ক্ষিত হারে হচ্ছে না; বরং প্রকৃত মজুরি কমে মানুষের দৈনন্দিন নিত্যপণ্যের তালিকা ছাঁটাই করতে হচ্ছে।

তাই মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কতটা হয়েছে, সেটি হিসাব করা প্রয়োজন। আমরা যদি অর্থনৈতিক সূচকের প্রতিটিতে বর্ধিষ্ণুতা দেখি, তবুও বাস্তবে যদি মানুষের জীবনাচরণে তার প্রভাব না পড়ে তাহলে সেই পরিসংখ্যান আসলে কোনো কাজে আসবে না।

পণ্যমূল্যের হিসাব করার পর চিকিৎসা খরচের ব্যাপারটি দেখে নেয়া যেতে পারে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি অধ্যাপক প্রাণ গোপাল দত্ত সম্প্রতি পত্রিকায় একটি কলামে বাংলাদেশে চিকিৎসা ব্যয় মেটানো কতটা দুঃসাধ্য, তা তুলে ধরেছেন। দেখা যাচ্ছে, চিকিৎসা ব্যয়ের সাথে মধ্যবিত্তের আয়ের কোনো সঙ্গতি নেই। ডা: দত্তের হিসাব মতে, একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের ফি এক হাজার টাকা।

পরীক্ষা-নিরীক্ষার ন্যূনতম খরচ তিন হাজার টাকা। রিপোর্ট দেখাতে গেলে আবার অর্ধেক ফি দিতে হয়। তিনি রিপোর্ট দেখাতে ফি নেন না। তাই একে যুক্ত করেননি। এক মাসের ন্যূনতম ওষুধ খরচ ধরেছেন তিন হাজার টাকা। মাসখানেক পরে 'ফলোআপ' পরীক্ষা এবং ওষুধ পরিবর্তন করতে আরো দুই হাজার টাকা এর সাথে যুক্ত হবে। তাহলে এক মাসে একজনের জন্য খরচ হচ্ছে ৯ হাজার টাকা। একজন মধ্যবিত্তের জন্য এ খরচ মানে তাকে মধ্যবিত্ত ছেড়ে নিম্নবিত্ত কিংবা অনেক সময় দরিদ্র মানুষের কাতারে নেমে যেতে হয়। দুরারোগ্য ব্যাধি ক্যান্সার ও হৃদরোগসহ জটিল রোগের চিকিৎসা ব্যয় আরো অনেক বেশি। অনেক সময় সেটি ১০ লাখ থেকে কোটি টাকাও ছাড়িয়ে যেতে পারে। এ অবস্থায় মধ্যবিত্ত দূরে থাক, এমনকি ধনীরাও সর্বস্বান্ত হয়ে যেতে পারেন।

অসংখ্য মানুষ চিকিৎসা ব্যয় মেটাতে গিয়ে দরিদ্রতার মধ্যে পতিত হচ্ছেন। এর মধ্যে মধ্যবিত্তের অবস্থা সবচেয়ে করুণ। নিম্ন কিংবা দরিদ্ররা বিনা চিকিৎসায় থাকছেন বাধ্য হয়ে। মধ্যবিত্ত জনগোষ্ঠী সেটিও পারেন না।

ফের বেলাগাম দিলীপ ঘোষ। এ বার এক প্রতিবাদী তরুণীকে কুরুচিকর ভাষায় আক্রমণ করল। তাঁর এহেন মন্তব্যে বিভিন্ন মহল থেকে সমালোচনার ঝড় উঠেছে।

বৃহস্পতিবার কলকাতার পাটুলিতে CAA-র সমর্থনে বিজেপির অভিনন্দন যাত্রা ছিল। সেখানে উপস্থিত ছিল দলের রাজ্য সভাপতি সন্ত্রাসী দিলীপ। বিজেপির র‍্যালির মাঝেই CAA, NRC

এবং NPR-এর বিরুদ্ধে পোস্টার হাতে একাকী প্রতিবাদ জানান এক তরুণী। সেখানে উপস্থিত বিজেপি কর্মী সন্ত্রাসীরা ওই তরুণীর উপরে চড়াও হয়ে হাত থেকে পোস্টার ছিঁড়ে দেন।

পরে এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে প্রতিবাদী তরুণীকে কুরুচিকর আক্রমণ করে দিলীপ ঘোষ। সে বলেছে, 'তাঁর হাত থেকে শুধু প্ল্যাকার্ড কেড়ে নিয়েই যে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এটাই চোদ্দ পুরুষের ভাগ্য। চোদ্দ পুরুষের ভাগ্য যে আমাদের লোকরা তাঁকে অন্য কিছু করেনি। ও কি মরতে চায়? শহরে সার্কাস দেখানোর অনেক জায়গা আছে। অনেক হয়েছে, আর সহ্য করা যায় না।'

সাম্প্রতি বঙ্গ রাজনীতিতে দিলীপ ঘোষ এবং বিতর্ক যেন সমার্থক শব্দে পরিণত হয়েছে। সিএএ বিরোধীদের গুলি করে মারার হুমকি থেকে শুরু করে বাংলা থেকে ৫০ লক্ষ মানুষকে বের করে দেওয়ার আস্ফালন, আবার শাহিনবাগ-পাক সার্কাসে CAA বিরোধী বিক্ষোভকারীদের মৃত্যু কামনা- সাম্প্রতিক সময়ে তাঁর একের পর এক মন্তব্য বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। সমালোচনাও কম হয়নি। তবুও স্বমহিমাতেই বিজেপি রাজ্য সভাপতি।

পাটুলির প্রতিবাদী তরুণী সম্পর্কেও দিলীপ ঘোষের এহেন মন্তব্যে স্বভাবতই সমালোচনার ঝড় উঠেছে। রাজ্যের শাসক তৃণমূল থেকে বিরোধী বাম-কংগ্রেস একযোগে এই বিজেপির রাজ্য সভাপতির এহেন মন্তব্যের কঠোর ভাষায় নিন্দা করেছে। বিজেপি এবং তার কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সম্মতিতেই কি দিলীপ ঘোষ এই ধরনের একের পর এক কুরুচিকর মন্তব্য করে চলেছেন কি-না, সেই প্রশ্নও তুলেছেন কেউ কেউ।

বিতর্কিত সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে দিল্লির জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের প্রতিবাদ কর্মসূচিতে গুলিবর্ষণের ঘটনায় বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে পুলিশের উপস্থিতিতে রামভক্ত গোপাল নামে এক যুবক ‘এই নাও আজাদি’ বলে গুলিবর্ষণ করে। এতে আহত হয়ে এক শিক্ষার্থী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। এই ঘটনায় ছড়িয়ে পড়ে উত্তেজনা। অভিযোগ উঠেছে পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি’র খবরে বলা হয়েছে, ওই যুবকের বাড়ি উত্তরপ্রদেশের জেবার এলাকায়।

পুলিশি নিষ্ক্রিয়তা ও গুলিবর্ষণের ঘটনার প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে ছড়িয়ে পড়ে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ। প্রতিবাদ মিছিল ঠেকাতে পুলিশের তৈরি ব্যারিকেড ভেঙে বিক্ষোভে যোগ দেয় অর্ধ সহস্র শিক্ষার্থী। সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে শিক্ষার্থীর সংখ্যা।

গত ১ ডিসেম্বর আইনে পরিণত হয় ভারতের মুসলিমবিদ্বেষী নাগরিকত্ব বিল। তারপর থেকে দেশজুড়ে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। এই আন্দোলন সবচেয়ে ব্যাপক আকার নিয়েছিল জামিয়া মিলিয়া, আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় ও জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে।

গতকাল সারাদেশে পালিত হয়ে গেলো হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বৃহত্তম ধর্মীয় উৎসব সরস্বতী পূজা। হিন্দু ধর্মমতে, সরস্বতী জ্ঞান-বিদ্যা ও শিল্পকলার দেবী। জ্ঞান ও বিদ্যা লাভের অভিপ্রায়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের ঘরে ঘরে পালিত হয়েছে এ পূজা। শুধু তাই নয়, পূজা মণ্ডপগুলোর পাশাপাশি রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও উদযাপিত হয়েছে পূজা অনুষ্ঠান।

বাংলাদেশের প্রায় ৯০ ভাগ জনগণ মুসলমান হওয়ার সুবাদে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীই মুসলমান। সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্রছাত্রী মুসলমান হওয়ার পরেও, তাদের ধর্মীয় কোনো উৎসব বা রীতি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে পালিত হয় না। অপরদিকে, হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় উৎসব বা রীতি ঠিকই বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হচ্ছে! এ জাতীয় সাম্প্রদায়িক দ্বৈতনীতি স্পষ্টভাবে তথাকথিত 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র নামে ইসলামহীনতা এবং হিন্দুত্বায়নকেই নির্দেশ করে।

অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নামাজের কক্ষ নেই বা নামকাওয়াস্তে থাকলেও ছাত্রছাত্রীদের নামাজ আদায়ের ব্যাপারে স্কুল কর্তৃপক্ষ থেকে কোনো ধরণের তদারকি লক্ষ্য করা যায় না। বরং, কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে নামাজ আদায়ে বাধা দেওয়ার ঘটনা পর্যন্ত ঘটেছে। আবার, টিফিন পিরিয়ডের নির্দিষ্ট সময়ের বাইরে দেয়া হয় না যোহর নামাজ আদায়ের জন্যে অতিরিক্ত সময়। নামাজ আদায় করতে গেলে দুপুরের খাবার খাওয়ার সময় সংকীর্ণ হয়ে যাওয়ার ভয়ে অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীই নামাজ আদায় করে না বা করতে পারে না। অপরদিকে পূজা পালনে করা হয় আড়ম্বরপূর্ণ আয়োজন, জাঁকজমকপূর্ণ সাজসজ্জা। কখনো আবার মুসলিম শিক্ষার্থীদেরকেও পূজায় আসতে বাধ্য করা হয়।
এভাবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা শিক্ষার্থীদের মাঝে হিন্দুত্ববাদের আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা চলছে

পুরোদমে। এ ধরণের দ্বিমুখী সাম্প্রদায়িক আচরণে ক্ষুব্ধ মানুষের মনে একটি জিজ্ঞাসা ঘুরপাক খাচ্ছে, রাষ্ট্র কি তবে দিন দিন ধর্মনিরপেক্ষতার আবরণে ব্রাহ্মণ্যবাদ কায়েমের পথে হাঁটছে ?

লেখক: আব্দুল্লাহ আবু উসামা

৩০শে জানুয়ারি, ২০২০

দিল্লির জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বিতর্কিত সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের (সিএএ) বিরুদ্ধে চলমান বিক্ষোভে গুলি চালিয়েছে এক বন্দুকধারী। এতে এক শিক্ষার্থী গুলিবিদ্ধ হয়েছে। বৃহস্পতিবার গুলিবর্ষণের সময় বন্দুকধারী চিৎকার করে বলে, 'এই নাও তোমাদের আজাদি (মুক্তি)। দিল্লি পুলিশ জিন্দাবাদ। হিন্দুস্তান জিন্দাবাদ।'

বিজেপি নেতা অনুরাগ ঠাকুর দিল্লিতে নাগরিকত্ব আইনবিরোধী বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে 'গুলি করে মারো শালাদের' স্লোগান দেওয়ার কয়েকদিন পর এই ঘটনা ঘটলো।

জামিয়ার শিক্ষার্থী আমনা আসিফ এনডিটিভিকে বলেন, আমরা ব্যারিকেডের কাছে যখন দাঁড়িয়ে ছিলাম তখন এই বহিরাগত, যাকে আমরা কেউ চিনি না, সে আমাদের শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভে বিঘ্ন ঘটায়। হাতে রিভলবার নিয়ে সে এগিয়ে আসে। আমরা সবাই তাকে থামাতে ও শান্ত করতে চেষ্টা করছিলাম। আমরা লোকটির দিকে এগিয়ে গিয়ে থামাতে চেষ্টা করি। পুলিশও উপস্থিত ছিল। কিন্তু পুলিশ সেখানে অটল দাঁড়িয়ে থাকে। আমরা যখন ওই লোকের হাত থেকে রিভলবার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করি, তখন সে আমাদের এক বন্ধুকে গুলি করে।

দিল্লির জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভে গুলিবর্ষণকারী ব্যক্তি হামলার পূর্বে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে লাইভ শুরু করেছিল। বৃহস্পতিবার গুলি করার আগে রাম ভক্ত গোপাল নামের এই ব্যক্তি ফেসবুকে তার কর্মকাণ্ড সরাসরি প্রচার করে।

তার গুলিতে জামিয়ার এক শিক্ষার্থী গুলিবিদ্ধ হয়েছে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম হিন্দুস্তান টাইমস এখবর জানিয়েছে।

হামলাকারী নিজেকে রামভক্ত গোপাল বলে পরিচয় দিয়েছে। তার ফেসবুকে লাইভ ভিডিওটি সামাজিক মাধ্যমটিতে ছড়িয়ে পড়ে। পরে তা ওই অ্যাকাউন্ট থেকে মুছে ফেলা হয়।

ফেসবুক প্রোফাইলে গোপাল নিজের সম্পর্কে লিখেছে, ‘রাম ভক্তিই যথেষ্ট, বাকিটা সময় আসলে দেখা যাবে’।

বিতর্কিত নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে দিল্লির শাহীন বাগে চলমান আন্দোলনের বিরুদ্ধে তার প্রোফাইলে বেশ কিছু উক্তি রয়েছে। এছাড়া প্রতিশোধ নেওয়ার পরিকল্পনাও পাওয়া গেছে। এক পোস্টে সে বলেছে, ‘শাহীনবাগ... গেম ওভার’।

এক পোস্টে সে তার বন্ধুদের আহ্বান জানিয়েছে ফোন না করার জন্য। তার সবগুলো পোস্ট হিন্দি ভাষায় প্রকাশ করা।

জামিয়ার শিক্ষার্থীদের জমায়েতে গুলির পর বিক্ষোভকারীরা তাকে ধরে ফেলে।

ইউএস প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ট ট্রাম্প ফিলিস্তিনের ব্যাপারে এক কথিত শান্তি পরিকল্পনার ঘোষণা করেছে যাকে 'ডিল অফ দি সেঞ্চুরি' ('শতাব্দীর সেরা পরিকল্পনা') বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এই কথিত শান্তি পলিকল্পনায় পূর্ব বায়তুল মাকদিস, জর্দান ভ্যালি, ইসরাঈল কর্তৃক জোরপূর্বক দখলকৃত ফিলিস্তিনের বিশাল অঞ্চল এবং অবৈধ ইসরাঈলি সেটেলারদের বাসকৃত ফিলিস্তিনের অঞ্চলসমূহকে ইসরাঈলের অংশ হিসেবে মেনে নেওয়ার আহবান করা হয়েছে। ইসলামিক ইমাররাত উক্ত শোষণমূলক পরিকল্পনার কঠোর নিন্দা জানাচ্ছে এবং একে ফিলিস্তিনবাসীর অধিকারের স্পষ্ট লঙ্ঘন হিসেবে মনে করছে।
বায়তুল মাকদিস মুসলিম উম্মাহ'র প্রথম ক্বিবলা এবং ফিলিস্তিন এর জনগণের ন্যায্য মাতৃভূমি। তাই এটি কোনো বাটোয়ারা চুক্তির মাধ্যমে সমাধানের বিষয় নয়। এবং ফিলিস্তিনবাসী ইতিমধ্যেই উক্ত পরিকল্পণাকে চক্রান্তমূলক ও বোকামীসূলভ প্রস্তাব হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। এবং ইসলামিক ইমারাত নির্যাতিত ফিলিস্তিনবাসীর পক্ষে পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছে।

ইসলামিক ইমারাত সকল ইসলামিক দেশসমূহ এবং ইসলামিক কনফারেন্সকে এই অন্যায় পরিকল্পনার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান জানাচ্ছে। এবং এই স্পর্শকাতর ইস্যুতে একজোট হয়ে নিজেদের ঈমানী দায়িত্ব পালনের আহবান জানাচ্ছে।

ইসলামিক ইমারাত আফগানিস্তান
০৪-০৬-১৪৪১ হিজরী
২৯-০১-২০২০ ঈসায়ী

বর্তমান সময়ে গণতন্ত্রের প্রতি মানুষ চরম অসন্তুষ্ট বলে এক জরিপে উঠে এসেছে। আর গণতন্ত্রের প্রতি মানুষের অসন্তুষ্টির এ মাত্রা ‘রেকর্ড উচ্চপর্যায়ে’ রয়েছে। সম্প্রতি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের চালানো এক জরিপে এসব তথ্য উঠে এসেছে। জরিপের ফলাফলে সতর্ক করে বলা হয়েছে, বিশ্বের দেশে দেশে গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা এখন ‘উদ্বেগের’ পর্যায়ে রয়েছে।
বিবিসির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, উন্নত বিশ্বের দেশগুলোয় গত ২৫ বছরের মধ্যে গণতন্ত্রের প্রতি অসন্তুষ্টি সর্বোচ্চ পর্যায়ে রয়েছে। গবেষকেরা বলছেন, সবচেয়ে বেশি বা উচ্চমাত্রায় অসন্তুষ্টি যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রে।

কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘সেন্টার অব দ্য ফিউচার অব ডেমোক্রেসি’ নামের একটি বিভাগ এ জরিপ চালায়। ১৯৯৫ সাল থেকে এটি গণতন্ত্র নিয়ে কাজ করে আসছে। তাদের জরিপে দেখা যাচ্ছে, গণতন্ত্রের প্রতি অসন্তুষ্টির মাত্রা ১০ ধাপ বেড়ে ৪৮ থেকে ৫৮ হয়েছে। এটি এখন পর্যন্ত গণতন্ত্রের প্রতি অসন্তুষ্টির সর্বোচ্চ পর্যায়।

গবেষকেরা বলছেন, গণতন্ত্রের প্রতি মানুষের মনোভাব জানার ক্ষেত্রে ৪০ লাখ লোকের ওপর সাড়ে তিন হাজার জরিপ চালানো হয়। আর সবচেয়ে বেশি বা উচ্চমাত্রায় অসন্তুষ্টি যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রে। জরিপ পরিচালনকারীদের একজন রবার্তো ফাও বলেন, বিশ্বে গণতন্ত্রের অবস্থা অস্বস্তি বা উদ্বেগের মধ্যে রয়েছে।

রবার্তো ফাও বলেন, ‘আমরা দেখেছি, বিশ্বে গণতন্ত্রের প্রতি অসন্তুষ্টির মাত্রা বেড়ে চলেছে দিনকে দিন। অসন্তুষ্টি বাড়তে বাড়তে এখন সর্বোচ্চ পর্যায়ে রয়েছে। গণতন্ত্রের প্রতি অসন্তুষ্টির মাত্রা সবচেয়ে বেশি উন্নত বিশ্বে।’

কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার অব দ্য ফিউচার অব ডেমোক্রেসির গবেষকেরা বিশ্বের ১৫৪টি দেশ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। মানুষের কাছে তাঁদের প্রশ্ন ছিল, নিজ দেশের গণতন্ত্রের প্রতি আপনারা সন্তুষ্ট নাকি অসন্তুষ্ট।

গত এক দশকে গণতন্ত্রের অগ্রহণযোগ্যতা বাড়তে শুরু করেছে। বেশির ভাগ দেশে গণতন্ত্রের প্রতি মানুষের আস্থা চলে যাচ্ছে অনাস্থার দিকে।
সমীক্ষায় বলা হয়েছে, গণতন্ত্রের প্রতি এই অসন্তুষ্টি ২০০৮ সালের অর্থনৈতিক মন্দা ও ২০১৫ সালের বৈশ্বিক শরণার্থী সংকটের প্রতিধ্বনিও হতে পারে। আবার এ অসন্তুষ্টি রাজনৈতিক ও সামাজিক পুনর্বিবেচনার প্রতিফলনও হতে পারে।

জরিপে বলা হয়, ২০০৫ সাল থেকে এটি নিম্নমুখী হয়েছে। বলা হচ্ছে, বৈশ্বিক প্রবণতা, আর্থিক সংকট ও দেশটির পার্লামেন্ট সদস্যদের অর্থ ব্যয় নিয়ে বিতর্কিত ঘটনার কারণেই গণতন্ত্র থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে মানুষ।

গবেষকেরা বলছেন, গণতন্ত্রের প্রতি অসন্তুষ্টি একটি সাম্প্রতিক প্রবণতা। গত বছরের ডিসেম্বরে সাধারণ নির্বাচনের আগে করা এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, গণতন্ত্রের প্রতি অসন্তুষ্টির মাত্রা পৌঁছেছে ৬১ শতাংশে। অথচ ১৯৯৫ সালে যুক্তরাজ্যে গণতন্ত্র নিয়ে অসন্তুষ্টি ছিল ৪৭ শতাংশ। ২০০৫ সালে তা ছিল ৩৩ শতাংশ।

এরই মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রেও গণতন্ত্রের প্রতি অসন্তুষ্ট মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। ১৯৯৫ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত দেশটিতে গণতন্ত্রের প্রতি মানুষের সন্তুষ্টির মাত্রা ছিল প্রায় ৭৫ শতাংশ। এরপরই তা কমতে শুরু করে। বর্তমানে সেটি ৫০ শতাংশের নিচে নেমে এসেছে। গবেষকেরা বলছেন, অর্থনৈতিক কেলেঙ্কারি, রাজনৈতিক মেরুকরণসহ বিভিন্ন কারণে গণতন্ত্রের প্রতি অসন্তুষ্ট হচ্ছে মার্কিনরা।

রবার্তো ফাও বলেন, গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা কমছে, কারণ গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো সংকটকালে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারছে না। আর এই প্রবণতা বিশ্বের প্রতি হুমকিও বটে। এর কারণে অর্থনৈতিক ঝক্কি বাড়তে পারে।

"সন্ত্রাসবাদের" অভিযোগে রাশিয়ান দখলদার মিলিশিয়ারা সিরিয়ার ইদলিব সিটির মারাত "আল-নুমান" শহরে হতভাগ্য এক বৃদ্ধ ব্যক্তিকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে

"সন্ত্রাসবাদের" অভিযোগে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার পরে বৃদ্ধের মৃতদেহের উপরে দাঁড়িয়ে আনন্দ প্রকাশ করতে দেখা যায় কুফফার বাহিনীর নেতাকর্মীদের।

অতঃপর পেট্রোল দ্বারা তার মরাদেহকে জ্বালিয়ে দেয় কুফফার রাশিয়ান বাহিনী। কুফফার বাহিনীর হাতে নির্মমভাবে হত্যা হওয়া "আহমেদ আল-জাফফাল" নামক উক্ত বৃদ্ধ ব্যাক্তি প্লাষ্টিক ও নাইলন কুড়িয়ে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন।

জানা যায় যে, আহমদ আল-জাফলের, তিনি মারাত "আল-নুমান" শহর মিলিশিয়াদের নিয়ন্ত্রণে যাওয়ার আগে এই শহর ছেড়ে যেতে অস্বীকার করেছিলেন।

লক্ষণীয় যে, দুঃখজন হল তীব্র লড়াইয়ের পরে কুফফার রাশিয়ান দখলদার মিলিশিয়া ও নুসাইরী মুরতাদ শিয়ারা মারাত আল-নুমান শহরটি নিয়ন্ত্রণে নিয়েছিল। এরপর সেখানে এই নিকৃষ্টতম হত্যাকান্ড ঘটায়।

নাটোরের বড়াইগ্রাম উপজেলার কয়েনবাজার গোরস্থান এলাকায় ২৪টি গরুসহ একটি ট্রাক ছিনতাই করেছে দুর্বৃত্তরা। ছিনতাইয়ে বাধা দিতে গেলে ট্রাকের চালক, হেলপার, রাখাল ও এক গরু ব্যবসায়ীকে পিটিয়ে আহত করেছে তারা। বুধবার ভোর রাতে কয়েনবাজার গোরস্থানের সামনে এ ঘটনা ঘটে।
আহতরা হলেন যশোরের কেশবপুর উপজেলার ভেরচি গ্রামের আবু বকর শেঠের ছেলে গরু ব্যবসায়ী আসাদুল ইসলাম (৩৫), একই এলাকার চিত্তরঞ্জন দাসের ছেলে বিধান চন্দ্র দাস

(৪০), খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার চুখনগর গ্রামের লিয়াকত আলীর ছেলে, ট্রাকের চালক শিবু (২৮) এবং ট্রাকের হেলপার, একই উপজেলার মাদরোকোনা গ্রামের টিটু (২৫)। আহত অবস্থায় তাদের স্থানীয় ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়েছে।

বিডি প্রতিদিন থেকে জানা যায়, চাঁপাইনবাবগঞ্জের আফতাবগঞ্জ হাট থেকে নয় লাখ টাকায় ২৪ টি গরু কিনে যশোরের দিকে যাচ্ছিলেন গরু ব্যবসায়ী আসাদুল ও বিধান। পথিমধ্যে কয়েনবাজার গোরস্থান এলাকায় গরুসহ ট্রাক পৌঁছালে দুর্বৃত্তরা অন্য একটি ট্রাক দিয়ে পথরোধ করে। এ সময় দুর্বৃত্তরা ব্যবসায়ী ও চালকদের উপর হামলা করে তাদের গাড়ি থেকে নামিয়ে দিয়ে গরুসহ ট্রাক নিয়ে পালিয়ে যায়। তবে এ ঘটনায় এখনো কাউকেই গ্রেফতার করেনি আওয়ামী দালাল পুলিশ।

ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ আন্দোলন হামাসের বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুকে নিশানা করে বুধবার হামলা চালিয়েছে ইসরাইলি যুদ্ধবিমান। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শান্তি পরিকল্পনা ঘোষণার পর ফিলিস্তিনিদের ক্ষোভের মধ্যেই ইসরাইলি সন্ত্রাসী বাহিনী এই হামলা চালায়। সামরিক সূত্রের বরাতে তুরস্কের বার্তা সংস্থা আনাদুলু এজেন্সি এমন খবর দিয়েছে।

দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর খান ইউনিসে হামাসের সামরিক শাখা ইজ আদ-দ্বিন আল-কাসেম ব্রিগেডসের অবস্থান ও আল-বালাহ শহরের কৃষি জমি লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছে দখলদার ইসরাইলি বাহিনী। অবৈধ রাষ্ট্রটির যুদ্ধবিমান থেকে এসব এলাকায় রকেট হামলা চালানো হয়েছে।

তবে এ হামলার ঘটনায় হতাহতের কোনো খবর এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

এর আগে ফিলিস্তিনের অধিকৃত পশ্চিমতীর ও গাজা উপত্যকার সীমান্তে সেনা মোতায়েন বাড়িয়েছে ইসরাইল।

পশ্চিমতীরের বাইবেলের পরিভাষা ব্যবহার করে এক বিবৃতিতে ইসরাইল বলছে– চলমান পরিস্থিতির মূল্যায়ন করে জুদেই ও সামারিয়া এবং গাজা বিভাবে শক্তি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। খবর আল-আরাবিয়াহর

এদিকে ট্রাম্পের প্রকাশ করা মধ্যপ্রাচ্য শান্তি পরিকল্পনার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে ফিলিস্তিন। এ পরিকল্পনাকে ষড়যন্ত্র আখ্যা দিয়ে ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস বলেছেন, এ চুক্তি পাস হবে না।

মঙ্গলবার হোয়াইট হাউসে ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে পাশে নিয়ে মধ্যপ্রাচ্য শান্তি পরিকল্পনা প্রকাশ করেছেন ট্রাম্প।

তার পরিকল্পনায় জেরুজালেমকে ইসরাইলের অবিভক্ত রাজধানী হিসেবে রাখা এবং ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের রাজধানী হিসেবে কেবল পূর্ব জেরুজালেমের একটি অংশ আবু দিসকে রাখার কথা বলা হয়েছে। আর পশ্চিমতীরে গড়ে তোলা ইহুদি বসতিসহ সবটাই ইসরাইলের অন্তর্ভুক্ত থাকবে বলা হয়েছে।

মাহমুদ আব্বাস মঙ্গলবার বলেছেন, জেরুজালেম বিক্রির জন্য নয়। আমাদের অধিকার বিক্রির জন্য নয় কিংবা দরকষাকষির জন্যও নয়।

তিনি বলেন, কোনো ফিলিস্তিনি, আরব, মুসলিম কিংবা খ্রিস্টানের পক্ষে জেরুজালেমকে রাজধানী করা ছাড়া ফিলিস্তিন রাষ্ট্র মেনে নেয়া অসম্ভব। আমি হাজার বার বলেছি– এ পরিকল্পনা মানি না, মানি না, মানি না। আমরা শুরু থেকেই এ চুক্তি প্রত্যাখ্যান করে আসছি এবং আমাদের অবস্থানও ঠিক আছে।

গাজা উপত্যকাতেও মঙ্গলবার ট্রাম্পের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে ক্ষোভ দিবস পালিত হয়েছে। গাজার নিয়ন্ত্রণে থাকা ফিলিস্তিন দল হামাসও পরিকল্পনাটি প্রত্যাখ্যান করেছে।

আমেরিকা-ইসরাইলি ষড়যন্ত্র ‘ডিল অব দ্যা সেঞ্চুরি’ প্রত্যাখ্যান করে ফিলিস্তিনের গাজা ও পশ্চিম তীরে বিক্ষোভ ও ধর্মঘট অব্যাহত রয়েছে। গাজার সর্বস্তরের মানুষ প্রতিবাদ হিসেবে ধর্মঘট পালন করছেন।

তারা নিজেদের ঘরবাড়ি এবং অফিস-আদালতে কালো পতাকা উড়িয়েছেন। সর্বত্রই শোকের আবহ বিরাজ করছে। এটাকে তারা বেলফোর ঘোষণার সঙ্গে তুলনা করছেন।

ফিলিস্তিনিরা বলছেন, ১৯১৭ সালের ২ নভেম্বর তৎকালীন ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী জেমস আর্থার বেলফোর ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে ইহুদিবাদীদের জন্য কথিত আবাসভূমি বা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে ঘোষণা দিয়ে যে ক্ষতি করেছিল, একবিংশ শতাব্দিতে এসে ট্রাম্প ঠিক সে ধরণের আরেকটি ক্ষতি করল।

পশ্চিম তীর থেকেও একই ধরণের বিক্ষোভের খবর পাওয়া গেছে। ফিলিস্তিনিরা আজকের ধর্মঘট ও বিক্ষোভের মাধ্যমে আমেরিকা ও ইসরাইলকে এই বার্তা দিয়েছেন যে, তারা কোনো ভাবেই এই ষড়যন্ত্র মেনে নেবেন না। যেকোনো উপায়ে তা মোকাবেলা করা হবে।

ফিলিস্তিনিদের প্রবল বিরোধিতা উপেক্ষা করে ক্রুসেডার সন্ত্রাসী ডোনাল্ড ট্রাম্প শেষ পর্যন্ত ইহুদিবাদী পরিকল্পনা 'ডিল অব দ্যা সেঞ্চুরি' উপস্থাপন করেছে।তিনি মঙ্গলবার হোয়াইট হাউজে ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে পাশে নিয়ে তার একপেশে এই আপোষ প্রক্রিয়া উপস্থাপন করে।

এদিকে এছাড়া বেথেলহাম, দক্ষিণ জেরুজালেম, জর্ডান উপত্যকা ও হেবরনেও বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সময় বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে টিয়ার গ্যাস ও রাবার বুলেট নিক্ষেপ করে ইসরাইলের সন্ত্রাসী সেনাবাহিনী।

ফিলিস্তিনের রেড ক্রিসেন্ট জানিয়েছে, সংঘর্ষে অন্তত ৪১ জন আহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে তিনজন গুলিবিদ্ধ।

মিসরে কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিকাদের নেকাব পরার ওপর কুফরি নিম্ন আদালতের নিষেধাজ্ঞা বহাল রেখেছে দেশটির সর্বোচ্চ আদালত। গত সপ্তাহে মিসরের সর্বোচ্চ আদালতের বিচারক এ আপিল নিষ্পত্তির রায় ঘোষণা করে।

আরব নিউজের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মিসরের নিম্ন আদালত ২০১৬ সালে নেকাব পরার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। পরে এর বিরুদ্ধে কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের নেকাবপরা নারী শিক্ষিকারা নিষেধাজ্ঞার আদেশ বাতিল চেয়ে আপিল করেন।

কিন্তু গত সপ্তাহে দেশটির কথিত সর্বোচ্চ কুফরি আদালত আপিল খারিজ করে নেকাব পরার ওপর নিষেধাজ্ঞা বহাল রেখে চূড়ান্ত রায় ঘোষণা করে। এর পরই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ বিশ্বব্যাপী শুরু হয় সমালোচনার ঝড় ও প্রতিবাদ।

আদালতের যুক্তি, নেকাব শিক্ষিকা ও শিক্ষার্থীদের মধ্যকার সম্পর্ক ও যোগাযোগের বিষয়টি সহজ ও ফলপ্রসূ হওয়ার অন্তরায়।

নেকাব পরা নারী শিক্ষিকাদের আইনজীবী আহমাদ মেহরান বলেছে, কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ নারী ২০১৬ সালে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের দেওয়া আদেশের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ আদালতে আপিল করেছিলেন। গত সপ্তাহে দেশটির কথিত সর্বোচ্চ আদালত নিষেধাজ্ঞা বহাল রেখেই রায় দেয়।

কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ত্বগুত জাবির নেসার ২০১৩ সালের আগে থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিকাদের নেকাব পরায় নিষেধাজ্ঞার প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছিল।

পরে এই উপাচার্য ২০১৫ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিকাদের নেকাব পরায় নিষেধাজ্ঞা আইন বাস্তবায়নে সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং প্রশাসনিকভাবে নেকাবের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে।

কিন্তু নিষেধাজ্ঞা জারির পর নারী শিক্ষিকারা ২০১৬ সালে আদালতের স্মরণাপন্ন হন। অবশেষে কুফরি আদালত উপাচার্য জাবির নেসারের প্রশাসনিক আদেশ বহাল রেখেই এই রায় দেয়।

আইনজীবী আহমাদ মেহরান বলে, 'আদালতের এ রায় বাস্তবায়ন সহজ হবে না। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কর্তৃপক্ষের নিষেধাজ্ঞা আদালত বহাল রাখলেও শিক্ষিকারা নেকাব জড়িয়েই কাজ করে আসছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজে তারা উন্নতি করেছেন। নেকাব পরা শিক্ষিকারাও আদালতের এ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করছেন।

দীর্ঘ বিলম্বের পর অবশেষে ক্রুসেডার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গতকাল মঙ্গলবার ইসরায়েলি-ফিলিস্তিনি কথিত শান্তি পরিকল্পনা প্রকাশ করেছে। পরিকল্পনাটি পুরোটাই ইসরায়েলের পক্ষে। পরিকল্পনাটিকে সে 'নতুন ভোর'–এর প্রতিশ্রুতি হিসেবে উল্লেখ করেছে।

কিন্তু ফিলিস্তিনিরা এটিকে স্বাভাবিকভাবেই নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। তারা এটাকে একপেশে এবং 'ইতিহাসের ভাগাড়' বলে মন্তব্য করেছে।

বার্তা সংস্থা এএফপির প্রতিবেদনে জানানো হয়, হোয়াইট হাউসের ইস্ট রুমে সন্ত্রাসী ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে পাশে নিয়ে সন্ত্রাসী ট্রাম্প এই মধ্যপ্রাচ্য পরিকল্পনা প্রকাশ করে। তাঁর মতে, সেখানে দশকের পর দশক ধরে মার্কিন প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলেও তাঁর এই পরিকল্পনা সফল হতে পারে।

দর্শকদের সামনে ট্রাম্প বলেছে, 'আমরা একসঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যে একটি নতুন ভোর আনতে পারব।' দর্শক সারিতে ইসরায়েলি ও ইহুদি আমেরিকান অতিথি ছিল। কোনো ফিলিস্তিন প্রতিনিধিকে দেখা যায়নি। ইসরায়েলের জন্য ওই পরিকল্পনাকে তারা প্রত্যাখ্যান করেছে। বিশেষ করে জেরুজালেম নিয়ে বিরাজমান সংকট এতে মেটেনি। জেরুজালেম হলো ফিলিস্তিনের পবিত্র নগরী। তবে মার্কিন পরিকল্পনায় এই জেরুজালেমকে ফিলিস্তিনিদের পরিবর্তে 'অবিভক্ত' রাজধানী হিসেবে ইসরায়েলের নিয়ন্ত্রণে থাকার কথা বলেছে। পরিকল্পনায় পশ্চিম তীরে গড়ে তোলা পত্তনগুলো ইসরায়েলের অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে ট্রাম্প কথিত 'শান্তির পথে বড় পদক্ষেপ' নেওয়ায় ইসরায়েলের প্রশংসা করে। পরিকল্পনাটিতে ভবিষ্যৎ ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের জন্য একের পর কঠিন শর্ত পালনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

ভবিষ্যৎ ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে সামরিক মুক্ত থাকতে হবে বলেও উল্লেখ রয়েছে পরিকল্পনায়। পাশাপাশি ইসরায়েলে অধিকৃত অঞ্চলের পত্তনগুলোতে ইসরায়েলি সার্বভৌমত্ব গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে।

ভবিষ্যতের এই চিত্রের জন্য ৫০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করার কথা বলেছে সন্ত্রাসী ট্রাম্প। সেই সঙ্গে সে ইসরায়েল যেন কখনো নিজেদের নিরাপত্তার সঙ্গে সমঝোতা না করে সেটার ওপরও জোর দিয়েছে। সে এ ব্যাপারে আগের মার্কিন কূটনৈতিক পদক্ষেপগুলোকে অসার উল্লেখ করে সমালোচনা করে। ট্রাম্প জানায়, তাঁর এই পরিকল্পনাটি ৮০ পৃষ্ঠার এবং এতে প্রস্তাবিত ভবিষ্যৎ প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর জন্য মানচিত্র অঙ্কিত রয়েছে।

এই পরিকল্পনায় ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়ে তা প্রত্যাখ্যান করেছেন ফিলিস্তিনিরা। ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস বলেন, 'এই ষড়যন্ত্রের চুক্তি কখনো বাস্তবায়িত হবে না। আমাদের জনগণ এটাকে ইতিহাসের আবর্জনায় ফেলে দেবে।'

সবচেয়ে আলোচিত বিষয় জেরুজালেম নিয়ে ট্রাম্প বলেছে, অবিভক্ত রাজধানী হিসেবে জেরুজালেমের ওপর ইসরায়েলের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা উচিত। একই সময়ে অধিকৃত পূর্ব জেরুজালেমের মধ্যে ফিলিস্তিনকে একটি রাজধানী ঘোষণা করতে দেওয়া যেতে পারে।

গাজা উপত্যকার নিয়ন্ত্রণে থাকা হামাস জানিয়েছে, তারা জেরুজালেমের ব্যাপারে কোনো ধরনের সমঝোতা মেনে নেবে না।

ট্রাম্পের পরিকল্পনা ঘোষণার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় গাজা উপত্যকা ও পশ্চিম তীরে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ করে লোকজন। রেড ক্রিসেন্ট জানিয়েছে, পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি সেনাদের সঙ্গে সংঘর্ষে ১৩ জন আহত হয়েছেন।

ট্রাম্পের পরিকল্পনার ব্যাপারে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া এসেছে।

পরিকল্পনা প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল তিন আরব দেশ ওমান, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং বাহরাইনের রাষ্ট্রদূতেরা। ট্রাম্পের দাবির পক্ষে মধ্যপ্রাচ্যে সমর্থন বাড়ার পক্ষে কিছু প্রমাণও তুলে ধরে তাঁরা।

সৌদি আরব ট্রাম্পের পরিকল্পনার প্রশংসা করে ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সরাসরি আলোচনার আহ্বান জানায়।

আমাদের কাজ মামুলিই ছিল বলা চলে। আমাদের পাসপোর্ট আছে, মেয়াদ শেষ হয়ে আসছে। রি-ইস্যু করতে হবে। কোনো পরিবর্তন নেই। ব্যাংকে টাকা জমা দিয়ে লাইনে দাঁড়ালাম। জানতে পারলাম, একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যাঁরা আসতে পারবেন, তাঁদের পাসপোর্টই গ্রহণ করা হবে; কিন্তু নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা লোকজন সেই সময়ের ১০ মিনিট আগেই জানালেন যে এরপর থেকে আর কাউকে ঢুকতে দেওয়া হবে না। ততক্ষণে আরও কিছু লোক এসে

দাঁড়িয়েছেন। তাঁরা সময়ের মধ্যেই এসেছেন বলে নিশ্চিন্তই ছিলেন এতক্ষণ। হঠাৎ সময়ের আগেই আর ঢুকতে দেওয়া হবে না শুনেই নানা অনুনয় করতে শুরু করল লাইনে দাঁড়ানো নাগরিকদের একদল। আমি তখন ভাবছি, এই নাগরিকদের পয়েন্ট আছে। তাঁরা কীভাবেই-বা জানবেন যে আজকে লোকজনের চাপ বেশি বা যেকোনো কারণেই হোক নির্ধারিত সময়ের একটু আগেই বন্ধ করা হবে দরজা? নানা অনুনয়-বিনয়ের পরও দায়িত্বপ্রাপ্ত এনসিও অনড় থাকলেন। বুঝতে পারলাম, আমি নির্ভার থাকলেও আমার পেছনের অনেকেরই আর আজকে আবেদন জমা দেওয়া হবে না। একটু হলে আমারও এই অবস্থা হতো ভেবেও আমি ঠিক স্বস্তি বোধ করতে পারলাম না! ট্রাফিক জ্যাম ঠেলে ও ধুলাবালু খেয়ে এই লোকগুলোকে আবার আসতে হবে?

একটু পর একজন নারী এসে বললেন, অনেক দূর থেকে ছোট শিশু নিয়ে এসেছেন, একটু যাতে বিবেচনা করা হয়। ভাবলাম, এইবার যদি করে। ততক্ষণে এনসিওর চেহারায় একটা আত্মতৃপ্তির ভাব ফুটে উঠেছে। অনেক মানুষকেই তিনি না বলে ফিরিয়ে দিতে পেরেছেন। ওই নারীকে একটা উঁচু জায়গা দেখিয়ে বললেন, 'এই দিক দিয়ে গিয়ে স্যারকে বলেন। দেখেন কিছু হয় কি না।' কিন্তু এত মানুষকে যে না করলেন, ফিরিয়ে দিলেন, কথায় বা ভাবে দুঃখিত হওয়ার কোনো চিহ্ন ফুটে উঠল না লোকটার মুখে। আমি অবাক বিস্ময়ে লাইনে দাঁড়িয়ে এসব দেখলাম!

আঙুলের ছাপ ও পাসপোর্ট স্ক্যান করে একটা রসিদ দিতে মোট তিনটি লাইনে দাঁড়াতে হলো। প্রথমবার ঢোকার লাইনটা ধরলে চারবার লাইনে। মোট সময় লাগল চার ঘণ্টা। যেসব রুমে দাঁড়াতে হলো, সেসব রুম ধুলায় ধূসরিত। টয়লেট দুর্গন্ধময়, এমনকি কোনো কোনো টয়লেটে ছিটকিনি নেই। বিষয়টি অবহিত করার জন্য উর্দি পরে থাকা একজন কর্মীকে কিছু বলতে গেলে লক্ষ করলাম, তিনি নিজের স্মার্টফোন থেকে নজর সরাতে পারছিলেন না। আমি 'এক্সকিউজ মি' শব্দটা একটু চড়া গলায় উচ্চারণ করাতে আমার দিকে তাকালেন। ছিটকিনি নেই শুনে প্রথম উত্তর: এখানে আমাদের কিছু করার নেই। আমি বললাম: তাহলে কারা দায়িত্বে আছেন? একটু দেখা করিয়ে দিন বা অভিযোগ বাক্সটি কোথায় দেখিয়ে দিন। ইংরেজি শব্দের কারণেই কি না জানি না, ততক্ষণে আমার দিকে মনোযোগ দিয়ে তাকিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে, দেখব।' আমি তখন ভাবছি, একটু আগে কেন বললেন কিছু করার নেই! এই অব্যবস্থাপনার জন্য একটু সরি তো বলতেই পারতেন!

চার ঘণ্টা পর দুপুরের খাবারের সময় হলো। যেসব জায়গায় লাইন আছে, সেসব স্থানে কোনো খাবারের দোকান নেই। বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা কোনো সময় করা হয়েছিল, কিন্তু সম্ভবত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে তা নষ্ট পড়ে ছিল। বয়স্কদের কোনো লাইন দেখতে পারলাম না। এই পুরো সময়ে একজন ষাটোর্ধ্ব ভদ্রলোক তাঁর বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন সন্তানকে নিয়ে আমার সামনে থাকলেন। লাইন ভেঙে একটু ঘুরে এসে আবার আমাদের সঙ্গেই যোগ দেওয়াতে জানতে চাইলাম, 'এলডারলি পিপলদের কোনো লাইন পেলেন না?' বললেন, 'না।' পরে দেখলাম, সে রকম একটা নির্দেশনা আছে, কিন্তু সেটা দেয়ালেই। বাস্তবায়নের জন্য যে প্রয়োজনীয় স্থানে সহায়তা দরকার, তার কিছুই নেই। এ কারণে আমরা সবাই এক লাইনে!

আরও কিছু বিস্ময় তখনো আমার জন্য অপেক্ষা করছে। কোনো কিছু পর্যবেক্ষণের জন্য চার ঘণ্টা অনেক সময়! আমার পেছনে এক তরুণ দাঁড়িয়ে। একটু দাড়ি, বড় চুল। একজন নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা আনসারের কর্মী জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কী করো?' তরুণ ছেলেটি প্রথমে তাঁর প্রশ্ন বুঝতে না পেরে উত্তর দিলেন না। দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করাতে বললেন, 'ছাত্র।' এরপরই সেই দায়িত্বে থাকা ব্যক্তি বলে বসলেন, 'বাউল-টাউল হওয়ার ইচ্ছা নাই তো!' কথাটা শুনে তরুণটির সঙ্গে আমার বিস্ময়সূচক চাহনিটি শেয়ার করতে যাব ভেবে তাকালাম, কিন্তু তাকিয়ে মনে হলো তরুণটি খুব একটা আহত হননি। আমি এতেও একটু অবাক হলাম। ইউনিফর্মে থাকা কারও (সে যত ছোট বা বড় পদই হোক না কেন) কাছ থেকেও এই ধরনের মন্তব্য খুবই বেমানান ঠেকল আমার কাছে।

এসবই পাসপোর্ট অফিসে আমার এক দিনের অভিজ্ঞতা। একে কোনোভাবেই ভালো বলা সম্ভব নয়। যেদিকেই তাকাচ্ছিলাম, মানুষকে ভীষণ অবসন্ন দেখাচ্ছিল। সামান্য একটা কাজে তিন-চার কাউন্টার কেন ঘুরতে হবে, আমার এই মন্তব্য শুনে লাইনে থাকা এক ভদ্রমহিলা আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, 'বুঝতে হবে, এটা বাংলাদেশ। এখানে অনেক নাটক!'

লাইনে থাকা অনেককেই বলতে দেখলাম যে তাঁরা নানা কারণে পাসপোর্ট সময়মতো হাতে পাননি বা পাচ্ছেন না। হয়তো অনেক কারণই আছে, তবে সরকারি কোনো দপ্তরে আমাদের কেন সব ক্ষেত্রেই বৈরী পরিবেশের মধ্যেই পড়তে হবে? আমরা তো পাসপোর্ট সংগ্রহ করার মতো একটি সাধারণ কাজেই গিয়েছি সেখানে? এর থেকে বেশি আইন মান্য করার কাজ আর কীই-বা হতে পারে? লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা বেশির ভাগ লোক ভীষণ বিরক্তি নিয়ে থাকলেন। পর্যাপ্ত বসার জায়গা পর্যন্ত নেই। এতটা অমানবিক হওয়ার দরকার কী? এমনকি হতে পারত

না যে লোকজন খুব সহজ প্রক্রিয়ায়, অল্প সময়ে এবং হয়রানি ছাড়াই আনন্দের সঙ্গে পাসপোর্টের কাজ করে বাড়ি ফিরছেন? পাসপোর্ট হাতে পেয়ে ছবি তুলছেন!

জানি, এই সব ক্ষেত্রে ভিআইপি লাইন ধরা যায়। প্রায়ই দেখি, লোকজন সরকারি অফিসে কোনো কাজ থাকলেই পরিচিত কাউকে খুঁজে বের করেন। কেন? পরিচিত লোক ছাড়া কি কোনো কাজ করতে নেই? সরকারি কর্মকর্তারা এত গর্ব করেন কিসের? জনগণের ট্যাক্সেই তো সব চলে। তাহলে এই সাধারণ নাগরিকদের প্রতি এমন অবহেলাসুলভ আচরণ কেন? জবাব কি পাওয়া যাবে?

সূত্রঃ প্রথম আলো

পিএইচডি অভিসন্দর্ভে ৯৮ ভাগ নকল করার অভিযোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওষুধপ্রযুক্তি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক আবুল কালাম লুৎফুল কবীরকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ও শিক্ষা কার্যক্রম থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রক্টর ছিলেন।

গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভায় এই সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মো. আখতারুজ্জামানের সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হয়।

পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তর থেকে সংবাদ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে সভার সিদ্ধান্ত জানানো হয়। শিক্ষক আবুল কালাম লুৎফুর কবীরকে অব্যাহতির পাশাপাশি অভিযোগটি তদন্তে একটি কমিটিও করা হয়েছে।

শিক্ষা ব্যবস্থায় এমন উদাহরণ শুধু যে একটাই এমন নয়। হাজার হাজার পিএইচডি হচ্ছে এমনই সব ঠুনকো ব্যবস্থায়। কে কিভাবে ডিগ্রি নিচ্ছে তার যেন কোন ব্যবস্থাপনাই নেই। অসাড় সব বিচ্ছিন্নতায় দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা!

সূত্রঃ প্রথম আলো

আফগানিস্তান, হাদীসে বর্ণিত প্রচীন সীমানা খোরাসানের অন্তর্গত একটি দেশ। যুদ্ধ বিধ্বস্ত এই দেশটি সবসময়ই ছিল ক্রুসেডারদের অন্তর্জালা সৃষ্টির কারণ। ইংরেজ থেকে শুরু করে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও নব্য ক্রুসেডার সন্ত্রাসীদের নেতৃত্বদাতা আমেরিকার জন্য এই দেশের মুসলিমরা এক বড় চ্যালেঞ্জ। কারণ এখানের মুসলিমরা কখনো নত শিকার হননি, দাসত্বকে মেনে নেননি, ইসলামের ক্ষেত্রে কখনো কোন ছাড় দেওয়াকেও তারা পছন্দ করেননি।

তাই ক্রুসেডাররা সবসময়ই চেষ্টা করেছে একে দমিয়ে রাখতে, মুসলিমদের এই ঘাঁটিকে শেষ করে দিতে। অতীতে চেষ্টা চালিয়েছে ইংরেজ ও সোভিয়েত ইউনিয়ন, কিন্তু মহান রবের মজবুত ঈমানের শক্তিতে বলিয়ান এই জাতিকে তারা পরাজিত করতে পারেনি, বরং নিজেরাি‌ই লাঞ্ছিত, অপদস্থ ও অপমানিত হয়ে এখান থেকে লেজ গুটিয়ে পালাতে বাধ্য হয়েছে। এরপর সেখানে আগ্রাসন চালিয়ে নব্য ক্রুসেড যুদ্ধের নেতৃত্বদাতা আমেরিকা, ২০০১ সালের পর হতে তারাও সেই একই চেষ্টা চালায়। কিন্তু, দৃঢ়চেতা আফগান মুসলিম জাতির সামনে আমেরিকার কাপুরুষ সৈন্যরা ময়দানে অপমানিত অবস্থায় পরাজিত হয়েছে। ময়দানে মুজাহিদগণের সাথে না পেরে অধিকাংশ সময়ই ক্রুসেডার সন্ত্রাসীরা সাধারণ মুসলিমদের উপর বোমা হামলা চালিয়েছে।

২০০১ সালের পর হতে দেশটির মুসলিমদেরকে শেষ করে দিতে বৃষ্টির মত বোমা হামলা চালাতে থাকে ক্রুসেডার আমেরিকা, আজও তাদের সেই কাপরুষোচিত আক্রমণ অব্যাহত রয়েছে।

ক্রুসেডার আমেরিকার এয়ার ফোর্সেস সেন্ট্রাল কমান্ড সোমবার তাদের প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে জানায় যে, গত ১০ বছরের মধ্যে ক্রুসেডার মার্কিন বাহিনী ২০১৯ সালে আফগানিস্তানে সবচেয়ে বেশি বোমা বর্ষণ করেছে।

তাদের প্রকাশিত উক্ত প্রতিবেদন হতে জানা যায় যে, ২০১৯ সালে তারা আফগানিস্তানে ৭,৪২৩টি বোমা বর্ষণ করেছে। মার্কিন সাবেক প্রেসিডেন্ট সন্ত্রাসী বারাক ওবামার আমলে ২০০৯ সালে ৪১৪৭টি বোমা বর্ষণ করা হয়েছিল। সেটি ছিল এর আগের ১০ বছরের মধ্যে এক বছরে সবচেয়ে বেশি বোমা বর্ষণের ঘটনা।

আল-জাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়, সন্ত্রাসী ডোনাল্ড ট্রাম্প ২০১৬ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর মার্কিন সন্ত্রাসী সামরিক বাহিনী আফগানিস্তানে বিমান হামলা জোরদার করে। ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার পর বিমান হামলার উপর থেকে সীমাবদ্ধতাও তুলে নেয়া হয়। ফলে, মার্কিন সন্ত্রাসীদের বোমা বর্ষণের কারণে আফগানিস্তানে বেসামরিক হতাহতের ঘটনা বেড়ে যায় কয়েক গুণ।

আসুন তাহলে এবার দেখে নেয়া যাক গত ২০১৯ সালের কোন মাসে আফগান মুসলিমদের উপর কী পরিমাণ বোমা হামলা চালিয়েছে ক্রুসেডার আমেরিকা।

২০১৯ সালে আফগানিস্তানে মার্কিন বাহিনীর বোমাবর্ষণের পরিসংখ্যান ইনফোগ্রাফিতে দেখুন-

https://alfirdaws.org/wp-content/uploads/2020/01/infography-afghanistan.jpg

---

'ট্যাহা-পয়সা পাওয়া তো দূরের কথা, মা বয়স্ক ভাতার কার্ডটাও দেইখ্যা মরতে পারলো না। বাবা মইরে যাওয়ার পর কতই না কষ্ট কইরা আমাগোর চার ভাই-বোনরে মানুষ করছে, বিয়ে-শাদিও দিছে। শেষ বয়সে আইসা একটা বয়স্ক ভাতার কার্ডের জন্য চেয়ারম্যান-মেম্বরদের বাড়ি বাড়ি কতই না ঘুরছে।' ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের লাশ ঘরের সামনে স্বজনদের জড়িয়ে ধরে এভাবেই আহাজারি করতে করতে কথাগুলো বলছিলেন বয়স্ক ভাতার কার্ড আনতে গিয়ে নিহত সাহারা বানুর ছোট মেয়ে রাজিয়া খাতুন (২০)।

ময়মনসিংহ-কিশোরগঞ্জ সড়কের গৌরীপুরের কলাতাপাড়ায় বাস-অটোরিকশা সংঘর্ষে সাহারা বানু নিহত হন। এই দুর্ঘটনায় তিনিসহ ভাংনামারি ইউনিয়নের উজান কাশিয়াচর গ্রামের চার জন মারা যান।

রাজিয়া আরও জানান, ১৪ বছর আগে অসুস্থ হয়ে বাবা মারা যাওয়ার পর মানুষের বাড়ি বাড়ি কাজ করে এবং পরের সাহায্য সহযোগিতা এনে মা তাদের খাইয়ে বড় করেছে। বড় দুই ভাই বিয়ে করে এখন আলাদা থাকে। তাদের দুই বোনকেও বিয়ে দিয়েছেন পাশের গ্রামে। বোনরা মাঝেমধ্যে এসে মায়ের খোঁজ খবর নিলেও ভাই ও তাদের বউরা কোনও খোঁজ নেয় না। বুড়ো

বয়সেও তার মা পরের বাড়ি কাজ করে যা পায় তা দিয়েই চলছিলেন। অবশেষে চেয়ারম্যান একটা বয়স্ক ভাতার কার্ডের ব্যবস্থা করে দিবে বলে উপজেলা সমাজসেবা অফিসে কাগজ জমা দেওয়ার জন্য বলেছিল। বয়স্ক ভাতার কার্ডের কাগজ জমা দিতে গিয়ে এভাবে তার মা মারা যাবে এটা কিছুতেই মানতে পারছেন না তিনি।

প্রতিবেশী রমজান ফকির বলেন, 'স্বামী আব্দুল হালিম মারা যাওয়ার পর মানুষের বাড়িঘরে কাজ করে সাহারা বানু ছেলেমেয়েদের বড় করেছেন। বড় হয়ে ছেলেরা মায়ের খোঁজ খবর নিতো না। মাঝেমধ্যে স্বামীর বাড়ি থেকে এসে দুই মেয়ে মাকে দেখতে আসতো। মারা যাওয়ার আগেও সাহারা বানু খুব কষ্ট করে গেছেন।'

গৌরীপুর ভাংনামারি ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মফিজুন নূর খোকা বাংলা ট্রিবিউনকে জানান, গত দুই থেকে তিন বছরের মধ্যে অনেকবার সাহারা বানু একটি বয়স্ক ভাতার কার্ডের জন্য ইউনিয়ন পরিষদে এসেছেন। বেশ কয়েকবার তার সঙ্গেও দেখা করেছেন। তাকে কার্ড দেওয়ার আশ্বাসও দেওয়া হয়েছিল।

গত বুধবার দুপুরে কাগজপত্র জমা দিয়ে সড়ক দুর্ঘটনায় সাহারা বানু মারা যাবে এটা খুবই দুঃখজনক।

উল্লেখ্য, বুধবার দুপুরে গৌরীপুরের কলতাপাড়ায় বাসের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে গৌরীপুরের উজান কাশিয়াচরের রাবেয়া খাতুন (৮০), রাবেয়ার পুত্র লাল মিয়া (৫৫), সাহারা বানু(৬৫) ও অটোরিকশা চালক রফিকুল ইসলাম (৫০) মারা যান।

ভারতীয় সীমান্তরসন্ত্রাসীদের হাতে বাংলাদেশিদের হত্যার প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) সন্ত্রাসবিরোধী রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন এক শিক্ষার্থী। বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের এমবিএ'র শিক্ষার্থী নাসির আবদুল্লাহ বুধবার (২৯ জানুয়ারি) পঞ্চম দিনের মতো অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন।

সীমান্তে হত্যা বন্ধে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দৃশ্যমান পদক্ষেপ না দেখা পর্যন্ত এ কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন ওই শিক্ষার্থী। অবস্থান কর্মসূচি থেকেই আগামী রবিবার (২ ফেব্রুয়ারি) এমবিএ'র পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার কথাও জানিয়েছেন তিনি।

সীমান্ত হত্যা বন্ধে অবস্থান কর্মসূচির পাশাপাশি 'গণস্বাক্ষর কর্মসূচি' শুরু করেছেন শিক্ষার্থী নাসির আবদুল্লাহ। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ আরও অনেকে ওই শিক্ষার্থীর দাবির সঙ্গে সংহতি জানিয়েছেন।

গণস্বাক্ষর খাতায় ছাত্র ফেডারেশনের একজন লিখেছেন, 'মানুষ নিষ্ক্রিয় থাকলেও যে নিরাপদ থাকে না, সীমান্ত হত্যা তারই প্রমাণ।'

তারেক হাসান নির্ঝর নামের অপর এক শিক্ষার্থী লিখেছেন, 'সীমান্তে হত্যার প্রতিবাদে নাসির আবদুল্লাহ যে অবস্থান কর্মসূচি নিয়েছেন, তার দাবির সঙ্গে আমি একাত্মতা প্রকাশ করছি।'

প্রসঙ্গত, গত শনিবার (২৫ জানুয়ারি) থেকে সীমান্তে মানুষ হত্যার প্রতিবাদে রাজু ভাস্কর্যে লাগাতার অবস্থান কর্মসূচি পালন করে আসছেন ওই শিক্ষার্থী।

সূত্র: বাংলা ট্রিবিউন

২৯শে জানুয়ারি, ২০২০

এবার ভারতের বিতর্কিত সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে আয়োজিত বিক্ষোভ কর্মসূচিতে গুলি চালিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের ক্ষমতাসীন দল তৃণমূল কংগ্রেসের লোকজন। এতে স্থানীয় মসজিদের ইমামসহ অন্তত দুই জনের মৃত্যু হয়েছে।

ভারতের বিতর্কিত সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ) ও জাতীয় নাগরিক পঞ্জির (এনআরসি) প্রতিবাদে মুর্শিদাবাদে চলমান বিক্ষোভে গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে। এতে নিহত

হয়েছেন দুজন। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়া টুডের এক প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য জানা যায়।

গত ১ ডিসেম্বর আইনে পরিণত হয় ভারতের মুসলিমবিদ্বেষী নাগরিকত্ব বিল। তারপর থেকে দেশজুড়ে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। এই আন্দোলন সবচেয়ে ব্যাপক আকার নিয়েছিল জামিয়া মিলিয়া, আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় ও জেএনইউ-তে।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যমগুলো জানায় মুর্শিদাবাদে নিহতদের নাম সানারুল বিশ্বাস (৬০) ও সালাউদ্দিন শেখ (১৭)।আহত হয়েছেন তিনজন।

স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে কলকাতার প্রভাবশালী গণমাধ্যম আনন্দবাজার পত্রিকা জানায়, বুধবার সকালে ওই এলাকাটিতে সিএএ বাতিল ও এনআরসির বিরুদ্ধে 'নবজাগরণ' নামে একটি অরাজনৈতিক সংগঠন অবস্থান ধর্মঘটে অংশ নেন। কয়েকজন স্থানীয় বাসিন্দার বরাতে বলা হয়েছে, ওই সংগঠনে বিভিন্ন রাজনৈতির দলের কর্মীরা থাকলেও তারা মূলত অরাজনৈতিক একটি আন্দোলন তৈরির চেষ্টা করেছিলেন।

ইমদাদুল হক নামে অন্য এক স্থানীয় বাসিন্দার অভিযোগ, তৃণমূলের ব্লক সভাপতি তহিরুদ্দিন মণ্ডলের সঙ্গে স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান উপস্থিত ছিলেন। তাদের নির্দেশেই সঙ্গে থাকা তৃণমূলের লোকজন বাজারে থাকা লোকজনকে লক্ষ্য করে বোমা মারতে থাকে। পরে স্থানীয়রা প্রতিরোধ করতেই চলে যাওয়ার পথে এলোপাথাড়ি গুলি চালায়। এতে দুইজন মারা যান ও তিনজন গুরুতর জখম হন।

নিহত সানারুল বিশ্বাসের ছেলে সাহারুল জানান, তার বাবা প্রতিদিন মসজিদে নামাজ পড়তেন। সেখান থেকে ফিরে আসার সময়ই কয়েকটি মারুতি ভ্যান এসে গুলি চালাতে শুরু করে। সেই গুলিতেই তার বাবা মারা যান। পুলিশ তাকে বাঁচানোর কোনও চেষ্টাই করেনি বলেও অভিযোগ করেন সাহারুল।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের দল তৃণমূল শুরু থেকেই এনআরসি, সিএএ ও বিরোধী আন্দোলন করে আসছে। কিন্তু তাদের লোকেরাই সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনবিরোধী বিক্ষোভে গুলি চালিয়েছে।

স্থানীয় গণমাধ্যমে বলা হয়েছে, এলোপাথারি গুলিতে কয়েকজন আহত হলে তাদের হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসক দুই জনকে মৃত ঘোষণা করেন। তারা হলেন- আনারুল বিশ্বাস (৬৫) ও সালাউদ্দিন শেখ (১৭)। আনারুল স্থানীয় মসজিদের ইমাম।

স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, তৃণমূল কংগ্রেস কোনোভাবে জানতে পারে বুধবার জলঙ্গিতে যে মিছিল ও বনধ পালন করা হবে তার নেপথ্যে রয়েছে আসাদুদ্দিন ওয়াইসির দল মজলিস-ই-মুত্তেহাদিন মুসলিমিন (মিম)। এতে সায় ছিল না তৃণমূলের। তারা চাইছিল এ রাজ্যে সিএএ-বিরোধী আন্দোলন ও বিক্ষোভ হবে শুধু তাদের নেতৃত্বে।

তৃণমূলের নিষেধ না শুনে বুধবার সকালে সাহেবনগরে সিএএ বিরোধী বিক্ষোভ ও মিছিল শুরু হয়, পথ অবরোধ করা হয়। আর তাতেই তারা খেপে যায় তৃণমূল।

হতাহতদের পরিবারের দাবি করেছে, তারা কোনো রাজনীতির সঙ্গে জড়িত নন। তাহলে কেন তৃণমূল গুলি চালালো। আসলে সিএএ বাস্তবায়ন হোক তৃণমূল তা চায় বলেও মন্তব্য তাদের।

গত ১০ বছরের মধ্যে ক্রুসেডার মার্কিন বাহিনী ২০১৯ সালে আফগানিস্তানে সবচেয়ে বেশি বোমা মেরেছে।যুক্তরাষ্ট্রের এয়ার ফোর্সেস সেন্ট্রাল কমান্ড সোমবার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।

মার্কিন সামরিক বাহিনীর সেন্ট্রাল কমান্ড জানিয়েছে, ২০১৯ সালে তারা আফগানিস্তানে ৭,৪২৩টি বোমা মেরেছে। মার্কিন সাবেক প্রেসিডেন্ট সন্ত্রাসী বারাক ওবামার আমলে ২০০৯ সালে ৪১৪৭টি বোমা মারা হয়েছিল। সেটি ছিল গত ১০ বছরের মধ্যে এক বছরে সবচেয়ে বেশি বোমা বর্ষণের ঘটনা।

আলজাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়, সন্ত্রাসী ডোনাল্ড ট্রাম্প ২০১৬ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর মার্কিন সন্ত্রাসী সামরিক বাহিনী আফগানিস্তানে বিমান হামলা জোরদার করে। ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার পর বিমান হামলার উপর থেকে সীমাবদ্ধতাও তুলে নেয়া হয়। ফলে, মার্কিন

সন্ত্রাসীদের বোমা বর্ষণের কারণে আফগানিস্তানে বেসামরিক হতাহতের ঘটনা বেড়ে যায় কয়েক গুণ।

সিরিয়ায় চলছে এক রক্তক্ষয়ী লড়াই, যার এক প্রান্তে অবস্থান করছেন জুন্দুল্লাহ (আল্লাহর বাহিনী) এবং অপর প্রান্তে জুন্দুশ শায়তান (শায়তানের বাহিনী)। চলছে হক্ব ও বাতিলের মধ্যকার এক তীব্র লড়াই। একদিকে আল্লাহর সাহায্য ও অনুগ্রহে সামান্য কিছু যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে লড়াই করছেন কয়েক হাজারের একটি ছোট্ট দল, যাদের বিপক্ষে লড়াই করছে কয়েক লক্ষের অত্যাধুনিক অস্ত্রসজ্জিত বিশাল এক জোটবদ্ধ কুফ্ফার বাহিনী।

অস্ত্র ও সংখ্যার এতো বিশাল ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর বাহিনী ভয়ে ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছেন না, তারা শাহাদাতবরণের আগ পর্যন্ত ময়দানে দৃঢ়তার সাথে দাঁড়িয়ে থেকে বিশাল সেই কুফ্ফার জোট বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন।

এরই ধারাবাহিকতায় গত ২৮ জানুয়ারির প্রথম ১২ ঘন্টায় মুজাহিদদের সম্মিলিত অপারেশনের ফলে কুফ্ফার ও মুরতাদ বাহিনীর ২৩৬ এরও অধিক সৈন্য হতাহত হয়। মুজাহিদদের সম্মিলিত এই অপারেশনে রয়েছেন আল-কায়েদার সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন নেতৃত্বাধীন "ওয়া হাররিদীল মু'মিনীন" অপারেশন রুম, আনসারুত তাওহীদ ও হাইয়াতু তাহরিরুশ শামের মুজাহিদগণ।

বিস্তারিত দেখুন ইনফোগ্রাফিতে-

https://alfirdaws.org/wp-content/uploads/2020/01/infography-syria-696x565.jpg

---

আল-ফাতাহ অপারেশনের ধারাবাহিকতায় গতরাতে আফগানিস্তানের কুন্দুজ প্রদেশে (কাবুলের পুতুল সরকারের) মুরতাদ বাহিনী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একটি ঘাঁটিতে সফল ও বরকতময়ী অভিযান চালিয়েছেন ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদিন।

ইসলামি ইমারতের মুখপাত্র মুহতারাম জাবিহুল্লাহ মুজাহিদের দেওয়া তথ্যমতে , গতরাতে কুন্দুজের "দাশ্ত-আর্চী" জেলার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত আফগান মুরতাদ বাহিনীর ঘাঁটিতে বরকতময়ী একটি বৃহত্তর সফল অভিযান চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন। লড়াইয়ের এক মূহুর্তে মুজাহিদগণ শত্রু ঘাঁটির উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন মুজাহিদগণ।

যার ফলশ্রুতিতে আফগান মুরতাদ বাহিনীর 35 এরও অধিক সৈন্য নিহত হয়, আহত হয় আরো অনেক এবং তালেবান মুজাহিদদের হাতে বন্দী হয় আরো 4 মুরতাদ সেনা সদস্য।

এই অভিযানে মুজাহিদদের তীব্র হামলায় মুরতাদ বাহিনীর 4টি ট্যাঙ্ক ও হ্যাম্বি সহ অনেক সামরিক সরঞ্জামাদি ধ্বংস হয়ে যায়। এছাড়াও মুজাহিদগণ ঘাঁটিতে থাকা সকল যুদ্ধাস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জামাদি গনিমত লাভ করেন।

সিরিয়ার চলমান রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ এখন আগের যেকোন সময়ের চাইতে আরো অনেক ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। কুফ্ফার রাশিয়া ও মুরতাদ শিয়া জোট বাহিনী ইদলিব সিটির গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলো নিয়ন্ত্রণে নিতে মরিয়া হয়ে উঠেছে।

কুফ্ফার ও মুরতাদ বাহিনীর এবারের লক্ষ্য হচ্ছে যেকোন মূল্যে ইদলিব সিটির সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ শহর "খান তুমান" দখল করা। এরই লক্ষ্যে তারা ইতিমধ্যে "মারআত আন-নোমান" দখলে নিতে যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছে। মুজাহিদগণ তাদের সর্বাত্মক চেষ্টা ও প্রতিরোধ যুদ্ধ চালাচ্ছেন।

এদিকে "খান-তুমান" শহরের প্রতিরোধ ব্যাবস্থা আরো মজবুত করতে আল-কায়েদা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন তাদের "ওয়া হাররিদীল মু'মিনীন" অপারেশণ রুমের জানবায মুজাহিদদের নতুন একটি ইউনিটকে নিয়ে শহরটিতে অবস্থান করছেন। শহরটিতে বর্তমানে বোমা হামলা চালাচ্ছে কুফ্ফার ও মুরতাদ বাহিনী।

নিচে আপনারা "খান তুমান" শহরের দিকে আল-কায়েদার জানবায মুজাহিদদের যাত্রার পূর্ব মূহুর্তের কিছু দৃশ্য দেখতে পাবেন...

https://alfirdaws.org/2020/01/29/32203/

সাম্প্রতিক সময় শাম/সিরিয়ার চলমান লড়াই আরো তীব্র আকার ধারণ করেছে। কুফ্ফার ও মুরতাদ বাহিনী ইদলিব সিটি দখলে নিতে তাদেন পূর্ণ শক্তি ব্যায় করছে। অপরদিকে আল্লাহর কিছু খাস বান্দা তাদের বিরুদ্ধে দূর্বার প্রতিরোধ ব্যাবস্থা গড়ে তুলার সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। যদিও এক্ষেত্রে আধুনিক অস্ত্র ও বিমান হামলার সামনে মুজাহিদগণ অনেক ক্ষেত্রে পিছু হটতেএ বাধ্য হচ্ছেন, কিন্তু তারা এক্ষেত্রে তাদের চেষ্টায় সামান্যও ত্রুটি করছেননা।

সিরিয়া থেকে পাওয়া আজকের সংবাদ হচ্ছে, কুফ্ফার ও মুরতাদ বাহিনী ইদলিব সিটির বেশ কিছু এলাকা দখল করে নিয়েছেন। বর্তমানে ইদলিবের গুরুত্বপূর্ণ শহর "মারআত আন-নোমান" শহরের ভিতরে তীব্র লড়াই শুরু হয়েগেছে, শহরটিরদখল করতে মরিয়া হয়ে উঠেছে কুফ্ফার বাহিনী, এরপর তাদের লক্ষ্য ইদলিবের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ শহর "খান-তুমান"।

কুফ্ফার ও মুরতাদ বাহিনী যুদ্ধের সকল নিয়ম ভঙ্গকরে সকল ধরণেন নিষিদ্ধ ও ভয়াবহ মরণাস্ত্রও ব্যাবহার করতে কুণ্ঠাবোধ করছেনা এই যুদ্ধে। যার ফলে হতাহত হচ্ছেন প্রতিমূহুর্তে অনেক সাধারণ নিরপরাধ বেসামরিক লোক।

বর্তমানে ইদলিব সিটির সীমান্ত এলাকায় বসবাসরত হাজার হাজান মুসলিম নিরাপদ আশ্রয়ের উদ্দ্যেশে অজানা গন্তব্যে যাত্রা শুরু করেছেন।

মাস পেরিয়ে গেছে, এখনও রাতজেগে সংশোধিত নাগরিকত্ব বিলের প্রতিবাদে দিল্লির শাহিনবাগে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন মহিলা ও শিশুরা। বিজেপি নেতাদের কার্যত চক্ষুশূল হয়ে উঠেছেন এই প্রতিবাদীরা। কেউ বলছেন, 'গুলি করে মেরে দেওয়া উচিত', আবার কারও কথায়, 'দিল্লিতে ক্ষমতায় এলে একঘণ্টায় ফাঁকা করে দেব শাহিনবাগ'! কেউ ভয় দেখাচ্ছে, শাহিনবাগের বিক্ষোভকারীরা ঘরে ঢুকে মহিলাদের ধর্ষণ করবে। এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার হঠাতই পিস্তল হাতে শাহিনবাগের বিক্ষোভ স্থলে ঢুকে পড়ে এক যুবক।
প্রত্যক্ষদর্শীদের কথায়, এদিন বিকেলে দুই ব্যক্তি শাহিনবাগের প্রতিবাদস্থলে হাজির হয়ে হুমকি দিতে শুরু করেন, 'রাস্তা ফাঁকা করুন, নাহলে মরতে হবে!'

সাইদ তাসির আহমেদ নামে এক প্রত্যক্ষদর্শীর কথায়, 'ওই ব্যক্তি দুপুর তিনটে নাগাদ বিক্ষোভস্থলে এসে হুমকি দিতে শুরু করে। স্টেজেও উঠে পড়ে। নির্দিষ্ট একটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ওই ব্যক্তি যুক্ত বলেও দাবি করছিল।' যদিও ঘটনাস্থলে উপস্থিত জনতাই ওই

ব্যক্তিকে প্রতিবাদস্থলের বাইরে নিয়ে যায় এবং তার থেকে পিস্তল কেড়ে নেয়। গোটা ঘটনার ভিডিয়োও করেন কয়েকজন। সেই ভিডিয়োই সোশ্যাল মিডিয়ায় এখন ভাইরাল।

https://twitter.com/ShaheenBagh_/status/1222138455834054656

শাহিনবাগ বিক্ষোভের উদ্যোক্তাদের তরফে জানানো হয়েছে, অস্ত্রধারী এক ব্যক্তি শাহিনবাগে বিক্ষোভকারীদের মধ্যে ঢুকে পড়ে। আশঙ্কা করছি কোনও হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠী হামলা চালাতে পারে। সবাইকে এই বিক্ষোভে যোগ দেওয়ার আবেদন করছি। এতে এই ধরনের হামলা বন্ধ হবে।
উল্লেখ্য, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে শাহিনবাগের বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেওয়া JNU-এর গবেষক শারজিল ইমাম ও তাঁর ভাইকে গ্রেফতার এদিনই গ্রেফতার করেছে দিল্লি পুলিশ। উস্কানিমূলক ভাষণ দেওয়ার মিথ্যা অভিযোগে শারজিলের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহের মামলা দায়ের করা হয়েছে।

সংবাদসংস্থা ANI জানিয়েছে, শাহিনবাগ বিক্ষোভের কো-অর্ডিনেটর তথা JNU ছাত্রের ভাইকে মঙ্গলবার সকালে আটক করে বিহারের জাহানাবাদ পুলিশ। সেখানেই তাঁকে জেরা করা হয়। এরপর দুপুরে বিহার থেকেই গ্রেফতার হন শারজিল। সোমবারই দেশদ্রোহের মামলা দায়ের করা হয়েছিল JNU-এর গবেষক শারজিল ইমামের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বক্তৃতায় অসমকে বাকি দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে আহ্বান জানান তিনি।

সেই ঘটনা নিয়ে চারিদিকে বিতর্কের আবহেই এবার শাহিনবাগে বন্দুকবাজের আগমনকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে।

সূত্র: এই সময়

জামাআত কায়েদাতুল জিহাদ গত ২১ জানুয়ারি হতে ২৮ জানুয়ারি পর্যন্ত আফ্রিকার কয়েকটি দেশে কুফফার ও মুরতাদ বাহিনীকে টার্গেট করে প্রায় ৬১টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

যার ফলশ্রুতিতে কুফ্ফার ও মুরতাদ বাহিনীর ২৩৭ এরও অধিক সৈন্য নিহত এবং আহত হয় আরো ৯৬ এরও অধিক কুফ্ফার ও মুরতাদ সৈন্য।

বিস্তারিত ইনফোগ্রাফিতে দেখুন

https://alfirdaws.org/wp-content/uploads/2020/01/infografi-afrika-696x985.jpg

---

সম্প্রতি ভারতের দারুল দেওবন্দের মজলিসে শূরা ও প্রশাসনের নামে লেখা দীর্ঘ ৮ পৃষ্ঠার একটি চিঠি ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। চিঠিটি দেওবন্দ শিক্ষার্থীদের বলে দাবি করা হয়েছে।

ভাইরাল হওয়া চিঠি নিয়ে ইতোমধ্যেই দারুল উলুম দেওবন্দে তোলপাড় শুরু হয়েছে। তবে কোনও শিক্ষার্থী, ইন্সটিটিউট বা সংগঠনের নাম উল্লেখ করা হয়নি চিঠিতে। -খবর মিল্লাত টাইমসের।

ভাইরাল হওয়া ওই চিঠিতে দারুল উলুমে মজলিসে শূরা বরাবর আবেদন করা হয়েছে, ‘স্বাধীনতা যুদ্ধে দেওবন্দ যেভাবে নেতৃত্ব দিয়েছিল দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় আজও সেই ভূমিকা পালন করুক। দেওবন্দ আবারও একজন শাইখুল হিন্দ জন্ম দিক।’

মিল্লাত টাইমসের খবরে বলা হয়, গত ২৪ ফেব্রুয়ারি আবনায়ে দেওবন্দ নামে একটি ফেসবুক পেজে চিঠিটি পোস্ট করা হলে দ্রুতই তা দেওবন্দ ও আশপাশের মাদরাসা ছাত্রদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে।

চিঠিতে দারুল উলুম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতাদের মিশন এবং প্রতিষ্ঠাতার উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সাথে সাথে বর্তমানে দেওবন্দের ইলমী, আমলি কার্যক্রম ও তার সীমাবদ্ধতার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।

চিঠিতে বলা হয়, হজরত কাসেম নানুতুবী, শাইখুল হিন্দ ও শাইখুল ইসলামের তালিম তারবিয়াতের সু-খ্যাতির সাথে সাথে জীবনের প্রতিটি সমস্যার সমাধানে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালনে যোগ্য শাগরেদ তৈরি করতেন। অথচ বর্তমান অবস্থা সংকটপূর্ণ ও পূর্বের বিপরীত।

দেওবন্দের তালিম, তারবিয়াত ও সামাজিকতার উপর ভিত্তি করে চিঠির শেষে বেশকিছু প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে এবং দেওবন্দ প্রতিষ্ঠার ভিত্তিমূল হজরত নানুতুবী, হজরত গাঙ্গুহী, হজরত শাইখুল হিন্দের আদর্শের উপর বহাল রেখে নববী ইলমের ওয়ারিশদের সঠিক পথে পরিচালনার দাবি করা হয়েছে।

দেওবন্দের বর্তমান কার্যক্রম নববী মিশন ও আকাবির হজরতের আদর্শের বিপরীত বলেও দাবি করা হয়েছে চিঠিতে।

চিঠিতে আরও বলা হয়, হজরত নানুতুবী ও শাইখুল হিন্দ যেভাবে ছাত্রদের ইলমি ও আমলি তারবিয়াত দিতেন সেই গাম্ভীর্যতার সাথে আবারো তালিম, তারবিয়াত শুরু করা হোক। যেই তারবিয়াতে নামাজ রোজা-পালনের সাথে সাথে সমাজ, রাজনীতিতে ভূমিকা রাখার সাথে সাথে মানুষের আধ্যাত্মিক রাহনুমায়ির প্রতিও খেয়াল রাখা হবে।

দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করে দ্রুতই কুরআন-সুন্নাহর ভিত্তিতে তা সমাধান করার দাবি জানানো হয় চিঠিতে। এসব কার্যক্রমে সরাসরি দারুল উলুমের উস্তাদদের তত্ত্বাবধায়নেরও কথা বলা হয় চিঠিতে।

যেভাবে তত্ত্বাবধায়ন করতেন শাইখুল হিন্দ, শাইখুল হাদিস, আল্লামা শিব্বীর আহমদ উসমানী রহ. প্রমুখ। প্রয়োজনে এর জন্য আলাদা প্লাটফর্ম তৈরি করা হোক অথবা এই প্লাটফর্মের অধীনেই তা কার্যকর করা হোক।

শিক্ষার্থীদের এই চিঠির ব্যাপারে দেওবন্দ কর্তৃপক্ষ এখন পর্যন্ত কোন প্রতিক্রিয়া জানায়নি। এই চিঠির লেখক সম্পর্কেও এখনো কিছুই জানা যায়নি।

উল্লেখ্য, ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে দেওবন্দ শিক্ষার্থীরা ভারত সরকারের অবৈধ নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে নেমে দুই ঘন্টার জন্য পুরো শহর অবরুদ্ধ করে রাখেন। যে কারণে

পুলিশ প্রশাসনের সাথে সাথে দেওবন্দ প্রশাসনও কঠোর পদক্ষেপ নেয়। ঘটনার প্রেক্ষিতে পুলিশ অজ্ঞাত নামা ২৫০ জনের নামে মামলা করে।

এরপর দেওবন্দ প্রশাসন জরুরি ভিত্তিতে মজলিসে শূরার বৈঠকের ডাক দেয় এবং ভবিষ্যতে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে নামার ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। (সূত্র: মিল্লাত টাইমস)

নিচে মূল চিঠিটি তুলে ধরা হল:

طلبۂ دارالعلوم دیوبند کی جانب سے ارباب دارالعلوم کے نام کھلا خط

مؤقر اراکین شوری، محترم مہتمم صاحب اور اساتذۂ عظام، دارالعلوم دیوبند!!

السلام علیکم ورحمۃاللہ وبرکاتہ
امید ہے مزاج عالی بخیر ہونگے!!
ہم طلبۂ دارالعلوم اپنے بڑوں کی خدمت میں ان معروضات کے ذریعے ، دارالعلوم کے داخلی امور تعلیم و تربیت ، اور ملک کے موجودہ حالات کے تناظر میں چند ناگزیر سوالات کو مرکز توجہ بنانا چاہتے ہیں -
اس وقت ملک میں اسلام اور مسلمانوں کو جس شدید ترین بحران کا سامناہے ، آزاد ہندوستان میں اس سے قبل اس قسم کی زہرناک صورت حال کا نہ تو کوئی وجود تھا اور نہ ہی کوئی تصور کرسکتا تھا -
پہلے گائے کے نام پر دن دہاڑے تشدد و بربریت ، موب لنچنگ ، سپریم کورٹ کی جانب سے بابری مسجد پر انتہائی غیر منصفانہ فیصلہ ، تین طلاق پر قانون بناکر براہ راست شریعت میں کی جبری منسوخی ، اور پھر اس کے بعد شہریت ترمیمی بل کا Aمداخلت، دفعہ 370 اور 35 شوشہ چھوڑنا، اور صرف شوشہ ہی نہیں بلکہ اسے دونوں ایوانوں سے پاس کرواکے CAA کا اعلان کرکے تمام NRC کے نام سے باقاعدہ قانون کی شکل دے ڈالنا، اس کے بعد کے مندرجات میں اضافہ کرکے NPRباشندگان ہند کی شہریت پر سوالیہ نشان کھڑا کر دینا، بے تکے مطالبات کرنا ، اور اب فیملی پلاننگ اور دو بچوں کے قانون ، پرسنل لا کے خاتمے (طلاق ثلاثہ قانون کو تھوپ کر اس کی جانب ایک قدم بڑھایا بھی جاچکا ہے) اور یکساں سول کوڈ کے نفاذ کا عندیہ دینا ؛ اور ان سب غیر انسانی اقدامات پر ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ڈٹ جانا ؛ یہ تمام جد و جہد آئین ہند کو کالعدم کردینے اور جمہوریت کی روح کو کچل دینے کی انتہائی منظم اور آخری کوششیں ہیں ، جو مکمل تسلسل اور بے پناہ کد و کاوش کے ساتھ پچھلی ایک صدی سے جاری و ساری ہیں ؛ اور اب یہ بات پوری شفافیت کے ساتھ منظر عام پر آچکی ہے کہ ہندو مہاسبھا اور اس کے بعد آر ایس ایس کے قیام کے روز اول ہی سے بھگوادھاریوں کا اصل ہدف ، اسلام اور اہل اسلام کے وجود و بقاء کو چیلنج

کرنا ، اپنے مشن میں حائل لوگوں کو شکست و ریخت سے دوچار کرنا اور بالآخر صدیوں
پرانا ذات پات پر مبنی انسانیت سوز برہمنی نظام قائم کرنا ہے ؛ اور موجودہ حالات میں یہ
اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ سیکولر اور جمہوری آئین کو کالعدم کرنے کا خواب
شرمندۂ تعبیر نہ کرلیاجائے ، لہٰذا اس نازک ترین وقت میں بھی اگر ہم نے برادران وطن کے
ساتھ مل کر شدید مزاحمت نہ کی تو ہندو راشٹر کا قیام اب کوئی دور کی چیز نظر نہیں آتی ؛

چوں کہ حکومت اور ہندوتو کے وفادار آج اس مقام پر ہیں کہ جمہوریت کے چاروں ستون :
عدلیہ ، مقننہ ، انتظامیہ اور صحافت پر انہیں مکمل کنٹرول حاصل ہے ، اور ان چاروں ذرائع
- کو اپنے مقاصد کی تکمیل کےلئے من چاہے انداز میں استعمال کررہے ہیں

مگر خوش آئند بات یہ ہے کہ طاقت کے نشے میں چور بدطینت حکومت کے غیر قانونی
فیصلے جب حد سے تجاوز کرگئے تو اس کے خلاف ملک کے دو تاریخی مراکز جامعہ ملیہ
اسلامیہ اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے بیک وقت تحریکیں اٹھیں، دیکھتے ہی دیکھتے
جس نے ملک گیر صورت اختیار کرلی اور آج نوبت یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ سیکولر
برادران وطن بھی آئین کے تحفظ کےلیے غیر آئینی اقدامات کرنے والی فاشسٹ مقتدرہ کے
!اعلان جنگ پر لبیک کہتے ہوئے میدان جنگ میں کود چکے ہیں

!!!لیکن

سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ایسے نازک موڑ پر ، اس قدر فیصلہ کن وقت میں ہماری مذہبی
قیادت اور اس کی اقتداء میں مذہبی طبقے کی اکثریت کہاں کھڑی ہے اور کیا کر رہی ہے؟؟
اور اس کا حقیقی کردار کیا ہونا چاہیے؟؟

!آئیے ان سوالات کے جوابات تلاش کرتے ہیں

پہلا سوال : ہمارا مذہبی طبقہ کہاں کھڑا ہے اور کیا کر رہا ہے؟؟

!!اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ دیوار کے پیچھے کھڑا ہے اور تماشا دیکھ رہا ہے

دوسرا سوال : ہمارا حقیقی کردار کیا ہونا چاہیے؟؟

اس کا جواب جاننے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنی حیثیت کا تعین کریں تاکہ اسی میزان
پر اپنے کردار کو تول سکیں ۔
یوں تو دنیا میں تمام ہی اقوام اور جماعتوں کی بہت ساری حیثیتیں ہواکرتی ہیں ، لیکن موجودہ
تناظر میں ہم عرض گزاران کی نظر میں ہماری سب سے اہم حیثیتیں دو ہیں ۔

.(١) وارثین انبیاء

.(٢) جانشین نانوتوی و شیخ الہند

جب یہ طے ہوگیا ہے کہ ہماری یہ دو اہم حیثیتیں ہیں تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ دونوں
حیثیتیں ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد کرتی ہیں؟؟
سیدھے سادے الفاظ میں وراثت نبوی کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمہ گیر
تعلیمات کو سیکھنا ، اس کا عملی مظہر بننا اور عامۃ المسلمین کو سکھانے کے لیے کوشاں
رہنا اور اس پر عمل کے لیے ابھارناہے ۔
!!اب ذرا سوچیے
کیا مسلمانوں کے وجود پر اور آنے والی نسلوں میں اسلام کی بقاء پرمسلسل حملوں کے بعد

ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں کے وجود و بقا کے لئے اٹھ کھڑے ہونا، ہرممکن مزاحمت کرنا، ایک ہدف مقرر کرکے نتیجہ خیز تدریجی منصوبہ بندی کرنا اور اس پر پوری تندہی کے ساتھ عمل پیرا ہوجانا، وراثت نبوی کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں؟؟

اگر ہاں! تو آپ لوگوں کی جانب سے بحیثیت وارثین انبیاء ، ملت اسلامیہ اور مذہب اسلام کے دفاع کے لیے اور درپیش خطرات کے مقابلے کے لیے کیا منصوبہ بندی کی گئی ہے؟؟
اور اگر ان تمام چیزوں کو وارثین انبیاء کی ذمہ داریوں میں نہیں سمجھتے تو کھل کر اپنا موقف ظاہر فرمائیں!

ہماری دوسری حیثیت حضرت نانوتوی اور حضرت شیخ الہند کے جانشین کی ہے!
سیدنا الامام الکبیر محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ قصر دیوبندیت کے مؤسس اعظم ہیں ، اور آپ کی قائم کی ہوئی بنیادوں پر آپ کے تخیلاتی محل کو تعمیر کرکے حقیقت کا روپ دینے والے آپ کے سب سے اکمل و ارشد جانشین ، شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ اس کے معمار اعظم ہیں!

آئیے! انہی کی زبانی سنتے ہیں کہ دیوبندیت کا نہج اور مقصد کیا ہے؟؟

حضرت شیخ الہند فرماتے ہیں:

حضرت الاستاذ (مولانا قاسم نانوتوی) نے اس مدرسے کو کیا درس و تدریس اور تعلیم و تعلم کے لیے قائم کیا تھا؟
مدرسہ میرے سامنے قائم ہوا جہاں تک میں جانتا ہوں ۱۸۵۷ کے ہنگامے کی ناکامی کے بعد یہ ارادہ کیا گیا کہ کوئی ایسا مرکز قائم کیا جائے جس کے زیر اثر لوگوں کو تیار کیا جائے تاکہ ۱۸۵۷ کی ناکامی کی تلافی کی جائے!

پھر اس کے بعد فرماتے ہیں:
تعلیم و تعلم اور درس و تدریس جن کا مقصد اور نصب العین ہے میں ان کی راہ میں مزاحم نہیں ہوں لیکن خود اپنے لیے تو اسی راہ کا میں نے انتخاب کیا ہے جس کے لئے دارالعلوم کا یہ نظام میرے نزدیک حضرت الاستاذ نے قائم کیا تھا!

احاطۂ دارالعلوم میں بیتے ہوئے دن ص ۱۷۰/۱۷۱ ، بعینہ یہی عبارت سوانح قاسمی ج ۲ (ص ۲۲٦ پر موجود ہے)
اب ذرا اندازہ لگائیے کہ تعلیم وتعلم سے علیحدہ وہ کیا مقصد ہے جو مؤسس اعظم کے پیش نظر تھا جسکو آپکے سچے روحانی فرزند حضرت شیخ الہند نے آپ کی جانب منسوب فرماکر بیان کیا اور خود بھی اسی پر قائم رہنے کا فیصلہ کیا، اور اسے ۵۷ کی تلافی سے تعبیر کیا، ۵۷ کا ہنگامہ کیا تھا اور کیوں تھا؟ اور اس کی تلافی کیوں کر ممکن ہے؟؟
غدر ستاون مسلمانوں کے تشخص کی حفاظت کیلئے ایک مزاحمتی تحریک تھی جس کا مقصد اسلامیان ہند کو برٹش ایمپائر کی ذہنی و فکری یلغار سے چھٹکارا دلانا تھا مگر بمشیت ایزدی جب وہ منصوبہ کامیاب نہ ہو سکا تو اس کی تلافی کے لیے دارالعلوم دیوبند کی شکل میں ایک مرکز قائم کیا گیا تاکہ اس میں ایسے افراد تیار ہوں جو ملت اسلامیہ کو غلامی کے اس خطرناک بھنور سے نکالیں ، نیز قیام دارالعلوم کے وقت حضرت نانوتوی کی نقل وحرکت اور دوڑ دھوپ بھی صراحت کے ساتھ آپ کی حقیقی فکر و نظر بیان کرنے کے لیے کافی ہے ،

سوانح قاسمی از : مولانا مناظر احسن گیلانی اور تاریخ دارالعلوم دیوبند از : محبوب رضوی کی عبارتیں اور اقتباسات اس پر وضاحت کے ساتھ دال ہیں، طوالت کے خوف سے ہم یہاں نقل کرنے سے قاصر ہیں -

سردست حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کا درج بالا اقتباس تحریک دیوبندیت کی مقصدیت کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے -

نیز علی گڑھ کے خطبۂ صدارت میں موجود آپ کی بعض عبارتیں بھی نہایت حیران کن اور موجودہ حالات میں بڑی معنی خیز ہیں -

ملاحظہ فرمائیں! " میں نے اس پیرانہ سالی اور علالت و نقاہت کی حالت میں آپ کی اس دعوت پر اس لیے لبیک کہا کیوں کہ میں اپنی ایک گمشدہ متاع کو یہاں پانے کا امیدوار ہوں، بہت سے نیک بندے ہیں جن کے چہروں پر نماز کا نور، ذکر اللہ کی روشنی جھلک رہی ہے، لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدارا جلد اٹھو اور اس امت مرحومہ کو کفار کے نرغے سے بچاؤ تو ان کے دلوں پر خوف و ہراس طاری ہوجاتا ہے ، خدا کا نہیں بلکہ چند ناپاک ہستیوں کا اور انکے سامان حرب و ضرب کا!

پھر چند سطور کے بعد فرماتے ہیں!

اے نونہالان وطن!!

جب میں نے دیکھا کہ میرے اس درد کے غم خوار جس میں میری ہڈیاں پگھلی جارہی ہیں مدرسوں اور خانقاہوں میں کم اور سکولوں اور کالجوں میں زیادہ ہیں، تو میں نے اورچند مخلص احباب نے ایک قدم علیگڑھ کی طرف بڑھایا اور اس طرح ہم نے ہندوستان کے دو تاریخی مقاموں دیوبند اور علی گڑھ کا رشتہ جوڑا۔

(نقش حیات ج ۲ صفحہ ۵٥٦ ، مطبع دارالاشاعت کراچی)

اور جمعیت علمائے ہند کے دوسرے اجلاس عام کے خطبۂ صدارت میں میں آپنے فرمایا: جو لوگ کشمکش زمانہ سے پہلو تہی کرتے ہیں اور مدرسوں اور مسجدوں کے حجروں میں بیٹھے رہنے کو اسلام کی خدمت کے لیے کافی سمجھتے ہیں وہ اسلام کے پاک صاف دامن پر داغ ہیں.

مذکورہ اقتباسات سے مزید کھل کر یہ بات سامنے آجاتی ہے کہ حضرت شیخ الہند رسمی تعلیم و تعلم اور نرے درس وتدریس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور اسی کو سب کچھ سمجھنے والے علماء سے کس قدر مایوس و بدظن ہیں۔

اس کے علاوہ دارالعلوم کے قدیم دستور اساسی میں قیام دارالعلوم کے جو پانچ مقاصد بیان کیے گئے ہیں ان میں سے بھی کچھ درج ذیل ہیں:

اعمال اور اخلاق اسلامیہ کی تربیت اور طلبہ کے اندر اسلامی روح بیدار کرنا.

اسلام کی تبلیغ و اشاعت اور دین کا تحفظ و دفاع.

حکومت کے اثرات سے اجتناب و احتراز اور علم و فکر کی آزادی کو برقرار رکھنا.

تاریخ دارالعلوم ج ۱ ص ١٤٢

نیز حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کے نصب العین کی تشریح کرتے ہوئے جو پانچ نکات بیان فرمائے ہیں ان میں سے بھی چند

ہم یہاں ملحق کرتے ہیں۔
اول : مذہبیت ، دارالعلوم دیوبند مذہبی قوت کا سرچشمہ اور اول سے آخر تک اسلام کے دستور و آئین کا پابند ، یہاں ہر شخص اسلام کا نمونۂ کامل ہے۔
دوم: آزادی، جس کے معنی ہیں کہ دارالعلوم دیوبند مکمل طور پر بیرونی غلامی کے خلاف ہے، اس کا نظام تعلیم و تربیت ،اس کا نظام مالیات اور اس کا نظام اجتماعی سرتاسر آزاد ہے
-
تاریخ دارالعلوم ج 1 ص 144
سطور بالا میں کل پانچ نکات موجود ہیں، جن میں سے دو نکات کو ہم نے طوالت کے خوف اسے اور موضوع سے خارج ہونے کی بناپر مکمل نقل نہیں کیا ہے!
ہم پانچ پوائنٹس کا نچوڑ سامنے رکھ کر بات آگے بڑھاتے ہیں!

(١) دینی تعلیم و تربیت اور رجال سازی

(٢) اسلام کی اشاعت ، تحفظ اور دفاع.

(٣) کسی بھی حکومت ، ادارے یا فرد کے اثرات سے کامل آزادی تاکہ کسی بھی مرحلے پر بے لاگ موقف قائم کرتے ہوۓ کسی بھی قسم کا دباؤ اور باک نہ ہو.

(٤) اسلام کے دستور و آئین کی مکمل پابندی.

*(١) دینی تعلیم و تربیت اور رجال سازی *

مدارس اسلامیہ کا بنیادی مقصد یقینا تعلیم و تربیت ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ فراغت کے بعد میدان عمل میں فضلاء کرام کو جن مخاطبین سے سامنا ہوتا ہے ، ان میں تمام شعبہ ہائے زندگی کے افراد شامل ہیں جن کی علمی و عملی استعداد اور ذہنی و فکری کیفیات مختلف و متنوع ہوتی ہیں -
لہذا ابلاغ کا حق صحیح طور پر انجام دینے کے لئے عصری تقاضوں اور متعلقہ افراد و اشخاص کی نفسیات سے آگاہی نہایت ضروری ہے - اور یہی سنت الٰہی بھی ہے کہ وہ ہمیشہ نبیوں اور رسولوں کو انہی کی قوموں کی طرف مبعوث فرماتا رہاہے تاکہ داعی و مدعو دونوں ایک دوسرے کے انداز و اطوار اور زبان و بیان سے واقف ہوں اور مانوس فضا میں ابلاغ کا فریضہ انجام پذیر ہو -
اب سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے فضلاء میں اتنی استعداد و اہلیت پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ ملحدانہ و متشککانہ پس منظر رکھنے والے ادباء و مفکرین اور عصری تعلیم یافتہ حضرات کو قائل و مطمئن کرنے والے انداز میں مخاطب بناسکیں، اور دیگر مذاہب کے لوگوں کو اسلام کی حقانیت کا یقین دلا پائیں؟
ہمارا مدعا یہ بالکل نہیں ہے کہ سائنس و ریاضی جیسے فنون کو داخل نصاب کیا جائے ، فقط اتنی التجاء ہے کہ سائنس دانوں، انجینیروں اور دیگر تعلیم یافتہ حضرات کی ذہنی و فکری ساخت اور موجودہ زمانے کے گمراہ کن نظریات سے اتنی واقفیت ہر طالب علم میں پیدا کرنے کی حتی الامکان سعی کی جائے جس کی بنیاد پر فراغت کے بعد وہ اپنے آپ کو کمتر اور اجنبی محسوس نہ کرے اور تمام باطل و گمراہ کن علوم و فنون کے مقابلے میں علم الہی

کی برتری کو مبرہن و مدلل کرسکے اور یہی وجہ ہے کہ صدیوں پہلے ہمارے اسلاف نے حکمت و منطق اور فلسفہ و کلام کو داخل نصاب کیا تھا تاکہ گمراہ لوگوں کے طریقہ واردات کا ادراک کرتے ہوتے انہیں کے ہتھیاروں سے انہیں شکست دی جاسکے ۔
چوں کہ یہ حقیقت ہے کہ گزشتہ چار پانچ صدیوں سے فلسفہ و سائنس اور سماجیات و سیاسیات پر مغرب کے تسلط کی وجہ سے الحاد و تشکیک اور مادیت کے زہریلے جراثیم ان میں سمودئے گئے ہیں جو غیر شعوری طور پر مگر پوری شدت کے ساتھ انسانی ذہن و فکر پر حاوی ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ سب اتنے دلچسپ و پرکشش انداز میں کیا جاتا ہے کہ مغرب پچانوے فیصد اپنے مقصد میں کامیاب و بامراد ہے - لہٰذا ان زہریلے جراثیم اور ان کی بنت و ساخت سے واقفیت اور ان کا کامیاب توڑ کئے بغیر یہ کیسے ممکن ہے کہ حاملین علوم نبوت موجودہ دور کے مخاطبین تک ابلاغ کا فریضہ مطلوب شکل میں انجام دے سکیں ۔
جہاں تک دینی و اسلامی تربیت کی بات ہے تو ظاہر ہے کہ یہ صرف وضع قطع اور نماز و روزہ کی تربیت تک محدود نہیں ہے ؛ چوں کہ یہ چیز تو ایک مکتب میں بھی حاصل کی جاسکتی ہے اور جماعت دعوت و تبلیغ سالوں سے اس کام کو بحسن و خوبی ایک مشن کے طور پر انجام دے رہی ہے ، لہٰذا دارالعلوم دیوبند جیسے مرکزی و سرکردہ ادارہ میں اسلامی تربیت کتنی ہمہ گیر اور بامعنی ہونی چاہئے اس کا اندازہ لگانا اس شخص کے لئے ذرا بھی دشوار نہیں جو دارالعلوم دیوبند کی تاریخ اور اس کے بانیان و اکابر قدس سرہم کے علمی و عملی کارناموں سے بہ خوبی واقف ہے - بہت زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے ہم یہاں صرف - چند باحوالہ امور ذکر کرنے پر اکتفا کریں گے تاکہ بات واضح ہوسکے
حضرات شیخ الہند ، شیخ الاسلام و دیگر اکابر رحمہم اللہ کی تادم حیات یہ کوشش رہی ہے کہ طلبہ دارالعلوم میں حالات و سیاسیات حاضرہ کا اس قدر شعور اور ان کے تقاضوں سے اتنی ہمدردی ہمہ وقت ہونی چاہئے کہ ملک و ملت کے تئیں اپنی ذمہ داریوں سے وہ بہ خوبی عہدہ بر آ ہوسکیں اور اپنے آپ کو صرف منبر و محراب تک محدود نہ سمجھیں ، بلکہ ہر محاذ پر - اپنی فعال موجودگی درج کراتے ہوئے وارثین انبیاء کا حق ادا کریں
یہی وجہ ہے کہ ١٣٦١ھ میں جب برٹش حکومت کے ہاتھوں حضرت شیخ الاسلام کی گرفتاری ہوئی تو بزم سجاد (انجمن اصلاح البیان) کے تحت طلبہ دارالعلوم نے اپنا سالانہ اجلاس منسوخ کرکے ایک زبردست احتجاجی جلسہ منعقد کرایا ، جب جیل سے رہائی کے بعد یکم ربیع الاول ١٣٦٤ھ کو حضرت مدنی بنفس نفیس بزم سجاد کے معائنہ کے لئے تشریف لائے تو اس موقع پر طلبہ نے ایک عام جلسے کا انعقاد کیا جس میں طلبہ کے پیش کردہ پروگرام کے بعد حضرت مدنی کا صدارتی خطاب ہوا ، جس کے چند اقتباسات یہ ہیں:
(١) آپ حضرات کی عزت افزائی کا شکریہ ، لیکن اس کے ساتھ مجھے آپ سے کچھ شکایتیں ہیں ، گرفتاری کے بعد آپ لوگوں نے بہت سی غلطیاں کی ہیں ، حقیقت یہ ہے کہ اتنا کرنے کی ضرورت نہ تھی ، صرف دو ایک جلسے پر اکتفا کرتے اور آپ صبر و سکون سے اپنے کام میں لگے رہتے ، اور اپنے دشمن پر یہ ظاہر کرتے کہ اگر تم نے ہمارے ایک خادم کو گرفتار کرلیا تو ہمیں کچھ پرواہ نہیں ہم میں بہت سے ایسے ہیں جو اس کی قائم مقامی کر سکتے ہیں اگر آپ کا ایک خادم آپ سے جدا ہو گیا تھا تو آپ اس کی جگہ دوسرے کو کھڑا کرتے اور اپنے فرائض انجام دیتے ، اگر فوج کا جنرل مارا جائے تو فوج کو بد دل

- ہوکر بیٹھ رہنا نہیں چاہیے

(۲) میری غیر حاضری پر آپ لوگوں نے انجمن کو معطل کردیا اور کام چھوڑ کر دل برداشتہ

-ہو کر بیٹھے رہے ، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھا

(۳) آپ کے لئے جس قدر تعلیم ضروری ہے اسی قدر تقریروتحریر میں مہارت حاصل کرنا بھی ضروری ہے اگر آپ دونوں میں سے ایک سے بھی غافل ہوئے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ، آپ کو سیاسی معلومات حاصل کرنے چاہیے تاکہ آپ اپنے وطن کو غلامی سے نجات

- دلا سکیں

دارالعلوم دیوبند میں طلباء کی تربیت عملی طورپر کس طرح ہوتی تھی اس کا ایک اور نمونہ دیکھنے کیلئے تاریخ دارالعلوم از محبوب رضوی صفحہ ۲٦۱ تا ۲٦٥ ملاحظہ فرمائیں ! جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ۱۳٤۱ اور ۱۳٤۲ میں جب ایک طرف سوامی شردھانند نے مسلمانوں کی شدھی کا کام شروع کیا اور دوسری طرف ڈاکٹر مونجے نے ایک سنگھٹن قائم کی جو خالص ہندؤوں کی جماعت تھی ، اور دارالعلوم میں خطوط و اخبارات کے ذریعے پے در پے آریہ سماج کی ناگوار فرقہ وارانہ سرگرمیوں اور مسلمانوں کے ارتداد کی خبریں موصول ہوئیں تو اس نازک ترین موقع پر دارالعلوم دیوبند نے وہی فریضہ انجام دیا جو اس کے شایان شان تھا ، یعنی ۱۲ جمادی الاخری کو دارالعلوم دیوبند سے مبلغین کا ایک وفد روانہ کیا گیا ، وفد کی رپورٹ سے معلوم ہوا کہ آریہ سماج کی تحریک نہایت منظم اور وسیع پیمانے پر پھیلی ہوئی ہے ، جس کے ازالے کیلئے مزید اور کافی مبلغین کی سخت ضرورت ہے ، اس پر دارالعلوم کے اساتذہ اور طلباء کے پے در پے متعدد وفد روانہ کئے گئے آگرہ کو تبلیغی کاموں کا مرکز قرار دے کر علمائے دیوبند کا دفتر کھولا گیا ، مولانا میرک شاہ صاحب مدرس دار العلوم دفتر کے نگراں بنائے گئے ، موصوف جہاں ضرورت ہوتی مبلغین کو بھیجتے، بحمد للہ مبلغین کی انتھک مساعی کا نتیجہ یہ نکلا کہ بے شمار مرتدین تائب ہو کر

- اسلام میں واپس لوٹے

اس کے برعکس ان دنوں طلباء سے یہ کہا جاتا ہے کہ دارالعلوم کا مقصد صرف دینی تعلیم و تربیت ہے اور اس تعلیم و تربیت کو صرف درس نظامی کی تکمیل ، وضع قطع اور نماز و روزہ تک محدود کردیا جاتا ہے ،

جب کہ بنیاد گزاران دارالعلوم جس طرح کی تربیت کو مطلوب و مقصود اور ہدف اصلی گردانتے تھے ، اس میں اسلام اور مسلمانوں کے وجود و بقا کو لاحق ہر قسم کے خطرات سے مقابلہ آرائی کی تربیت شامل تھی ، اور سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ تربیت اپنی اساس میں عملی بنیادوں پر قائم ہوتی ہے نہ کہ علمی ، اور فطری طور پر ایک طالب علم اپنے اساتذہ و مربیین کی شخصیت و کردار کو خود میں جذب کرنا اور ان کے اصول زندگانی کو اپنانا چاہتا ہے لہذا طلباء کو داعی بنانے کیلئے ضروری ہے کہ ان کے مربی اور اساتذہ بھی داعی ہوں ، انہیں رجال ساز مدرس بنانے کے لئے ضروری ہے کہ ان کے اساتذہ بھی رجال ساز ہوں ، انہیں اصلاح کار اور بہترین سیاستدان بنانے کے لئے ضروری ہے کہ ان کے اساتذہ بھی قوم و ملت کی سیاسی ابتری اور وجودی خطرات سے نمٹنے والے قائد و رہبر ہوں

-

اگر حضرت قاسم نانوتوی اور رشید احمد گنگوھی خود مجاہدین آزادی اور رجال ساز نہ ہوتے

تو کیا شیخ الہند جیسا مجاہد آزادی اور رجال ساز فرد امت کو نصیب ہوسکتا تھا ؟ اور شیخ
الہند میدان کار نہ ہوکر صرف درس و تدریس تک محدود رہتے تو شیخ الاسلام، عبیداللہ
سندھی، شبیر احمد عثمانی جیسے نبض شناس اور قوم و ملت کی نیا پار لگانے والے نا خدا
- ہمیں مل سکتے تھے ؟ ظاہر ہے ، ہر گز نہیں
اس لئے ہمارا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ طلباء کو درس و تدریس سے فارغ کرکے مستقل سیاسی
شورش کی نذر کردیا جائے اور اس طرح ان کی شخصیت فکر و نظر کے اعتبار سے
ادھوری اور نا پختہ رہ جائے، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اساتذہ کرام و قائدین عظام
حضرات نانوتوی و گنگوہی ، شیخ الہند و شیخ الاسلام قدس سرہم جیسے سرپرستان و معماران
دارالعلوم کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہوئے خود بھی درس و تدریس کے ساتھ میدان عمل
میں نکلیں ، خصوصا موجودہ ہندوستان میں امت مسلمہ کے وجود کو جس بے باکی و سفاکی
کے ساتھ چیلنج کیا جارہاہے، اور بڑے پیمانے پر ارتداد و کفر کی یلغار کا سامنا ہے ، اس
کے پیش نظر نہایت منظم و دور رس اثرات کی حامل جد و جہد فرمائیں اور طلباء میں بھی
وہ بلندئ فکر و نظر پیدا کرنے کی کوشش ہو جس کے لئے دارالعلوم کا قیام عمل میں آیا تھا
نہ کہ حالات حاضرہ اور سماجیات و سیاسیات سے پہلو تہی برتتے ہوئے طلباء کو صرف
منبر و محراب تک محدود کردیا جائے اور وہ بھی ناقص شکل میں ؛ چوں کہ وہ شخص آخر
کس بنیاد پر امام و خطیب کے فرائض کما حقہ انجام دے سکتا ہے جو نہ تو امت کے حالات
سے باخبر ہو اور نہ ہی ان کی نفسیات و ضروریات سے واقف ہو ؟؟

*.(۲) اسلام کی اشاعت تحفظ اور دفاع *

موجودہ حکومت پوری طاقت کے ساتھ مسلمانوں کو مذہب کی بنیاد پر دوسرے درجے کا
شہری بنانے کے لیے پرعزم ہے ، جس کی وجہ سے ارتداد کی لہر چلنے کا قوی امکان ہے
، یہ اندیشہ بہت سے مسلم تجزیہ نگار بھی ظاہر کرچکے ہیں. کیا ہندوستان میں اسلام اور
مسلمانوں کے وجود و بقا کا تحفظ و دفاع مذکورہ شق میں داخل نہیں ہے؟؟ پھر اس سلسلے
!میں ابھی تک کیا پیش رفت ہوئی ہے یا آگے کیا حکمت عملی بنانے کا ارادہ ہے

(۳) کسی بھی حکومت ادارے یا فرد سے کامل معاشی، تعلیمی ،انتظامی آزادی تاکہ کسی *

*.بھی موقع پر کوئی بھی موقف قائم کرتے ہوئے کسی قسم کا دباؤ اور باک نہ ہو

.دارالعلوم دیوبند تاایں دم ہر طرح کے بیرونی اثرات سے مکمل آزاد ہے فللہ الحمد
لیکن پھر بھی آخر کیوں حکومت کا اتنا دباؤ اور خوف ہے کہ موجودہ صورتحال میں ابھی
تک کوئی نتیجہ خیز مثبت قدم نہیں اٹھایا گیا؟ بلکہ معذرت خواہانہ رویہ اور دفاعی انداز
اپناتے ہوے حکومت سے یہ گزارش کی جارہی ہے کہ آپ ہمیں اپنے رسمی تعلیم وتعلم کو
براہ کرم جاری رکھنے کا موقع دے دیں ! اس کے علاوہ ہم کوئی قدم آپ کے مفادات کے
خلاف نہیں اٹھائیں گے، کیا آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے اپنے بانیان کے طرز سے
انحراف کرتے ہوئے صرف تعلیم و تعلم پر کفایت کربھی لی تب بھی آپ کا ادارہ اور آپ کی
محفوظیت زیادہ دنوں تک برسر اقتدار طاقتوں کی زد سے نہیں بچ سکے گی، کیونکہ جب آئین
ہند کو تہ و بالا کرکے قوم مسلم کے بنیادی حقوق پر ڈاکہ ڈالا جائے گا تو کوئی امکان نہیں
!کہ ان کے آزاد تاریخی مراکز اور اداروں کو علی حالہ قائم رہنے دیا جائے

*(٤) اسلام کے دستور و آئین کی مکمل پابندی *

!یعنی ہر آن دل و جان سے اسلام کے ہر مطالبے پر لبیک کہنے کے لئے تیار رہنا
جب ملت اسلامیہ پر شدید قسم کا چو طرفہ دباؤ ہو اسلامیان ہند کو کچلنے اور مسلنے کے لئے تیار کی گئی پلاننگ ۹۵ سالہ جدوجہد کے بعد اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہو تب قرآن و سنت کا اس سے بڑا مطالبہ کیا ہوسکتا ہے کہ امت مسلمہ کے وجود و تشخص کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو تج دیاجائے؟
!گرامی قدر مخاطبین
اب تک کی تحریر میں آپ کے سامنے مو جودہ حالات کی نزاکت ، برسر اقتدار جماعت کے عزائم اور ان کو سامنے رکھتے ہوئے نبوی وراثت کے تقاضے، اکابر دیوبند حضرت نانوتوی، شیخ الہند ، شیخ الاسلام تغمدھم اللہ بغفرانہ کی فکر و نہج اور اس کی معنویت ، قیام دارالعلوم کے بنیادی اہداف و مقاصد اور اس کی روشن تاریخ ، یہ سب کچھ بہت مختصر طور پر لیکن خاصی وضاحت کے ساتھ بیان کردیا گیاہے۔
اب اس کے بعد اس وضاحت کی ضرورت نہیں بچتی کہ وراثت نبوی کے دعوے پر ہم کس قدر کھرے اترتے ہیں؟
اپنے اسلاف کی فکر و عمل کے کس قدر امین ہیں؟
قیام دارالعلوم کے نصب العین کے کس درجہ پاسدار ہیں؟
یہ حقیقت ہے کہ دارالعلوم دیوبند تحریکی اور انقلابی سرگرمیوں میں براہ راست بلاواسطہ شریک نہیں رہا،
لیکن اس سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ دارالعلوم ہی کی فراہم کردہ فکرو نظر اور تربیت کی وجہ سے اس کے فضلاء مسلمانوں اور اسلام پر آنے والے خطرات سے مقابلہ کے لیے ، اسلام دشمن طاقتوں کے خلاف ہمہ جہت طریقے پر سرگرم عمل رہے ہیں, اور ان تمام سرگرمیوں اور تحریکات کا تعلق بالواسطہ اپنے مرکز سے رہا ہے، نیز اساتذۂ دارالعلوم نے بارہا دارالعلوم کو براہ راست آنچ سے بچانے کے لیے علیحدہ پلیٹ فارمز بھی قائم کیے ہیں اور ان کے ذریعے معاصر امت مسلمہ کو پیش آمدہ خطرات سے محفوظ رکھنے کے لئے ہرممکن جدو جہد کی ہیں ، اور اس طرح کی تمام سرگرمیاں دارالعلوم ہی کی تاریخ کا روشن حصہ ہیں، اس کی سب سے واضح نظیر انجمن ثمرۃ التربیت اور جمعیت الانصار کا قیام ہے جس کے روح رواں حضرت شیخ الہند تھے اور جس کے فعال کارکن اس وقت کے ابنائے قدیم تھے، ان دونوں تحریکوں کو ظاہری عنوان چاہے جس چیز کا دیا جائے ، مگر حقیقی !منشا جاننے والے جانتے ہیں اور لکھنے والوں نے بہت کچھ لکھا بھی ہے
!تفصیل کے لیے شیخ الہند حیات و کارنامے ، ص ١٣٦ تا ١٤٨ دیکھ سکتے ہیں
اسی تنظیمی اور انجمنی سلسلے کی کچھ کڑیاں ابھی تک موجود ہیں مگر انکی بھی حالیہ کارکردگی محتاج تبصرہ نہیں ہے ، خصوصاََ فی الوقت کی پر خطر صورت حال میں ان کی .منصوبہ بندیوں اور عملی اقدامات کی حقیقت جگ آشکارا ہوچکی ہے

!!مسؤولین عظام
متذکرہ بالا معروضات کی بنیاد ہم طلبۂ دارالعلوم دیوبند چند مطالبات کو ارباب بست و کشاد !کے سامنے رکھنا شریعت اور دارالعلوم کی مقصدیت کی رو سے اپنا فریضہ سمجھتے ہیں

(۱) دارالعلوم دیوبند کو اس کے بانیان و معماران حضرت نانوتوی ، حضرت گنگوہی، حضرت شیخ الہند، حضرت شیخ الاسلام کے نہج پر بہ حال کیا جائے، اور وراثت نبوی کا حق صحیح طور پر انجام دیا جائے.
واضح رہے کہ موجودہ نہج، نبوی مشن اور حضرات اکابر کے نہج سے ۱۸۰ ڈگری مخالف ہے.
(۲) فکری اور عملی تربیت کو اسی ہمہ گیریت کے ساتھ شروع کیاجائے جس طرح حضرت نانوتوی نے اپنے تلامذہ اور پھر اسی نقش قدم پر چلتے ہوے حضرت شیخ الہند نے اپنے شاگردوں کی کی تھی؛ جس تربیت میں وضع ،قطع اور صوم و صلاۃ کی پابندی کے علاوہ سیاسی و سماجی مسائل کی تشخیص و علاج سے واقفیت اور معاصر ذہنی و فکری سطح کو مد نظر رکھتے ہوئے کلامی تیاری شامل ہے.
(۳) ملک کے موجودہ منظرنامے کی ابتری و ہولناکیت کے پیش نظر فی الفور مؤثر اقدامات کیے جائیں، اور قرآن وسنت کی بنیاد پر ، ملکی آئین کے تحت ، نہایت مستحکم منصوبہ بندی کی جائے ، اس پر فوری عمل درآمد کیا جائے, اور ان سب میں اساتذۂ دارالعلوم فعال کردار ادا کریں ، جیسے حضرت شیخ الہند ، حضرت شیخ الاسلام، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمھم اللہ نے مسند تدریس پر فائز رہتے ہوے ہرطرح کی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، خواہ ان سب چیزوں کے لیے الگ سے پلیٹ فارمز قائم کریں یا موجودہ پلیٹ فارمز ، جن کی سرگرمیاں بے جان پڑ چکی ہیں ، انہیں میں جان ڈالیں!
ہمیں امید ہے آپ حضرات مذہب و ملت کے تئیں ہمارے ان ہمدردانہ مطالبات پر جلد از جلد غور فرماکر عملی میدان میں اتریں گے -
ہمیں اکابر کی اس امانت سے حددرجہ محبت اور لگاؤ ہے، اور اس امانت کی حفاظت ہمارے ایمان کا حصہ ہے ، لہذا آپ حضرات نے اگر بہت جلد مؤثر اور سنجیدہ کوششیں نہیں کیں تو ہمیں مجبوراً وراثت نبوی کی حفاظت اور امانت اکابر کی صیانت کی خاطر اگلے اقدامات اٹھانے پڑیں گے ، جو کہ عملی ہوں گے اور اس کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہیں-
والسلام.
من جانب: طلبۂ دارالعلوم دیوبند.

চীনে হঠাৎ করেই নতুন ভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছে। 'করোনা' নামের এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে দিন দিন বাড়ছে মৃতের সংখ্যা। নতুন এই ভাইরাস নিয়ে আতঙ্কে রয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ।

আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের খবরে এই ভাইরাসে এখন পর্যন্ত চীনে অন্তত দেড়শতাধিক মানুষ মারা গেছে।

আর আক্রান্ত হয়েছেন ৪ হাজারের বেশি নাগরিক। তবে এই ভাইরাসে আক্রান্ত ও মৃতের সঠিক তথ্য দিচ্ছে না চীন। সেখানকার গণমাধ্যমেও এ বিষয়ে কোনো তথ্য দেওয়া হচ্ছে না বলে জানিয়েছেন সেখানে অধ্যয়নরত বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা।

এদিকে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে এই ভাইরাসের কোনো প্রভাব লক্ষ্য করা না গেলেও জনমনে কিছুটা আতঙ্ক বিরাজ করছে। প্রতিবেশি দেশ ভারতে এই ভাইরাসে আক্রান্ত বেশ কয়েকজনকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। চীন ছাড়াও এই করোনা ভাইরাস ইতোমধ্যে বিশ্বের ১৬টি দেশে ছড়িয়েছে বলে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে খবর এসেছে।

এই জটিল ভাইরাসের উৎপত্তি যে দেশে সেই চীনেই আতঙ্কে সময় পার করছেন বসবাসরত বাংলাদেশিরা। এখন পর্যন্ত কোনো বাংলাদেশি আক্রান্ত হয়েছেন কিনা সেই তথ্য জানা না গেলেও বেশির ভাগ বাংলাদেশিই এখন দেশে ফিরতে উদগ্রিব।

চীনের ইয়াননান প্রদেশের কুনমিং সিটিতে অবস্থান করা বাংলাদেশি শিক্ষার্থী বর্ণ সিদ্দিকী বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, নতুন ভাইরাস নিয়ে সবাই উদ্বিগ্ন। এখানে এই ভাইরাসে মৃতের বা আক্রান্তের সঠিক তথ্য কোনো গণমাধ্যমে দেওয়া হচ্ছে না। চীন সরকার এসব তথ্য প্রকাশ করছে না। এখন পযর্ন্ত চীনে ১০ হাজার মানুষ মারা গেছে বলে স্থানীয়দের মাধ্যমে শুনেছি।

কুনমিংয়ের ইয়াননান বিশ্ববিদ্যালয়ে চাইনিজ কালচার এবং সাহিত্য নিয়ে অধ্যয়নরত এই শিক্ষার্থী আরো বলেন, খুব অল্প সময়ে চারপাশে খুব ভয়ানক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

দেশে ফেরার ইচ্ছে আছে কিনা এমন প্রশ্নের উত্তরে বর্ণ সিদ্দিকী বলেন, চারপাশে পরিস্থিতি নিয়ে আমিও আতঙ্কিত। অনেক বাংলাদেশিই দেশে ফিরছেন তবে এই মুহূর্তে আমি দেশে ফিরতে আগ্রহী নই। কারণ এখন আমরা যারা এখানে আছি তারা দেশে ফিরলে কারো না কারো শরীরে এই ভাইরাস দেশে চলে যেতে পারে। তাই দেশের কথা ভেবে আপাতত আমাদের এখানেই থাকা উচিত বলে আমি মনে করি।

এদিকে বেইজিং নরমাল ইউনিভার্সিটিতে অধ্যায়নরত বাংলাদেশি শিক্ষার্থী হাসান মাশরুর তানজিল দেশে ফেরার কথা ভাবছেন। বাংলাদেশ প্রতিদিনকে তিনি বলেন, ইতিমধ্যে বেইজিং থেকে অনেক বাংলাদেশি দেশে ফিরেছে। আমিই দেরি করে ফেলেছি। শিগগিরই দেশে ফিরবো। টিকেট কেটেছি।

হাসান মাশরুর বলেন, এখানে ৮০ জন শনাক্ত হয়েছে বলে শুনেছি। তবে চীনের কোনো গণমাধ্যম এ বিষয়ে স্পষ্ট কোনো তথ্য দিচ্ছে না। তিনি অভিযোগ করে বলেন, বাংলাদেশ দূতাবাস থেকে এ ব্যাপারে কোনো তথ্য বা সহযোগীতা করা হচ্ছে না। তারা তো যোগাযোগ করেই না বরং তাদের সাথে যোগাযোগ করা হলেও রেস্পন্স করে না। আজকে একটা মিটিং ছিল তবে এই মিটিং পরবর্তী কোনো সিদ্ধান্ত এখনো আমি জানি না।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিজের তথ্য শেয়ার করে ৩৬.৭০% মানুষ। গ্রাহকদের সংবেদনশীল তথ্য বেহাত করার অভিযোগ উঠেছে দেশের অন্যতম রাইড শেয়ারিং প্ল্যাটফর্ম পাঠাওয়ের বিরুদ্ধে। গ্রাহকের স্মার্টফোনে থাকা তথ্য অনুমতি ছাড়াই ব্যবহারের অভিযোগে ক্ষুব্ধ গ্রাহকরা পাঠাও বর্জনের ডাক দিয়েছিলেন। শুধু রাইড শেয়ারিং অ্যাপই নয়, গ্রাহকের তথ্য অনুমতি ছাড়াই অবাধে ব্যবহৃত হচ্ছে ডিজিটাল মাধ্যমে। এমন কর্মকাণ্ডকে সম্পূর্ণ অবৈধ বলছেন তথ্য-প্রযুক্তি এবং সাইবার বিশেষজ্ঞরা। তাঁরা বলছেন, এভাবে তথ্য বেহাত হলে একজন মানুষের ব্যক্তিগত জীবন উন্মুক্ত হয়ে যেতে পারে। এর ফলে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে পারেন গ্রাহক। এ ছাড়া বিপুলসংখ্যক গ্রাহকের তথ্য বেহাত হলে তা জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে উঠতে পারে। এমন বাস্তবতায় মঙ্গলবার বিশ্বজুড়ে পালিত হয়েছে আন্তর্জাতিক তথ্য সুরক্ষা দিবস (ডাটা প্রাইভেসি ডে)।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানান, স্মার্টফোনের কল্যাণে দেশে এখন ইন্টারনেট ব্যবহারকারী প্রায় ১০ কোটি। ফেসবুকসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম রেজিস্ট্রেশনের নামে নেওয়া হচ্ছে তথ্য। মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করলেও নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ব্যবহারকারীর কাছ থেকে নিয়ে নিচ্ছে নানা তথ্য। দেশে ব্যক্তিগত তথ্যের সুরক্ষায় শক্তিশালী আইনের অনুপস্থিতিতে দেশি-বিদেশি অনেক কম্পানি তাদের ব্যবহারকারী ও ক্রেতাদের ব্যক্তিগত আচরণ পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পাচ্ছে। ভোক্তাদের এসব তথ্য কোনো কোনো কম্পানি বিক্রিও করে দিচ্ছে।

সাইবার ক্রাইম অ্যাওয়ারনেস ফাউন্ডেশনের নতুন এক গবেষণায় দেখা গেছে, ব্যক্তিগত তথ্যের সুরক্ষার বিষয়ে জানেন ৭৮.৫০ শতাংশ মানুষ। অপরিচিতদের থেকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পেলে গ্রহণ করেন ২৪.১০ শতাংশ মানুষ। মোবাইল অ্যাপগুলো কোন তথ্য নিচ্ছে এবং তার সুরক্ষার বিষয়ে নিশ্চিত নন ৫৯.৫০ শতাংশ, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিজের শারীরিক সুস্থতা-

অসুস্থতা, বিভিন্ন রেস্তোরাঁয় খাওয়াদাওয়া ও ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ সম্পর্কিত তথ্য পাবলিকলি শেয়ার করেন (এটি মূলত অনুচিত) ৩৬.৭০ শতাংশ, কোনো পোস্ট শেয়ার দেওয়ার আগে সেটির সত্যতা যাচাই করেন ৮৭.৩০ শতাংশ, অনলাইনে প্রাইভেসি সেটিংসের বিষয়ে ধারণা ভালো ৪৪.৩ শতাংশ, মোটামুটি ৫০.৬ শতাংশ, বাকিদের কোনো ধারণাই নেই। এ ছাড়া বিভিন্ন কম্পানি গ্রাহকের ব্যক্তিগত যেসব তথ্য নিচ্ছে সেগুলোর নিরাপত্তার বিষয়ে জবাবদিহি চান ৮১ শতাংশ এবং ব্যক্তিগত তথ্যের সুরক্ষার বিষয়ে বাংলাদেশে পূর্ণাঙ্গ আইন বা নীতিমালা করার পক্ষে শতভাগ মানুষ।

সাইবার ক্রাইম অ্যাওয়ারনেস ফাউন্ডেশনের সভাপতি কাজী মুস্তাফিজ কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে যেসব ডিজিটাল সেবা দেওয়া হচ্ছে তাতে নানা তথ্য নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু তথ্যটা ব্যবহারের ক্ষেত্রে ব্যক্তির অনুমতি নিতে হবে। ভোক্তাদের বোঝা প্রয়োজন, তাঁদের তথ্যের সঠিক মূল্য আসলে কতটা এবং কিভাবে এই তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে, ব্যবহার করা হচ্ছে এবং তা শেয়ার করা হচ্ছে। এ ছাড়া তাঁদের ব্যক্তিগত তথ্যের ভালোভাবে ব্যবস্থাপনা করা জানতে হবে।’

সূত্র: কালের কণ্ঠ

বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী বিএসএফ কর্তৃক বাংলাদেশি হত্যা বন্ধের দাবি জানিয়েছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। সীমান্তে অনবরত বাংলাদেশিদের বিএসএফ কর্তৃক হত্যার প্রতিবাদে গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে আয়োজিত মানববন্ধন থেকে শিক্ষার্থীরা এ দাবি জানান। বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সামনে ‘শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও অভিভাবকবৃন্দ’ ব্যানারে এ কর্মসূচি পালিত হয়।

শিক্ষার্থীরা বলেন, বর্তমানে সন্ত্রাসী বিএসএফ সীমান্তবর্তী বাংলাদেশিদের জন্য এক আতঙ্কের নাম। কেননা তাদের গুলির শব্দে ঘুম ভাঙে সীমান্তবর্তী মানুষদের। প্রায় প্রতিদিনই কেউ না কেউ বিএসএফ’র গুলিতে নিহত হচ্ছে। বাংলাদেশ ভারত যৌথচুক্তি অনুসারে বিনা অনুমতিতে বাংলাদেশ থেকে কেউ ভারতে গেলে সে অনুপ্রবেশকারী হিসেবে গণ্য হবে। আইনি প্রক্রিয়ার

মাধ্যমে তার বিচার হবে। কিন্তু বিএসএফ নিজেরাই আইন হাতে তুলে নিচ্ছে। আর একজন বাংলাদেশিও নিহত হওয়ার আগে আমরা এর সুরাহা চাই। সীমান্তে হত্যা বন্ধ চাই।

বক্তারা আরো বলেন, সীমান্তে নিহত হচ্ছে কিন্তু আমাদের দেশের পক্ষ থেকে তেমন কোনো প্রতিবাদ হচ্ছে না। এমনকি ভারত থেকেও কোন দুঃখ প্রকাশ করছে না। যাদের পরিবারের কেউ সীমান্তে হত্যার শিকার হয়েছে সরকারের পক্ষ থেকে তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবিও জানান বক্তারা।

বাংলাদেশ সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের রাবি শাখার যুগ্ম আহ্বায়ক মোর্শেদুল ইসলামের সঞ্চলনায় মানববন্ধনে বক্তব্য দেন- রাজশাহী প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আসলাম উদ দৌলা, রাকসু আন্দোলন মঞ্চের আহ্বায়ক আব্দুল মজিদ অন্তর, অর্থনীতি বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী মো. রানা প্রমুখ।

সূত্রঃ কালের কণ্ঠ

টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে পুলিশ ক্লিয়ারেন্সের জন্য ৩ থেকে ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত আদায় করা হয় বলে অভিযোগ করেছেন উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আজাহারুল ইসলাম। গত মঙ্গলবার উপজেলা পরিষদের মাসিক সভায় তিনি মির্জাপুর থানা দুর্নীতিবাজ পুলিশের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ করেন।

ভাইস চেয়ারম্যান তার বক্তব্যে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, বিদেশগামীদের জন্য পুলিশ ক্লিয়ারেন্স আবশ্যক। এজন্য প্রত্যেককে সোনালী ব্যাংকে ৫০০ টাকা ব্যাংক ড্রাফ করে অনলাইনে আবেদন করতে হয়। পরে আবেদনের কপি থানায় জমা দিতে হয়। তখন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে থানা পুলিশ মোটা অংকের টাকা দাবি করেন। পরে দেন-দরবার করে তা সর্বনিম্ন ৩ থেকে ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত আদায় করা হয় বলে তিনি অভিযোগ করেন।

সূত্রঃ কালের কণ্ঠ

দেশের শেয়ারবাজারে মূল্য সূচকে আবার পতন হয়েছে। গতকাল সোমবার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) এ পতন হয়। একই সঙ্গে কমেছে লেনদেনের পরিমাণ।

বাজারসংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, বাজারে বিনিয়োগকারীদের আস্থার সংকট রয়েছে। এ জন্য বাজার ঘুরে দাঁড়াতে পারছে না। তারা বলছেন, শেয়ারবাজারের তারল্য সংকট সমাধানে ঋণ সহায়তার বিষয়টি এখনো চূড়ান্ত রূপ পায়নি। কেন্দ্রীয় ব্যাংক মনে করছে, বর্তমান অবস্থায় শেয়ারবাজারের স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে কিছুটা তারল্য সরবরাহ করা প্রয়োজন। এ জন্য একটি পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের কথা বলা হয়েছে।

বাজার বিশ্লেষণে দেখা যায়, গতকাল দিনের শুরু থেকেই শেয়ারবাজারে নিম্নমুখী প্রবণতা দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত এ প্রবণতা অব্যাহত থাকে। ফলে লেনদেনে অংশ নেওয়া বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিটের দরপতন হয়।

দিনভর ডিএসইতে লেনদেনে অংশ নেওয়া ৬৬টি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিটের দাম বেড়েছে। বিপরীতে কমেছে ২৫৫টির। অপরিবর্তিত রয়েছে ৩৩টির দাম। ডিএসইর প্রধান মূল্যসূচক ডিএসইএক্স ৩৫ পয়েন্ট কমে ৪ হাজার ৪৯৩ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে। অপর দুই সূচকের মধ্যে ডিএসই-৩০ সূচক ৪ পয়েন্ট কমে ১ হাজার ৫৪১ পয়েন্টে অবস্থান করছে। আর ডিএসই শরিয়া সূচক ৩ পয়েন্ট কমে ১ হাজার ৩১ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে।

পাশাপাশি ডিএসইতে কমেছে লেনদেনের পরিমাণ। দিনভর বাজারটিতে লেনদেন হয়েছে ৪০৪ কোটি ৫৮ লাখ টাকা। আগের দিন লেনদেন হয় ৪৭৪ কোটি ১৪ লাখ টাকা। সে হিসেবে লেনদেন কমেছে ৬৯ কোটি ৫৬ লাখ টাকা। টাকার অঙ্কে ডিএসইতে সবচেয়ে বেশি লেনদেন হয়েছে লাফার্জ হোলসিমের শেয়ার। কোম্পানিটির ৩৫ কোটি ৮ লাখ টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে। দ্বিতীয় স্থানে থাকা স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালসের শেয়ার লেনদেন হয়েছে ১৫ কোটি ৫৪ লাখ টাকা। ১২ কোটি ৫৩ লাখ টাকার শেয়ার লেনদেনের মাধ্যমে তৃতীয় স্থানে রয়েছে বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবলস।

অপর শেয়ারবাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের (সিএসই) সার্বিক সূচক সিএএসপিআই ১৩৬ পয়েন্ট কমে দাঁড়িয়েছে ১৩ হাজার ৬৫৬ পয়েন্টে। বাজারে লেনদেন হয়েছে ১২ কোটি ৬৩

লাখ টাকা। লেনদেন অংশ নেওয়া ২৪৭ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দাম বেড়েছে ৪৮টির, কমেছে ১৭৭টির এবং অপরিবর্তিত রয়েছে ২২টির।

সূত্রঃ আমাদের সময়

ঢাকার দুই সিটি নির্বাচনের প্রচার শুরুর প্রায় ১২ দিনের মধ্যেই ২ হাজার ৪৭২ টন লেমিনেটেড প্লাস্টিক বর্জ্য উৎপন্ন হয়েছে। পুরো নির্বাচনে পোস্টার থেকে বর্জ্য জমবে আড়াই হাজার টন। এগুলোসহ সব মিলিয়ে বছরজুড়ে ঢাকা শহরে প্রায় ১০ হাজার টন লেমিনেটেড পোস্টার বর্জ্য তৈরি হবে।

গত মঙ্গলবার দুপুরে লালমাটিয়ায় নিজেদের প্রধান কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য তুলে ধরে এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অরগানাইজেশন (এসডো)। বাংলাদেশে লেমিনেটেড পোস্টার, লিফলেট, স্টিকার ব্যবহারের ওপর ভিত্তি করে 'থার্মাল লেমিনেশন ফিল্মস : অ্যান ইনসিজিং হেল্থ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট হ্যাভক অব ঢাকা সিটি' শীর্ষক সংস্থাটির একটি গবেষণায় ওই তথ্য উঠে এসেছে।

এসডোর গবেষণা মতে, ঢাকা শহরে ২০১৯ সালে ৭ হাজার ১৪৫ দশমিক ২ টন লেমিনেটেড প্লাস্টিক বর্জ্য উৎপন্ন হয়েছে। চলতি ২০২০ সালে আনুমানিক ১০ হাজার ৪৩৮ টন প্লাস্টিক বর্জ্য উৎপন্ন হবে, যেগুলো পূর্ণ প্রক্রিয়াজাতকরণ সম্ভব নয়। এগুলো মানবস্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য হুমকিস্বরূপ।

সংবাদ সম্মেলনে এসডোর চেয়ারপারসন সৈয়দ মার্গুব মোর্শেদ বলেন, এসডো ঢাকার দুই সিটি করপোরেশনে নির্বাচনী প্রচারে লেমিনেটেড পোস্টার এবং অন্যান্য 'প্লাস্টিক কোটেড' পণ্য ব্যবহারের ওপর ভিত্তি করে গবেষণা শুরু করে। তিনি বলেন, উচ্চ আদালত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে ঢাকা সিটি করপোরেশন নির্বাচনে উৎপাদিত ও বিলি করা লেমিনেটেড পোস্টারের বর্জ্য যথাযথভাবে ব্যবস্থাপনার নির্দেশ দিয়েছেন। এসডো আশাবাদী, পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে এ ধরনের প্লাস্টিকের ব্যবহার বন্ধে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

এসডো ঢাকা শহরের সম্ভাব্য লেমিনেটেড প্লাস্টিক বর্জের প্রধান ছয়টি উৎস ধরে গবেষণাটি চালায়। এর মধ্যে রয়েছে- ঢাকা দক্ষিণ ও উত্তর সিটি করপোরেশন নির্বাচন, খবরের কাগজের সঙ্গে বিলি করা প্রচারপত্র, ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যলো, অমর একুশে বইমেলা, অন্যান্য বড় পরিসরের মেলা বা প্রদর্শনী, রেস্তোরাঁ, বিউটি পার্লার ও অন্যান্য বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনে বিতরণ করা লিফলেট।

এ বছর সিটি নির্বাচনে পদপ্রার্থীরা প্রচারের উদ্দেশ্যে আনুমানিক ৩০৪ মিলিয়ন প্লাস্টিক লেমিনেটেড পোস্টার ছেপেছেন। এছাড়া প্রচারে ব্যবহৃত স্টিকার, সাধারণ কার্ড, স্বেচ্ছাসেবকের পরিচয়পত্র তৈরিতেও লেমিনেটেড প্লাস্টিকের ব্যবহার লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে, খবরের কাগজগুলোর সঙ্গে থাকা বিজ্ঞাপনী প্রচারপত্র থেকেই বছরে প্রায় ২২৭ টন বর্জ উৎপন্ন হয়। গবেষণাটিতে ১১টি প্রধান বাংলা ও ইংরেজি দৈনিক সংবাদপত্র বিবেচনা করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে অন্যদের মধ্যে ছিলেন এসডোর প্রধান টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজর অধ্যাপক আবু জাফর মাহমুদ, নির্বাহী পরিচালক সিদ্দীকা সুলতানা, নির্বাহী বিভাগীয় সদস্য শাহনাজ মনিরসহ এসডোর অন্য গবেষণা সদস্যরা।

সূত্র: আমাদের সময়

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (চবি) সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের দুই পক্ষ মারামারি করার পর একপক্ষ ফের অনির্দিষ্টকালের অবরোধ ডেকেছে। গতকাল সোমবার দুপুরে ক্যাম্পাসের সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ঝুপড়িতে দুই পক্ষ সংঘাতে জড়ায়।

সিক্সটি নাইন ও রেড সিগন্যাল-আরএস নামের সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের এই দুই উপগ্রুপ চট্টগ্রামের মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীনের অনুসারী হিসেবে পরিচিত। এর মধ্যে রেড সিগন্যালের নেতা চবি সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের সাবেক উপবিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক সম্পাদক রকিবুল হাসান দিনারের এই ঘোষণা দেন। এর আগে গত ২২ জানুয়ারি
শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেলের অনুসারী চবি ছাত্রলীগের দুই পক্ষ মারামারি

করে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য অবরোধ ডাকে। পরে প্রশাসনের আশ্বাসের ভিত্তিতে তা স্থগিত করেন তারা।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, পূর্ব ঘটনার জেরে দুপুরে সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ঝুপড়িতে রেড সিগন্যাল-আরএস গ্রুপের দুই কর্মী ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের মোহাম্মদ আরমান ও এমরান আশিককে মারধর করেন শাখা সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসেন টিপুর অনুসারী সিক্সটি নাইনের নেতাকর্মীরা।

এ ঘটনায় বেলা আড়াইটার দিকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শহরগামী শাটল ট্রেন ফতেয়াবাদ স্টেশনে পৌঁছলে হোস পাইপ কেটে দেয় আরএস গ্রুপের অনুসারীরা। এতে বিকাল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় রুটে ট্রেন চলাচল বন্ধ ছিল। বিকাল ৫টায় হামলাকারীদের শাস্তি ও ঘটনার দায়ভার গ্রহণ করে ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসেন টিপুর পদত্যাগের দাবিতে অনির্দিষ্টকালের অবরোধের ডাক দেন আরএস গ্রুপের নেতা রকিবুল হাসান দিনার। তিনি বলেন, দুই দফা দাবিতে আজ থেকে অনির্দিষ্টকালের অবরোধ ঘোষণা করা হয়েছে। সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসেন টিপুর পদত্যাগ, ছাত্রলীগকর্মী ও এলাকাবাসীর ওপর হামলাকারীদের শাস্তির দাবিতে অবরোধ চলবে।

চবি প্রক্টর এসএম মনিরুল হাসান বলেন, আমরা তাদের বারবার বোঝানোর চেষ্টা করে আসছি। তবে তারা আমাদের কথা শুনছে না। নিজেদের মধ্যে মারামারি করে ট্রেনের হোস পাইপ কেটে দেওয়া দুঃখজনক।

সূত্রঃ আমাদের সময়

চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলায় ৩ হাজার পিস ইয়াবাসহ ফয়েজ আহমেদ নামে সাবেক ইউপি সদস্য ধরা খেয়েছে।

সোমবার রাত আড়াইটার দিকে পশ্চিম পুটিয়া গ্রামের নিজ বাড়ি থেকে ধরা হয় তাকে।

এসময় তার দেহ তল্লাশি করে ২ হাজার পিস ইয়াবা ট্যাবলেট পাওয়া যায়। পরে তার ঘরে তল্লাশি চালিয়ে আরও ১ হাজার পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়।

আটক ফয়েজ আহমেদ মতলব উত্তর উপজেলার সাদুল্যাপুর ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডের সাবেক ইউপি সদস্য। তিনি পশ্চিম পুটিয়া গ্রামের হাজী আব্দুল রবের ছেলে।

সূত্রঃ সমকাল

২৮শে জানুয়ারি, ২০২০

আল-ফাতাহ অপারেশনের ধারাবাহিকতায় আফগানিস্তান জুড়ে ক্রুসেডার আমেরিকা ও আফগান মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে একের পর এক সফল অভিযান পরিচালনা করছেন ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদিন।

এরই ধারাবাহিকতায় গতরাতে আফগানিস্তানের বাঘলান প্রদেশের "খাজা আলওয়ান" জেলায় অবস্থিত
হাইওয়ে পুলিশ ফাঁড়িতে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেন এবং তা বিজয় করেনেন। এসময় তালেবান মুজাহিদদের তীব্র হামলায় উচ্চপদস্থ অফিসারসহ ১৮ পুলিশ সদস্য নিহত হয়।

তালেবান মুজাহিদিন গনিমত হিসাবে ১টি ট্যাংকসহ প্রচুর পরিমাণ যুদ্ধাস্ত্র গনিমত লাভ করেন এবং মুরতাদ বাহিনীর ২ টি হাম্ভে ধ্বংস করা হয়েছে।

অন্যদিকে ২৮ জানুয়ারি জাওজান প্রদেশের "ফয়জাবাদ" জেলায় আফগান মুরতাদ পুলিশ বাহিনীর একটি পোস্টে সফল অভিযান চালান তালেবান মুজহিদিন।

যার ফলশ্রুতিতে আফগান মুরতাদ পুলিশ বাহিনীর ৫ সদস্য নিহত এবং ২ আফিসারসহ আরো ৬ পুলিশ সদস্য আহত হয়। এসময় মুজাহিদদের হামলায় মুরতাদ বাহিনীর ২টি ট্যাংক ধ্বংস হয়ে যায়।

আজ, মঙ্গলবার সকালে অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাঈলী দখলদার ইহুদী সন্ত্রাসী বাহিনী ফিলিস্তিনের জবরদখলকৃত জেরুজালেমের পবিত্র স্থান আল-আকসা মসজিদ থেকে ৫ জন মুসলিমা ফিলিস্তিনি নারীকে গ্রেপ্তার করেছে।

জেরুজালেমের স্থানীয় সূত্রে খবর, দখলদার ইহুদী সন্ত্রাসীরা "নাহিদা আবু শাকর, যিনি শেখ রায়েদ সালাহের বোন, এবং ইসলাম মানাসেরাহ এবং সামাহ মাহামেদকে গ্রেপ্তার করেছে।" তাদের সবাইকে জেরুজালেমের দখলকৃত পবিত্র স্থান আল-আকসা মসজিদ থেকে গ্রেফতার করেছে ইহুদীরা ।

দখলদার ইহুদী সন্ত্রাসী পুলিশ বাহিনী জেরুজালেম থেকে মুসলিম শিক্ষিকা "উম্মে ওমর" ও শিক্ষিকা নাফিসা খোয়াইস উভয়কেই গ্রেপ্তার করে।

এছাড়াও আল-আকসা কমপ্লেক্স থেকে একই দিন সকালে আরো 6 জন মুসলিম যুবককে গ্রেফতার করে নিয়ে যায় অভিশপ্ত দখলদার ইহুদী সন্ত্রাসীরা।

পাকিস্তানের বাজুর এজেন্সীর "সালার্যাই" সীমান্ত এলাকায় পাকিস্তানী মুরতাদ পুলিশ সদস্যদের টার্গেট করে একটি রিমোর্ট কন্ট্রোল বোমা বিস্ফোরণ করা হয়। যার ফলে পাকিস্তানী মুরতাদ পুলিশ বাহিনীর অনেক সদস্য নিহত হয়, তবে নাপাক সামরিক বাহিনী হতে জানানো হয় যে, উক্ত হামলায় তাদের ১ মুরতাদ সদস্য নিহত এবং আরো ১ সদস্য আহত হয়।

হামলার পরে, অভিযানটি দায় স্বীকার করেন তেহরিকে তালেবান পাকিস্তানের মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্।

শাম/সিরিয়ায় হক ও বাতিলের মধ্যকার রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ে কুফ্ফার বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন মু'মিনদের ছোট্ট একটি কাফেলা। যারা শত্রু বাহিনীর অধিক্কতা ও যুদ্ধ সরঞ্জাম দেখে বিচলিত হননি। তারা নিজেদের সবটুকু দিয়ে মহান আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন বাতিল পন্থিদের কয়েক লক্ষের এক বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে।

মু'মিনদের ছোট্ট সেই কাফেলার একটি অংশ হচ্ছে আল-কায়েদা সিরিয়ান শাখা "তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন ও তাদের পরিচালিত "ওয়া হাররিদীল মু'মিনীন" অপারেশন রুম। যারা গতকালকেও সিরিয়ার আলেপ্পো, ইদলিব ও হামা সিটিতে কুফফার ও মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে ৬টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

এর মধ্যে আলেপ্পোতে মুজাহিদদের স্নাইপার হামলাতেই নিহত হয় ২ মুরতাদ সৈন্য। এছাড়াও মুজাহিদগণ উক্ত ফ্রন্টলাইনগুলোতে কুফ্ফার ও মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে ভারী ও মাঝারী ধরণের যুদ্ধাস্ত্র দ্বারা অভিযান পরিচালনা করেছেন। যার ফলে অনেক কুফ্ফার, মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়।

والحمد لله ربّ العالمين

আগামী ১১ ফেব্রুয়ারি রাজ্যসভা নির্বাচনে দিল্লিতে বিজেপি ক্ষমতায় আসলে সরকারি জমিতে কোন মসজিদ করতে দেওয়া হবেনা বলে জানিয়েছে বিজেপি সাংসদ পশ্চিম দিল্লির সাংসদ পারবেশ।

সে মুসলিম বিরোধী কথিত নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারীদের ব্যাপারে প্রতারণামূলক ভয় দেখিয়ে বলেছে, "যে লক্ষ লক্ষ মানুষ শাহিনবাগে জড়ো হয়েছে তারাই আপনার বাড়িতে প্রবেশ করবে, আপনার বোন ও কন্যাকে ধর্ষণ করবে, হত্যা করবে। তাই এখনই সিদ্ধান্ত নিন।

উল্লেখ্যে, এক মাসেরও বেশি সময় ধরে দক্ষিণ পূর্ব দিল্লির শাহিনবাগে মুসলিম বিরোধী নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সমাবেশ করতে অবস্থান বিক্ষোভে বসেছেন বহু মানুষ। সেখানে অনেক মহিলাও যোগ দিয়েছেন।

রাঙ্গামাটি পৌরসভার ৮নং ওয়ার্ড যুবলীগের সদ্য বহিষ্কৃত সাধারণ সম্পাদক মো: নাসির উদ্দিনের পায়ের রগ কেটেছে নিজদলীয় সন্ত্রাসীরাই। গত সোমবার রাতে শহরে হ্যাপির মোড় এলাকার প্রত্যশা ক্লাবের সামনে এ ঘটনা ঘটে। পরে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

আহত নাসির অভিযোগ করেন, সোমবার আনুমানিক রাত ৮টার দিকে শহরের হ্যাপির মোড় এলাকায় যুবলীগ নেতা ও ৭নং ওয়ার্ড যুবলীগের সভাপতি আরিফ তাকে পুরনো বিবাদ ভুলে

সমঝোতার প্রস্তাব দিয়ে প্রত্যাশা ক্লাবের দিকে ডেকে নেয়। সেখানে আগে থেকেই ওঁৎ পেতে থাকা জেলা ছাত্রলীগ সভাপতি সুজনসহ কয়েকজন তাকে কিরিচ চাপাতি দিয়ে কোপানো শুরু করে। একপর্যায়ে সে দৌঁড়ে পালানোর চেষ্টা করে এবং অজ্ঞান হয়ে পড়ে। পরে কে বা কারা আমাকে হাসপাতালে রেখে গেছে আমি জানি না।

তিনি আরো অভিযোগ করেন, হামলাকারীদের মধ্যে জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুল জব্বার সুজন, জেলা যুবলীগের সহসম্পাদক মিজান, যুবলীগ ৭নং ওয়ার্ড কমিটির সেক্রেটারি আরিফকে চিনতে পেরেছেন।

রাঙামাটি সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক দীপংকর তংচঙ্গ্যা জানিয়েছেন, নাসিরের মাথায় ও পায়ে আঘাতের চিহ্ন আছে। আমরা প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজে পাঠানো হয়েছে।

গুজরাটের সুরাটে কথিত মুসলিম বিরোধী নাগরিকত্ব আইনের সমর্থনে একটি জনসভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বন্দে মাতরমের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে মাঝারি, ছোট ও ক্ষুদ্র শিল্প মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী মালাউন প্রতাপচন্দ্র সারেঙ্গি।

সারেঙ্গি বলেছে, 'যারা বন্দে মাতরম স্লোগান দিতে রাজি নয় তাদের ভারতে থাকার কোনও অধিকার নেই। কারণ, বিনামূল্যে বিদ্যুৎ পরিষেবা ও জল দিলে দেশের কোনও উন্নতি হয় না। দেশের উন্নতি হয় নাগরিকদের দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি পেলে। দেশের প্রতি তাঁদের ভালবাসায়। সেটা না থাকলে কোনও লাভ নেই।'

সূত্র: এনডিটিভি

বিতর্কিত নাগরিকত্ব আইন নিয়ে বিজেপির সমালোচনাকারীদের দেশদ্রোহী আখ্যা দিয়ে তাদের গুলি করে মারার হুমকি দিয়েছে ভারতের কেন্দ্রীয় অর্থ প্রতিমন্ত্রী সন্ত্রাসী অনুরাগ ঠাকুর।

গত সোমবার দিল্লিতে নির্বাচনী প্রচারের মধ্যে অনুরাগ ঠাকুর মাথার ওপর দুই হাত তুলে তালি দিয়ে স্লোগান দেয়– 'দেশদ্রোহীদের গুলি করে মারো'। খবর এনডিটিভির।

আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি দিল্লির ৭০টি আসনে বিধানসভা নির্বাচন হবে, যার ফল ঘোষণা করা হবে ১১ ফেব্রুয়ারি। দিল্লির উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের রিথালা এলাকায় অনুরাগ ঠাকুরের ওই প্রচারের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়। এর পরই কঠোর সমালোচনার মুখে পড়েন এই বিজেপি নেতা।

এদিকে এ মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় বিজেপিকে আসল 'বিশ্বাসঘাতক' বলে মন্তব্য করেন কংগ্রেস নেতা ও প্রচার কমিটির প্রধান কীর্তি আজাদ।

গণমাধ্যমে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'দেশের শান্তি ও সম্প্রীতি নষ্ট করছে বিজেপি। তাই ওরা আসল বিশ্বাসঘাতক।'

আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকান শাখা "জামাআত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীন" (JNIM) এর জানবায মুজাহিদগণ গত ৪৮ ঘন্টায় (২৬-২৭ তারিখ) মালিতে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে ২টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন। আর এ দুটি হামলাতেই ৬০ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়, আহত হয় আরো অনেক সেনা। আলহামদুলিল্লাহ।

বিস্তারিত ইনফোগ্রাফিতে দেখুন-

https://alfirdaws.org/wp-content/uploads/2020/01/infography-mali-696x1096.jpg

---

সিএএ এবং এনআরসির বিরুদ্ধে ফুঁসছে গোটা ভারত। বিজেপির মুসলিম বিরোধী এই কালো আইনের বিরুদ্ধে পুরুষদের পাশাপাশি বিক্ষোভে অংশ নিয়েছেন ভারতের নারীরাও।

দিল্লির শাহীনবাগে সিএএ এবং এনআরস'র বিরুদ্ধে সবধর্মের নারীদের ঐতিহাসিক বিক্ষোভ সাড়া ফেলেছে গোটা দেশে। সারা দেশের নারীরা অনুসরণ করছেন দিল্লির শাহীনবাগের।

জায়গায় জায়য়গায় গড়ে তুলেছেন দিল্লির শাহীনবাগের আদলে বিক্ষোভ কর্মসূচী। নারীদের পাশাপাশি পুরুষরাও পাহারা দিচ্ছে, বিক্ষোভস্থলে খাবার পৌঁছানোসহ সবধরনের সাহায্য করে যাচ্ছেন তাদেরকে।

দেশের অন্যান্য জায়য়গায় নারীদের চেয়ে পিছিয়ে নেই দেওবন্দের নারীরাও। তারাও শুরু করেছেন শাহীনবাগের আদলে ২৪ ঘন্টার লাগাতার কর্মসূচী।দলে দলে বিক্ষোভে শরীক হচ্ছেন দেওবন্দের নারীরা। লাগাতার মাইকে চলছে ভাষণ, বাচ্চাদের কণ্ঠে হামদ না'ত, কিরাআতসহ বিভিন্ন স্লোগান।

লাগাতার কর্মসূচীর আজ বিকেলের ভাষণে এক নারী বলেন, এই দেশ মোদী-আমিত শাহের দেশ নয়! এই দেশ মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, শাইখুল হিন্দ, হুসাইন আহমাদ মাদানী, আশরাফ আলী থানভীর দেশ।

তিনি বলেন, তোমরা আমাদের কাছে প্রমাণ চাচ্ছো আমরা ভারতীয় কিনা? আমরা কারা, সেটা জিজ্ঞেস করো দিল্লিতে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা লাল বিল্ডিংয়ের কাছে!যে বিল্ডিংয়ের সামনে দাঁড়িয়ে তোমরা মুসলিমবিরোধী বড় বড় কথা বলে থাকো!

আমাদের পরিচয় জিজ্ঞেস করো আগ্রার তাজমহলের কাছে! আমাদের পরিচয় জিজ্ঞেস করো কুতুব মিনারের কাছে! আমাদের পরিচয় জিজ্ঞেস করো দিল্লি শাহী মসজিদের কাছে!

জেরুজালেমের সিলওয়ান পাড়ায় ফিলিস্তিনিদের মালিকানাধীন একটি বিল্ডিং উচ্ছেদ করে তা সন্ত্রাসী ইজরাইলি বসতি স্থাপনকারীদের হাতে ফিরিয়ে দেয়ার রায় দিয়েছে ইজরাইলের একটি আদালত। গতকাল এই রায় ঘোষণা করা হয়েছে বলে জানিয়েছে ওয়াদি হিলওয়ে ইনফরমেশন সেন্টার। খবর ওয়াফা নিউজ এজেন্সি।

রায়ে আদালত ফিলিস্তিনি পরিবারগুলোকে আগস্টের ভেতর বিল্ডিং অর্পণ করতে আদেশ দিয়েছে।

বিল্ডিংয়ের একটি অ্যাপার্টমেন্টের মালিক মাজন দ্বেইন বলেন, পাঁচ তলার ভবনটি পাঁচটি অ্যাপার্টম্যান্ট নিয়ে গঠিত। ভবনের জমিটি ১৯৬৩ সালে তার দাদা ক্রয় করেছিলেন।

ওয়াদি হিলওয়ে ইনফরমেশন সেন্টার জানিয়েছে, গত বছর ৮৮ ফিলিস্তিনি পরিবারকে তাদের বাড়ি ইহুদি বসতি স্থাপনকারীদের দিয়ে দিতে আদালত নির্দেশ দেয়।

ঢাকার ধামরাইয়ে এক গরু ব্যবসায়ীকে প্রকাশ্যে পিটিয়ে ৭ লাখ ২৫ হাজার টাকা লুট করেছে স্থানীয় কয়েকজন যুবক। সোমবার সকালে সানোড়া ইউনিয়নের আলোকদিয়ে চৌরাস্তা মোড়ে এ ঘটনা ঘটে। গুরুতর আহত অবস্থায় ব্যবসায়ী আব্বাস আলীকে ধামরাই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

জানা যায়, ধামরাইয়ের সাড়োনা ইউনিয়নের আলোকদিয়া গ্রামের মৃত হাছেন আলীর ছেলে আব্বাস আলী সোমবার সকালে গরু ক্রয়ের জন্য নিজ বাড়ি থেকে ৭ লাখ ২৫ হাজার টাকা নিয়ে হাটের উদ্দ্যেশ্যে রওনা হয়। ওৎ পেতে থাকা স্থানীয় যুবক জুলহাস উদ্দিন, সুরুজ মিয়া ও ইদ্রিস আলীসহ কয়েকজন মিলে তার গতিরোধ ব্যাপক মারধর করে এবং তার কাছে থাকা টাকা লুট করে নেয়। পরে তার ডাক চিৎকারে আশে পাশের লোক এগিয়ে এলে লুটকারীরা পালিয়ে যায়। আহত অবস্থায় ব্যবসায়ী আবব্বাস আলীকে ধামরাই সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কর্তব্যরত চিকিসকরা জানিয়েছেন তার অবস্থা আশঙ্কাজনক।

সূত্রঃ মানবজমিন

বগুড়ার শেরপুর উপজেলায় ফেন্সিডিল কারবারের অভিযোগে সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ নেতা ও তার দুই সহযোগীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এ সময় তাদের হেফাজত থেকে ৬ বোতল ফেন্সিডিল জব্দ করা হয়।

কালের কণ্ঠের সূত্র জানায়, গ্রেপ্তার করা সাদ্দাম হোসেন (২৮) শেরপুর শহরের উলিপুরপাড়ার আব্দুস সালামের পুত্র। সাদ্দাম বগুড়া জেলা সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। একইসাথে গ্রেপ্তার করা হয় মির্জাপুর গ্রামের ওবাইদুল ইসলামের ছেলে রাসেল মাহমুদ (৩০) ও রহমতপুর গ্রামের আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে জাহাঙ্গীর হোসেনকে (৩০)।

গ্রেপ্তারকৃতরা রবিবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার শালফা-মৈল্যাপাড়া এলাকায় একটি ব্রীজের উপর ফেন্সিডিল বিক্রির জন্য অপেক্ষা করছিল। সংবাদ পেয়ে সেখানে অভিযান চালিয়ে ৬ বোতল ফেন্সিডিলসহ তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

মুসলিম বিরোধী কথিত সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ) প্রত্যাহার এবং জাতীয় জনসংখ্যা পঞ্জি (এনপিআর), জাতীয় নাগরিক পঞ্জি (এনআরসি) মতো প্রক্রিয়া চালু না করার দাবি তুলে প্রস্তাব পাশ করল ভারতের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা। কেরালা, পাঞ্জাব ও রাজস্থানের পর এবার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে পাশ হল সিএএ-বিরোধী প্রস্তাব।

জানা যায়, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের পরিষদীয় মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় বিধানসভায় এই প্রস্তাব পেশ করেন। বাম ও কংগ্রেস বিধায়করা এই প্রস্তাবে সংশোধনী আনার পক্ষে বললেও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সংশোধনী না আনার জন্য দু'দলের বিধায়কদের কাছে অনুরোধ জানানো হয়। তবে প্রথম থেকেই প্রস্তাবের বিরোধীতা করেছে সন্ত্রাসী বিজেপি। শেষমেশ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় কণ্ঠভোটে এই প্রস্তাব পাশ হয়ে যায়।

প্রস্তাবে বলা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন যে নাগরিকত্ব আইনের দ্বারা কোনো নাগরিকের নাগরিকত্ব কেড়ে নেয়া হবে না। কিন্তু এই আইনে তার কোনো উল্লেখ নেই। যা নাগরিকদের মধ্যে একটা বিভ্রান্তি তৈরি করছে। তাই রাজ্যে সরকারের মাধ্যমে কেন্দ্র সরকারের কাছে দাবি জানানো হচ্ছে যে, সিএএ বাতিল এবং এনপিআর, এনআরসি প্রত্যাহারের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। এই প্রস্তাবে আরো বলা হয়েছে, সিএএ-র সাহায্যে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার ধর্মের নামে দেশের মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করছে। মানবাধিকারকে ধ্বংস করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। ফলে পশ্চিমবঙ্গ-সহ দেশের প্রতিটি রাজ্যে চরম অস্থিরতা তৈরি হয়েছে।

উল্লেখ্য, এর আগে গত ৬ সেপ্টেম্বর জাতীয় নাগরিক পঞ্জির বিরুদ্ধে প্রস্তাব পাশ করেছিল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিধানসভা। সেই প্রস্তাবে বলা হয়েছিল, এনআরসি-র তৈরির নামে বৈধ ভারতীয় নাগরিকদের হয়রানি করা হচ্ছে। এ রাজ্যে কোনো ভাবেই এনআরসি চালু করা যাবে না, সেই প্রস্তাবও গৃহীত হয়েছিল।

সূত্র : আনন্দবাজার।

সিলেটে ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। সোমবার বেলা ১টা ১০ মিনিট ৪৪ সেকেন্ডের সময় এ ভূমিকম্প অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে এর তীব্রতা ছিল ৪ দশমিক ২। ভূমিকম্পের ঝাঁকুনিতে আতঙ্ক তৈরি হয় জনমনে।

আতঙ্কে অনেকে বাসা-বাড়ি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ছেড়ে বের হয়ে আসেন রাস্তায়। তবে ভূমিকম্পে কোন ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।

সিলেটের সীমান্তবর্তী গোয়াইনঘাট ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ছিল জানিয়ে সিলেট আবহাওয়া অফিসের আবহাওয়াবিদ সাঈদ আহমদ চৌধুরী বলেন, রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৪ দশমিক ২।

ভূমিকম্পটি সিলেট ও সুনামগঞ্জের বিভিন্ন উপজেলায় অনুভূত হয়েছে। এই প্রথম সিলেটের গোয়াইনঘাট থেকে ভূমিকম্পের উৎপত্তি হলো। এই উৎপত্তিস্থলের পাশেই রয়েছে ডাউকি ফল্ট।

নতুন এই উৎপত্তিস্থল নিয়ে তত্ত্বানুসন্ধান চালানো হবে বলে জানিয়েছেন আবহাওয়াবিদ সাঈদ।

সূত্রঃ বিডি প্রতিদিন

বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তসন্ত্রাসী বাহিনীর (বিএসএফ) হাতে বাংলাদেশি নাগরিক হত্যার প্রতিবাদে একাই আমরণ অনশনে বসেছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) এক শিক্ষার্থী।

প্রাণিবিদ্যা বিভাগের ৪৩তম ব্যাচের ওই শিক্ষার্থীর নাম আদিব আরিফ। গেল শনিবার (২৫ জানুয়ারি) দুপুরের দিক থেকে চার দফা দাবিতে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে অনশন চালিয়ে আসছেন তিনি।

আরিফের দাবির সঙ্গে সংহতি জানিয়ে রবিবার অনশনে যোগ দেন বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালসের (বিইউপি) বিবিএ-এর শিক্ষার্থী নাজমুল করিম।

তাদের দাবিগুলো হল-

১.ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে সকল হত্যার আন্তর্জাতিক আইনে বিচার প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে।
২.ভারতকে সীমান্ত হত্যার জন্য ক্ষমা চেয়ে আর হত্যা না করার প্রতিশ্রুতি দিতে হবে।
৩.সীমান্তে হত্যায় ক্ষতিগ্রস্ত সকল পরিবারকে তদন্ত সাপেক্ষে দুই দেশের যৌথভাবে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

৪.বাংলাদেশের সংসদে সীমান্তে হত্যার প্রতিবাদ করে নিন্দা জানাতে হবে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে আরিফ বলেন, “প্রতিনিয়ত সীমান্তে নির্বিচারে মানুষ হত্যা করছে কথিত ‘বন্ধু’ রাষ্ট্র ভারত। কিন্তু এই মানুষ হত্যার অনুভূতিটা এখন আর আমাদের মাঝে নেই। আমরা প্রতিদিন ধর্ষণ করে হত্যা, নির্যাতনে হত্যা, ক্রসফায়ারে হত্যা, বোমা মেরে হত্যা শুনতে শুনতে একেবারে অনুভূতিহীন হয়ে গেছি। এই অনুভূতিটা আবার জেগে ওঠে যখন নিজের, বাবা, ভাই কিংবা বোন হত্যার শিকার হয়।”

বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে বাংলাদেশি নাগরিক হত্যার কিছু পরিসংখ্যানও তুলে ধরেন আরিফ। তিনি বলেন, “গত দশ বছরে ২০১০ সাল থেকে ২০১৯ সালে সীমান্তে ভারত ৩০০ মানুষ হত্যা করেছে। ২০১৯ সালে এই সংখ্যাটা ছিল ৪৬। আর ২০২০ সালে মাত্র ২৩ দিনেই হত্যা করেছে ১৫ জন। ২০১৮ সালের তুলনায় ২০১৯ সালে সীমান্তে হত্যা তিনগুণ। আর এভাবে চলতে

থাকলে ২০২০ সালে সংখ্যাটা ৪০০ও ছাড়াতে পারে। কিছুদিন আগে নিউজে দেখলাম ১১ বছর আগে বাবাকে মেরেছে বিএসএফ এবার মারলো ছেলেকে। ”

সবাইকে এই নির্বিচার হত্যাযজ্ঞের প্রতিবাদে রাস্তায় এসে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, “একবার চিন্তা করেছেন এই আমরাই ১৯৫২ সালে ভাষার জন্য সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, ৪ জনের হত্যার প্রতিবাদে পুরো দেশ বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে মায়ের ভাষার জন্য লড়াই করেছি। আর সেই আমরাই ২০২০ সালে স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তিতে এসেও কি রকম চেতনাহীন হয়ে গেছি। ”

তিনি আরও বলেন, “এভাবে চলতে দেওয়া যায় না। এভাবে চলতে পারে না। পাশের দেশ নেপাল দেখিয়ে দিয়েছে কিভাবে ১ জন মানুষকে মারলেও তার প্রতিবাদ করতে হয়। এবার জেগে ওঠুন, প্রতিবাদ করুন। কত সময় নানা কাজে ব্যয় করেন। দশটা মিনিট দেশের জন্য প্রতিবাদ করুন। রাস্তায় নেমে আসুন। আর শিক্ষার্থী ভাইদের বলি কত সময় আড্ডায়, ফোনে গেম খেলে নষ্ট করেন। এবার একটু বাস্তব জীবনে খেলুন। ভাইয়ের জন্য দাড়াঁন, দেশের জন্য দাড়াঁন। আর কোনও হত্যা নয়, এবার হবে প্রতিবাদ। ”

সূত্রঃ বিডি প্রতিদিন

২৭শে জানুয়ারি, ২০২০

চীনের রহস্যময় করোনাভাইরাস ইতোমধ্যেই জিংজিয়াংয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। এ অঞ্চলে ডিটেনশন ক্যাম্পে বন্দী ২০ লাখ মুসলিম পড়েছে ভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকিতে।

প্রাক্তন বন্দীদের বয়ান অনুসারে, ডিটেনশন ক্যাম্পগুলো নিতান্তই নোংরা। ফলে ভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকিটা বেশি।

২০১৮ সালে বিবিসিকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে প্রাক্তন বন্দী বলেছিলো, একটা রুমে আমরা ৪৫ জন গাদাগাদি করে থাকতাম। দিনে মাত্র দুবার আমাদের প্রাকৃতিক প্রয়োজন পুরা করার অনুমতি ছিল। খাবার ভালো না, পরিবেশ ভালো না।

ইস্ট তুর্কিস্তান ন্যাশনাল এওয়্যাকিং মুভমেন্টের তথ্যানুযায়ী, জিংজিয়াংয়ে ৪৫৪টি বন্দী শিবির রয়েছে।

আজ ২৭ জানুয়ারি সোমবার ভোর বেলায় ব্যাপকভাবে মুসলিম যুবকদের উপর ধর-পাকড় অভিযান চালায় দখলদার ইহুদিবাদী ইসলাঈলী সন্ত্রাসী বাহিনী, তারা ১৭ জন মুসলিম যুবককে ভোর বেলায় তাদের ঘর থেকে তুলে নিয়ে যায়।

যার মধ্যে জেনিন শহরের একটি শিবির থেকে ইব্রাহিম ইমাদ আল-আমেরকে গ্রেপ্তার করা হয়, এসময় শহরটির 4টি মুসলিম বাড়িকে অবৈধ ঘোষণা দিয়ে তা গুড়িয়ে দেয় দখলদার ইহুদী সন্ত্রাসীরা।

এভাবেই ফিলিস্তিনের ৪টি শহরে অভিযান চালিয়ে মোট ১৭ জন মুসলিম যুবককে বন্দী করে দখলদার ইহুদী সন্ত্রাসীরা। শহরগুলো হল- জেনিন, কালামিন, বাইতুল-লাহাম ও আল-খলিল।

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকান শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন ক্রুসেডার ও মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধ একের পর এক হৃদয় প্রশান্তিকর অভিযান চালিয়ে যাচ্ছেন পূর্ব আফ্রিকা জুড়ে।

এরই ধারাবাহিকতায় এবার সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুর "দিনালী" জেলায় ক্রুসেডার CIA (সিআই) এর পক্ষে কাজ করা "আবদ ইউসুফ শেবল" নামে এক এজেন্টকে টার্গেট করে সফল হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন, এবং তাকে ঘটনাস্থলেই হত্যা করতে সক্ষম হন।

লক্ষণীয় যে, সোমালিয়ায় হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের শরিয়াহ দ্বারা শাসিত অঞ্চলের বড় বড় আলেম ও পণ্ডিতদের অপহরণ এবং আমেরিকানদের হাতে তুলে দেওয়ার ক্ষেত্রে এসকল এজেন্টরা অফিসারের ভূমিকা পালন করে থাকে।

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকান শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন গত ২৬ জানুয়ারি দক্ষিণ সোমালিয়ার "জালওয়ীন" এলাকায় ক্রুসেডার উগান্ডান সন্ত্রাসী বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেন। যার ফলে ক্রুসেডার বাহিনীর ৪ সৈন্য নিহত হয়

একই দিনে সোমালিয়ার "বার্দিরী" শহরে অবস্থিত ক্রুসেডার ইথিউপিয়ার সন্ত্রাসী বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে হামলা চালান হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। যাতে শত্রু বাহিনী ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকা শাখা "জামাআত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন" (JNIM) এর জানবায মুজাহিদগণ মালির সিভু রাজ্যের "সোকল্লো" শহরে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে এক বৃহত্তর সফল অভিযান চালিয়েছেন।

আল-হিজরাহ মিডিয়ার দেওয়া তথ্যমতে, JNIM এর মুজাহিদিন তাদের উক্ত সফল অভিযানটি পরিচালানা করেন "সোকল্লো" শহরে অবস্থিত দেশটির মুরতাদ বাহিনীর একটি মজবুত ঘাঁটিতে।

যার ফলশ্রুতিতে মুরতাদ বাহিনীর ২০ এরও অধিক সৈন্য নিহত হয় এবং আহত হয় আরো ৬ এরও অধিক। আর মুজাহিদদের হাতে বন্দী হয় আরো ৩ মুরতাদ সৈন্য।

আলহামদুলিল্লাহ্, মুজাহিদদের হামলা থেকে বেঁচে যাওয়া মুরতাদ সৈন্যদের ঘাঁটি ছেড়ে পালায়নের পর মহান আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে মুজাহিদিন ঘাঁটিটির উপর পরিপূর্ণভাবে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন।

ঘাঁটিটি বিজয়ের পর মুজাহিদগণ সেখান থেকে ৯টি গাড়ি ও সামরিকযান, ৩টি দূর্পাল্লার ভারী যুদ্ধাস্ত্র, ২০টিরও অধিক ক্লাশিণকোভ সহ প্রচুর পরিমাণ হালকা ও ভারী যুদ্ধাস্ত্রের পাশাপাশি অনেক গুলাবারুদ ও বক্স ভর্তি বিভিন্ন অস্ত্রের বুলেট গনিমত লাভ করেন।

বিপরীতে মুরতাদ বাহিনীর সাথে লড়াইয়ের মহুর্তে শত্রু বাহিনীর হামলা শাহাদাত বরণ করেন ৩ জন জানবায আল্লাহ ভীরু মুজাহিদ।
نسأل الله ان يتقبلهم ويعلي نزلهم

আফগানিস্তানের গজনী প্রদেশের "দাহিক" জেলার আকাশ সীমায় আজ (২৭ জানুয়ারি সোমবার) গোয়েন্দা মিশনের লক্ষ্যে ক্রুসেডার ও দখলদার মার্কিন বাহিনীর একটি বিমান টহল দিচ্ছিল । এসময় ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদিন বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পর বিমানটি লক্ষ্য করে হামলা চালালে তা সফলভাবে বিমানে গিয়ে আঘাত করে। যার ফলে ক্রুসেডার মার্কিন বাহিনীর টহলরত বিমানটি মুখ থুবড়ে জমিনে এসে পড়ে।

ইমারতে ইসলামিয়ার মুখপাত্র মুহতারাম জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ (হাফিজাহুল্লাহ্) জানিয়েছেন যে, বিমানে থাকা ক্রু, মার্কিন সৈন্য ও CIA এর সকল অফিসার নিহত হয়েছে। আর বিধ্বস্ত বিমান, ও তাতে থাকা সকল ক্রুসেডারদের লাশ এখনও তালেবান নিয়ন্ত্রিত এলাকায় পড়ে রয়েছে।

সর্বশেষ আজ সন্ধায় পাকতিয়া প্রদেশে আফগান মুরতাদ বাহিনীর আরো একটি হেলিকপ্টার ভূপাতিত করার দায় স্বীকার করেছেন তালেবান মুখপাত্র জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ।
উল্লেখ্য যে, সম্প্রতি তালেবান মুজাহিদিন হেলমান্দ, বলখ ও অন্যান্য কয়েকটি অঞ্চলে শত্রু বাহিনীর কয়েকটি হেলিকপ্টার ও ড্রোন ভূপাতিত করেছেন।

নিচে আপনারা দেখতে পাবেন তালেবান মুজাহিদদের হামলায় বিধ্বস্ত মার্কিন বিমানটির বেশ কিছু ফটো...

https://alfirdaws.org/2020/01/27/32091/

কাশ্মিরে ৬ মাস ধরে ইন্টারনেট বন্ধ করে রেখেছে মালাউন প্রশাসন। গত শনিবার থেকে ভারত জবরদখলকৃত জম্মু-কাশ্মিরে ব্রডব্যান্ড ও মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে মালাউন প্রশাসন। সেখানে মাত্র টু-জি সেবা চালু হচ্ছে। তবে কেন্দ্রশাসিত ওই অঞ্চলে ইন্টারনেট চালু হলেও কিছু নিষেধাজ্ঞা এখনো বহাল থাকবে। সেখানে কেবল 'তালিকাভুক্ত' ওয়েবসাইটগুলোরই ইন্টারনেট অ্যাক্সেস থাকবে। মালাউনরা এখনও সব সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম কাশ্মিরের বাসিন্দাদের জন্য বন্ধ করে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

গত ৫ আগস্ট ভারতীয় সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিলের ঘোষণার মধ্য দিয়ে কাশ্মিরের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার কেড়ে নেয়া হয়। জম্মু-কাশ্মিরকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত করতে পার্লামেন্টে পাস হয় একটি বিলও। ৯ আগস্ট রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে আইনে পরিণত হয় তা। এই পদক্ষেপকে কেন্দ্র করে কাশ্মিরজুড়ে মোতায়েন করা হয় বিপুলসংখ্যক অতিরিক্ত সেনা। ইন্টারনেট-মোবাইল পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়। আটক করা হয় সেখানকার শীর্ষ রাজনীতিকদের।কাশ্মিরের বিশেষ মর্যাদা বিলোপের পর থেকেই ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন পড়ে রাজ্যটি। যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম ইন্টারনেটের ওপরও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। সম্প্রতি তা নিয়ে ভারতের সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন 'কাশ্মির টাইমস' এর নির্বাহী সম্পাদক অনুরাধা ভাসিন এবং কংগ্রেস সদস্য গুলাম নবি আজাদ। কেন্দ্রীয় সরকারের ইন্টারনেট বন্ধ রাখার সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে মামলা করেন তারা। ১০ জানুয়ারি বিষয়টি নিয়ে শুনানি চলাকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের তীব্র সমালোচনা করে শীর্ষ আদালত জানায়, 'এভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্য ইন্টারনেট বন্ধ রাখা যায় না। এটা ক্ষমতার অপব্যবহার।'

দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় যাওয়ার পর প্রথম ১০০ দিনের মধ্যে বিজেপির নরেন্দ্র মোদি সরকার ওই রাজ্যের বিশেষ মর্যাদা বাতিলের ঘোষণা করে। সেই সময় সরকার খোড়া যুক্তি দিয়েছিল, ৩৭০ অনুচ্ছেদ ও ৩৫-এ ধারা দুইটা 'সাংবিধানিকভাবে দুর্বল' 'বৈষম্যমূলক' ছিল। এগুলো জম্মু ও কাশ্মিরের বিকাশকে বাধা দিয়েছে। ওই ঐতিহাসিক অন্যায়মূলক সিদ্ধান্তের সময় থেকেই প্রায় অবরুদ্ধ করে রাখা হয় গোটা উপত্যকাকে।

গত ৫ আগস্ট ভারতীয় সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিলের ঘোষণার মধ্য দিয়ে কাশ্মিরের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার কেড়ে নেয়ার পর উপত্যকার শীর্ষ নেতাদের আটক ও গৃহবন্দী করা হয়।

সূত্র : এনডিটিভি।

সারা বিশ্বে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা নিয়ে মেতে উঠা ক্রুসেডার আমেরিকা প্রতিনিয়ত হত্যা করছে অগণিত নিরপরাধ বনী আদমকে, যাদের হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছেনা ছোট ছোট নিষ্পাপ বাচ্চারাও।

ক্রুসেডার আমেরিকার ভয়াবহ সেই হামলার শিকার হলেন এবার আফগানিস্তানের বলখ প্রদেশের প্রাদেশিক জেলার "বোকা" এলাকার সাধারণ নিরপরাধ বেসামরিক মুসলিমরা। দখলদার ক্রুসেডার মার্কিন সন্ত্রাসীরা এলাকাটিতে বেসামরিক লোকদের বাড়িঘরে ভয়াবহ বোমা হামলা চালিয়ে একাধিক বাড়িঘর ধ্বংস করে দেয়। বিধ্বস্ত একটি বাড়িতেই ৩জন মহিলা ও ৪ শিশু নিহত হয়। আহত হয় আরো অনেক বেসামরিক লোক।

তাছাড়া শনিবার "আলম খেলো" এলাকায় ক্রুসেডার আমেরিকা ও তাদের গোলাম আফগান মুরতাদ বাহিনী সাধারণ মুসলিমদের বাড়িঘরে প্রবেশ তাদের ঘরে থাকা সকল মূল্যবান জিনিসপত্র লুট করে নিয়ে যায়।

پژواک
PAJHWOK
پژواک

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের "সুলতান মাহমুদ গজনভী" (রহ.) নামক সামরিক প্রশিক্ষণ ক্যাম্প থেকে তালেবান মুজাহিদদের নতুন একটি কাফেলা শারীরিক ও ভারী যুদ্ধাস্ত্র চালনার প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণ করেছেন।

জানা যায় যে, এসময় "মাহমুদ গজনভী" মুয়া'সকার ক্যাম্প থেকে কয়েক হাজার তালেবান মুজাহিদীন বিশেষ সামরিক প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণ করেছেন। প্রশিক্ষণ শেষে মুজাহিদদের বিশাল এই কাফেলাকে ইমারতে ইসলামিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ করা হয়।

নীচের ছবিগুলিতে আপনি "মাহমুদ গজনভী" মুয়া'সকার ক্যাম্পে হতে প্রশিক্ষিত মুজাহিদদের বেশ কয়েকটি চিত্র দেখতে পাবেন:

https://alfirdaws.org/2020/01/27/32081/

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকান শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন চলিত মাসের শুরুর দিকে দক্ষিণ সোমালিয়ার আউদাকলী শহরে অবস্থিত সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটিতে সফল অভিযান চালিয়ে তা বিজয় করে নেন।

আলহামদুলিল্লাহ, মুজাহিদগণ বিজয় করা ঘাঁটিটি হতে প্রচুর গনিমত লাভ করেন। যার কিছু ফটো ক্যামেরায় ধারণ করেন মুজাহিদগণ, পরে সেগুলোর কিছু দৃশ্য প্রকাশ করে হারাকাতুশ শাবাব এর অফিসিয়াল "আল-কাত্বিব" মিডিয়া ফাউন্ডেশন।

https://alfirdaws.org/2020/01/27/32078/

আল-কায়েদা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন তাদের নেতৃত্বাধীন "অপারেশন ওয়া হাররিদীল মু'মিনীন" এর মুজাহিদদের নিয়ে গত ২৬ জানুয়ারি রবিবার পূর্ব ও পশ্চিম ইদলিব সিটিতে কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া মুরতাদ বাহিনীর অবস্থান লক্ষ্য করে তীব্র সফল অভিযান পরিচালনা করেছিলেন।

যার কিছু দৃশ্য ক্যামেরা বন্দী করে প্রকাশ করেছে (ওয়া হাররিদীল মু'মিনীন) অপারেশন রুম।

https://alfirdaws.org/2020/01/27/32069/

আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকান শাখা "জামাআত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন" (JNIM) এর জানবায মুজাহিদিন গত 25 জানুয়ারি শনিবার মালির মোপ্তি প্রদেশের "দিওগানি" শহরে ক্রুসেডার ফ্রান্সের গোলাম মালির মুরতাদ সেনাবাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটিতে বৃহত্তর সফল অভিযান চালিয়ে তা বিজয় করে নেন।

আলহামদুলিল্লাহ্‌, মুজাহিদগণ উক্ত সামরিক ঘাঁটি বিজয়ের পর ঘাঁটিটি হতে ১০টি গাড়ি সহ বিপুল পরিমান যুদ্ধাস্ত্র গনিমত লাভ করেছিলেন।

JNIM মুজাহিদদের পরিচালিত অফিসিয়াল #Az_Zallaqa_Media ফাউন্ডেশন উক্ত সামরিক ঘাঁটি হতে মুজাহিদদের প্রাপ্ত বেশ কিছু গনিমতের ফটো প্রকাশ করেছেন।

https://alfirdaws.org/2020/01/27/32068/

বাংলাদেশ সীমান্তে বেপরোয়া গুলি করে মানুষ খুন করছে সন্ত্রাসী বিএসএফ। গত (২২ ও২৩ জানুয়ারি) প্রায় ২৪ ঘান্টায় বিএসএফের গুলিতে ৫ বাংলাদেশি নিহতের খবর পাওয়া গেছে।অথচ, ভারতের সাথে ৬টি দেশের স্থল সীমান্ত রয়েছে। এ দেশগুলো হল পাকিস্তান, চীন, নেপাল, ভুটান, মিয়ানমার ও বাংলাদেশ। আর ভারতের সমুদ্র সীমান্ত রয়েছে শ্রীলঙ্কার সাথে। এই সবগুলো দেশের সীমান্তেই ভারতের সীমান্তসন্ত্রাসী বাহিনী বা বিএসএফ মোতায়েন রয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশ ছাড়া অন্য দেশের সীমান্তে হত্যাকান্ড শূণ্য। অথচ ২০১৭ সালের ৯ মার্চ ভারত- নেপাল সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তসন্ত্রাসীদের এসএসবির গুলিতে গোবিন্দ গৌতম নামে (৩২) এক যুবক নিহত হওয়ার ঘটনা ঘটে। নেপালের জনগণের মধ্যে ভারতবিরোধী মনোভাব বৃদ্ধি পাওয়া ও উত্তেজনার প্রেক্ষাপটে তখন ভারতের নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল নেপালের প্রধানমন্ত্রী পুষ্প কমল দাহাল প্রচন্ডর কাছে এ ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ এবং নিহতের পরিবারের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করেন। পরে গোবিন্দ গৌতমকে রাস্ট্রীয় মর্যাদা দেয়া হয়।

এদিকে, মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) হিসেবে বলা হয়েছে, ২০১৯ সালে সীমান্তে ৪৩ জন বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে গুলিতে ৩৭ জন এবং নির্যাতনে ছয় জন। আহত হয়েছেন ৪৮ জন। অপহৃত হয়েছেন ৩৪ জন। ২০১৮ সালে নিহত হয়েছেন ১৪ জন। বেসরকারি হিসাব ধরলে ২০১৮ সালের তুলনায় ২০১৯ সালে সীমান্ত হত্যা বেড়েছে তিনগুণের বেশি।

মানবাধিকারকর্মী ও পর্যবেক্ষকেরা বলছেন, সীমান্তে নাগরিকদের মৃত্যুতে সরকারের পক্ষ থেকে যতটা জোরালো প্রতিবাদ জানানোর রেওয়াজ ছিল, এখন সেটা ততটা জোরালো নয়। অনেকে হয়রানির ভয়ে বিএসএফের নির্যাতনের কথা স্বীকারও করছেন না।
নিরাপত্তা সংশ্লিষ্টরা বলছেন, মৃত্যুঘাতী নয় এমন অস্ত্রের ব্যবহার করার কথা থাকলেও উল্টো

মরণঘাতী অস্ত্রের ব্যবহার হচ্ছে। নানা আশ্বাস ও সমঝোতার পরেও সীমান্তে হত্যা বেড়ে যাওয়ায় প্রতিবেশী রাষ্ট্রের বন্ধুত্বসূলভ সম্পর্ক নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। হত্যাকান্ড বেড়ে যাওয়ায় বিষয়টি নিয়ে সর্ব মহলে সমালোচনা চলছে।

বিশিষ্ট নিরাপত্তা বিশ্লেষক ও প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদফতরের (ডিজিএফআই) সাবেক মহাপরিচালক লেফটেন্যান্ট জেনারেল এম ফজলে আকবর (অব.) দৈনিক ইনকিলাবকে বলেন, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে চোরাচালান ও গরু আনা নিয়ে হত্যাকান্ডের ঘটনা ঘটছে। সীমান্তে অবৈধ প্রবেশ বন্ধের পাশাপাশি বিএসএফকে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার বন্ধ করতে হবে।

মানবাধিকার কর্মী এবং আইন ও সালিশ কেন্দ্রের সাবেক নির্বাহী পরিচালক নূর খান লিটন গতকাল দৈনিক ইনকিলাবকে বলেন, ভারতের সাথে ৬টি দেশের সীমান্ত থাকলেও বাংলাদেশ ছাড়া অন্যদেশের সীমান্তে হত্যাকান্ড নেই বললেই চলে। কিন্তু বাংলাদেশ সীমান্তে বিএসএফ বেপরোয়াভাবে মানুষ খুন করে গুলি ও নির্যাতনের মাধ্যমে। এর মূল কারণ পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে দক্ষতার পরিচয় আমরা দিতে পারছি না। ভারত বার বার সীমান্তে হত্যা বা আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করবে না বলে কথা দিয়েও কথা রাখছে না। এ জন্য আমাদের আন্তর্জাতিক মহলের দ্বারস্থ হতে হবে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমাদের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিবি সীমান্ত হত্যাবন্ধে কঠোর হতে পারছেনা, এ জন্য আমাদের জাতিসংর্ঘে গিয়ে এ ধরনের হত্যা বন্ধে মামলা করার বিকল্প নেই বলে তিনি মন্তব্য করেন।

বিজিবি সূত্রে জানা যায়, ২০১৮ সালের ২৩ থেকে ২৬ এপ্রিল ঢাকার পিলখানায় বিজিবি-বিএসএফ মহাপরিচালক পর্যায়ে তিন দিনব্যাপী সম্মেলনে প্রাণঘাতী অস্ত্রের (লিথ্যাল উইপন) ব্যবহার হবে না বলে জানানো হয়। বিজিবি মহাপরিচালক (ডিজি) মেজর জেনারেল মো. সাফিনুল ইসলামের মতো বিএসএফ মহাপরিচালক (ডিজি) কে কে শর্মাও একই কথার পুনরাবৃত্তি করেছিলেন। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। বিভিন্ন সময়ে যতোই ‘নন-লিথ্যাল উইপন’ ব্যবহারের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে ঘটেছে উল্টোটি।

গত ২ জানুয়ারি ঢাকার পিলখানায় বিজিবি সদর দফতরে এক সংবাদ সম্মেলনে বিজিবির ডিজি মেজর জেনারেল সাফিনুল ইসলাম বলেন, বিজিবির হিসাবে গতবছর সীমান্ত হত্যার সংখ্যা ৩৫। তবে গত চার বছরের মধ্যে এ সংখ্যা সর্বোচ্চ। তিনি বলেন, আমরা বিএসএফকে এ বিষয়ে উদ্বেগের কথা জানিয়েছি। সীমান্ত হত্যা শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনার ব্যাপারে

প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে তাদেরকে অনুরোধ করা হয়েছে। বিএসএফ প্রধানও আমাদের আশ্বস্ত করেছেন।

সূত্র জানায়, ২০১৯ সালে ৪৩ জন নিহত হওয়া ছাড়াও ৩৯ জনের বেশি বাংলাদেশি নাগরিক বিএসএফের হাতে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। এর মধ্যে ভায়বহ নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে গত বছরের ২৭ এপ্রিল। ওইদিন নওগাঁ জেলার সীমান্তবর্তী রাঙামাটি এলাকায় আজিম উদ্দিন নামে এক যুবককে আটকের পর তার দুই হাতের ১০টি আঙুলের নখ তুলে ফেলে রাইফেলের হাতল ও লাঠি দিয়ে বর্বর নির্যাতন করা হয়।

আসকের তথ্যে দেখা যায়, ২০১৫ সালে বিএসএফের হাতে ৪৬ বাংলাদেশী নিহত হয়েছে। ২০১৬ সালে এ সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ৩১ জনে। ২০১৭ সালে ছিল ২৮। একছর পর ২০১৮ সালে এ সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ১৪ জনে। অথচ একবছরের মাথায় ২০১৯ সালে সীমান্তে হত্যার শিকার হয় ৪৩ বাংলাদেশী। তিনগুণেরও বেশি। এর আগে ২০০৯ সালে বিএসএফের গুলিতে রেকর্ড সংখ্যক ৬৬ জন বাংলাদেশি হত্যার শিকার হয়েছিল।

বিজিবি সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এক সময় দাবি করা হতো যে, গরু চোরাচালানে জড়িত থাকার কারণে ৯৫ শতাংশ গুলির ঘটনা ঘটেছে। যদিও গত কয়েক বছরে গরু চোরাচালনের ঘটনা একেবারে কমে গেছে। ২০১৪ সালে ভারত গরু রফতানি বন্ধের পর বাংলাদেশ গরু উৎপাদনে যথেষ্ট। বিজিবির এক তথ্যে দেখা যায়, গরু নিষিদ্ধের আগে ২০১৩ সালে ঈদুল আযহায় ২.৩ মিলিয়ন গরু আসতো। অথচ ২০১৯ সালে এ সংখ্যা ছিল মাত্র ৯২ হাজার।

আইন ও সালিশ কেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক শীপা হাফিজা বলেন, গত এক বছরে সীমান্তে হত্যা অনেক বেড়েছে। সীমান্তসন্ত্রাসী বাহিনী সীমান্ত পার করছেন এমন কাউকে দেখলেই গুলি করছে। এই প্রবণতা বদলাতে হবে। তিনি বলেন, দুই দেশের সীমান্তে অনেক অভিন্ন পাড়া রয়েছে। যেখানকার মানুষেরা নিজেদের আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে দেখা করা ছাড়াও জীবিকার সন্ধানেও অনেকে সীমান্ত পারাপার হয়। শীফা হাফিজা বলেন, দেখা মাত্রই গুলি করা মারাত্মক ধরণের মানবাধিকার লঙ্ঘন। এমনটি না করে দুদেশের আইন মতে গ্রেফতার ও বিচারের আওতায় আনা উচিত। সীমান্ত হত্যা ঠেকাতে সব কিছু বিবেচনার পাশপাশি ভারতের নতুন নাগরিকত্ব আইনের কথাও মাথায় রেখে নতুন বছরে কাজ করা উচিত বলে তিনি মনে করেন।

সূত্র: ইনকিলাব

ইহুদিদের পবিত্র ভূমি মক্কা শরীফ সফরের অনুমতি দিয়ে রোববার একটি নির্দেশনায় সই করেছে ইহুদিবাদী ইসরাইল জারজ রাষ্ট্রটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরিয়া ডেরাই।

এর মধ্য দিয়ে ব্যবসায়িক কার্যক্রম চালাতে রিয়াদে যেতে পারবে ইসরাইলি ইহুদিরা। এ ঘোষণাকে সৌদি আরবের সঙ্গে ইসরাইলের উষ্ণ সম্পর্কের সর্বশেষ নজির হিসেবে দেখা হচ্ছে। নিউ ইয়র্ক টাইমস, হারিৎস ও মিডিল ইস্ট আইয়ের খবরে এমন তথ্য জানা গেছে।

এখন থেকে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ইসরাইলিরা সৌদি আরবে ৯ দিন পর্যন্ত সফর করতে পারবে। এছাড়া অবৈধ রাষ্ট্রটির ভিসায় হজ ও ওমরাহ পালনেও তাদের সামনে কোনো বাধা থাকলো না।

এর আগে আরব রাষ্ট্রটির সঙ্গে পরোক্ষ সম্পর্ক নিয়ে বেশ কয়েকবার বড়াই করতে দেখা গেছে ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী বেনইয়ামিন নেতানিয়াহুকে। প্রকাশ্য এই অনুমোদন আসার আগেই বহু ইহুদি সৌদি আরব সফর করেছেন বলে মনে করা হচ্ছে। এর আগে দেশটিতে যেতে হলে তাদের বিদেশি পাসপোর্ট কিংবা বিশেষ অনুমোদন নিতে হতো।

করোনাভাইরাসে উদ্বেগ বাড়ছে চীনে। যতই সময় যাচ্ছে এই ভাইরাসে আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা বাড়ছেই। গত কয়েকদিনে কয়েক হাজার মানুষ এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে। হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসকদের দম ফেলারও সময় নেই। এখন পর্যন্ত সেখানে ৮০ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। প্রাণঘাতী নতুন এই ভাইরাস দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে।

আজ সোমবার চীনের স্বাস্থ্য কমিশনের কর্মকর্তারা জানান, হুবেই প্রদেশে মৃতের সংখ্যা ৫৬ থেকে বেড়ে ৭৬ এ গিয়ে ঠেকেছে। অন্যান্য প্রদেশে চারজনের মৃত্যু হয়েছে।

উহান শহরে প্রথম প্রাদুর্ভাব দেখা যাওয়ার পর চীনের অন্যান্য শহরেও এই ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ছে। তবে সরকার যতটা বলছে তার চেয়েও পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে পড়েছে। সরকারিভাবে যে সংখ্যা বলা হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে আক্রান্তের সংখ্যা আরও কয়েক গুণ বেশি। এখন পর্যন্ত সেখানে প্রায় এক লাখ মানুষ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন বলে এক চিকিৎসা কর্মী দাবি করেছেন।

এরই মধ্যে যুক্তরাজ্যভিত্তিক গবেষকরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে, এই ভাইরাসের সংক্রমণ চীনের পক্ষে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হবে না। একাধিক শহরে ঢোকা এবং শহর থেকে বের হওয়ার ব্যাপারে সীমাবদ্ধতা আরোপ করা হলেও ইতোমধ্যেই অনেক শহরেই এই ভাইরাসের বিস্তার ঘটেছে।

যুক্তরাজ্যের এমআরসি সেন্টার ফর গ্লোবাল ইনফেকশাস ডিজিস অ্যানালাইসিসের বিজ্ঞানীরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে, চীনের ভেতরে এই ভাইরাসের ছড়িয়ে পড়ার বিষয়টি আটকানো সম্ভব হবে না। কেননা, বিজ্ঞানীদের অনুমান, একজন করোনাভাইরাস আক্রান্ত ব্যক্তি গড়ে আড়াইজন মানুষের মধ্যে এই ভাইরাসটি ছড়াচ্ছে।

এই ভাইরাসে আক্রান্ত হলে গরু-ছাগল জাতীয় পশুর ডায়রিয়া, পাখিদের শ্বাসকষ্টজনিত রোগ হতে পারে। মানুষের ক্ষেত্রে প্রধান লক্ষণ জ্বর, শুকনো কাশি ও শ্বাসকষ্ট। প্রাথমিকভাবে এটি ততটা গুরুতর মনে না হলেও শেষপর্যন্ত প্রাণঘাতী হতে পারে। কারণ এখনও এই ভাইরাসের কোনো ওষুধ বা প্রতিষেধক আবিষ্কৃত হয়নি।

ভাইরাস সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে আনতে ছড়িয়ে পড়ার হার ৬০ শতাংশ কমাতে হবে। বিজ্ঞানীদের মতে এই পদক্ষেপ নিশ্চিত করা সহজ নয়। ভাইরাস সংক্রমণের হার নিয়ন্ত্রণে আনতে এমন রোগীদেরও আলাদা করতে হবে যাদের মধ্যে সাধারণ সর্দিজ্বরের সামান্য লক্ষণও দেখা গেছে।

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ছে বলে সবাইকে সতর্ক করেছে চীনা কমিউনিস্ট নাস্তিক প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। গত শনিবার দেশটির সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে জরুরি বৈঠকে সে এই সতর্কবার্তা দিয়ে বলেছে, চীন এক ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখোমুখি।

এদিকে, ইসলামিক স্কলারগণ বলছেন, চীনা কমিউনিস্ট নাস্তিক সরকারের অব্যাহতভাবে ইসলাম ও মুসলিমদের উপর জুলুম অত্যাচার বেড়ে যাওয়ায় আল্লাহ তায়ালা তাদের উপর

গজব নাযিল করেছেন। যেমনিভাবে আল্লাহ তায়ালা পূর্ববর্তী সীমালঙ্গনকারী জাতিকে শাস্তি দিতেন।

নিচে চীন সরকারের কিছু ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষী কর্মকাণ্ড তুলে ধরা হল:

১. চীনের সন্ত্রাসী প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং মুসলিমদের প্রতি 'বিন্দুমাত্র দয়ামায়া না দেখানোর' জন্য চীনা কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছে। উইঘুরদের দুর্ভোগের ওপর এটিই আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে আসা সর্বশেষ তথ্য বলে জানিয়েছে নিউ ইয়র্ক টাইমস।

২.উইঘুর নিপীড়ন নিয়ে সক্রিয় মানবাধিকার কর্মীরা জানিয়েছেন, উইঘুর মুসলিমদের আটক ও বন্দি রাখতে প্রায় পাঁচশ ক্যাম্প ও কারাগার চালাচ্ছে ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষী কমিউনিষ্ট চীন সরকার। আর এসকল ক্যাম্প-কারাগারে ৩০ লাখেরও বেশি উইঘুর মুসলিমকে আটক রাখার খবর জানাচ্ছে বিভিন্ন গণমাধ্যম।

গত মে মাসে প্রথমবারের মতো ওই সব আটককেন্দ্রে কর্মরতদের একজন অকথ্য নির্যাতনের কথা জানিয়েছেন। একটি আটককেন্দ্রে চাকরি করা সারায়গুল সাউতবে সিএনএনের কাছে উইঘুর মুসলিমদের ওপর নিপীড়নের ভয়াবহতা বর্ণনা করেন। সাউতবে বলেন, তাদের কষ্ট লাঘবে আমার কিছুই করার ছিল না। তাই আমি সিদ্ধান্ত নেই যে একদিন এই সত্য প্রকাশ করব।

পরিস্থিতি কতটা ভয়াবহ তা প্রকাশ পেয়েছে নিউ ইয়র্ক টাইমসের সর্বশেষ রিপোর্টে। অভিযুক্ত উইঘুর পরিবারের সন্তানদের নিজের পরিবারে বা এলাকায় রাখা হয় না। তাদের ভিন্ন প্রদেশে 'শিক্ষা' গ্রহণ করতে পাঠিয়ে দেয় সরকার। যখন তারা নিজের বাড়িতে ফেরে তখন তাদের জানানো হয়, তোমার পরিবারের লোকজন 'প্রশিক্ষণ শিবিরে পাঠগ্রহণ' করছে। তাদের সাথে দেখা হবে যখন তাদের শিক্ষা সমাপ্ত হবে। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সন্তানদের সেই অপেক্ষার আর অবসান ঘটে না। ওয়ার্ল্ড উইঘুর কংগ্রেস বলেছে, বন্দীদের কোনো অভিযোগ গঠন ছাড়াই আটকে রাখা হচ্ছে এবং চীনা কমিউনিস্ট পার্টির স্লোগান দিতে বাধ্য করা হচ্ছে। বন্দীদের ঠিকমতো খেতে দেয়া হয় না। চরম নির্যাতন করা হয়।

বর্তমানে চীন সন্ত্রাসবাদের মিথ্যা অভিযোগ এনে শুধু পূর্ব তুর্কিস্তানেরই বিশ লক্ষের অধিক মুসলিমকে বন্দী করে রেখেছে। 'পুনঃশিক্ষা' এর নামে কমিউনিস্ট চীনারা মুসলিমদেরকে তাদের ধর্ম ইসলাম পরিত্যাগ করতে বাধ্য করছে।

৩. চীনে মুসলিম নারীদের বিভিন্নভাবে নিপীড়ন করা হচ্ছে। মুসলিম নারীদেরকে বাধ্য করা হয়েছে চীনা কাফেরদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে। দেশটির বন্দিশিবিরে আটক মুসলিম নারীদের জোর করে গর্ভপাত করানো হচ্ছে। ওই বন্দি শিবিরে একসময় বন্দি হয়ে থাকা অনেক নারী এমন অভিযোগ করেছেন। আল জাজিরার এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়।

৪. ২০১৬ সালে 'মেকিং ফ্যামিলি' নামের একটি উদ্যোগ চালু করে বেইজিং সরকার। এর মাধ্যমে উইঘুর পরিবারকে প্রতি দুই মাসে কমপক্ষে পাঁচ দিনের জন্য কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের অতিথি হিসেবে থাকতে দিতে বাধ্য করা হচ্ছে। মুসলিমদের সাথে পার্টির 'সুসম্পর্ক সৃষ্টির' জন্য নাকি এই উদ্যোগ। কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় মুসলিম নারীদের সম্ভ্রমহানির অভিযোগ ওঠে। মানসিকভাবে শিশুদেরও নির্যাতন করা হচ্ছে। তাদের পরিবার থেকে আলাদা করে কমিউনিস্ট পার্টির শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। সেই সাথে শিশুদের মাতৃভাষার পরিবর্তে ম্যান্ডারিন তথা চীনা ভাষা শেখানো হচ্ছে।

৫. মুসলমানদের ধর্মীয়গ্রন্থ পবিত্র কোরআনে সংশোধনী আনার ঘোষণা দিয়েছে দেশটি। ধর্মগ্রন্থতে যেসব উপাদান মানবরচিত কুফরী সমাজতান্তিক মতাদর্শের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ন নয়, সেসব বিষয়ে পরিবর্তন আনা হবে। ধর্মগ্রন্থতে সমাজতন্ত্রের সঙ্গে সাংঘর্ষিক কোন তথ্য থাকবে না। সেই পরিকল্পনা নিয়েই কোরআন নতুন করে লেখার কাজ করছে চীন। দেশটির সমাজতান্তিক মতাদর্শের আদলে ধর্মগ্রস্থগুলো পুনর্লিখনের বিষয়ে গত নভেম্বরে দেশটির জাতিতত্ত্ব বিষয়ক কমিটির এক সভায় এই পরিকল্পনা নেওয়া হয় বলে ডেইলি মেইলের খবরে বলা হয়েছে।

এছাড়াও, দেশটিতে এ পর্যন্ত অনেক মসজিদ ধ্বংস করা হয়েছে। চীনে উইঘুর মুসলিমদের বছরের পর বছর টিকে থাকা ঐতিহাসিক কবরস্থানগুলো গুঁড়িয়ে দিচ্ছে দেশটির কর্তৃপক্ষ।

২৬শে জানুয়ারি, ২০২০

হিন্দি ফিল্মের কুটিল গল্প আর পাশবিক অ্যাকশন মাথায় গেঁথে গিয়েছিল শেখ নাজমুল ইসলামের (৩০)। এর পর ফিল্মি কায়দাতেই অ্যাকশনে নামেন তিনি, ডা. সারোয়ার আলীর বাসায় সদলবলে হামলা চালিয়ে ডাকাতির চেষ্টা করেন তার সাবেক এই গাড়িচালক। নাজমুলের ভাষ্য, দরিদ্র হওয়ার কারণে সারোয়ার আলীর স্ত্রী তার সঙ্গে ভালো আচরণ করতেন না। তাই তাদের শায়েস্তা করার উদ্দেশ্যে পরিকল্পিতভাবে গত ৫ জানুয়ারি রাতে উত্তরায় ডা. সারোয়ার আলী ও তার মেয়ের বাসায় সদলবলে হামলা চালান তিনি।

গত বৃহস্পতিবার রাজধানীর ধানমন্ডিতে পিআইবি সদর দপ্তরে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য তুলে ধরে পিবিআইপ্রধান পুলিশের ডিআইজি হিন্দু বনজ কুমার মজুমদার। সে বলেছে, নামজুল হিন্দি সিনেমার ভক্ত। তিনি ভাবতেন, গরিব হওয়া তার অপরাধ না। অথচ এ কারণে সারোয়ার আলীর স্ত্রীর কাছ থেকে তিনি সঠিক ব্যবহার পাচ্ছেন না। এ কারণে চাকরি ছেড়ে দেন এবং মনে মনে পরিকল্পনা করেন এর প্রতিবাদ করার। সে ধারণায় প্রভাবিত হয়ে ডা. সারোয়ার আলীর পরিবারকে ভয় দেখানো ও উচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য ডাকাতির পরিকল্পনা করেন নাজমুল। পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহযোগী হিসেবে চাচাতো ভাই রনি, ভগ্নিপতি আল আমিন, নুর মোহাম্মদ ও ফয়সালকে সঙ্গে নেন। রাজধানীর আজমপুর লেবার মার্কেট থেকে মনির ও ফরহাদকে দৈনিক ৫শ টাকা ভিত্তিতে ডাকাতির কাজে নিয়োগ দেন।

গ্রেপ্তারকৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে প্রাপ্ত তথ্যের বরাত দিয়ে ডিআইজি আরও জানান, কেউ যেন চিনতে না পারে, সে জন্য নাজমুল তিন মাস ধরে দাড়ি-গোঁফ না কেটে বড় করেন। ৫ জানুয়ারি বিকালে আশকোনা এলাকার হোটেল রোজ ভ্যালির ৩০৩ নম্বর কক্ষে ৭ ডাকাতকে সঙ্গে নিয়ে পরিকল্পনা চূড়ান্ত করেন নাজমুল। বাসার পরিবেশ, কক্ষ, পার্কিং প্লেস সম্পর্কে সবাইকে অবগত করেন এবং ডাকাতির সময় কার কী ভুমিকা হবে তা বুঝিয়ে দেন। সারোয়ার আলীর বাড়িতে নগদ টাকা ও স্বর্ণালঙ্কার লুটের অংশ হিসেবে ডাকাতির পরিকল্পনা হলেও

ক্ষোভের বিষয়টি তখন গোপন রাখেন নাজমুল। ঘটনার দিন সন্ধ্যায় হোটেল থেকে প্রথমে বেরিয়ে যান নাজমুল একা।

একটি ব্যাগে করে ৭টি চাপাতি ও ৫টি সুইচগিয়ার ছুরি নিয়ে উত্তরায় পৌঁছে রনির হাতে ব্যাগটি দেন নাজমুল। রনি হামলাকারী ৫ আসামিকে ছুরিগুলো বিতরণ করেন। নাজমুল রাত ৯টায় পরিকল্পনা অনুযায়ী ৪ প্যাকেট বিরিয়ানি নিয়ে বাসায় প্রবেশ করে দারোয়ান হাসানকে দেন এবং কৌশলে ঘুমের ওষুধ খাওয়ান। পরে চাপাতিসহ ব্যাগটি গ্যারেজের পাশে রেখে দেন।

নাজমুল ও ফয়সাল দ্বিতীয় তলায় তাদের স্যান্ডেল খুলে রেখে তৃতীয় তলায় যান। তৃতীয় তলায় সারোয়ার আলীর মেয়ে সায়মা আলীর কক্ষে নক করেন। তার মেয়ে দরজা খুললে নাজমুল ও ফয়সাল ধাক্কা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে সায়মা আলী, তার স্বামী হুমায়ুন কবির ও মেয়ে অহনা কবিরকে ছুরি তুলে ধরে ভয় দেখিয়ে জিম্মি করে রাখেন। পরে ১০টা ২৫ মিনিটের দিকে ফয়সালকে তৃতীয় তলার নিয়ন্ত্রণে রেখে নাজমুল চতুর্থ তলায় সারোয়ার আলীর ফ্ল্যাটে গিয়ে নক করেন। দরজা খুলে দিতেই জোর করে ভেতরে ঢুকে তাকে মৃত্যুর ভয় দেখিয়ে মেঝেতে ফেলে গলায় ছুরি ধরেন। এমন সময় তার স্ত্রী মাখদুমা নার্গিস চিৎকার শুরু করলে নাজমুল বাইরে অপেক্ষারত সহযোগীদের ফোনে ভেতরে আসতে বলেন। তাদের অনবরত চিৎকার শুনে দ্বিতীয় তলার ভাড়াটিয়া মেজর (অব) সাহাবুদ্দিন চাকলাদার ও তার ছেলে মোবাশ্বের চাকলাদার ওরফে সজীব চতুর্থ তলায় যান। দারোয়ান ঘুমিয়ে না পড়ায় নাজমুলের বাইরে অবস্থানরত সহযোগীরা ফোন পেয়েও ভেতরে ঢুকতে পারেননি। ফলে নাজমুল হতাশ হয়ে ভয় পেয়ে দ্রুত পালিয়ে যান। পরে অন্যরাও দ্রুত ঘটনাস্থল ত্যাগ করে।

সূত্রঃ আমাদের সময়

ভারতে জাতীয় নাগরিক তালিকা (এনআরসি) এবং নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল (সিএএ) বিরোধী স্লোগান এবার জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের (জেএনইউ) ‘নিখোঁজ’ ছাত্র নজীব আহমেদের মায়ের মুখেও।

তিন বছর পেরিয়ে গেলেও তার ছেলের খোঁজ মেলেনি। হাল ছেড়ে দিয়েছে সিবিআই। মুখে কুলুপ প্রশাসনের। ষাটোর্ধ্ব ফাতিমা নাফিজ তার পরেও আরো বড় লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

তিনি বলেন, আমি তো ভালোই আছি। কিন্তু কাল আমার দেশটার কী হবে? উচ্চবর্ণের হিন্দু ছাড়া বাকি সবাইকে তারা তাড়াতে চাইছে। মুসলিমদের বলছে, পাকিস্তানে যাও। মগের মুলুক নাকি! কেন যাব পাকিস্তানে? যেতে হলে কবরস্থানে যাব, তবে ওই গেরুয়া গুন্ডাগুলোর কয়েকটাকে সঙ্গে নিয়েই যাব।

২০১৬ সালের ১৫ অক্টোবর রাতারাতি 'উধাও' হয়ে যান নজীব। অভিযোগ রয়েছে, তার আগের দিনই এবিভিপির কয়েকজন তাকে বেধড়ক মেরেছিল। ওই বছরেরই ১৭ জানুয়ারি আত্মহত্যা করেন হায়দরাবাদ কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দলিত গবেষক রোহিত ভেমুলা।

সে ব্যাপারে অভিযোগ, রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে সাত মাসের স্কলারশিপের টাকা আটকে ক্যাম্পাসে তাকে একঘরে করে রেখেছিল এবিভিপি-ই। সেই রোহিতের মা রাধিকা ভেমুলাও এখন বলছেন, চার বছর অনেক সয়েছি। কিন্তু ব্যক্তিগত শোকের আর সময় কোথায়! ছেলে হারিয়েছি, কিন্তু দেশ হারাতে দেব না। গেরুয়া সন্ত্রাস দেখে আবার আমার রক্ত ফুটছে। সংবিধান তো দেশের মা, সবার অধিকার রক্ষা করে। বিজেপি যখন সেই মাকেই বারবার নিশানা করছে, তখন কি আর চুপ থাকা যায়?

কিন্তু রাষ্ট্র এখন যদি কাগজ চায়? রাধিকা আম্মার জবাব, কীসের কাগজ? আগে মোদি-শাহ প্রমাণ দিক, তারা নিজেরা কোথা থেকে এসেছে!

দলিত-আদিবাসী দমন, এনআরসি, সিএএ-সহ যাবতীয় 'রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস' রুখতে ছেলের চতুর্থ মৃত্যুবার্ষিকীতে 'মাদার্স ফর নেশন' পদযাত্রার ডাক দিয়েছেন রোহিতের মা।

রাধিকা আম্মার ডাকে মহারাষ্ট্রের জলগাঁও থেকে রোহিতের স্মরণসভায় গিয়েছিলেন আবেদা তদভি। পায়েলের মা। অভিযোগ, ক্যাম্পাসে জাতিবিদ্বেষের শিকার হয়েই গত বছর মে মাসে আত্মহত্যা করেন মুম্বাইয়ের ডাক্তার পায়েল তদভি। শরীরে বাসা বেঁধেছে ক্যান্সার, আর মনে জ্বলন্ত কন্যাশোক। তবু নাছোড় আবেদা বলেন, অন্যায় হলে পথে তো নামতেই হবে।

নজীবের মা সরাসরি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে উদ্দেশ্য করে বলেন, তিন তালাক রদের সময় তো খুব 'বহেন, বহেন' করতেন! এখন দিল্লির শাহিন বাগ, কলকাতার পার্ক সার্কাসে খোলা আকাশের নীচে শীতের রাতে কুঁকড়ে বসে থাকা মেয়েগুলোর কথা মনে হচ্ছে না? ক্ষমতা থাকলে সরাসরি বেঈমান বলুন। পথে নামলে জেলে পাঠান। হম ভি দেখেঙ্গে।

পিরোজপুরের ইন্দুরকানীতে মাদকাসক্ত ছেলের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে গিয়েছে পিতা। পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, গত সোমবার উপজেলার চন্ডিপুর গ্রামের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক মোঃ হাবিবুর রহমানের ছেলে বালিপড়া ইউনিয়ন সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের সদস্য মোঃ সজীব হাওলাদার অনিক (২০) নেশার টাকা না পেয়ে তার পিতা-মাতাকে মারধর করে।

তার স্বজনেরা বলেন, সোমবার বিকালে অনিক তার পিতার কাছে নেশা করার জন্য টাকা দাবি করে। কিন্তু টাকা না দেয়ায় অনিক পিতা-মাতাকে মারধর করে এবং তার পিতার সনদ, জমিজমার দলিল, পর্চাসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ছিঁড়ে ফেলে দেয়।

সন্ত্রাসী অনিক দীর্ঘদিন ধরে মাদক সেবন করে। পরিবারের লোকজন শত চেষ্টা করেও তাকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে পারেনি।

মাদকসেবী অনিকের পিতা মুক্তিযোদ্ধা মোঃ হাবিবুর রহমান হাওলাদার জানান, আমার ছেলে মাদক সেবনের জন্য টাকা দাবি করলে আমি টাকা না দেয়ায় আমাকে ও আমার স্ত্রীকে মারধর করে এবং দা নিয়ে আমাদের কোপাতে আসে।

সূত্রঃ নয়া দিগন্ত

গত বছর ৫ হাজার ৪০০ নারী এবং ৮১৫টি শিশু ধর্ষণের অভিযোগে মামলা হয়। ২০১৮ সালে শিশু ধর্ষণের মামলা ছিল ৭২৭টি এবং নারী ধর্ষণের মামলা ছিল ৩ হাজার ৯০০টি। হিসাব

বলছে, গত বছর ধর্ষণের কারণে ১২ শিশু এবং ২৬ জন নারী মারা যান। ২০১৮ সালে এ সংখ্যা ছিল ২১ নারী ও ১৪ শিশু।

আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক): আসকের ২০১৯ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনের তথ্য বলছে, সারা দেশে ধর্ষণের ঘটনা আগের চেয়ে দ্বিগুণ বেড়েছে। গত বছর সারা দেশে ধর্ষণ ও গণধর্ষণের শিকার ১ হাজার ৪১৩ নারী ও শিশু। ২০১৮ সালে সংখ্যাটি ছিল ৭৩২।

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন: গত বছর ৯০২ শিশু ধর্ষণের শিকার হয়। ২০১৮ সালে এ সংখ্যা ছিল ৩৫৬।

বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম: ২০১৯ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রতি মাসে গড়ে ৮৪টি শিশু ধর্ষণের শিকার হচ্ছে। এ ছাড়া এক বছরে যৌন নির্যাতন বেড়েছে ৭০ শতাংশ। গত বছর যৌন নির্যাতনের শিকার হয় ১ হাজার ৩৮৩ শিশু। ২০১৮ সালের চেয়ে গত বছর শিশু ধর্ষণ ৭৬ দশমিক শূন্য ১ শতাংশ বেড়েছে।

সূত্রঃ প্রথম আলো

স্থলপথে ভারত থেকে পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে বেনাপোলের পর গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয় চাঁপাইনবাবগঞ্জের সোনামসজিদকে। বিশেষ করে সহজে পাথর আমদানি করা যায় বলে এই বন্দরকেই অগ্রাধিকার দিতেন আমদানিকারকেরা। কিন্তু পরিবহন খরচ বেড়ে যাওয়ায় কমে গেছে আমদানি। কমছে রাজস্ব আয়ও।

সোনামসজিদ স্থলবন্দরের শুল্ক বিভাগের সহকারী কমিশনার মোহাম্মদ সাইফুর রহমান প্রথম আলোকে জানান, একসময় এ বন্দর দিয়ে প্রতিদিন গড়ে ২৩০টি পাথরবাহী ট্রাক আসত। কিন্তু কয়েক বছর ধরে পাথরবাহী ট্রাক চলাচলের সংখ্যা ১২০ থেকে ১৫০–এ নেমে এসেছে। সর্বশেষ গত বছরের নভেম্বর থেকে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত পাথর আমদানি বন্ধ ছিল। এখন এ বন্দর দিয়ে প্রতিদিন ট্রাক আসছে মাত্র ১০ থেকে ১৫টি। আমদানি বাড়ছে না কমছে, তা এই ট্রাক চলাচলের সংখ্যা দেখে অনেকটা অনুমান করা যায়।

কর্তৃপক্ষ বলছে, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে রাজস্ব আয় হয়েছিল ৫৩২ কোটি টাকা। পরের অর্থবছরে ৫১৫ কোটি টাকা। ২০১৭-১৮ এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে রাজস্বের পরিমাণ যথাক্রমে ৩০০ ও ৩০১ কোটি টাকা। চলতি অর্থবছরে রাজস্ব আয়ের পরিমাণ মাত্র ৯১ কোটি টাকা।

সোনামসজিদ স্থলবন্দরের আমদানি ও রপ্তানিকারক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি রফিক উদ্দিন ও পাথর ব্যবসায়ীরা জানান, পাকুড় থেকে আসা পাথরবোঝাই ট্রাকগুলোকে ভারতের মহদিপুর বন্দর থেকে ১৫ কিলোমিটার দূরের সুস্তানি মোড় পর্যন্ত আসতে দেওয়া হয়। সেখানে ট্রাকগুলো থেকে পাথর নামিয়ে মজুত করা হয়। এরপর স্থানীয় ফিটনেসবিহীন ট্রাকে আবার পাথর বোঝাই করে পাঠানো হয় সোনামসজিদ বন্দরে। এটা করতে বাধ্য করে এসব ট্রাকের মালিকসহ স্থানীয়দের একটি চক্র। দ্বিতীয়বার বোঝাইয়ের সময় দেওয়া হয় নিম্নমানের পাথর। সঙ্গে থাকে ধুলা। ট্রাকের ভাড়াও অনেক চড়া। ১৫ কিলোমিটারের জন্য আমদানিকারকদের ভাড়া গুনতে হয় টনপ্রতি ৮০০ টাকা করে। এতে এক ট্রাক পাথর আমদানি করতে পরিবহন খরচ হয় প্রায় ৩২ হাজার টাকা। এ ছাড়া আগে পাথর আসতে সময় লাগত দুই থেকে তিন দিন। সুস্তানি মোড়ে বিরতি দেওয়ায় সময় লাগে ১৫ থেকে ২৫ দিন। বেশি সময় লাগায় প্রতিদিন ট্রাকপ্রতি ডেমারেজ চার্জ দিতে হয় ১৮৫ টাকা। এই অতিরিক্ত টাকাই পরিবহন খরচ আরও বাড়িয়ে দেয়।

ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্সের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ শিল্প ও বণিক সমিতির সাবেক সভাপতি আবদুল ওয়াহেদ প্রথম আলোকে বলেন, ভারতের সুস্তানি মোড় এলাকার ফিটনেসবিহীন ট্রাকগুলো ভারতের অন্য এলাকায় চলতে পারে না। তাই বাংলাদেশি পাথর আমদানিকারকদের তাঁরা বাধ্য করেন তাঁদের ফিটনেসবিহীন ট্রাকে পাথর বহন করতে। চেম্বার অব কমার্সের এই যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বলেন, বাংলাদেশের বন্দরে চলাচলে এসব ট্রাক বন্ধ করা না গেলে আমদানিকারকদের খরচ বাড়বে। তখন তাঁরা এ বন্দর দিয়ে পণ্য আমদানি পুরোপুরি বন্ধ করে দেবেন। তাতে গুটিয়ে যাবে এ বন্দরের কার্যক্রমও।

কুমিল্লার দেবিদ্বার উপজেলার এগারগ্রাম বাজার সংলগ্ন দক্ষিণ পাশের ব্রিজটি আট বছর ধরে ভেঙে ঝুলে আছে। এই ব্রিজ দিয়ে প্রতিদিন দেবিদ্বার ও ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলার লক্ষাধিক মানুষের যাতায়াত।

যে কোন সময় ব্রিজটি ভেঙে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। ব্রিজের ভাঙা অংশে কাঠ দিয়ে দুই বছর আগে মেরামত করে স্থানীয় সিএনজি অটোরিকশা চালকরা।

কালিকাপুর-পীরগঞ্জ ১৬ কিলোমিটার এই সড়কের পুরোটাই ভাঙা। সাথে ভাঙা ব্রিজের দুর্ভোগ। সুবিল ও ইউছুফপুর ইউনিয়নের সংযোগ এগার গ্রাম বাজার সংলগ্ন ব্রিজের ভাঙা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয়রা।

সরেজমিন গিয়ে জানা যায়, এই ব্রিজ দিয়ে ব্রাহ্মণপাড়া ও দেবিদ্বারের ৩০ গ্রামের মানুষ যাতায়াত করে। ব্রিজের ভাঙা অংশে বাঁশ দিয়ে রাখা হয়েছে। ব্রিজের নিচ দিয়ে দেখলে সেটিকে বিজের কংকাল বলে মনে হয়। যে কোন সময় এটি ভেঙে পড়তে পারে।

এগারগ্রামের বাসিন্দা মোহাম্মদ শরীফ বলেন," কালিকাপুর-পীরগঞ্জ এই সড়ক সিলেট মহাসড়কে সংযুক্ত হয়েছে। এই সড়কের এগার গ্রাম বাজারের ব্রিজটি খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। যে কোন সময় ভেঙে পড়তে পারে।"

এগারগ্রাম সিএনজি অটোরিকশার নেতা জামাল মিয়া জানান "এগারগ্রামের ব্রিজটি আট বছর ধরে ভেঙে পড়ে আছে। দুই বছর আগে আমরা নিজেরা ১৬ হাজার টাকা চাঁদা তুলে সংস্কার করেছি। আর সড়কের অবস্থাও খারাপ।"

সূত্রঃ বিডি প্রতিদিন

আল-কায়েদা পূর্ব আফিকান শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন 26 জানুয়ারি রবিবার সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুর "দার্কিনালী" জেলায় দেশটির মুরতাদ সরকারি মিলিশিয়াদের বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

শাহাদাহ নিউজ এজেন্সী হতে জানতে পারা যায় যে, দার্কিনালী জেলার "হুশ" নামক এলাকায় মুজাহিদগণ তাদের সফল অভিযানটি পরিচালনা করেছেন, যাতে সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর 6 সৈন্য নিহত ও আহত হয়।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদিন 26 জানুয়ারি শনিবার আফগানিস্তানের তাখার প্রদেশে মুরতাদ কাবুল সরকারে সামরিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রিত এলাকায় বড় ধরণের সফল অভিযান চালিয়েছেন।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের সম্মানিত মুখপাত্র জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ হাফিজাহুল্লাহ্ জানান, তাখার প্রদেশের "নামাক-আব" জেলায় আফগান সৈন্যদের উপর বৃহত্তর অভিযান পরিচালনা করেন তালেবান মুজাহিদিন। একপর্যায়ে আফগান মুরতাদ বাহিনী 3টি ঘাঁটি ও 5টি চেকপোস্ট ছেড়ে পলায়ন করে। পরে তালেবান মুজাহিদিন উক্ত ঘাঁটি ও চেকপোস্ট গুলোতে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন। যেখানে এখন

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকান শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন ২৬ জানুয়ারি রবিবার মধ্য সোমালিয়ার "হাইরান" প্রদেশে সোমালিয় মুরতাদ সরকারি মিলিশিয়াদের বিরুদ্ধে এক বরকতপূর্ণ সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

শাহাদাহ নিউজ এজেন্সীর তথ্যমতে মধ্য সোমালিয়ার হাইরান রাজ্যে সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর নিয়ন্ত্রিত "আইল আদি" শহরে বৃহত্তর এক সফল অভিযান পরিচালনা করেন হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন।

মুজাহিদদের তীব্র হামলার ফলে শহরটি ছেড়ে পলায়ন করে সোমালিয় মুরতাদ বাহিনী। মুরতাদ বাহিনীর পলায়নের পর শহরটি পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণে নেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদিন ২৬ জানুয়ারি রবিবার আফগানিস্তানের বলখ ও কুন্দুজ প্রদেশে দুটি পৃথক সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন, যাতে 25 এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয়।

তালেবান মুখপাত্র মুহতারাম জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ হাফিজাহুল্লাহ্ জানান যে, আফগানিস্তানের কুন্দুজ প্রদেশের "ইমাম-সাহেব" জেলায় আফগান মুরতাদ বাহিনীর একটি চেকপোস্টে হামলা চালিয়ে তা নিয়ন্ত্রণে নেন ইমারতে ইসলামিয়ার জানবায তালেবান মুজাহিদিন।

যার ফলশ্রুতিতে আফগান মুরতাদ বাহিনীর ১ কমান্ডারসহ ১০ সৈন্য নিহত এবং ৩ সৈন্য আহত হয় এছাড়াও তালেবান মুজাহিদদের হামলায় মুরতাদ বাহিনীর একটি ট্যাঙ্ক ধ্বংস হয়ে যায়, আর মুজাহিদগণ মুরতাদ বাহিনী হতে প্রচুর গনিমত লাভ করেন।

এদিকে বলখ প্রদেশের "ঝারায়" জেলায় তালেবান মুজাহিদদের উপর হামলা চালানোর ব্যর্থ চেষ্টা চালায় আফগান মুরতাদ বাহিনী। কিন্তু তালেবান মুজাহিদদের প্রতিরোধ যুদ্ধের ফলে কুণ্ঠাশা হয়ে পড়ে আফগান মুরতাদ বাহিনী।

মুহতারাম জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ জানান যে, মুজাহিদদের উক্ত হামলায় আফগান মুরতাদ বাহিনীর ৮ সৈন্য নিহত হয়, যাদের মৃত দেহ এখনো যুদ্ধের ময়দানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এসময় আহত হয় আরো ৪ মুরতাদ সদস্য, মুজাহিদগণ ধ্বংস করেন মুরতাদ বাহিনীর 1টি ট্যাঙ্ক।

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকান শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন গত রাতে পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় দেশটির মুরতাদ সরকারের সামরিক বাহিনীর উপর ৩টি সফল অভিযান পরিচালনা করেন।

এর মধ্যে রাজধানী মোগাদিশুর "ইয়াকশীদ" জেলায় মুজাহিদদের পরিচালিত একটি সফল হামলায় নিহত হয় সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর 2 সদস্য। আহত হয় আরো 3 সৈন্য।

অন্যদিকে রাজধানীর বারিরী শহরে মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটিতেও সফল হামলা চালান মুজাহিদগণ, যার ফলে শত্রু বাহিনীর ঘাঁটির অনেক অংশ ধ্বংস হয়ে যায় এবং কতক মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয়।

এমনিভাবে মোগাদিশুর "আরবায়ু" অঞ্চলে অবস্থিত কুফ্ফার আফ্রিকান জোট বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটিতেও সফল হামলা চালান মুজাহিদগণ। যার ফলে কুফ্ফার বাহিনী অনেক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

আল-কায়েদা সিরিয়ান ভিত্তিক শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন তাদের নেতৃত্বাধীন "অপারেশন ওয়া হাররিদীল মু'মিনীন" এর জানবায মুজাহিদদের নিয়ে গত ২৫ জানুয়ারি শনিবার সিরিয়ার আলেপ্পো ও ইদলিব উভয় সিটির বিভিন্ন স্থানে ৯টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

মুজাহিদদের এই অভিযানগুলোতে যুক্ত হয়েছিল HTS, আনসারুত তাওহীদের মত আল-কায়েদা মানহাযের অন্যান্য জিহাদী দলগুলো। গত ২৪ ঘন্টায় (২৫ জানুয়ারি) মুজাহিদদের এই সম্মিলিত অভিযানের ফলে কুফ্ফার রাশিয়া ও কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া মুরতাদ বাহিনীর 90 এরও অধিক সৈন্য নিহত হয়। আহত হয় আরো কয়েক দশক।

এসময় মুজাহিদদের হামলায় ধ্বংস হয়ে যায় মুরতাদ বাহিনীর 2টি ট্যাঙ্ক, 1টি bmp সামরিকযান সহ অনেক ভারী যুদ্ধাস্ত্র।

আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকান শাখা "জামাআত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন" (JNIM) এর জানবায মুজাহিদিন গত 25 জানুয়ারি শনিবার মালির মোপ্তি প্রদেশের "দিওগানি" শহরে ক্রুসেডার ফ্রান্সের গোলাম মালির মুরতাদ সেনাবাহিনীর একটি সামরিক ব্যারাকে বৃহত্তর সফল অভিযান চালিয়েছেন।

আল-হিজরাহ মিডিয়া এর সংবাদদাতারা জানান যে, প্রথমিক সংবাদ অনুসারে মুজাহিদদের উক্ত সফল হামলায় 7 মুরতাদ সৈন্য মারা গিয়েছে, তবে এই সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পাবে বলেও আশা করা হচ্ছে। এদিকে বেঁচে যাওয়া বাকী মুরতাদ সৈন্যরা ব্যারাক ছেড়ে পালাতে সক্ষম হেয়েছিল।

এই অভিযান মহান আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে মুজাহিদিন মুরতাদ বাহিনীর সামরিক ব্যারাক হতে ১০টি গাড়ি ও সামরিকযান এবং প্রচুর পরিমাণে ভারী ও মাঝারি অস্ত্র, গোলাবারুদ গনিমত লাভ করেন।

এদিকে লড়াই চলাকালীন মূহুর্তে সামরিক ব্যারাকে মুজাহিদদের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে পড়া মুরতাদ বাহিনীকে রক্ষা করতে নতুন একটি সৈন্য বাহিনীকে প্রেরণ করে মুরতাদ সরকার। মুরতাদ বাহিনীকে উদ্ধার করতে আসা সৈন্যরা "দ্বাঞ্জা ও দিওনগানি"এর মধ্যবর্তী সড়কে মুজাহিদদের অন্য একটি ইউনিটের তীব্র আক্রমণের মুখোমুখি হয়, যাতে আরো 3 মুরতাদ সেনা নিহত হয় এবং বাকিরা পালিয়ে যায়।

ভারতের চার শহরে ১১ জনের দেহে করোনা ভাইরাসের লক্ষণ শনাক্ত করা গেছে। তাদেরকে হাসপাতালের সম্পূর্ণ আলাদা ওয়ার্ডে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। সম্প্রতি ওই ব্যক্তিরা চীন থেকে দেশে ফিরেছেন। তবে ওই ব্যক্তিদের মধ্যে করোনা ভাইরাসের সামান্য লক্ষণ দেখা গেছে বলে জানানো হয়েছে। এদের মধ্যে সাতজন কেরালার, দুইজন মুম্বাইয়ের এবং একজন বেঙ্গালুরু ও একজন হায়দরাবাদের বাসিন্দা।

গত ডিসেম্বরের শেষের দিকে হুবেই প্রদেশের রাজধানী শহর উহানে প্রথম ফ্লু টাইপের এই করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটে। ওই শহরের পর ভাইরাসটি রাজধানী বেইজিংসহ অন্যান্য প্রদেশেও ছড়িয়ে পড়েছে। এ ছাড়া চীনের প্রতিবেশী জাপান, থাইল্যান্ড, দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, ম্যাকাও এবং যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও অস্ট্রেলিয়াতেও এই রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে।

এখন ইউরোপ এবং এশিয়াতেও ছড়িয়ে পড়ছে এই ভাইরাস। অপর দিকে ফ্রান্সে তিনজনের এই ভাইরাসে আক্রান্তের বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া গেছে। শুক্রবার রাতে ফ্রান্সের স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, বোরডেক্সে প্রথম একজন এবং প্যারিসে দু’জনের এই ভাইরাসে আক্রান্তের বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া গেছে। চীনে করোনা ভাইরাসে এখন পর্যন্ত এক হাজার ২৮৭ জন আক্রান্ত হয়েছে বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে। এদের মধ্যে ৪১ জনই মারা গেছেন। কেরালার করোনা ভাইরাস-বিষয়ক যোগাযোগ ইন-চার্জ ড. অমর ফেটল বলেন, চীন থেকে আসা

সাতজনের দেহে করোনা ভাইরাসের সামান্য লক্ষণ দেখা গেছে। শুক্রবার তাদের আলাদা ওয়ার্ডে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।

ভারতের বিভিন্ন বিমানবন্দরে চীন এবং হংকং থেকে দেশে ফিরে আসা ২০ হাজারের বেশি যাত্রীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়েছে। এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, কেরালায় ৮০ জনকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে। এর মধ্যে ৭৩ জনের দেহে এই ভাইরাসের কোনো লক্ষণ পাওয়া যায়নি।
কিন্তু বাকি সাতজনের জ্বর এবং কাশিসহ এই ভাইরাসের সামান্য লক্ষণ দেখা গেছে। তাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এবং চিকিৎসকদের সার্বিক তত্ত্বাবধান ও পরামর্শে রাখা হয়েছে। দিল্লির অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সাইন্স (এইমস) ইতোমধ্যে একটি আলাদা ওয়ার্ড প্রস্তুত করে রেখেছে। নতুন এই ভাইরাসে আক্রান্তদের চিকিৎসায় সেখানে আলাদা শয্যা প্রস্তুত রাখা হচ্ছে।

এই ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার লক্ষণগুলো হলো- জ্বর, কাশি ও শ্বাসকষ্ট। বর্তমানে বিশ্বজুড়ে এই ভাইরাসের কারণে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। কারণ এই ভাইরাস অনেকটাই সেভার অ্যাকিউট রেসপিরেটরি সিনড্রোম বা সার্সের মতো। ২০০২ এবং ২০০৩ সালে সার্সের কারণে শত শত মানুষের মৃত্যু হয়েছিল।

সূত্র : এনডিটিভি।

যানজট, যত্রতত্র ময়লা-আবর্জনা, বায়ুদূষণ, মশার উৎপাত, বেহাল সড়ক, ফুটপাত দখলসহ নানা দুর্ভোগে অতিষ্ট রাজধানীবাসীর জীবন। নগরীর সড়কের বেহাল দশা কাটছেই না, এতে যানজটের ভোগান্তি আরও চরম আকার ধারণ করেছে। এর সাথে ফুটপাত দখল, রাস্তার দুই পাশে যত্রতত্র গাড়ি পার্কিং, গলি কিংবা সড়কের উপর ময়লা-আবর্জনার স্তুপ, মশার উপদ্রব সব মিলিয়ে নগরবাসীর জীবন একেবারে দুর্বিষহ। এর বাইরে ভয়াবহ বায়ুদূষণ রাজধানীবাসীর জন্য ‘মরার উপর খাড়ার ঘা’য়ের মতো অবস্থা। এ ছাড়া ঢাকার প্রাণ হিসাবে খ্যাত বুড়িগঙ্গার মরণ দশায় রাজধানী ঢাকাকে ‘পরিবেশগত সংকটাপন্ন’ এলাকা ঘোষণা করা উচিৎ-মর্মে ২২

জানুয়ারি মন্তব্য করেছেন হাইককোর্ট। বুড়িগঙ্গার দূষণ রোধ সংক্রান্ত রিটে আদালত অবমাননা মামলার শুনানিকালে আদালত উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

বছরজুড়েই রাজধানীতে চলছে ছোট বড় খোঁড়াখুঁড়ির কাজ। যার ফলে শুকনো মওসুম এলে ধূলোর উৎপাত বেড়ে যায় আর বর্ষাকাল শুরু হলেই কাদামাটির ছড়াছড়ি। ধুলা আর কলকারখানার ও গাড়ীর কালো ধোঁয়া এবং ইটভাটার কালো ধোঁয়ায় রাজধানীর বাতাস ভয়াবহ দূষণের কবলে। গত দুমাসের মধ্যে রাজধানী ঢাকা বায়ুদূষণের ক্ষেত্রে প্রায়ই বিশ্বের বিভিন্ন শহরের মধ্যে শীর্ষস্থানে ছিল। দূষণ আর দুর্ভোগের এই নগরীতে রাজধানীবাসী অনেকটা ধুকছে বলা যায়।

প্রতিবছর বর্ষার আগেই রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ি শুরু হয়। কিন্তু বর্ষা শেষ হলেও শেষ হয় না মেরামতের কাজ। বিভিন্ন সড়কের মাঝখানে ছোট ছোট খানাখন্দের জন্য রাজধানীবাসীকে কম ভোগান্তি পোহাতে হয় না। এখন রাজধানীতে চলছে যানজট নিরসনে মেট্রোরেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে ও বিআরটি- এই তিনটি মেগা প্রকল্পের কাজ। ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে কুড়িল-বনানী, মহাখালী, তেজগাঁও, মগবাজার, কমলাপুর, সায়েদাবাদ, যাত্রাবাড়ী হয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম সড়কের কুতুবখালী পর্যন্ত প্রায় ২০ কিলোমিটার দীর্ঘ হবে। এ প্রকল্প শেষ হবে ২০২১ সালের সেপ্টেম্বরে। গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রকল্প বা বিআরটি প্রকল্পটি গাজীপুর শহরের বাস ডিপো থেকে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর পর্যন্ত প্রায় ২১ কিলোমিটার। এ প্রকল্পের কাজ শেষ হবে ২০২০ সালের জুন মাসে। ঢাকা ম্যাস র‌্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট (এমআরটি) লাইন-৬ প্রকল্প- যেটা জনসাধারণের কাছে মেট্রোরেল প্রকল্প নামে পরিচিত। এটা উত্তরা তৃতীয় প্রকল্পের অ্যাপার্টমেন্ট প্রকল্প এলাকা থেকে পল্লবী, মিরপুর-১১, মিরপুর-১০, কাজীপাড়া, শেওড়াপাড়া, আগারগাঁও, বিজয় সরণি, ফার্মগেট, কাওরানবাজার, শাহবাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, তোপখানা রোড (সচিবালয়) হয়ে মতিঝিল পর্যন্ত দীর্ঘ হবে। এ প্রকল্পের কাজ শেষ হবে ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাসে। বিগ বাজেটের বড় তিনটি প্রকল্প শেষ করার জন্য রাজধানীর সড়ক খোঁড়াখুঁড়ির মধ্য দিয়ে চলছে। এ দিকে, বর্ষাকাল দরজায় কড়া নাড়ছে। বর্ষার আগেই রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ির কাজ শেষ না হলে রাজধানীবাসীর জন্য অন্তহীন ভোগান্তি অপেক্ষা করছে। রাজধানীর সড়কের বেহাল দশা কাটিয়ে উঠতে হলে বড় বড় প্রকল্পগুলো শিগগিরই শেষ হওয়া জরুরি বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

রাজধানীর সড়কের বেহাল দশা প্রসঙ্গে বুয়েটের এআরআই ইনস্টিটিউটের সহকারী অধ্যাপক কাজী মোহাম্মদ সাইফুন নেওয়াজ বলেন, নিরাপদ সড়কে চলাচল কারা জনগণের অধিকার। এ কারণে সড়ক নিরাপদ রাখা সরকারের দায়িত্ব। যারা সড়ক নির্মাণ করেন তারা নির্মাণ কাজটিই ভালো বোঝেন, কিন্তু কোন সড়কে কোন গাড়ি চলবে এটা বিশেষজ্ঞরা ভালো জানেন। আমাদের দেশে বিশেষজ্ঞদের মতামত নেয়ার প্রচলন একেবারেই কম। তিনি বলেন, সমন্বয়হীনতার কারণে কিছুদিন পর পর দেখা যায় রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ি চলছে। সঠিক নির্দেশনার অভাবে দীর্ঘসূত্রতার বিষয় চলে আসে।

রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ির পাশাপাশি ফুটপাত দখল নগরবাসীর জন্য আরেক দুর্ভোগের কারণ। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সর্বত্র এবং দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের অন্তত দেড়শ পয়েন্টে ফুটপাত-রাস্তা জবরদখলসহ অসংখ্য পয়েন্টে গড়ে উঠেছে অবৈধ হাটবাজার। রাস্তা-গলি মোড় দখল করে ব্যস্ততম রাজধানীতে অবৈধভাবেই গড়ে উঠেছে অন্তত ১৭টি বাস-ট্রাক টার্মিনাল। এসব ঘিরে চলছে চাঁদাবাজির মহোৎসব। দখলবাজরা প্রতি বছর লুটে নিচ্ছে শত শত কোটি টাকা। ক্ষমতাসীন দলের নেতা-কর্মী, পুলিশ আর স্থানীয় সিন্ডিকেট এসব বখরা ভাগ করে নিচ্ছে। প্রশাসনের নানা উদ্যোগেও ফুটপাথ-রাস্তা জবরদখলমুক্ত হয় না, দূর হয় না নগরবাসীর ভোগান্তি।

রাজধানীর অলিগলি বা রাজপথে বের হলেই বাসাবাড়ির বর্জ্যসহ হরেক রকম বর্জ্যর কোনো অভাব নেই। বর্জ্যরে কারণে প্রতিদিন নানান রোগবালাইয়ে আক্রান্ত হচ্ছে মানুষ। যত্রতত্র বর্জ্য ফেলায় ভরাট হচ্ছে নদী, খাল, লেক ও জলাশয়। দুই সিটি কর্পোরেশন থেকে ঢাকায় প্রতিদিন উৎপাদিত হচ্ছে প্রায় ৫ হাজার টন বর্জ্য, যার ৫০ থেকে ৬০ শতাংশ ডাম্পিং করা হয়। ২০ শতাংশ স্থানীয়ভাবে বেসরকারি উদ্যোগে বিশেষ করে টোকাইদের মাধ্যমে সংগ্রহ করে রিসাইক্লিং হয়। আর বাকিটা পথে-ঘাটে থেকে যায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে।

বিশ্বব্যাংকের এক সমীক্ষা মতে, ঢাকা শহরে প্রতিদিন বর্জ্য উৎপাদিত হচ্ছে প্রায় ৭ হাজার মেট্রিক টন। এর মধ্যে ডাম্পিং হয় ৩ হাজার ৮০০ মেট্রিক টন। অপর এক বেসরকারি জরিপ অনুযায়ী প্রতিদিন গৃহস্থালি বর্জ্য উৎপাদিত হয় ৫ হাজার ৯৫০ মেট্রিক টন। এছাড়া মেডিকেলসহ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান থেকে ১ হাজার ৫০ এবং রাস্তাঘাট থেকে ৪০০ মেট্রিক টন বর্জ্য উৎপাদিত হয়। প্রতিদিন নগরীতে মাথাপিছু উৎপাদিত হয় ৫৬০ গ্রাম বর্জ্য। উৎপাদিত বর্জ্যরে মধ্যে আছে প্লাস্টিক, কাগজ, কাচ, ধাতু ও জৈব বর্জ্য।

সরেজমিন দেখা গেছে, যাত্রাবাড়ীর একেবারে মোড়ে, ফকিরেরপুল বাজারে মূল সড়কের পাশে, বিজয়নগর পানির ট্যাংকের নিচে, ধানমন্ডির মূল সড়কের পাশেসহ রাজধানীর ছোট বড় রাস্তার মোড়ে, মূল সড়কের পাশে কিংবা সরুপথে ময়লার বড় বড় ডিপো রয়েছে; যেখান দিয়ে অসহনীয় দুর্গন্ধ ছড়ায়। পথচারীরা কিংবা বাসের যাত্রীরা যানজটে পড়ে ওই ময়লার স্ত‚পের কাছে আটকে পড়লে নাকে রুমাল কিংবা কাপড় দিয়ে টিপে ধরে। রুমাল না থাকলে হাতের দুই আঙ্গুল দিয়ে নাক টিপে ধরে পথচারীরা ওই এলাকা পার হন। এ ছাড়া, অনেক রাস্তার দুই পাশে অনবরত মলমূত্র ত্যাগ করে চলাচলের অনুপযোগী করে তোলা হলেও এগুলো যেন দেখার কেউ নেই। মূল সড়ক দখল করে গাড়ি মেরামত ও ধোঁয়ার কাজ চলছে অহরহ। গাড়ি রীতিমতো ফুটপাথের উপর বসিয়ে ধোয়া ও মেরামতের কাজ করলেও পথচারীদের সমস্যা হচ্ছে কি না তা দেখার কোনো সময় নেই তাদের। মতিঝিল, আরামবাগ, নয়াপল্টন ভিআইপি রোডের একপাশ, নাইটিংগেল মোড় দিয়ে বিজয়নগর পানির ট্যাংক ও আশপাশের এলাকা, মগবাজার, মালিবাগসহ রাজধানীর বেশকিছু এলাকা ঘুরে এ রকম চিত্র চোখে পড়ে। এখন রাজধানীবাসীর প্রশ্ন একটাই, কবেশেষ হবে সড়কের এই বেহাল দশা, কবে শেষ হবে ভোগান্তি, কবে ফিরে আসবে স্বস্তি?

ময়লা-দুর্গন্ধের চেয়ে মশার উৎপাতে নাকাল নগরবাসী। গতবছর এডিস মশার উপদ্রবে ডেঙ্গুর মহামারিতে পড়েছিল রাজধানীসহ সারাদেশের মানুষ। ডেঙ্গুজ্বরের আতঙ্কে কেটেছে রাজধানীবাসীর। ডেঙ্গুর আতঙ্ক এখনো কাটেনি। ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে কত মানুষ মারা গেছে, তারও সুনির্দিষ্ট হিসাব নেই। বেসরকারি হিসাবে এই সংখ্যা প্রায় তিন শ। সরকারের রোগতত্ত¡, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর) বলছে, গতবছর ১২৭টি মৃত্যু নিশ্চিতভাবে ডেঙ্গুতে হয়েছে। এই সংখ্যাও ডেঙ্গুতে মৃত্যুর নতুন রেকর্ড।

সাধারণত গতবছর মে-জুন থেকে ডেঙ্গুর প্রকোপ শুরু হয়। অক্টোবরের শেষ পর্যন্তও এর ভয়াহতা ছিল। এডিস মশার প্রকোপ এখন কিছুটা কমলেও নতুন করে কিউলেক্স মশার উপদ্রব শুরু হয়েছে। অর্থাৎ মশার উপদ্রব থেকে নগরবাসী কিছুতেই রেহাই পাচ্ছেনা।

সূত্র: ইনকিলাব

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) অফিসিয়াল ওয়েবসাইট হ্যাক করেছে ‘ইন্ডিয়ান সাইবার রিসার্চ অ্যান্ড ইম্পাওয়ার উইং’ নামে একটি হ্যাকার গ্রুপ।

শনিবার বিকাল ৪টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটটি হ্যাক করা হয়।

সাইটটি হ্যাক করে হ্যাকাররা হোমপেজে লিখে রাখে, ‘TEAM ICREW. Indian Cyber Research and Empower Wing. If you think you are advanced than us” your cyber space is nothing infront of indian hackers.’

চবির আইসিটি সেলের পরিচালক অধ্যাপক ড. হানিফ সিদ্দিকী বলেন, বিকাল ৪টার দিকে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট, ডুয়েটের ওয়েবসাইটসহ বাংলাদেশের কয়েকটি ওয়েবসাইট একই সঙ্গে হ্যাক করে ভারতীয় হ্যাকাররা।

ভারতে থাকা কথিত বাংলাদেশিদের এর আগে ‘উইপোকা’ বলে সম্বোধন করেছে স্বয়ং ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) সভাপতি অমিত শাহ। আর ‘ঘুষপেটিয়া’ (অনুপ্রবেশকারী) বলে গালাগালি তো নিত্যই লেগে আছে। কিন্তু এবার কথিত বাংলাদেশিদের নিয়ে বিচিত্র এক তথ্য জানাল শীর্ষস্থানীয় আর এক বিজেপি নেতা– ‘শুধু পোহা (চিড়া) খাওয়া দেখেই নাকি বোঝা যায় তারা বাংলাদেশি কিনা!’

এই বিজেপি নেতার নাম কৈলাস বিজয়বর্গী, সে দলের জাতীয় স্তরের সাধারণ সম্পাদক এবং রীতিমতো দাপুটে নেতা। আদতে মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরের লোক হলেও গত বেশ কয়েক বছর ধরে দল তাকে পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্ব দিয়ে রেখেছে। তাই সে রাজ্যেই বহু সময় কাটান এবং সেই সুবাদে এখন বাংলা বুঝতেও পারেন। কিন্তু প্রতিবেশী বাংলাদেশ ও সেখানকার মানুষজন নিয়ে তার ধারণা যে কী রকম, তা স্পষ্ট হয়ে গেছে কলকাতার এক আলোচনা সভাতেই।

কিন্তু ঠিক কী বলেছিলেন কৈলাস বিজয়বর্গী, যা নিয়ে শোরগোল পড়ে গেছে সারা ভারতজুড়ে?

ভারতে ঢুকে বাংলাদেশিরা কীভাবে কাজকর্ম বাগিয়ে নিচ্ছে, সে প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, 'এই তো ইন্দোরে আমার বাড়ির সামনে একটা কনস্ট্রাকশনের কাজ হচ্ছিল। আমি কয়েকদিন ধরে লক্ষ করলাম, ওখানে মজুররা সকাল-বিকাল খালি পোহা (চিড়া বা চিড়ার পোলাও) খাচ্ছে।'

'আমি ওদের ঠিকাদারকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম ওরা নাকি রুটি খেতে চায় না, আর হিন্দিও বলতে পারে না। ওরা দুবেলা শুধু পোহা পেলেই খুশি, আর তাই ঠিকাদারও ওদের খালি পোহা-ই দিয়ে যাচ্ছে।'

'এই শুধু পোহা খাওয়ার বিচিত্র খাদ্যাভ্যাস দেখেই আমার সন্দেহ হলো ওরা নির্ঘাত বাংলাদেশি। জানিয়েছেন বিজয়বর্গী।

তার এই মন্তব্য সামনে আসতেই ভারতজুড়ে হুলস্থুল পড়ে গেছে বলা যেতে পারে।

পোহা বা চিড়ার পোলাও ভারতের বহু রাজ্যেই সুলভ, সস্তা ও জনপ্রিয় একটি স্ন্যাক্স বলে পরিচিত– সেই পোহা খাওয়ার সঙ্গে বাংলাদেশি হওয়ার কী সম্পর্ক, সেই প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন নেটিজেনরা। সঙ্গে চলছে কৈলাস বিজয়বর্গীয়কে নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ।

#পোহা এদিন দুপুর থেকেই ভারতে সোশ্যাল মিডিয়াতে ভীষণভাবে ট্রেন্ডিং, যার কারণ বোঝাও শক্ত নয়! পলিটিক্যাল স্যাটায়ারিস্ট আকাশ ব্যানার্জি, যিনি 'দেশভক্ত' নামে ইউটিউব ও ডিজিটাল চ্যানেল চালান; তিনি টুইট করেছেন, 'এই অ্যান্টি-ন্যাশনাল খাবার #পোহা আমার সামনে প্লেটে কে এনে দিলো?'

মারাঠি সাংবাদিক নিখিল ওয়াগলে লিখেছেন, পুনে-মুম্বাইসহ মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন জায়গায় পোহা দারুণ জনপ্রিয় একটি খাবার। 'আর এই পোহা খাওয়া দিয়ে যদি বাংলাদেশি চেনা যায় তাহলে তো আমি বলবো আমাদের পরিবার সাত পুরুষের বাংলাদেশি!'

সাবেক ক্রিকেটার ভিভিএস লক্ষ্মণ, গৌতম গম্ভীরদের ইন্দোরে পোহা ও জিলাপি খাওয়ার পুরনো একটি ছবি রিটুইট করে জনৈক মহম্মদ আবু নাসের আলম লিখেছেন, 'পোহা আর জিলিপি খেতে গিয়ে ধরা পড়লেন কয়েকজন বাংলাদেশি!'

মাহক মোহন নামে আরেকজন টুইটার ব্যবহারকারী আবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পুরনো একটি সাক্ষাৎকারের লিঙ্ক পোস্ট করেছেন, যেখানে কৈলাস বিজয়বর্গীর 'বস' নিজে বলেছিলেন, 'পোহা আর খিচুড়ি ছাড়া আমার একদিনও চলে না!'

বেস্ট সেলার লেখক দেবদূত পট্টনায়ক টুইটারে নিরীহ একটা প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছেন, 'পোহা কি ভারতীয় খাবার নয়?'

বেশিরভাগ মন্তব্য অবশ্য রসিকতার সীমাতেই আটকে আছে। তবে অনেকে বিজেপি নেতা কৈলাস বিজয়বর্গীকে এই মওকায় একহাত নিতেও ছাড়ছেন না। কিন্তু সার্বিকভাবে বাংলাদেশিদের সম্পর্কে ক্ষমতাসীন বিজেপির নেতারা কী অদ্ভুত ও বিচিত্র সব ধারণা পোষণ করেন গোটা ঘটনায় সেটা নিঃসন্দেহে আরও একবার স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

সূত্র: বাংলা ট্রিবিউন

তুরস্কের পূর্বাঞ্চলীয় ইলাজিনপ্রদেশে আঘাত হানে ভয়াবহ ভূমিকম্প, যার ফলে হতাহত হয় অনেক লোক। তুর্কি কর্তৃপক্ষ আহতদের সর্বশেষ সংখ্যা ১,২৩৪ বলে জানিয়েছেন। সাথে এও বলা হয়েছে যে হতাহতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া এখনো অব্যাহত রয়েছে।

তুরস্কের দুর্যোগ ও জরুরি ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ (এএফএডি) এক বিবৃতিতে আহতদের প্রদেশ ভিত্তিক একটি পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছিল, যেখানে বলা হয় ইলাজিনে ৮৪৩, মালাতায় ২২৬, দিয়ারবাকিরে ৪৩, আদিয়ামানে ২৫, ব্যাটম্যানে ৬, কাহরামানমারসে ৩৭, সানলিউরফায় ৬৩ জন আহত হন।

তুরস্কের ৬.৮ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্পে অন্তত জন ২৯ জন নিহত হয়েছে বলে জানিয়েছে তুর্কি বার্তা সংস্থা আশ শিহাব ।

ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল ছিল ইলাজিনপ্রদেশের সিভিরিস শহর। ভূমিকম্প এতটাই শক্তিশালী ছিল যে, তা প্রতিবেশী দেশ সিরিয়া, লেবানন এবং ইরানেও এ ভূকম্পন অনুভূত হয়। তুরস্কে

স্থানীয় সময় শুক্রবার রাত ৮টা ৫৫ মিনিটে (বাংলাদেশ সময় শুক্রবার রাত ১১টা ৫৫ মিনিট) এ ভূমিকম্প আঘাত হানে।

তুরস্কের জরুরি বিভাগ জানিয়েছে, প্রথম ভূমিকম্পের পর প্রায় ৬০টি আফটারশক বা ভূকম্পন অনুভূত হয়েছে।

উদ্ধার কর্মীরা জানিয়েছে, ভূমিকম্পের ফলে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে অনেক এলাকা, এর মধ্যে গুরুতর ক্ষতিগ্রস্থ হয় ৮১টি ভবন, ৩০ টি সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্থ এবং ৫৩ টি স্বল্প ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এছাড়াও আরো অনেক কাঁচা-পাকা বাড়ি-ঘরও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

তুরস্কে মাঝেমধ্যেই ভূমিকম্প হয়। ১৯৯৯ সালের দেশটির পশ্চিমাঞ্চলীয় ইজমিত শহরে এক ভয়াবহ ভূমিকম্পে প্রায় ১৭ হাজার মানুষ নিহত হয়েছিল। (খবর আল-জাজিরা, দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট)

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকান ভিত্তিক শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদীন এক বরকতমী অভিযানের মাধ্যমে সোমালিয় মুরতাদ বাহিনী হতে একটি সীমান্ত শহর বিজয় করে নিয়েছেন।

শাহাদাহ নিউজ এজেন্সীর দেওয়া তথ্যমতে, 25 জানুয়ারি শনিবার আল-কায়েদার জানবায মুজাহিদীন বৃহত্তর এক অভিযানের জন্য ইথিউপিয়া সীমান্তের দিকে যাত্রা শুরু করেন।

মুজাহিদদের বিশাল এই বাহিনীর আগমনের সংবাদ পেয়ে ইথিউপিয়া ও সোমালিয়ার মধ্যবর্তী সীমান্ত শহর "ফারলাবাহ" ছেড়ে পলায়ন করে সোমালিয় মুরতাদ সৈন্যরা। মুরতাদ সৈন্যদের পলায়নের পর মুজাহিদগণ কোন ধরণের যুদ্ধ ছাড়াই শহরটি বিজয় করে নেন। লুকিয়ে থাকা মুরতাদ সৈন্যদেরকে বন্দী করতে বর্তমানে শহরের ভিতরে চিরুনি অভিযান চালাচ্ছেন মুজাহিদগণ।

২৫শে জানুয়ারি, ২০২০

আল-কায়েদার বর্তমান সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন 25 জানুয়ারি শনিবার সন্ধ্যাকাল পর্যন্ত সিরিয়ার বিভিন্ন স্থানে সর্বমোট 7টি অভিযান পরিচালনা করেছেন। যেই অভিযানগুলো চালানো হচ্ছে দখলদার রাশিয়ান কুফফার বাহিনী ও আসাদ সরকারের সমর্থিত নুসাইরী ও ইরানী শিয়া মুরতাদ জোটগুলোর বিরুদ্ধে।

আল-কায়েদা যোদ্ধাদের পরিচালিত "অপারেশন ওয়া হাররিদীল মু'মিনীন" এর মিডিয়া হতে জানা যায় যে, এসকল হামলার মধ্যে আলেপ্পোর "রশিদাইন" ফ্রন্টলাইনে মুজাহিদদের স্নাইপার হামলায় 1 মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে।

বিশেষ করে মুজাহিদগণ তাদের আজকের অভিযানগুলো বেশিরভাগই পরিচালনা করেছেন ইদলিব প্রদেশের আন-ওয়াহিয়্যাহ ও তিল-কারিস্তান অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে। মুজাহিদগণ দুটি অঞ্চলেরই প্রতিটি স্থানে কুফফার ও মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে ভারী ও মাঝারী ধরণের অস্ত্র দ্বারা তীব্র হামলা চালিয়েছেন, যা এখনো অব্যাহত রয়েছে।

এসকল স্থানে মুজাহিদদের হামলায় কুফফার রাশিয়ান ও শিয়া মুরতাদ জোট বাহিনীর অনেক সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে। ধ্বংস করা হয়েছে তাদেন অনেক চেকপোস্ট ও অবস্থানস্থল।

তবে কুফফার রাশিয়া দাবি করছে যে, আলেপ্পোতে মুজাহিদদের হামলায় কুখ্যাত নুসাইরী মুরতাদ বাহিনীর 11 সৈন্য নিহত হয়েছে। তবে মুজাহিদ সমর্থিত বিশ্লেষকরা বলছেন হতাহতের সংখ্যা আরো কয়েকগুণ বেশি।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদিন আজ 25 জানুয়ারি শনিবার ক্রুসেডার আমেরিকা ও আফগান মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিক হেলিকপ্টার এবং একটি ড্রোন বিধ্বস্ত করেছেন।

বিস্তারিত সংবাদ হতে জানা যায় যে, দক্ষিণ আফগানিস্তানের হেলমান্দ প্রদেশের "কাজকি" জেলায় মুরতাদ বাহিনীর সামরিক ঘাঁটিতে আজ বিকালে হেলিকপ্টারটি অবতরণের চেষ্টা করে। কিন্তু ঘাঁটিতে অবতরণের পূর্বেই তালেবান মুজাহিদদের ছুড়া একটি ক্ষেপণাস্ত্র এসে সরাসরি আঘাত হানে হেলিকপ্টারটিতে। সাথে সাথে হেলিকপ্টারটি অবতরণের কোন চেষ্টা ছাড়াই মাটিতে এসে ছিটকে পড়ে। হেলিকপ্টারটি বিধ্বস্ত হওয়ার সময় তাতে থাকা সকল মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়।

অন্যদিকে বলখ প্রদেশের প্রাদেশিক জেলার "বাগাহ" এলাকায় দখলদার ক্রুসেডার মার্কিন বাহিনীর একটি ড্রোন নামিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন, পরে মুজাহিদগণ তা গনিমত হিসাবে লাভ করেন এবং মেরামত কাজের জন্য তালেবান ইঞ্জিনিয়ারদের নিকট পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকান ভিত্তিক সোমালিয়ান শাখা "হারাকাতুশ শাবাব" আল-মুজাহিদিন 25 জানুয়ারি শনিবার (সন্ধা পর্যন্ত পাওয়া সংবাদ অনুশারে) সোমালিয়া জুড়ে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে 4টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

শাহাদা নিউজ এজেন্সের তথ্যমতে, দক্ষিণ সোমালিয়ার জুবা রাজ্যের "কাসমায়ো" শহরে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন।

যার ফলে "হাসান কাম্বুনী" নামক উচ্চপদস্ত 1 অফিসারসহ দেশটির মুরতাদ বাহিনীর 5 সৈন্য হতাহত হয়।

অন্যদিকে মাদাক প্রদেশের "জালকায়ূ" শহরে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের হামলায় নিহত হয় আরো 1 মুরতাদ সেনা।

জানা গেছে যে, নিহত হওয়া উক্ত সৈন্য পেন্টল্যান্ড সংসদের এক ডেপুটির দেহরক্ষী ছিল।

এমনিভাবে রাজধানী মোগাদিশুর "হিডেন" শহরে সোমালিয় মুরতাদ সরকারের পক্ষে হতে নিয়োজিত সোমালি পুলিশের ফৌজদারি তদন্ত বিভাগের কর্মকর্তা এবং "ডেনালি" জেলার মেয়রকে টার্গেট করে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন।

কিন্তু ভাগ্যক্রমে উক্ত মেয়র ও পুলিশের ফৌজদারি তদন্ত বিভাগের কর্মকর্তা গুরতর আহত হয়ে মৃত্যুর দোয়ার থেকে বেঁচে যায়, তবে এই হামলায় তার কয়েকটা দেহরক্ষী ও কতক মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়।

এমনিভাবে মুজাহিদগণ তাদের অন্য একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেন, সোমালিয়ার "কারযূলী" শহরে অবস্থিত ক্রুসেডার উগান্ডান সন্ত্রাসী বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটিতে। যার ফলে অনেক ক্রুসেডার ও তাদের সহযোগিতায় নিয়োজিত অনেক সোমালিয় মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়।

আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকান ভিত্তিক শাখা "জামাআত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন/JNIM" এর জানবায আল্লাহ ভীরু মুজাহিদিন চলিত মাসে পশ্চিম আফ্রিকার দেশ "মালি" এর বিভিন্ন রাজ্যে দেশটির মুরতাদ বাহিনী ও দখলদা ক্রুসেডার ফ্রান্সের বিরুদ্ধে বেশ কিছু সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন। যার কিছু নিউজ আমরা ইতিমধ্যে প্রকাশ করেছি। প্রকাশিত নিউজ ছাড়া আরো কয়েকটি নিউজ হচ্ছে...

JNIM এর মুজাহিদদের পরিচালিত অফিসিয়াল #Az_Zallaqa_Media ফাউন্ডেশন এ প্রচারিত সংবাদ হতে জানতে পারা যায় যে, গত 6 জানুয়ারি মালির সিফু রাজ্যের "দায়িরাহ" অঞ্চলে

দেশটির মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন আল-কায়েদার জানবায মুজাহিদিন। যার ফলশ্রুতিতে মুরতাদ বাহিনীর 7 সদস্য নিহত হয়, আর যারা ভাগ্যক্রমে বেঁচে যায় তারা নিজেদের অস্ত্র যুদ্ধের ময়দানে রেখেই পলায়ন করেন।

এসময় মুজাহিদগণ মুরতাদ বাহিনী হতে 4টি ক্লাশিনকোভ, 1টি ভারী দূর্পাল্লার যুদ্ধাস্ত্র এবং গুলাবারুদে পরিপূর্ণ 4টি বড়ধরণের বক্স।

এমনিভাবে গত 22 জানুয়ারি রাত্রিকালীন সময় মালির "দাইওয়ানগানী" শহরে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটিতে বৃহত্তর সফল অভিযান পরিচালনা করেন JNIM এর জানবায মুজাহিদগণ।

যার ফলে মুরতাদ বাহিনীর 10 সৈন্য নিহত এবং 15 এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য আহত হয়। এছাড়াও মুজাহিদগণ মুরতাদ বাহিনীর ঘাঁটি হতে প্রচুরপরিমাণ ভারী ও হালকা যুদ্ধাস্ত্রের পাশাপাশি 7 সামরিকযান ও গাড়ি গনিমত লাভ করেন। মুজাহিদগণ গনিমত প্রাপ্ত গাড়িগুলো যুদ্ধাস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জামাদি দিয়ে পরিপূর্ণ করে নিজেদের ঘাঁটিতে নিয়ে আসেন।

একই দিনে মালির মুভটি রাজ্যে মুজাহিদদের বোমা হামলায় নিহত হয় আরো 2 মুরতাদ সদস্য এবং আহত হয় আরো কতক।

ভারতের বিহার রাজ্যের পাটনা জেডি মহিলা কলেজে যদি কোনো শিক্ষার্থী বোরকা পরে যান, তবে তাকে ভারতীয় ২৫০ রুপি জরিমানা দিতে হবে।

শনিবার (২৫ জানুয়ারি) কলেজের এমন নোটিশের পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের বরাত দিয়ে এ তথ্য জানায় আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম।

নোটিশে ‘ড্রেসকোড লঙ্ঘন’ অজুহাতে শিক্ষার্থীদের জন্য বোরকা পরাকে নিষিদ্ধ করেছে কলেজ কর্তৃপক্ষ।

এতে বলা হয়, ‘সব শিক্ষার্থীকে কলেজে নির্ধারিত ড্রেসকোড অনুসরণ করে আসতে হবে। কলেজে বোরকা পরে আসতে শিক্ষার্থীদের নিষেধ করা হচ্ছে।’

কলেজটির প্রধান বীণা অমৃত স্থানীয় সংবাদমাধ্যমকে জানান, শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামঞ্জস্য নিশ্চিত করার জন্য এ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে শিক্ষার্থীদের প্রতিক্রিয়া তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি।

গত বছরের সেপ্টেম্বরে, ভারতের তেলেঙ্গানা রাজ্যের রাজধানী হায়দ্রাবাদের সেন্ট ফ্রান্সিস মহিলা কলেজে শিক্ষার্থীদের পোশাক নিয়ে এমনই এক নির্দেশনা শিক্ষার্থীদের প্রতিবাদের মুখে কলেজ কর্তৃপক্ষ প্রত্যাহার করে নেয়।

উত্তর রাখাইনে রোহিঙ্গা গ্রামে মিয়ানমার সেনাবাহিনীর ছোড়া গোলায় দুই নারী নিহত ও সাতজন আহত হয়েছেন। নিহতদের একজন গর্ভবতী ছিলেন। স্থানীয় এমপি ও গ্রামের এক বাসিন্দার বরাতে বার্তা সংস্থা রয়টার্স এমন খবর দিয়েছে।

গণহত্যা থেকে সংখ্যালঘু রোহিঙ্গাদের সুরক্ষায় জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের নির্দেশের দুদিন পরেই এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে।

উত্তর রাখাইনের বুথিডং শহরতলী থেকে নির্বাচিত পার্লামেন্ট সদস্য মোং কিউ জান বলেন, নিকটস্থ ব্যাটালিয়ন থেকে ছোড়া ওই গোলা কিন তুয়াং গ্রামে মাঝরাতে আঘাত হেনেছে।

গত এক বছরেরও বেশি সময় ধরে স্থানীয় বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে আসছে মিয়ানমারের সেনাবাহিনী। তবে ওই এমপি বলেন, যখন এই কামানোর গোলা ছোড়া হয়, তখন কোনো লড়াই ছিল না। বিনা উসকানিতেই ওই গোলা নিক্ষেপ করা হয়েছে। আর চলতি বছরে এভাবে বেসামরিক লোক নিহত হওয়ার ঘটনা এটা দ্বিতীয়। জানুয়ারির শুরুতে চার রোহিঙ্গা হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছিল।

উত্তর রাখাইনে ২০১৭ সালে সামরিক বাহিনীর ধরপাকড়ে সাত লাখ ৩০ হাজারের বেশি রোহিঙ্গা পালিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছেন। তাদের ওপর হত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ ও নিপীড়ন করা হয়েছে।

আর জাতিসংঘ বলছে, গণহত্যার উদ্দেশ্য নিয়েই মিয়ানমার বাহিনী সামরিক অভিযান চালায়।

সম্প্রতি আরাকান আর্মি ও সামরিক বাহিনীর মধ্যে নতুন করে সংঘাতে অঞ্চলটিতে ব্যাপক উত্তেজনা চলছে। ওই সংঘাতে কয়েক হাজার লোক বাস্তুচ্যুত হয়েছেন।

রাখাইনে বর্তমানে কয়েশ রোহিঙ্গা অবস্থান করছে বলে খবরে জানা গেছে। তাদের ওপর এমনভাবে বিধিনিষেধ আরোপ করে রাখা হয়েছে যে এসব রোহিঙ্গা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারছেন না। স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষার অধিকার থেকেও বঞ্চিত হচ্ছেন।

গত শনিবার মুখপত্র 'সামনা'-য় হুশিয়ারি দিয়ে শিবসেনা বলেছে, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মুসলিমদের এ দেশ থেকে বাইরে ছুড়ে ফেলা উচিত এবং এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।

মুসলিম বিরোধী বিতর্কিত নাগরিকত্ব আইন বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ-প্রতিবাদে যখন গোটা ভারত উত্তাল, ঠিক সেই সময়ে এমন মন্তব্যে প্রবল সমালোচনার মুখে পড়েছে শিবসেনা। খবর আনন্দবাজার পত্রিকা।

দুদিন আগেও পুণেতে গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে এক বৈঠকে মহারাষ্ট্র নবনির্মাণ সেনার প্রধান রাজ ঠাকরে একই কথা বলেছিল। ওই দিন সে বলেছে, 'ভারত ধর্মশালা নয়। মানবতার চুক্তি করেনি দেশ।'

রাজ ঠাকরে আরও জানিয়েছে, মুম্বাই থেকে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের তাড়াতে আগামী ৯ ফেব্রুয়ারি মিছিল বার করবে।

জেরুসালেমের সবচেয়ে বিরোধপূর্ণ স্থান আল আকসা মসজিদে হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলি সন্ত্রাসী পুলিশ।

গতকাল শুক্রবার সকালের নামাজ শেষে মুসল্লিদের ওপর এ হামলা চালিয়েছে বলে সংবাদ প্রকাশ করেছে মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক সংবাদমাধ্যম 'মিডল ইস্ট মনিটর'।

এ ছাড়াও পূর্ব জেরুসালেমের বেইত সাফাফা এলাকায় শারাফাত মসজিদে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে কট্টরপন্থী সন্ত্রাসী ইহুদিরা। ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম 'হারেতজ' এর বরাত দিয়ে এ তথ্য প্রকাশ করেছে 'মিডল ইস্ট মনিটর'।

আল-আকসা মসজিদে হামলা নিয়ে 'মিডেল ইস্ট মনিটর'-এ প্রকাশিত প্রতিবেদনের তথ্য মতে, সকালের নামাজের পর শত শত ফিলিস্তিনি আল আকসা মসজিদ চত্বরে অবস্থান নেয়। এ সময় 'ডোপ অব হোপ' নামে ইসরায়েলি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ শুরু করলে হামলা চালায় ইসরায়েলি পুলিশ।

এ সময় ফিলিস্তিনিদের লক্ষ্য করে রাবার বুলেট ছুড়তে শুরু করে তারা। এতে বেশ কয়েকজন ফিলিস্তিনি আহত হন এবং ১৩ জনকে গ্রেপ্তার করে তারা।

অন্যদিকে বেইত সাফাফা এলাকায় শারাফাত মসজিদে আগুনের ঘটনায় মসজিদটির অভ্যন্তরীণ ক্ষতি হলেও এই হামলায় কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।

চট্টগ্রামের শুলকবহর এলাকার বস্তিতে আগুনে ঘর তো পুড়েছেই, সেই সঙ্গে ছাই হয়েছে কারও মেয়ের বিয়ের জন্য গচ্ছিত টাকা, আবার কেউ হারিয়েছে নতুন ঘর তৈরির স্বপ্ন।

ঘটনাস্থলে গিয়ে চোখে পড়ে ঘর পোড়া মানুষের আহাজারি। ঘরের সাথে আগুন কেড়ে নিয়েছে তাদের শেষ সম্বলটুকুও। ঘর পোড়া মানুষগুলোকে সান্ত্বনা দেওয়ারও কেউ নেই। সব হারিয়ে নিঃস্ব সবাই।

শুক্রবার সকালে চট্টগ্রামের পাঁচলাইশ থানার শুলকবহরের পুরাতন ওয়াপদা সংলগ্ন ডেন্টাল মেডিকেলের পাশে ডেকোরেশন গলির বাবু কলোনিতে এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। কলোনিতে ঝুপড়ি ঘর তুলে তা ভাড়া দিয়েছিলেন অনেকেই, যেখানে বসত ছিল নিম্ন আয়ের শতাধিক পরিবারের।

আবু কলোনির রফিক সাওদাগরের ভাড়াটিয়া সাহেরা বেগম। তিন ছেলে, তিন মেয়ে, ছেলের বৌ আর স্বামীকে নিয়ে নয়জনের সংসার তার। নিজেরা বাঁচতে পারলেও আগুনের লেলিহান শিখা থেকে ঘরের কিছুই রক্ষা করতে পারেননি।

সাহেরা বেগম বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমকে বলেন, সকালে বাসার পেছন দিক থেকে চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু হলে তারা কয়েকজন প্রতিবেশী কেউ মারামারি করছিল মনে করে থামাতে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে ধোঁয়া দেখে বুঝতে পারেন তাদের কলোনিতে আগুন লেগেছে। কিন্তু বাসায় ফেরার আগেই তার বসত ঘরটিতেও আগুন লেগে যায়।

চোখের সামনে ঘর পুড়ে ছাই হতে দেখা সাহেরা বলেন, "আগামী ২ ফেব্রুয়ারি আমার বড় মেয়ের বিয়ের দিন ঠিক করেছিলাম। বিয়ের কেনাকাটার জন্য প্রতি মাসে হাজারে ২০০ টাকা সুদে ৩০ হাজার টাকা এনে বাসায় রেখেছিলাম তিন দিন আগে। পাশাপাশি মেয়ের জন্য দুই জোড়া কানের দুল ও ২০ হাজার টাকা দিয়ে একটি চেইনও তৈরি করে বাসায় রেখেছিলাম।"

মেয়ের বিয়ের জন্য গচ্ছিত এসব টাকা আর স্বর্ণালঙ্কার আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

সাহেরা বেগম বলেন, মেয়ে যেন স্বাবলম্বী হয় সেজন্য সেলাইয়ের কাজ শিখিয়েছিলেন। বিয়ের পর মেয়েকে দেবেন বলে সেলাই মেশিনও কিনে রেখেছিলেন। আগুনে হারিয়েছেন সেই সেলাই মেশিনটিও।

রাস্তায় পিঠা বিক্রি করেন ময়না বেগম। আর তার স্বামী মানুষের বাসা থেকে ময়লা সংগ্রহের গাড়ি চালান। দুজনের রোজগারে নিজেদের একটা ঘর বানানোর জন্য কিছু টাকা ব্যাংকে রেখে জমিয়েছিলেন ময়না বেগম। ওর মধ্যে থেকে ৩০ হাজার টাকা তুলে রেখেছিলেন কলোনির ঘরে।

ময়না বলেন, “৩০ হাজার টাকা উত্তোলন করেছিলাম ফটিকছড়িতে বাবার বাড়ির জায়গায় ঘর বানানোর জন্য। কিন্তু সন্তানদের অসুস্থতার কারণে বাড়ি যেতে না পারায় টাকাগুলো ঘরেই ছিল। আগুনে সে টাকাগুলো সব পুড়ে গেছে।”

ময়না বেগমের মতো জমানো টাকা ছাই হতে দেখেছেন বেবী আক্তার। ধোঁয়া দেখে ছুটে এসেও রক্ষা করতে পারেননি কিছুই।

বেবী আক্তারের স্বামীও মানুষের বাসা থেকে ময়লা সংগ্রহের কাজ করেন। আর বেবী আক্তার চারটি বাসায় কাজ করে মাসে পান ১০ হাজার টাকা।

সকালে তার বাসায় যখন আগুন লেগেছিল তখন তিনি ছিলেন মানুষের বাসায় কাজে। স্বামী ছিলেন নিজের কাজেই।

বেবী বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমকে বলেন, “সকালে পাঁচলাইশ থানার পেছনে একটি বাসায় কাজে গিয়েছিলাম। বাসার বারান্দা মোছার সময় দেখি আগুনের ধোঁয়া। কাজ রেখে দ্রুত ছুটে আসি বাসায়। এসে দেখি কিছুই নেই।

“বাসায় একা থাকা ছোট মেয়েটিকে খুঁজে পাইনি। পরে শুনেছি এক ব্যক্তি আমার মেয়েকে উদ্ধার করে নিরাপদে নিয়ে গেছে।”

বাসায় কাজ করে এক সাথে কয়েক মাসের বেতন পেলেও পুরো টাকাই আগুনে পুড়েছে বেবীর।

অসহায় গলায় বেবী বলেন, “নিজের আয়ের টাকায় কিছু আসবাব, স্বর্ণালঙ্কার করেছিলাম। সেগুলো বাসায় রাখা ছিল।

“আর একটি বাসার মালিক চার মাস না থাকায় গত (বৃহস্পতিবার) একসাথে ১৫ হাজার টাকা বেতন দিয়েছে। সে টাকাগুলোও পুড়ে নিঃস্ব হয়ে গেছি।”

বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে ফায়ার সার্ভিস।

তার আগুনেই পুড়ে যায় বস্তির প্রায় ১০০টি ঘর।

https://youtu.be/-UYtvqp4Ev0

বিভিন্ন অজুহাতে নির্যাতন বা খবরদারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে নতুন কোনো ঘটনা নয়। সব সময় ক্ষমতাসীন দলের ছাত্রসংগঠনের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর নির্ভর করে সাধারণ শিক্ষার্থীদের চাওয়া-পাওয়া। এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের প্রশ্রয়ে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে এ বক্তব্য পাওয়া গেছে।

শিক্ষার্থীরা জানান, গত মঙ্গলবার রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলে যে নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে, সেটা ধারাবাহিক পরিস্থিতির অংশ। ওই রাতে চার ছাত্রকে ছাত্রশিবিরের কর্মী সন্দেহে ব্যাপক মারধর করেন হল শাখা ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা। রাতে প্রায় আড়াই ঘণ্টা নির্যাতনের পর হল প্রশাসন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরিয়াল টিমের মাধ্যমে তাঁদের শাহবাগ থানায় সোপর্দ করা হয়। পরদিন দুপুরে পুলিশ তাঁদের ছেড়ে দেয়। ছাড়া পেয়ে বিচারের দাবিতে বিকেল পাঁচটা থেকে রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে অবস্থান শুরু করেন মারধরের শিকার ছাত্র মুকিমুল হক চৌধুরী। তিনি চিকিৎসার জন্য গতকাল হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। হামলার শিকার অন্য তিন ছাত্রের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি।

সন্ত্রাসবিরোধী ছাত্র ঐক্যের অন্যতম নেতা হাসান আল মামুন প্রথম আলোকে বলেন, মারধরে আহত মুকিমুলকে পরিবারের সদস্যরা একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করিয়েছেন। সুস্থ হলে আবার আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

নির্যাতনের চক্র

প্রতিবছর জানুয়ারির শুরুতে রাত ১১টা থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে একটু পরপর তরুণদের ছোট-বড় দল চোখে পড়ে। ‘গেস্টরুম’ থেকে গভীর রাত পর্যন্ত বাইরে ঘুরতে পাঠানো এসব তরুণ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী। জ্যেষ্ঠ শিক্ষার্থীদের দেখামাত্র সালাম

দেওয়া, রাজনৈতিক কর্মসূচিতে যেতে বাধ্য থাকা ইত্যাদি শর্ত সাপেক্ষে তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলোর গণরুমে থাকেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসনসংকটের ফলাফল গণরুমব্যবস্থা। এক কক্ষে গাদাগাদি করে থাকেন অনেক শিক্ষার্থী। হলে থাকতে হলে ক্ষমতাসীন দলের ছাত্রসংগঠনের নিয়ন্ত্রণে থাকা গণরুমগুলোতে উঠতেই হয়, বিনিময়ে যেতে হয় ওই সংগঠনের নিয়মিত রাজনৈতিক কর্মসূচিতে। এখন গণরুমের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রক ছাত্রলীগ। ডাকসু নির্বাচনের সময় সব প্যানেলের ইশতেহারে গণরুমব্যবস্থার সমাধানের আশ্বাস থাকলেও এ ব্যবস্থা এখনো বহাল।

চার ছাত্রকে মারধর। বিক্ষোভে সরব ক্যাম্পাস। আহত মুকিমুল প্রতিবাদ কর্মসূচি থেকে হাসপাতালে।

মঙ্গলবার রাত দেড়টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি এলাকায় কথা হলো প্রথম বর্ষের কয়েকজন শিক্ষার্থীর সঙ্গে। তাঁরা বললেন, ‘বড় ভাইয়েরা’ গেস্টরুম থেকে তাঁদের ঘুরতে পাঠিয়েছেন। জানালেন ‘গেস্টরুম’-এর দুর্ব্যবহার ও পড়তে এসে হতাশ হওয়ার গল্প।

প্রথম বর্ষে যাঁরা এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হন, দ্বিতীয় বর্ষে তাঁদেরই অনেকে আবার অবতীর্ণ হন ‘বড় ভাই’য়ে। তাঁরা কাউকে শিবির-সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে পেটান, কাউকে পেটান কর্মসূচিতে না যাওয়ার অভিযোগে, কাউকে আবার পেটান অবাধ্যতার অজুহাতে। তাঁদের কোনো বিচার হয় না। এভাবেই বছরের পর বছর ধরে নির্যাতনের এই চক্র চলে আসছে। এ ক্ষেত্রে অনেকটা নির্বিকার বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর এ কে এম গোলাম রব্বানী অবশ্য বললেন, সুনির্দিষ্ট অভিযোগ এলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ব্যবস্থা নেয়। তবে শুধু ছাত্রলীগের ওপর দোষ চাপাতে নারাজ তিনি। খারাপ সংস্কৃতির পরিবর্তনে মানসিকতার পরিবর্তন দরকার বলে মনে করেন তিনি।

পেটানো হলেও ব্যবস্থা নেওয়া হয় না

মঙ্গলবার রাতে শিবির-সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ তুলে চার ছাত্রকে পিটিয়ে পুলিশে দিয়েছে ছাত্রলীগ। কিন্তু কোনো লিখিত অভিযোগ না পাওয়ায় পুলিশ তাঁদের ছেড়ে দেয়। এমন ঘটনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এটিই প্রথম নয়। মূলত ছাত্রলীগের ভিন্নমতাবলম্বী হলে, এমনকি কারও

সঙ্গে ব্যক্তিগত শত্রুতা থাকলেও তাঁকে 'শিবির কর্মী' আখ্যা দিয়ে মারধরের ঘটনার নজির রয়েছে।

২০১৫ সালের ২ আগস্ট রাতে বিজয় একাত্তর হলে আন্তর্জাতিক ব্যবসায় (আইবি) বিভাগের শিক্ষার্থী হোসাইন মিয়াকে ছাত্রশিবিরের কর্মী আখ্যা দিয়ে বেধড়ক মারধর করেন ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা। অথচ হোসাইন ছিলেন ছাত্রলীগেরই কর্মী। ওই ঘটনায় হলের তদন্ত কমিটি হল শাখা ছাত্রলীগের তৎকালীন সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ ছয়জনের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করেছিল। কিন্তু সাড়ে তিন বছর পার হলেও সেই সুপারিশের বাস্তবায়ন হয়নি।

২০১৭ সালের ১৩ আগস্ট রাতে মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হলে প্রথম বর্ষের ছাত্র মনিরুল ইসলামকে একই অপবাদে পিটিয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হলেও রাতেই হলে ফিরিয়ে আনা হয়। পরে জানা যায়, মনির ছাত্রশিবিরের কেউ নন, ছাত্রলীগের কর্মী। তাঁর পরিবারও আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত।

ওই ঘটনার চার দিন পর হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলের পাঁচ শিক্ষার্থীকে শিবির কর্মী সন্দেহে মারধর করে পুলিশে দেন ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা। পরে শাহবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল হাসান জানান, শিবির-সম্পৃক্ততার কোনো প্রমাণ না পাওয়ায় তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

নির্যাতনের ঘটনা আরও আছে

ডাকসু নির্বাচনে ছাত্রলীগের প্যানেলের বাইরে থেকে প্রার্থী হওয়ার জের ধরে গত বছরের ১ এপ্রিল রাতে এসএম হলে মাস্টার্সের ছাত্র ফরিদ হাসানকে পিটিয়ে রক্তাক্ত করেন হল শাখা ছাত্রলীগ ও হল সংসদের নেতারা। বিচার চেয়ে পরদিন প্রাধ্যক্ষের কাছে স্মারকলিপি দিতে গিয়ে ছাত্রলীগের হাতে লাঞ্ছিত হন ডাকসুর ভিপি নুরুল হক। লাঞ্ছনা ও মারধরের শিকার হন কয়েকজন নারীনেত্রীও।

ঘটনা তদন্ত করে হল প্রশাসন ৭ মে উপাচার্যের কাছে প্রতিবেদন দেয়। এরপর ২৮ মে শৃঙ্খলা বোর্ডের সভায় প্রতিবেদনটি পর্যালোচনা করে সুপারিশ দেওয়ার জন্য চারজন প্রাধ্যক্ষকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। ঘটনার এক বছর হতে চললেও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

শৃঙ্খলা বোর্ডের সদস্যসচিব ও প্রক্টর গোলাম রব্বানী বলেন, প্রতিবেদনটি শৃঙ্খলা বোর্ডে পাস হয়েছে। পরবর্তী সিন্ডিকেট সভায় উঠবে।

সহপাঠীর কাছ থেকে ক্যালকুলেটর ধার নেওয়া নিয়ে ২০১৮ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে (এসএম হল) ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের মারধরের শিকার হন এহসান রফিক। তিনি দুর্যোগবিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন। তাঁকে হলের একটি কক্ষে আটকে রেখে নির্যাতন করা হয়। এতে এহসানের একটি চোখের কর্নিয়া গুরুতর জখম হয়। তাঁর কপাল ও নাক ফেটে যায়।

প্রতিবাদ-বিক্ষোভ

মঙ্গলবারের ঘটনার প্রতিবাদে চার দফা দাবি এবং ২০১৮ সালের ২৩ জানুয়ারি নিপীড়নবিরোধী শিক্ষার্থীদের ওপর ছাত্রলীগের হামলার দুই বছর পূর্তি উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) সহসভাপতি (ভিপি) নুরুল হকের নেতৃত্বাধীন ১২ ছাত্রসংগঠনের জোট সন্ত্রাসবিরোধী ছাত্র ঐক্য গতকাল ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে। রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে সমাবেশে ভিপি নুরুল হক অভিযোগ করে বলেন, শিক্ষার্থীদের মুক্তভাবে মতপ্রকাশ ও মুক্ত জ্ঞানচর্চার পথে ছাত্রলীগ প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সমাবেশে ভিপি নুরুল চার দফা দাবি তুলে ধরেন। এগুলো হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর এ কে এম গোলাম রব্বানীর পদত্যাগ, প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের আবাসিক হলে বৈধ সিট দেওয়া ও অছাত্র-বহিরাগত বিতাড়ন করে হলগুলোতে ছাত্রলীগের সন্ত্রাস-দখলদারি বন্ধ করা, ২২ ডিসেম্বর ডাকসু ভবনে ছাত্রলীগ-মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চের হামলা-ভাঙচুর ও জহুরুল হক হলে নির্যাতনের ঘটনায় জড়িতদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আজীবন বহিষ্কার এবং নিরাপদ ও গণতান্ত্রিক ক্যাম্পাস বিনির্মাণ।

বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশনের ৩৫ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে গতকাল দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় আয়োজিত ছাত্র সমাবেশেও চার ছাত্রকে নির্যাতনের ঘটনার প্রতিবাদ জানানো হয়। সেখানে আলোচনায় অংশ নিয়ে ডাকসু ভিপি অভিযোগ করেন, ভিন্নমত দমনের লক্ষ্যে সরকারদলীয় ছাত্রসংগঠন পরিকল্পিতভাবে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করছে।

ইকোনমিস্টের গণতন্ত্র সূচকে ১০ ধাপ নিচে নেমে যাওয়ার পর ফের বিশ্বে মুখ পুড়ল ভারতের। ইকোনমিস্টে ভারতের বর্তমান দুরবস্থা নিয়ে প্রকাশিত হল বিশ্লেষণী প্রতিবেদন। ২০ কোটি মুসলিম দেশে কীভাবে অসহায় অবস্থায় রয়েছে সে নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে পত্রিকাটি। সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন এবং জাতীয় নাগরিকপঞ্জি ইস্যুতে নিয়ে লন্ডনের 'দি ইকোনমিস্ট' পত্রিকা বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের তীব্র সমালোচনা করেছে।

'দি ইকোনমিস্ট' পত্রিকার সাম্প্রতিক ইস্যুতে বলা হয়েছে, ভারতের ২০ কোটি মুসলিম আতঙ্কিত! তাঁদের আশঙ্কা, নরেন্দ্র মোদি 'হিন্দু রাষ্ট্র' গঠনের দিকে এগোচ্ছে। গতমাসে ভারত সরকার যে আইন এনেছে, তাতে মুসলিম বাদে বাকিদের নাগরিকত্ব পাওয়া সহজ করে দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে ১৩০ কোটি মানুষের নাগরিকত্ব যাচাই করতে উদ্যত হয়েছে বিজেপি সরকার, যাতে বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের খুঁজে বের করা যায়। কিন্তু, মূলত হিন্দুত্ববাদী চিন্তাধারায় বেআইনি নাগরিকের সংজ্ঞা নির্ধারণ করছে সন্ত্রাসী মোদি সরকার। তাদের এরূপ আগ্রাসনের কবলে পড়ে দেশ হারানোর পথে মুসলিমরা। মোদির বিভিন্ন মন্ত্রী নানা সময়ে মুসলিমদেরকে দেশছাড়া করার হুমকি দিয়ে আসছে। মুসলিমদের মধ্যে যাঁরা ধরা পড়বেন, তাঁদের জন্য ডিটেনশন ক্যাম্প তৈরিরও নির্দেশ দিয়েছে হিন্দুত্ববাদী সরকার।

বাবরি মসজিদের পর এবার বারাণসীর ঐতিহাসিক জ্ঞানভাপি মসজিদ নিয়ে আদালতে আবেদন জমা পড়েছে। জ্ঞানভাপি মসজিদের তত্ত্বাবধায়ক সংস্থা আনজুমান ইনতেজামিয়া মসজিদ কমিটি মঙ্গলবার স্থানীয় আদালতে একটি আবেদনপত্র জমা দিয়েছে।

এই আবেদনপত্রে জ্ঞানভাপি মসজিদের সম্পূর্ণ চত্বরে আর্কিওলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া বা ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগ যে সার্ভে করতে চেয়েছিল, তাতে আপত্তি জানানো হয়েছে। বারাণসীর আদালত এই আবেদন গ্রহণ করেছে এবং ৩ ফেব্রুয়ারি এ নিয়ে শুনানি হবে বলে জানিয়েছে।

এ সম্পর্কে আইনজীবী বিজয়শঙ্কর রাস্তোগি বলেছেন, ১৯৯১ সালে পণ্ডিত সোমনাথ ব্যাস এবং অন্যরা আদালতে প্রথমবারের মতো একটি পিটিশন দাখিল করে। আর এটি দাখিল করা হয় স্বয়ম্ভূ জ্যোর্তিলিঙ্গ ভগবান বিশ্বেশরের পক্ষ থেকে। এতে দাবি করা হয় যে, জ্ঞানভাপি মসজিদে

তাদের পুজো করার অনুমতি দিতে হবে। তাদের দাবি ছিল, মুসলিমরা মন্দির চত্বরেরই একটি অংশ দখল করে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করেছে।

রাস্তোগি জানান, ১৯৯৮ সালে অতিরিক্ত জেলাজজ নিম্ন আদালতকে নির্দেশ দিয়েছিল, জ্ঞানভাপি চত্বর থেকে সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করতে হবে, যাতে ওই মসজিদ চত্বরের ধর্মীয় অবস্থান এবং চরিত্র নির্ণয় করা যায়। এলাহাবাদ হাইকোর্ট উপরোক্ত নির্দেশের উপর স্থাগিতাদেশ জারি করে। ২০১৯ সালের ১০ ডিসেম্বর আইনজীবী রাস্তোগি আদালতে আর একটি আবেদনপত্র দাখিল করে অনুরোধ জানান, পুরাতত্ত্ব বিভাগ যেন সমগ্র জ্ঞানভাপি মসজিদ চত্বরের একটি সার্ভে করে।

আইনজীবী রাস্তোগি দাবি করেন, তিনি দেবতা স্বয়ম্ভূ জ্যোর্তিলিঙ্গ ভগবান বিশ্বেশ্বরের পরম মিত্র। পরম মিত্র হিসেবে তিনি এই পিটিশন দাখিল করছেন। রাস্তোগির মতে, আদালত তার আবেদনপত্র গ্রহণ করে এবং ২১ জানুয়ারি শুনানির দিন ধার্য করে। রাস্তোগি বলেন, মুসলিম আনজুমান কমিটি আপত্তি জানিয়ে পুরাতত্ত্ব বিভাগের সার্ভের বিরুদ্ধে একটি পিটিশন দাখিল করেছে। আনজুমান কমিটির যৌথ সেক্রেটারি ইয়াসিন বলেছেন, এলাহাবাদ হাইকোর্ট যে স্থগিতাদেশ দিয়েছিল, তা এখনও কার্যকরী রয়েছে। তাই নিম্ন আদালত এ সম্পর্কে কোনও সিদ্ধান্ত দেওয়ার অধিকারী নয়।

উল্লেখ্য, মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেব ১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দে এই মসজিদটি তৈরি করেছিলেন। এর পাশেই রয়েছে কাশী বিশ্বনাথ মন্দির। উগ্র সন্ত্রাসী হিন্দুরা দাবি করে আসছে, বাবরি মসজিদের মতো বারাণসীর জ্ঞানভাপি মসজিদ ও মথুরায় অবস্থিত আর একটি মসজিদও মন্দির নির্মাণের জন্য তাদের হাতে তুলে দিতে হবে।

সূত্র: পূবের কলম

২৪শে জানুয়ারি, ২০২০

ইমারতে ইসলামিয়ার জানবায তালেবান মুজাহিদিন "আল-ফাতাহ" অপারেশনের ধারাবাহিকতায় 24 জানুয়ারি আফগানিস্তান জুড়ে দেশটির মুরতাদ সরকারি সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে অনেক সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।
তালেবান মুজাহিদদের এসকল অভিযানের মধ্য হতে কয়েকটি হল-
কান্দাহর প্রদেশের "দাখাকারিজ" অঞ্চলে তালেবান মুজাহিদদের হামলায় 6 আফগান মুরতাদ সৈন্য নিহত, 2 সৈন্য গ্রেফতার। ফলশ্রুতিতে মুজাহিদগণ ২টি পোস্ট বিজয় করতে সক্ষম হন।

জাওজান প্রদেশের "মানকাজিক" জেলায় আফগান মুরতাদ বাহিনীর একটি পোস্টে তালেবান মুজাহিদিন হামলা চালালে পোস্টি ধ্বয়স হয়ে যায়। এতে 3 সৈন্য নিহত এবং 2 সৈন্য আহত হয়।
বিপরীতে মুরতাদ বাহিনীর হামলায় 2 জন মুজাহিদ আহত হন।

বলখ প্রদেশের চাহার-বুলুক জেলায় তালেবান মুজাহিদদের হামলায় মুরতাদ বাহিনীর একটি ট্যাংক ধ্বংস এবং 6 সেন্য নিহত ।

একই প্রদেশের শুরতী অঞ্চলে মুজাহিদদের হামলায় নিহত হয় আরো 3 আফগান সৈন্য। এসময় মুরতাদ বাহিনীর 1টি ট্যাঙ্কও ধ্বংস করেন মুজাহিদিন।
খোস্ত প্রদেশের "নাদেরশাহ" অঞ্চলে মুজাহিদদের হামলায় আফগান মুরতাদ বাহিনীর একটি ট্যাঙ্ক ধ্বংস এবং 4 সৈন্য নিহত হয়।
একই প্রদেশের "মাতাহ-চীনাহ" এলাকায় তালেবান মুজাহিদদের হামলায় এক পুলিশ অফিসারসহ আরো 2 পুলিশ সদস্য নিহত হয়।

আলহামদুলিল্লাহ্, তালেবান মুজাহিদিন প্রতিটি অভিযান হতেই অনেক অনেক গনিমত লাভ করেছেন।

আল-ফাতাহ অপারেশনের ধারাবাহিকতায় আফগানিস্তান জুড়ে ব্যাপক অভিযান পরিচালনা করছেন ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদিন।

এরই ধারাবাহিকতায় 24 জানুয়ারি শুক্রবার আফগানিস্তানের হেলমান্দ প্রদেশের "কাজাকি" জেলায় আফগান মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে বড় ধরণের অভিযান শুরু করেছেন তালেবান মুজাহিদিন।

সর্বশেষ সংবাদ পাওয়া পর্যন্ত জেলাটির 6টি ঘাঁটি ও 20টি চেকপোস্ট ছেড়ে পলায়ন করেছে আফগান মুরতাদ বাহিনী। বর্তমানে আফগান সৈন্যদের বড় একটি দলকে তালেবান মুজাহিদগণ কাজাক জেলার পাহাড়ি এলাকায় চতুর্দিক থেকে অবরুদ্ধ করে রেখেছেন।

বিশ্লেষকরা মনে করেন, কাজাক জেলা আফগান মুরতাদ বাহিনীর হাত ছাড়া হলে এর বড় এক প্রভাব পড়বে কাবুল প্রশাসনের উপর। আর তালেবানও এই জেলাটি বিজয়ের মাধ্যমে নিজেদের অবস্থান আরো মজবুত করে নিবেন।

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন এর একটি অভিযানে 9 সোমালিয়ান সৈন্য নিহত।

শাহাদাহ নিউজ এর বরাতে জানা যায় যে, সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুর বালআদ শহরের "জালুলী" এলাকায় দেশটির মুরতাদ সরকারি সন্ত্রাসী বাহিনীর বিরুদ্ধে 24 জানুয়ারি একটি সফল অভিযান পরিচালনা করে আল-কায়েদা শাখা "হারাকাতুশ শাবাব" আল-মুজাহিদিন।

হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের উক্ত সফল অভিযানে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর 9 এরও অধিক সৈন্য নিহত ও আহত হয়। এছাড়াও হারাকাতুশ শাবাব যোদ্ধারা মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিকযান ধ্বংস করতে সক্ষম হন।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদিন বছর ব্যাপী আফগানিস্তান জুড়ে ক্রুসেডার আমেরিকা ও তাদের গোলাম মুরতাদ কবুল সরকারের সন্ত্রাসী বাহিনীর বিরুদ্ধে পরিচালনা করে আসছেন "আল-ফাতাহ" অপারেশন।

এরি ধারাবাহিকতায় আজ 24 জানুয়ারি শুক্রবার আফগানিস্তানের নানগাহার প্রদেশের "শেরজাদ" জেলায় দেশটির মুরতাদ বাহিনীর অপারেটিং লাইনে তীব্র হামলা চালান ইমারতে ইসলামিয়ার জানবায আল্লাহ ভীরু তালেবান মুজাহিদিন।

যার ফলশ্রুতিতে আফগান মুরতাদ বাহিনীর 12 সৈন্য নিহত এবং 16 সৈন্য আহত হয়। ধ্বংস করা হয় মুরতাদ বাহিনীর একটি ট্যাংক।

বিপরীতে, আফগান মুরতাদ বাহিনীর হামলায় আহত হন একজন তালেবান মুজাহিদিন। আল্লাহ তা'আলা আহত মুজাহিদ ভাইকে পরিপূর্ণ সুস্থতা দান করুন।

আল-কায়েদা সিরিয়ান ভিত্তিক শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীনের পরিচালিত অপারেশন রুম "ওয়া হাররিদীল মু'মিনীন" এর জানবায মুজাহিদগণ 24 জানুয়ারির প্রথম রাতে পূর্ব ইদলিব প্রদেশের "নুহাইয়া" এলাকায় কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া/মুরতিদ বাহিনীর অবস্থান লক্ষ্য করে ভারী মেশিনগান দ্বারা তীব্র হামলা চালিয়েছেন।

আলহামুদুলিল্লাহ, মুজাহিদদের উক্ত হামলায় মুরতাদ বাহিনীর অবস্থানস্থল ধ্বংস হওয়া ছাড়াও অনেক মুরতাদ শিয়া সন্ত্রাসী নিহত ও আহত হয়।

আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকান ভিত্তিক শাখা "জামাআত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন/JNIM" এর জানবায মুজাহিদিন গত 23 জানুয়ারি পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালি "মুবটি" রাজ্যে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

আল-হিজরাহ মিডিয়া কর্তৃক প্রকাশিত সংবাদ হতে জানা যায় যে, মুজাহিদগণ তাদের উক্ত সফল অভিযানটি পরিচালনা করেছেন "মুবটি" রাজ্যে অবস্থিত মুরতাদ বাহিনীর "বুলাকী" নামক একটি সামরিক ঘাঁটিতে। এসময় মুজাহিদদের হামলায় অনেক মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়। ধ্বংস করা হয় মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিকযান।

আল-কায়েদা সিরিয়ান শাখা তানযিম "হুররাস আদ-দ্বীন" শামের জিহাদের ময়দানে নিজেদের সংখ্যায় সল্পতা ও অস্ত্রে কমতি থাকা সত্যেও সিরিয়ায় চলমান প্রতিটি ফ্রন্টলাইনে খুবই বীরত্বের সাথে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন।

চালাচ্ছেন ইদলিবে কুফ্ফার ও মুরতাদ বাহিনীর উপর তীব্র হামলা। মুসলিমদের সুরক্ষার্থে সীমান্ত এলাকাগুলোতে বসিয়েছেন চৌকি। যেখানে দিন রাত রিবাতের দায়িত্ব পালন করছেন মুজাহিদগণ। অন্যদিকে লড়াইয়ের ময়দানে কুফ্ফার ও মুরতাদ বাহিনী হতে পাচ্ছেন অনেক গনিমতও।

https://alfirdaws.org/2020/01/24/31906/

আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকান ভিত্তিক শাখা "জামাআত নুসরাতু ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন" (JNIM) এর জানবায মুজাহিদগণ গত 23 জানুয়ারি দখলদার ক্রুসেডার ফ্রান্সের সন্ত্রাসী বাহিনীর বিরুদ্ধে 1টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

আল-কায়েদা শাখা JNIM এর মুজাহিদগণ তাদের সফল অভিযানটি পরিচালনা করেন মালির "তাম্বুকতু" রাজ্যে। যেখানে মুজাহিদদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয় ক্রুসেডার ফ্রান্সের সামরিক বাহিনীর সদস্যরা। উক্ত অঞ্চলে মুজাহিদদের হামলায় কতক ক্রুসেডার হতাহত হওয়ার পাশাপাশি তাদের একটি গাড়িও ধ্বংস করেন মুজাহিদগণ। এসময় গাড়িতে থাকা ক্রুসেডার সৈন্যরাও হতাহতের শিকার হয়।

পশ্চিম আগারগাঁও কাঁচাবাজারে আতিকুর রহমানের মুদিদোকান। ক্রেতা রুহুল আমিন বিআর-২৮ চালের দাম জানতে চাইলেন। বিক্রেতা বললেন, কেজি ৩৮ টাকা।

রুহুল আমিনের কাছে জানতে চাইলাম, এর আগে তিনি কত দরে কিনেছেন? উত্তর দিলেন, বছরখানেক ধরে ঢাকায় থাকেন। এবারই প্রথম তিনি বিআর–২৮ কিনছেন। এর আগে কিনতেন মিনিকেট, যার কেজি এখন ৫০ টাকা।

রুহুল আমিন চার কেজি চাল কিনলেন। মিনিকেট বাদ দেওয়ায় মোট সাশ্রয় ৪৮ টাকা। কথায় কথায় বললেন, স্থানীয় একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন। যা বেতন পান, তা দিয়ে চলা কঠিন। বাজারে বিভিন্ন পণ্যের দাম বেড়ে যাওয়ায় খরচ কমানোর জন্য একটু কম দামি চাল কেনা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না।

শরীরের মেদ কমাতে মানুষ নানাভাবে 'ডায়েট' করে। এখন সীমিত আয়ের সংসারগুলো 'ডায়েট' করছে, মানে খরচ কমাচ্ছে। সাধারণ একটি সংসারে খাওয়ার জন্য দিনে যা লাগে, তার বেশির ভাগের দামই বাড়তি অথবা চড়া।

মূল্যবৃদ্ধির তালিকায় সর্বশেষ যোগ দিয়েছে চাল। মোটামুটি আয়ের পরিবারে সবচেয়ে জনপ্রিয় মিনিকেট চালের দাম কেজিতে তিন থেকে চার টাকা বেড়েছে। বিভিন্ন জনপ্রিয় ব্র্যান্ডের এক কেজি চাল কিনতে লাগছে ৫০ থেকে ৫৪ টাকা। ভালো মানের মোটা চালের দাম দুই টাকার মতো বেড়ে কেজি উঠেছে ৩৫ টাকায়।

চালের আগে চলতি মাসের শুরুর দিকে বেড়েছিল মোটা দানার মসুর ডালের দাম। কেজিতে প্রায় ২০ টাকা। এ ডাল আবার নিম্ন আয়ের মানুষ বেশি কেনে। অ্যাংকর ডাল ও মুগ ডালের দামও কিছুটা বাড়তি।

নভেম্বর থেকে কয়েক ধাপে বেড়েছে খোলা সয়াবিন ও পাম তেলের দাম, লিটারে ১৫ থেকে ২০ টাকা। বোতলের তেলও লিটারে ৮ টাকা বাড়িয়েছেন ব্যবসায়ীরা। চিনির দাম কেজিতে ৫ থেকে ৭ টাকা বেড়েছে। আটা নিয়ন্ত্রণে আছে, কিন্তু ময়দার দাম অনেক দিন ধরেই চড়া।

দেশি পেঁয়াজের কেজি এখনো ১০০ টাকার নিচে নামেনি। নতুন করে ১০ টাকা বেড়ে চীনা রসুন ১৫০ থেকে ১৬০ টাকায় উঠেছে। দেশি রসুনের কেজি ১৮০ থেকে ২০০ টাকা। আদা কিনতেও প্রতি কেজি ১৪০ টাকা লাগছে। শীত প্রায় শেষ, শীতের সবজির দাম এবার এখনো ততটা কমেনি।

কনজ্যুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ক্যাব) হিসাবে, ২০১৯ সালে ঢাকায় মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়েছে সাড়ে ৬ শতাংশ, যা আগের বছর বৃদ্ধির হার ছিল ৬ শতাংশ। ক্যাব বলেছে, গেল বছর জীবনযাত্রার ব্যয় আরও বেশি হারে বাড়ত, যদি চাল, ডাল, তেল, চিনির দাম কম না থাকত। কিন্তু নতুন বছরের শুরুতেই দেখা গেল, চাল-ডালের দামই বাড়তি।

শুধু বাজারেই যে অস্বস্তি, তা নয়। জানুয়ারিতে অনেকের বাসাভাড়া বেড়েছে, দুই শয়নকক্ষের বাসার ক্ষেত্রে বাড়ার পরিমাণ ৫০০ থেকে ১ হাজার টাকা। তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাসের (এলপিজি) দাম বেড়েছে এক সিলিন্ডারে (১২ কেজি) ২০০ টাকা। এ মাসেই অনেক এলাকায় ডিশ বিল, ময়লা নেওয়ার বিল বাড়িয়েছেন সেবাদাতারা।

এভাবে মূল্যবৃদ্ধি কতটুকু চাপ তৈরি করেছে, তা জানতে গত তিন দিনে অন্তত ১০ জনের সঙ্গে আলাপ হয়। তাঁদের একজন একটি বেসরকারি ভোগ্যপণ্য বিপণনকারী প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন, নাম গোলাম কিবরিয়া। স্ত্রী ও দুই সন্তান নিয়ে থাকেন কাঁঠালবাগানে। দুই শয়নকক্ষের বাসাটির ভাড়া ১৬ হাজার টাকা, সঙ্গে সেবা মাশুল বা সার্ভিস চার্জ ৩ হাজার। তিনি বলেন, ৬৫ হাজার টাকা বেতনেও তাঁর সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়ছে। জানুয়ারিতে বাসাভাড়া ১ হাজার টাকা বেড়েছে। জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে। বেতন না বাড়লে তিনি ৩ হাজার টাকার একটি মাসিক সঞ্চয় স্কিম ভেঙে ফেলার চিন্তা করছেন।

পীরেরবাগের জুতার দোকানমালিক মো. রিপন বলেন, ছয় মাস ধরে জুতার বেচাকেনা কম। প্রতিবছর চৈত্র মাসের দিকে দুই মাসের মতো বিক্রি কম থাকে। এবার অনেক আগে থেকেই ব্যবসার পরিস্থিতি খারাপ। এরই মধ্যে বাজারের ব্যয় বাড়ায় তিনি বিপাকে পড়েছেন।

পরিকল্পনা কমিশনের পেছন দিকে চায়ের দোকান চালান মো. সাব্বির। তিনি ছোট্ট দোকানে এক মাসে ২ হাজার ৭৮০ টাকা ব্যয় বাড়ার হিসাব দিলেন। এর মধ্যে রয়েছে দোকানের ভাড়া বাবদ মাসে ১ হাজার ৫০০ টাকা, চিনিতে ৩৬০ টাকা, চায়ে ৪৫০ টাকা, কনডেন্সড মিল্কে ২৭০ টাকা ও গ্যাসে ২০০ টাকা।

সাব্বির বলেন, বাণিজ্য মেলা শুরুর পর দোকান ভাড়া দিনে ৫০ টাকা বেড়ে এখন ১৫০ টাকা। বিক্রি তেমন বাড়েনি। আর পাঁচ টাকার চা এখনো পাঁচ টাকাতেই বিক্রি করতে হচ্ছে।

পশ্চিম কাজীপাড়ার বাইশবাড়ি এলাকার হেলাল উদ্দিনের দোকান থেকে আড়াই শ গ্রাম ডাল কিনে ফিরছিলেন রিকশাচালক মজিবুর রহমান। দোকানি দাম নিল ২০ টাকা, যা কিছুদিন আগেও ১৫ টাকা ছিল। আয় কি বেড়েছে, জানতে চাইলে মজিবুর বলেন, '১০ টাকার ভাড়া ১৫ টাকা চাইলেই মানুষ মারতে উদ্যত হয়।'

মূল্যস্ফীতি বাড়তি

পণ্যের দাম বাড়লে মূল্যস্ফীতিও বাড়ে। ২০১৮-১৯ অর্থবছর শেষ হয়েছিল ৫ দশমিক ৫২ শতাংশ মূল্যস্ফীতি নিয়ে। কিন্তু ২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রথম মাস জুলাইয়ে তা বেড়ে ৫ দশমিক ৬২ শতাংশে ওঠে। পরের তিন মাস ওঠা–নামার মধ্যে ছিল। নভেম্বরে এসে তা ৬ শতাংশ ছাড়িয়ে যায়, যা ছিল ২৪ মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ। পরের মাস ডিসেম্বরে অবশ্য তা কিছুটা কমেছে। দাঁড়িয়েছে ৫ দশমিক ৭৫ শতাংশে।

অবশ্য বাজারে মূল্যবৃদ্ধির প্রবণতা বেশি জানুয়ারিতে। ফলে এ মাস শেষ হলে মূল্যস্ফীতির আসল চিত্রটা দেখা যাবে। এ ছাড়া অশনিসংকেত হলো, বিশ্ববাজারে পণ্যমূল্য বাড়তি।

আয় কত বাড়ছে

পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা আয়-ব্যয় জরিপে মানুষের আয় বাড়ার চিত্রটা দেখা যায়। কিন্তু এ জরিপ সর্বশেষ ২০১৬ সালে করেছে বিবিএস। এতে দেখা যায়, আয়ের দিক দিয়ে সবচেয়ে নিজের স্তরে থাকা ৫ শতাংশ পরিবারের মাসিক গড় আয় ছিল ৪ হাজার ৬১০ টাকা, যা ২০১০ সালের তুলনায় ৫৩৯ টাকা কম।

বিপরীতে সবচেয়ে উচ্চ আয়ের পরিবারে মাসিক গড় আয় ৯ হাজার ৪৭৭ টাকা বেড়ে ৪৫ হাজার ১৭২ টাকা দাঁড়িয়েছে। অবশ্য এ জরিপে সবচেয়ে ধনীদের প্রকৃত হিসাব আসে না বলেও অভিযোগ রয়েছে। সার্বিকভাবে বিবিএসের হিসাবে, আয়বৈষম্য অনেকটাই বেড়েছে।

নতুন করে আরেক দফা বাড়ল চালের দাম। তেল, চিনি, ডালের দাম আগেই বাড়তি। সংকটে সীমিত আয়ের মানুষ।

এখন কী অবস্থা, তা কিছুটা বোঝা যায় বিবিএসের মজুরি হার সূচক দেখে। বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম

মোয়াজ্জেম মজুরি হার সূচক বিশ্লেষণ করে বলেন, নির্মাণ খাত ও মৎস্য খাতে প্রকৃত মজুরি বাড়ার বদলে কমছে। আর সেবা ও কৃষি খাতে প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধির হার ১ শতাংশীয় বিন্দুর কম। তবে উৎপাদনশীল খাতে প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধির হার ২ শতাংশীয় বিন্দুর বেশি।

প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধি হিসাব করা হয় মজুরি বাড়ার হার থেকে মূল্যস্ফীতির হার বাদ দিয়ে। সাধারণভাবে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধির হার ছিল শূন্য দশমিক ৮৪ শতাংশীয় বিন্দু। সর্বশেষ গত ডিসেম্বর পর্যন্ত তিন মাসে বৃদ্ধির গতি কমেছে বলে উল্লেখ করেন গোলাম মোয়াজ্জেম।

এখনকার বাজার পরিস্থিতি মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয়ে কেমন প্রভাব ফেলতে পারে জানতে চাইলে গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, হঠাৎ করে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি জীবনমানে প্রভাব ফেলে। ক্রয়ক্ষমতা দুর্বল হয়ে যায়। অনেক সময় মানুষকে সঞ্চয়ে ছাড় দিতে হয়।

সূত্রঃ প্রথম আলো

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) শাখা সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের সভাপতি রেজাউল হক রুবেলকে বহিষ্কারের দাবিতে ঝাড়ু মিছিল করেছে শাখা সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের উপ-গ্রুপ ‘বিজয়’। এ সময় গত বুধবারের হামলার অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবিতে অবরোধও করা হয়। এতে গতকাল সকাল থেকে শাটল ট্রেন ও শিক্ষক বাস চলাচল বন্ধ রয়েছে।

বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১টায় বিজয় গ্রুপের নেতা সাইফুল করিম জুয়েলের নেতৃত্বে এই ঝাড়ু মিছিল শুরু করে সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের একাংশ। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যার এ এফ রহমান হল থেকে শুরু হয়ে মিছিলটি কেন্দ্রীয় মসজিদের সামনে পৌঁছালে পুলিশের বাধার মুখে পড়ে। সে সময় সভাপতিকে উদ্দেশে বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকে অবরোধকারীরা। বিবাদমান গ্রুপ দুটি শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান নওফেলের অনুসারী।

বিজয় গ্রুপের নেতা জুয়েল আমাদের সময়কে বলেন, 'সভাপতির বয়স এখন ৩২ বছর ৫ মাস। তার ছাত্রত্ব বাতিল হয়েছে বহু আগে। ছাত্রলীগের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী তার সভাপতি হওয়ার কোনো যোগ্যতা নেই। এই অযোগ্য সভাপতির অনুসারীরা গতকাল আমাদের কর্মীদের

ওপর হামলা করেছে। অনতিবিলম্বে আমরা সভাপতির পদত্যাগ ও আমাদের ভাইদের ওপর হামলাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি জানাই।'

সূত্রঃ আমাদের সময়

নওগাঁর পোরশা সীমান্তে ভারতীয় সন্ত্রাসী সীমান্তসন্ত্রাসী বাহিনীর (বিএসএফ) গুলিতে তিন বাংলাদেশী নিহত হয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার ভোর রাতে উপজেলার দুয়ারপাল সীমান্ত এলাকার ২৩১/১০(এস) মেইন পিলারের নীলমারী বীল এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। ভারতের ক্যাদারীপাড়া ক্যাম্পের সন্ত্রাসী বিএসএফ জোয়ানরা ঘটনাটি ঘটিয়েছে বলে জানা গেছে।

স্থানীয় এলাকাবাসী সূত্র জানায়, ওই দিন ভোরে বাংলাদেশের বেশ কিছু লোক গরু নিতে ভারতে প্রবেশ করে। গরু নিয়ে আসার পথে ক্যাদারীপাড়া ক্যাম্পের টহলরত বিএসএফ সন্ত্রাসীরা তাদেরকে পিছন থেকে গুলি ছোঁড়ে। এসময় অন্যরা চলে আসতে সক্ষম হলেও ভারতের আট শ' গজ ভেতরে বিষ্ণুপুর বিজলীপাড়ার শুকরার ছেলে সন্দিপ (২৪), কাঁটাপুকুরের মৃত জিল্লুর রহমানের ছেলে কামাল (৩২) এবং বাংলাদেশের দুই শ' গজ ভেতরে চকবিষ্ণুপুর দিঘিপাড়ার মৃত খোদাবক্করের ছেলে মফিজ উদ্দিন (৩৮) নিহত হন।

১৬ বিজিবি হাঁপানিয়া ক্যাম্প কমান্ডার নায়েব সুবেদার মোখলেছুর রহমান ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেন এবং তিনজন গুলিবিদ্ধ হয়েছেন বলে জানান। গুলিবিদ্ধের মধ্যে বাংলাদেশের মধ্যে একজন মারা গেছেন এটি নিশ্চিত করেন তিনি। অপর দু'জন ভারতের অভ্যন্তরে মারা গেছে কিনা খোঁজখবর নিচ্ছেন।

সূত্রঃ নয়া দিগন্ত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সার্জেন্ট জহুরুল হক হলে 'শিবির সন্দেহে' নির্যাতনের শিকার চারজন শিক্ষার্থীর একজন মুকিম চৌধুরী বিচারের দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে টিএসসির রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে অবস্থান নিয়েছেন। তিনি বুধবার সন্ধ্যে থেকে এই অবস্থান নিয়েছেন। মঙ্গলবার

রাতে তাকেসহ বাকীদেরকে নির্যাতনের পর পুলিশের হাতে তুলে দেয় সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা।

আবাসিক হলে সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের নির্যাতনের শিকার মুকিম চৌধুরী জানিয়েছেন, তাকে মারধর এবং বিনা কারণে পুলিশে দেয়ার ঘটনায় জড়িতদের বিচার না হওয়া পর্যন্ত তিনি সেখানে অবস্থান করবেন। এজন্য ঢাবির জহুরুল হক হল শাখা সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ নেতার ও ডাকসু হল সংসদের কয়েকজন নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ করছেন তিনি।

এদিকে, মুকিমের ওপর নির্যাতনের প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের শিক্ষার্থীরা মানববন্ধন করেছেন। মুকিম এই বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। অন্যদিকে, ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের জন্য জহুরুল হক হল কর্তৃপক্ষ তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে।

কী হয়েছিল?

সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের নির্যাতনের শিকার মুকিম চৌধুরী বলেন, সার্জেন্ট জহুরুল হক হলে মঙ্গলবার রাতে সরকার-সমর্থক ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতা তাকেসহ দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বর্ষের মোট চারজন ছাত্রকে গেস্টরুমে ডেকে নেবার পর তাদের মারধর করা হয়।

মারধরের শিকার শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেছেন, তাদেরকে 'শিবির সন্দেহে' ডাকা হয়েছিল, এবং তাদের দফায় দফায় হাতুড়ি, মোটা তার (মোটা এই কোএক্সিয়েল তারগুলো স্যাটেলাইট টিভি সংযোগের জন্য ব্যবহার হয়) এবং ক্রিকেট স্ট্যাম্প দিয়ে পেটানো হয়। একপর্যায়ে সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের অন্য নেতৃবৃন্দ এবং হলের আবাসিক শিক্ষকেরা এসে পৌঁছালে চার ছাত্রকে শাহবাগ থানায় হস্তান্তর করা হয়।

তবে, ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক লেখক ভট্টাচার্য দাবি করেছেন, ওই শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসাবাদ করার ঘটনায় শুধু হল শাখা ছাত্রলীগ নয়, হলের সাধারণ শিক্ষার্থীরাও ছিল।

আওয়ামী দালাল পুলিশের হাতে তুলে দেয়ার প্রায় ১২ ঘণ্টা পর বুধবার বিকেল চারটায় শাহবাগ থানা থেকে চার ছাত্রকে ছেড়ে দেয়া হয়। শাহবাগ থানা থেকে জানানো হয়েছে,

বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে কোন লিখিত অভিযোগ না পাওয়ায় চার ছাত্রকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পর ছেড়ে দেয়া হয়।

থানা থেকে ছাড়া পাবার পর, চারজন ছাত্রের একজন মুকিম চৌধুরী ওই ঘটনার প্রতিবাদে এবং তাতে জড়িতদের বিচার চেয়ে বুধবার সন্ধ্যার পর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান ধর্মঘট পালন করছেন। বৃহস্পতিবার ভোররাত পর্যন্ত রাজু ভাস্কর্যে অবস্থান করার পর, সকাল সাতটা থেকে আবারো সেখানে অবস্থান নিয়েছেন মুকিম।

তিনি জানিয়েছেন,'এ ঘটনায় যতক্ষণ জড়িতদের বিচার না হবে, আমাদের নিরাপত্তা না দেয়া হবে, আমি এখান থেকে কোথাও যাবো না। আমাকে অন্যায়ভাবে বেদম মারপিট করা হয়েছে। আমি এ ঘটনার বিচার চাই।'

মুকিম অভিযোগ করেছেন, তাকে মারধরের ঘটনায় সরকার-সমর্থক সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের হল কমিটির কয়েকজন নেতা এবং হল সংসদের কয়েকজন অংশ নিয়েছেন।

বিক্ষোভ

মুকিমসহ চারজন ছাত্রকে সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ কতৃক নির্যাতনের প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের শিক্ষার্থীরা বৃহস্পতিবার সকালে মানববন্ধন করেছেন। মুকিম এই বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র।

এদিকে, নির্যাতনের প্রতিবাদে এবং এ ঘটনায় জড়িতদের বিচারের দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাসবিরোধী ছাত্র ঐক্য দুপুর বারোটায় বিক্ষোভ মিছিল করেছে।

উল্লেখ্য, গত বছর অক্টোবর মাসে বুয়েটের ছাত্র আবরার ফাহাদকে 'শিবির সন্দেহে' টানা নির্যাতনের একপর্যায়ে তিনি মারা যান। নির্যাতন করেছিল সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ। এ ঘটনায় দেশব্যাপী ছাত্রবিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে।

সূত্রঃ নয়া দিগন্ত

গত ছয় বছরে বাংলাদেশে রাজনৈতিক সংঘাতে ৬৩৫ জন নিহত হয়েছেন। রাজনৈতিক দলগুলোর প্রভাব বিস্তারের অসুস্থ প্রতিযোগিতার কারণে এসব ঘটনা ঘটে বলে মনে করেন বিশ্লেষকেরা। যার শিকার হন সাধারণ কর্মী আর নাগরিকেরা।

আধিপত্য বিস্তারে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর সংঘাতে জড়িয়ে পড়া স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। নির্বাচন, ক্ষমতা বিস্তারকে কেন্দ্র করে সহিংসতার ঘটনা ঘটছে প্রায়ই, এমনকি নিজ দলের ভেতরেও অন্তর্কোন্দল রূপ নেয় সংঘর্ষে, যার কারণে ঘটে প্রাণহানি।

ঢাকার দুই সিটি নির্বাচনে এখন পর্যন্ত বড় কোনো ঘটনা না ঘটলেও পরিস্থিতি উত্তপ্ত হচ্ছে। বিশ্লেষকেরা মনে করেন রাজনৈতিক সংঘাত বাংলাদেশের নীতিহীন রাজনীতিরই বহিঃপ্রকাশ, দলগুলো গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে ব্যর্থ হয়ে সহিংসতাকে উস্কে দিচ্ছে।

আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) হিসাবে গত ৬ বছরে দেশে মোট ৩ হাজার ৭১০টি রাজনৈতিক সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। তাতে নিহত হয়েছেন ৬৩৫ জন, আহত ৪১ হাজার ৩৪৫ জন।

আসক-এর হিসাবে, শুধু ২০১৯ সালে রাজনৈতিক সহিংসতায় ৩৯ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন দুই হাজার ৬৮৯ জন। সংঘাতের ঘটনা ঘটেছে মোট ২০৯টি। ২০১৮ সালে এমন ঘটনার সংখ্যা ছিল ৭০১টি, এতে ৬৭ জন নিহতের পাশাপাশি আহত হয়েছেন সাত হাজার ২৮৭ জন। ২০১৭ সালে নিহত হয়েছেন ৫২ জন আর আহত চার হাজার ৮১৬ জন, সে বছর রাজনৈতিক সংঘাতের ঘটনা ঘটেছে ৩৬৪টি। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে রাজনৈতিক সংঘাতে সবচেয়ে বেশি প্রাণহানি হয়েছে ২০১৬ সালে। মোট ১৭৭ জন নিহত হয়েছেন, আহত হয়েছেন এগার হাজার ৪৬২ জন, সংঘাতের ঘটনা ছিল ৯০৭টি। ২০১৫ সালে ১৫৩ জন, ২০১৪ সালে ১৪৭ জন মারা গেছে এমন সহিংসতার কারণে।

এইসব ঘটনা প্রধানত আওয়ামী লীগ ও বিএনপি জড়িত ছিল। এর বাইরে নিজেদের অভ্যন্তরীণ কোন্দলও সংঘাতের জন্ম দিয়েছে। নির্বাচন, নির্বাচন প্রতিরোধ এবং মাঠ দখলে রাখার চেষ্টা ছিল সহিংসতার প্রধান কারণ।

২০১৪ সালে ৫ জানুয়ারির নির্বাচনের আগে ও পরে বাংলাদেশে ব্যাপক সহিংসতা হয়। ২০১৩ এবং ২০১৪ সালে রাজনৈতিক কর্মসূচি পালনের নামে যানবাহন ও স্থাপনায় সবচেয়ে বেশি

আগুন দেয়ার ঘটনা ঘটে। ২০১৩ সালে ৯৭ জন দগ্ধ হয়েছেন, তাদের মধ্যে ২৫ জন মারা যান।

মানবাধিকার কর্মী এবং আসকের সাবেক নির্বাহী পরিচালক নূর খান বলেন, "রাজনৈতিক সংঘাত ও সহিংসতা আমাদের নীতিহীন রাজনীতির প্রকাশ। আর দুঃখজনক হলেও সত্য এর শিকার হন রাজনৈতিক দলের সাধারণ কর্মী, সমর্থক ও সাধারণ মানুষ। রাজনৈতিক দলগুলো তাদের শক্তি দেখিয়ে প্রতিপক্ষকে ভয় দেখাতে সংঘাত-সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। তারা সহিষ্ণু নয়, তারা অসহিষ্ণুতার প্রকাশ ঘটায়।"

তিনি মনে করেন, "রাজনৈতিক দলগুলো তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ব্যবহারে ব্যর্থ হয়ে সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে। এটি রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরেও ঘটে। তারও কারণ এক গ্রুপের ওপর আরেক গ্রুপের অসুস্থ উপায়ে আধিপত্য বিস্তারের প্রবণতা।'

তার মতে, "নির্বাচনে সংঘাত ও সহিংসতাও হয় পরিস্থিতি নিজেদের পক্ষে নেয়ার জন্য। কারণ, ক্ষমতার লড়াই।'

সূত্র: ডয়চে ভেলে

শীতজনিত বিভিন্ন রোগে গত ২৪ ঘণ্টায় দেশব্যাপী ৬ হাজার ১০ জন আক্রান্ত হয়েছেন বলে বুধবার জানিয়েছে সরকার।খবর ইউএনবির।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুমের দেয়া তথ্যমতে, ৯৭১ জন রোগী শ্বাসযন্ত্রের তীব্র সমস্যার কারণে চিকিৎসা নিয়েছেন।

অন্যদিকে ডায়রিয়ায় আক্রান্ত ১ হাজার ৯৮৪ জন এবং জন্ডিস, চোখের সমস্যা, চর্মরোগ ও জ্বরসহ অন্যান্য রোগের চিকিৎসা নিয়েছেন ৩ হাজার ৫৫ জন।

গত ১ নভেম্বর থেকে ২১ জানুয়ারি পর্যন্ত শীতজনিত রোগের কারণে দেশজুড়ে ৫৭ জন মারা যাওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

ফারমার্স ব্যাংকের ৪ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে করা মামলায় সাবেক প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহাসহ (এস কে সিনহা) পলাতক ১১ জনকে আদালতে হাজির হতে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

গত বুধবার ঢাকা মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ কে এম ইমরুল কায়েশ এ আদেশ দেন।

এ মামলায় পলাতক আসামিদের গ্রেপ্তার সংক্রান্ত তামিল প্রতিবেদন দাখিলের দিন ধার্য ছিল আজ। কিন্তু আসামিদের গ্রেপ্তার করা যায়নি মর্মে পুলিশ প্রতিবেদন দাখিল করে। এর পরিপ্রেক্ষিতে আদালত আসামিদের আদালতে হাজির হতে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের নির্দেশ দেন।

এর আগে গত ৫ জানুয়ারি দুদকের দেয়া চার্জশিট আমলে নিয়ে পলাতক ১১ আসামির বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন আদালত। এস কে সিনহা ছাড়া এ মামলার অপর আসামিরা হলেন- ফারমার্স ব্যাংকের (বর্তমানে পদ্মা ব্যাংক) সাবেক এমডি এ কে এম শামীম, সাবেক এসইভিপি গাজী সালাহউদ্দিন, ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট স্বপন কুমার রায়, ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট সাফিউদ্দিন আসকারী, ভাইস প্রেসিডেন্ট মো. লুৎফুল হক, টাঙ্গাইলের বাসিন্দা মো. শাহজাহান, একই এলাকার বাসিন্দা নিরঞ্জন চন্দ্র সাহা, রণজিৎ চন্দ্র সাহা ও তার স্ত্রী সান্ত্রী রায় এবং ফারমার্স ব্যাংক লিমিটেডের উদ্যোক্তা পরিচালক ও অডিট কমিটির সাবেক চেয়ারম্যান মো. মাহবুবুল হক চিশতী (বাবুল চিশতী)।

সূত্রঃ কালের কণ্ঠ

রাজধানী কাবুলসহ আফগানিস্তানের বড় বড় শহরগুলোতে চুরি, অপহরণ এবং হত্যার ঘটনা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। দালাল সরকার শাসিত অঞ্চলগুলোতে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে জনসাধারণ। এ বিষয়টি এখন গণমাধ্যমে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

ডাকাতদের জন্য কাবুল এখন স্বর্গরাজ্য। এই শহরটি খুব বেশি অনিরাপদ। সেখানে প্রকাশ্য দিবালোকে গাড়ি, টাকা-পয়সা, মোবাইল ফোন এবং মানুষের অন্যান্য মূল্যবান জিনিসপত্র ছিনিয়ে নেওয়া হয়।

ছিনতাইকারীরা ছোটখাটো জিনিসের জন্যও লোকদের হত্যা করতে কুণ্ঠিত হয় না। কোনো ধরণের বাধা-বিঘ্নতা ছাড়াই তারা দলবদ্ধ হয়ে সারা শহর ঘুরে বেড়ায় এবং ইচ্ছেমতো অপকর্ম করে।

দেশের অন্যান্য বড় শহরগুলোতেও ফৌজদারী অপরাধ একটি নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিছুদিন আগে, শহরে ডাকাতদের নির্বিঘ্নে ডাকাতির ঘটনায় কুন্দুজ শহরের বাসিন্দারা প্রতিবাদ করতে শুরু করেন।

শহরগুলোতে অপরাধের মাত্রা বেড়েই চলেছে। অথচ, অন্যদিকে ইসলামী ইমারাতের শাসনাধীন গ্রামীণ অঞ্চলগুলোতে চুরি ও ডাকাতির কথাও শোনা যায় না ।

মার্কিন আগ্রাসনের পূর্বে ইসলামী ইমারত যেভাবে সমগ্র আফগানিস্তানজুড়ে নিরাপত্তার উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, এখনো বরকতময় সেই শরিয়াহ আইন প্রয়োগের মাধ্যমে নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টি করে যাচ্ছেন, যেখানে স্থানীয়দের জীবন, সম্মান ও সম্পত্তির বিরুদ্ধে কোনো ধরনের জুলুমের আশঙ্কা নেই।

প্রশ্ন আসে, আফগানিস্তানের শহর ও গ্রামীণ অঞ্চলের বাসিন্দারা একই (জাতি) হওয়া সত্ত্বেও কেন বড় বড় শহরগুলোতে অপরাধের হার সমস্ত রেকর্ডকে ছাড়িয়ে গেছে, অথচ গ্রামাঞ্চলে তা শূন্যের কাছাকাছি?

এই প্রশ্নের উত্তর হলো, সরকারি কর্মকর্তারাই চুরি ও দুর্নীতির মূলে যারা শহরগুলোকে দখলদারিত্বের ছত্রছায়ায় নিয়ন্ত্রণ করছে।

দালাল সরকারের অধিকাংশ কর্মকর্তারা কোনো না কোনোভাবে চুরি, দুর্নীতি, আত্মসাৎ এবং ডাকাতির মতো অপরাধে জড়িত। আর তাদের উচ্চপদস্থ নেতারা ব্যাংক ডাকাতি, সরকারি বাজেট আত্মসাৎ, জমিদখলসহ অন্যান্য বড় বড় অর্থনৈতিক প্রকল্পের দুর্নীতির সাথে জড়িত।

অন্যদিকে নিম্নস্তরের কর্মকর্তারা সংঘবদ্ধ গ্যাংদের পরিচালিত করছে। আর, এসকল অপরাধী গ্যাং সদস্যরা হুমকি এবং বন্দুকের নল ঠেকিয়ে সাধারণ লোকদের সহায়-সম্পত্তি লুটে নিচ্ছে।

কাবুল ও অন্যান্য শহরের বাসিন্দারা অভিযোগ করেন যে, অপরাধীরা কোনোরকম বাধা-বিপত্তি ছাড়া পুলিশের সামনেই লোকজনকে লুণ্ঠন করছে। এমনকি জনসাধারণ যখন কোনো দুর্বৃত্তকে আটক করে কর্তৃপক্ষের হাতে সোপর্দ করে, তখন কয়েকদিন পরেই তাকে মুক্তি দেওয়া হয় এবং পুনরায় সে অপরাধে জড়িয়ে পড়ে।

এটিই প্রমাণ করে যে শহরগুলোতে প্রচলিত মাফিয়া সংস্কৃতি কোনও সাধারণ ঘটনা নয়, বরং দুর্নীতিবাজ উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাদের জোড়ালো সমর্থনেই তা হচ্ছে। লুণ্ঠিত সম্পত্তিতে সরকারি কর্মকর্তাদের একটা ভাগ থাকায় এইসব গ্যাংরা প্রকাশ্যে দিবালোকে হত্যা এবং অপহরণের সাহস পাচ্ছে। মাঝে মাঝে কিছু গ্যাং সদস্যের বিরুদ্ধে দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের নাটকীয় অভিযান জনগণকে ধোঁকা দেওয়া এবং নিজেদের অপরাধমূলক পদক্ষেপগুলো আড়াল করার প্রতারণা বৈ অন্য কিছু নয়।

ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান বিশ্বাস করে যে, দুর্নীতিতে মাথা থেকে পা পর্যন্ত ডুবে যাওয়া এবং চুরি ও আত্মসাতের ক্ষেত্রে বিশ্ব রেকর্ড গড়া কোনো শাসনব্যবস্থা কখনও নিরাপদ জীবনযাত্রার নিশ্চয়তা দিতে পারে না। যে শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রী এবং সংসদ সদস্যরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার চুরি করতে দ্বিধাবোধ করে না, সেখানে পুলিশ বা নিম্নস্তরের কর্মকর্তারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চুরি করতে গিয়ে কীভাবে লজ্জাবোধ করবে? এইসমস্ত অপরাধ রোধের একমাত্র উপায় হলো একেবারে গোড়া থেকেই এই শাসনব্যবস্থা সংস্কার করা এবং দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে শরীয়াহ আইন কার্যকর করা।

[বি.দ্র: বাংলাদেশেও চলমান শাসনব্যবস্থা ও শাসকগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে উপরের এই আলোচনা খাটে। এদেশেও চলছে জোর-জুলুমের শাসন, চলছে ভারতের আগ্রাসন। এই অপশাসনের সমাধান কেবল ইসলামী শাসনব্যবস্থাই দিতে পারে, আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানই পারে সকল প্রকারের জুলুমের অবসান ঘটাতে। আল্লাহ আমাদেরকে ইসলামী শাসন কায়েম করার তাওফিক দান করুন, আমীন। — সম্পাদক]

---

*আর্টিকেলটি ইসলামী ইমারত আফগানিস্তানের অফিসিয়াল ইংরেজী সাইটে গত ১৬ই জানুয়ারীতে প্রকাশিত হয়। সেখান থেকে এটি অনুবাদ করেছেন ভাই **ইউসুফ আল-হাসান।***

ভারতে কমছে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার। ষাট বা সত্তরের দশকে দেশটিতে যে হারে মুসলিম জনসংখ্যা বাড়ত, এখন আর সে হারে বাড়ছে না। ভারতের আদমশুমারির তথ্যের বরাত দিয়ে এখবর দিয়েছে আনন্দবাজার।

ভারতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের নীতি আনতে মোদি সরকারকে জোর দিতে বলছে কট্টর হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী সংগঠন আরএসএস। তবে তাদের লক্ষ্য মুসলিমদের দিকে। ক্ষমতাসীন বিজেপির কয়েকজন নেতাও মুসলিমদের সন্তান বেশি হওয়ার বিষয়ে কটাক্ষ করেছেন।

কিন্তু ভারতে দশ বছর অন্তর যে আদমশুমারি হয়, তার পরিসংখ্যান বলছে, প্রতি দশ বছরে মুসলিমদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ধাপে ধাপে কমে আসছে।

তবুও আরএসএস কোনো রাখঢাক না করেই জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়ার জন্য মুসলিমদের দায়ী করছে। আরএসএসের প্রস্তাবে বলা হয়েছে, ১৯৫১ থেকে ২০১১- দেশের মোট জনসংখ্যায় মুসলিমদের হার ৯.৮ শতাংশ থেকে ১৪.২৩ শতাংশে পৌঁছেছে।

কিন্তু দেশটির আদমশুমারির হিসেব বলছে, ২০০১ এর তুলনায় ২০১১ সালে মুসলিমদের সংখ্যা ২৪.৬ শতাংশ বেড়েছে। যেখানে তার আগের দশকে, অর্থাৎ ১৯৯১ সালের তুলনায় ২০০১ সালে মুসলিম জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার ছিল ২৯.৫ শতাংশ। আগের দশকগুলিকে এই হার ৩০ শতাংশের বেশি।

২০১১ আদমশুমারিতে ভারতের জনসংখ্যা

- মোট ১২১.০৯ কোটি
- হিন্দু ৯৬.৬৩ কোটি (জনসংখ্যার ৭৯.৮%)
- মুসলিম ১৭.২২ কোটি (জনসংখ্যার ১৪.২%)

মুসলিমদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার

১৯৫১-৬১ ৩২.৪%

১৯৬১-৭১ ৩০.৯%

১৯৭১-৮১ ৩০.৭%

১৯৮১-৯১ ৩২.৮%

১৯৯১-২০০১ ২৯.৫%

২০০১-২০১১ ২৪.৬%

জনসংখ্যা বৃদ্ধি কি আদৌ ভারতের চিন্তার কারণ? দ্বিতীয়বার মোদি সরকার ক্ষমতায় আসার পরে গত জুলাইয়ে কেন্দ্রের অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক সমীক্ষা কিন্তু উল্টো কথাই বলেছিল। আর্থিক সমীক্ষা বলেছিল, গোটা দেশে জন্মের হার কমছে। তার ফলে দেশের জনসংখ্যায় বয়স্কদের হার বেড়ে যাচ্ছে।

নারীরা মাথা পিছু গড়ে যত জন সন্তানের জন্ম দেন, তাকেই জন্মের হার বলে। তথ্য মতে ভারতে জন্মের হার ২.১ হলে জনসংখ্যা একই থাকবে। কিন্তু আর্থিক সমীক্ষায় মুখ্য আর্থিক উপদেষ্টা উদ্বেগ প্রকাশ করে জানিয়েছিলেন, ২০২১ সালে এই জন্মের হার ১.৮ শতাংশে নেমে আসবে।

ভারতের পশ্চিমবঙ্গসহ বেশ কিছু রাজ্যে এখনই জন্মহার ১.৬ থেকে ১.৭-এর ঘরে। ফলে আগামী ২০ বছরের মধ্যে এই সব রাজ্যের ২০ শতাংশ মানুষের বয়স হবে ৫৯ বছরের বেশি।

আরএসএস নেতাদের আশঙ্কা, ভারতে হিন্দুরা একসময় সংখ্যালঘু হয়ে পড়বে। আরএসএসের প্রস্তাবে বলা হয়েছে, ১৯৫১ সালে মুসলিম ছাড়া বাকি ধর্মের মানুষেরা ছিলেন জনসংখ্যার ৮৮ শতাংশ। ২০১১ সালে তা ৮৩.৮ শতাংশে নেমে এসেছে। কিন্তু এই আশঙ্কা উড়িয়ে দিচ্ছেন দেশে আদমশুমারির ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার জেনারেল ও সেন্সাস কমিশনারের কর্তারা।

তাদের যুক্তি, ২০১১ সালের আদমশুমারিতে দেখা গিয়েছিল, তার আগের দশকে মুসলিমদের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি হারে বেড়েছে। ২০০১ এর তুলনায় ২০১১তে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল

১৭.৭ শতাংশ। মুসলিমদের ২৪.৬ শতাংশ। কিন্তু হিন্দুদের বৃদ্ধির হারও ছিল ১৬.৮ শতাংশ। মুসলিমরা জনসংখ্যার ১৪.২ শতাংশ হলে হিন্দুরা ৭৯.৮ শতাংশ। প্রতিটি আদমশুমারিতেই দেখা যাচ্ছে, হিন্দুদের মতোই মুসলিমদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ক্রমশ কমে আসছে। ফলে হিন্দুদের সংখ্যালঘু হয়ে পড়ার কোনো আশঙ্কা নেই।

আদমশুমারি বিশেষজ্ঞদের যুক্তি, শিক্ষার হার, আয় বাড়লেই পরিবার পরিকল্পনার প্রভাব দেখা যায়। পারিবারিক সিদ্ধান্তগ্রহণে মহিলাদের ভূমিকা বেড়ে যায়। মুসলিমদের পুরুষ-নারীর অনুপাতও বেড়েছে।

পাবনা জেলা আওয়ামী লীগ নেতা এবং পাবনা অ্যাডওয়ার্ড কলেজের সাবেক ভিপি খ ম হাসান কবীর আরিফের বিরুদ্ধে একাধিক বার হত্যাচেষ্টার অভিযোগ তুলে জীবনের নিরাপত্তা চেয়ে সাধারণ ডায়েরি করেছেন তার বাবা পরিবহন ব্যবসায়ী খন্দকার আব্দুল মান্নান। জিডিতে তিনি ছেলের লাইসেন্স করা পিস্তল জব্দ করারও আবেদন করেছেন।

পুলিশ জানায়, গত ১৩ জানুয়ারি পাবনা সদর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন খন্দকার আব্দুল মান্নান।

অভিযুক্ত খ ম হাসান কবীর আরিফ পাবনা জেলা আওয়ামী লীগের কার্যকরী কমিটির সদস্য ও কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সাবেক সহসভাপতি।

লিখিত অভিযোগে খন্দকার আব্দুল মান্নান জানান, ছেলে খন্দকার হাসান কবীর আরিফ সবসময় তার সঙ্গে খারাপ আচরণ করে। তুচ্ছ কারণে গায়ে হাত তোলে এবং হত্যার হুমকি দে। ইতোপূর্বে আরিফ তাকে গলাটিপে হত্যার চেষ্টা করলে প্রতিবেশীরা এসে রক্ষা করেন।

আব্দুল মান্নান অভিযোগ করে বলেন, ক্ষমতার দম্ভ দেখিয়ে আরিফ কথায় কথায় আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে এবং লাইসেন্স করা পিস্তল দিয়ে হত্যার ভয় দেখায়। ইতোপূর্বে সে আমার মালিকানাধীন একাধিক পরিবহনের কাঁচ ভাঙচুর করে বহু টাকার আর্থিক ক্ষতিও করেছে। এজন্য তিনি জীবনের নিরাপত্তার জন্য পুলিশের সহযোগিতা চেয়েছেন।

তিনি অভিযোগ করেন, আরিফের ভয়ে তিনি বাড়ি থেকে বের হতে পারেন না। তার স্বাভাবিক চলাফেরাও বন্ধ হয়ে গেছে। নিরাপত্তাহীনতা ও মানসিকভাবে প্রচণ্ড চাপে প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। এ পরিস্থিতিতে আরিফের লাইসেন্স করা পিস্তল জব্দ করতেও পুলিশের কাছে আবেদন করেছেন তিনি।

ভারতের বিতর্কিত নাগরিকত্ব বিল এনআরসি, এনআরপি বন্ধে ভারত জমিয়তে উলামা হিন্দের (ম) জেনারেল সেক্রেটারি মাওলানা মাহমুদ মাদানীর আপিলে সুপ্রিমকোর্ট কেন্দ্রিয় সরকারকে জবানবন্দি দিতে চার সপ্তাহের সময় বেঁধে দিয়েছেন।

জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের অফিসিয়াল ফেসবুক পেইজের বরাতে জানা যায়, গত বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতি এস এ বোবদে, বিচারপতি আব্দুন নজির আবেদন শোনার পর এ রায় প্রদান করেন।

সূত্রমতে আরো জানা যায়, আদালতে গত বুধবার সকাল থেকেই শুরু হয় এ আপিল শুনানির। জমিয়তে উলামা হিন্দের জেনারেল সেক্রেটারি মাওলানা মাহমুদ মাদানীর পক্ষে সিনিয়র উকিল রাজিব ধাওয়ান বক্তব্য আদালতে পেশ করেন। আদালত তাদের আবেদন মঞ্জুরিকে নাকচ করে দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে জবানবন্দি দিতে চার সপ্তাহের সময় বেঁধে দিয়েছেন।

প্রধান বিচারপতি এস এ বোবদে নাকচ করা বিষয়ে আদালতে বলেন, একপক্ষের আবেদনে রায় দেয়া যায় না। এপর্যন্ত নাগরিকত্ব সংশোধিত বিলের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া শতাধিক আপিলের ব্যাপারে কেন্দ্রিয় সরকারকে এখনো কোন নোটিশ প্রদান করা হয়নি। তাদের নোটিশ দেওয়া ব্যতিরেকে শুধু একপক্ষের কথায় কোন রায় প্রদান করা সম্ভব নয়। কেন্দ্রিয় সরকারকে নোটিশ প্রদান ও জবানবন্দি দাখিলের জন্য আদালত তাদের চার সপ্তাহ সময় দিয়েছে।

সূত্রমতে আরো জানা যায়, এ শুনানিতে মাওলানা মাহমুদ মাদানী সিনিয়র উকিল রাজিব ধাওয়ানকে নিয়োগ করেন। এছাড়াও আদালতে এ্যাডভোকেট শাকিল আহমদ সাইয়িদ, এ্যাডভোকেট নিয়াজ আহমদ ফারুকি (জমিয়তে উলামা হিন্দের সেক্রেটারি), এ্যাডভোকেট পারভেজ দাব্বাস ও এ্যাডভোকেট আজমি জামিলসহ আরো অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

২৩শে জানুয়ারি, ২০২০

আল-ফাতাহ্ অপারেশনের ধারাবাহিকতায় গত-রাতে আফগানিস্তানের বাগলান প্রদেশের প্রাদেশিক রাজধানীতে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেন ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদিন।

আলহামদুলিল্লাহ, ইমারতে ইসলামিয়ার জানবায মুজাহিদদের উক্ত সফল হামলায় আফগান মুরতাদ বাহিনীর 7 মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং আরো ৪ সৈন্য আহত হয়।

এসময় মুজাহিদগণ মুরতাদ বাহিনী হতে 1টি ট্যাঙ্ক ও অনেক যুদ্ধাস্ত্র গনিমত লাভ করেন। একই সময় মুরতাদ বাহিনীর 2টি ট্যাংক ধ্বংস এবং প্রাদেশিক সেনা প্রধানকে গুরুতর আহত করেন।

আফগানিস্তানের বাগলান প্রদেশের পুল-খুমরি জেলা হতে, মুরতাদ কাবুল প্রশাসনের দায়িত্ব ত্যাগ করে ২৪ আফগান সেনা ও পুলিশ সদস্য সত্যতা উপলব্ধি করতে পেরে তাওবা করে, এবং ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের নিয়ন্ত্রিত এলাকায় হিজরত করে জানবায তালেবান মুজাহিদিনের সাথে যোগদান করেন।

ইমারতে ইসলামিয়ার সম্মানিত প্রতিনিধিরা তাদের স্বাগত জানায় এবং তাদেরকে স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে সহায়তা করে।

বছরের পর বছর বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় বসবাসরত মুসলিমদেরকে হত্যা করে আসছে উগ্র হিন্দুত্ববাদী ভারতের সীমান্তসন্ত্রাসী বিএসএফ। সীমান্ত হত্যার কথা উঠলে মনে হয়, ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে যুদ্ধাবস্থা চলছে, ভারতীয়রা সীমান্ত এলাকা দখল করার জন্য

বাংলাদেশীদের হত্যা করছে! গত ২৩ দিনেই ভারতীয় মালাউনরা ১৫জন বাংলাদেশীকে সীমান্তে হত্যা করেছে। এ যুদ্ধ নয়তো কি?

সংবাদমাধ্যম বিবিসির তথ্য অনুযায়ী, ২০১৮ সালে বছরজুড়ে সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে নিহত হয়েছিলেন ১৪ জন বাংলাদেশী। সেখানে ২০২০ এর প্রথম মাসেই ২০১৮ এর সারা বছরের সীমান্ত হত্যার সংখ্যার চেয়ে বেশি সংখ্যক বাংলাদেশিকে হত্যা করেছে বিএসএফ। কেবল গত ২৩ দিনেই ১৫জন বাংলাদেশীকে হত্যা করেছে সীমান্তসন্ত্রাসী ভারতীয় মালাউন বাহিনী। ২০১৯ সালে বাংলাদেশ মুরতাদ সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান সংসদে জানায় গত ১০ বছরে সীমান্তে ৩০০ বাংলাদেশিকে হত্যা করেছে বিএসএফ। বেসরকারি হিসাবে হয়তো এ সংখ্যা আরো বাড়বে। ২০১৯ সালে ভারতের সীমান্তসন্ত্রাসী বাহিনী-বিএসএফ’র হাতে প্রাণ হারিয়েছেন ৩৮ জন বাংলাদেশি। যা ২০১৮ সালের হত্যাকাণ্ডের সংখ্যার প্রায় তিনগুণ।

বাংলাদেশ-ভারত সরকার গত ১০ বছর যাবত পরস্পরকে নিজেদের সবচাইতে ভালো বন্ধু হিসাবে বর্ণনা করে আসছে। সীমান্তে বাংলাদেশীদের হত্যাই কি তবে বন্ধুর উপহার? বাংলাদেশ থেকে গরিবদের মুখের অন্ন কেড়ে পূজা উপলক্ষ্যে ভারতে ইলিশ মাছ পাঠাচ্ছে দেশের সরকার, আর এরই প্রতিদান হিসেবে ভারত দিয়েছে লাশ, সীমান্তে চালিয়ে যাচ্ছে সন্ত্রাস।

সীমান্তে প্রতিনিয়ত এমন হত্যাকান্ডের পরেও তীব্র কোন প্রতিবাদ করেনি ভারতপ্রেমী আওয়ামী মুরতাদ সরকার। অথচ, স্বাধীন কোনো দেশের সীমান্তে অন্য দেশের আগ্রাসনে কোনো নাগরিক নিহত হলে, দেশের প্রধান শিরোনাম হয় ঐ ঘটনা। আমরা দেখি ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে যখন এ ধরণের ঘটনা ঘটে, তখন বিরাট শোরগোল এমনকি গুলাগুলিও শুরু হয়ে যায়। অথচ, বাংলাদেশের ভেতরে ঢুকে মসজিদ নির্মাণে বাধা দেয় ভারতীয় মালাউন সীমান্তসন্ত্রাসী বাহিনী, কিন্তু এদেশের পক্ষ থেকে কোনো প্রতিক্রিয়া নেই!

ভারত আজ সীমান্তে আঘাত হানছে, কাল যে আপনার ঘরে আঘাত হানবে না — তার কি কোনো নিশ্চয়তা আছে? আজ যেমন ভারতীয় মালাউন সীমান্তসন্ত্রাসীরা বাংলাদেশী মুসলিমদের হত্যা করলেও এদেশের সরকার এগিয়ে আসেনি, যেদিন আপনার ঘরে মালাউনরা আঘাত হানবে সেদিনও দালাল সরকার আপনার পাশে দাঁড়াবে না। বরং, আপনাকেই মালাউনদের মোকাবেলা করতে হবে। তাই, প্রস্তুতি গ্রহণ করুন। নয়তো, মালাউনদের সীমান্তসন্ত্রাস যেদিন

এদেশে সামরিক আগ্রাসনের রূপ নিবে, সেদিন হয়তো প্রস্তুতি নেওয়ার আর সুযোগ মিলবে না। আল্লাহ মুসলিম জাতিকে হেফাজত করুন, আমীন।

লেখক: ত্বহা আলী আদনান, প্রতিবেদক, আল-ফিরদাউস নিউজ।

সিরিয়া | মুরতাদ বাহিনীর উপর আল-কায়েদা যোদ্ধাদের ক্ষেপনাস্ত্র হামলা!

আল-কায়েদা সিরিয়ান ভিত্তিক শাখা তানযিম হুররাসুদ দ্বীনের নেতৃত্বাধীন "অপারেশন ওয়া হাররিদ্বিল মুমিনিন" এর মুজাহিদগণ সিরিয়ার ইদলিব সিটির "বারনান" গ্রামে শিয়া মুরতাদ বাহিনীর চেকপোস্টে মুজাহিদগণ সফল ক্ষেপনাস্ত্র হামলা চালিয়েছেন।

সেই মূহুর্তের কিছু দৃশ্য প্রকাশ করেছে "ওয়া হাররিদ্বিল মুমিনিন" অপারেশন রুম।

https://alfirdaws.org/2020/01/23/31841/

আল-কায়েদা সিরিয়ান ভিত্তিক শাখা তানযিম হুররাসুদ দ্বীনের নেতৃত্বাধীন "অপারেশন ওয়া হাররিদ্বিল মুমিনিন" এর মুজাহিদগণ কুখ্যাত নুসাইরি আসাদের শিয়া মুরতাদ বাহিনীর সামরিক চেকপোস্ট লক্ষ করে ২৩ জানুয়ারি তীব্র "কাতিউশা" নামক ক্ষেপনাস্ত্র নিক্ষেপ করেছেন।

সিরিয়ার ইদলিব সিটির "বারনান" গ্রামে শিয়া মুরতাদ বাহিনীর চেকপোস্টে মুজাহিদদের ছুড়া ক্ষেপনাস্ত্র হামলায় অনেক মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং আহত হয়। আলহামদুলিল্লাহ্।

একই দিনের (২৩ জানুয়ারি) পত্রিকায় ছাত্রলীগের চারটি খবর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চার শিক্ষার্থীকে মারধর করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের দুই উপগ্রুপের মধ্যে মারামারির জের ধরে অবরোধের ডাক দিয়েছে সংগঠনের একাংশ।

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিক ও শিক্ষার্থীকে মারধরের ঘটনায় বহিষ্কৃত হয়েছে ছাত্রলীগের নেতাসহ তিনজন। চট্টগ্রামে ছাত্রলীগের নেতা সুদীপ্ত বিশ্বাসকে পিটিয়ে খুনের ঘটনায় আওয়ামী লীগের এক নেতাকে জড়িয়ে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন এক আসামি।

এই চার ঘটনার স্থান-কাল-পাত্র ভিন্ন হলেও একটি অভিন্ন শব্দ আছে—'মারামারি'। মারতে মারতে একজনকে মেরেই ফেলেছে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা। এভাবে প্রতিদিনই ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীদের বিভিন্ন কিছু অপকর্ম পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, অপ্রকাশিত থেকে যায় আরো অনেক।

ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা নিজেদের বঙ্গবন্ধুর আদর্শের সৈনিক হিসেবে দাবি করেন। কিন্তু তাঁরা নিজেরাও মারামারি করেন, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে শাস্তি দিতে হাতুড়ি দিয়ে পেটান, ডিশের তার দিয়ে নির্যাতন করেন। তাও বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষে! সে দিনে ছাত্রলীগ ভিন্ন ধরনের অনুশীলন করে । এই অনুশীলনের নাম মারামারি। যার সঙ্গেই মতের অমিল হবে, তাকে পিটিয়ে ঠান্ডা করা হবে। এই মারামারিতে যখন আওয়ামী লীগের কোনো কোনো নেতার নাম আসে, তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না যে ব্যাধিটি অনিরাময়ের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে।

প্রায় সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এখন ক্ষমতাসীন ছাত্রলীগের 'দখলে'। তারা চাইলে বিরোধী ছাত্রসংগঠন ক্যাম্পাসে থাকতে পারে, না চাইলে পারে না। ডাকসুর ভিপি নুরুল হক এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ছাত্রলীগের হাতে তিনি বহুবার মার খেয়েছেন। তাঁর প্রথম 'অপরাধ' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ভোট দিয়ে তাঁকে ভিপি নির্বাচিত করেছেন। দ্বিতীয় অপরাধ, তিনি একসময় ছাত্রলীগ করলেও তাদের অবাধ্য হয়ে কোটা সংস্কার আন্দোলন করে সরকারি চাকরিতে কোটাপদ্ধতি বাতিল করতে সরকারকে বাধ্য করেছেন। ছাত্রলীগের রাজত্বে এই 'অবাধ্য' আচরণ কীভাবে সহ্য করবেন তাঁরা?

যেকোনো বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় আইন থাকে, ছাত্র-শিক্ষক সবার জন্য একটি আচরণবিধি থাকে। কিন্তু ক্যাম্পাসে এখন সব আইন ও আচরণবিধি অকার্যকর। একমাত্র কার্যকর

ছাত্রলীগের আইন। তারা যা বলবে, সেটাই সবাইকে মানতে হবে। তাদের কথার বাইরে গেলেই শাস্তি পেতে হবে। সে হোক নির্বাচিত ভিপি কিংবা তাদের সন্দেহভাজন শিবিরকর্মী।

ছাত্রলীগের জহুরুল হকের নেতা-কর্মীরা শিবির সন্দেহে যাঁদের পিটিয়েছেন, তাঁরা ওই বিশ্ববিদ্যালয়েরেই শিক্ষার্থী। আমরা জানি, ডাকসু ও বিভিন্ন ছাত্রসংগঠনের তরফে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে শিবিরের কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু ওই চার শিক্ষার্থী সাংগঠনিক কোনো তৎপরতা চালিয়েছেন, এ রকম কোনো প্রমাণ ছাত্রলীগ, এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও দিতে পারেনি। তারপরও প্রক্টর বলেছেন, শিবির সন্দেহে চার শিক্ষার্থীকে থানায় দেওয়া হয়েছে। তিনি একজন শিক্ষক হয়ে কীভাবে অভিযোগের পক্ষে কোনো তথ্যপ্রমাণ ছাড়া চার শিক্ষার্থীকে থানায় হস্তান্তর করলেন?

এ ঘটনার বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর এ কে এম গোলাম রব্বানী বলেছেন, ওই চার ছাত্রকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় দিয়েছে হল প্রশাসন। গত মঙ্গলবার রাত ১১টার দিকে শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের অতিথিকক্ষে 'গেস্টরুম কর্মসূচি' শেষে রাত দুইটা পর্যন্ত ওই শিক্ষার্থীদের পেটান ছাত্রলীগের একদল নেতা-কর্মী। পরে হল প্রশাসন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরিয়াল টিমের মাধ্যমে তাঁদের রাজধানীর শাহবাগ থানায় সোপর্দ করা হয়। গতকাল বুধবার বেলা দেড়টার দিকে তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

বুয়েটে আবরার ফাহাদ হত্যার ঘটনায় ছাত্রলীগের ২২ সন্ত্রাসী কারাগারে আছে। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্রও জমা দেওয়া হয়েছে। আবরারের হত্যার ঘটনা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। একইভাবে যাঁরা আবরার হত্যার জন্য দায়ী, তাঁদের পরিণতিও কম বেদনার নয়। মা-বাবা তাঁদেরও বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়েছিলেন মানুষ হবে, এই অভিপ্রায়ে। কিন্তু তাঁরা খুনি হলেন।

এর আগে চাঁদাবাজির অভিযোগে ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাঁরা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ফারজানা ইসলামের কাছে চাঁদা দাবি করেছিলেন। ছাত্রলীগে নতুন নেতৃত্ব এসেছে। ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ভারমুক্ত হয়েছেন।

কিন্তু নেতা বদলালেও যে ছাত্রলীগের চরিত্র বদলায়নি, তার প্রমাণ জহুরুল হক হলের ঘটনা।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবির নয়, ছাত্রলীগই ছাত্রলীগের প্রতিপক্ষ। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের মোট ১১টি গ্রুপ-উপগ্রুপ আছে। এর মধ্যে ৯টি গ্রুপ চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীনের অনুসারী। আর দুটি হলো শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরীর অনুসারী। একটির নাম 'বিজয়', অপরটি 'চুজ ফ্রেন্ড উইথ কেয়ার' (সিএফসি)। গত পাঁচ বছরে অসংখ্যবার তারা সংঘর্ষ ও মারামারিতে লিপ্ত হয়েছে। গতকাল ক্যাম্পাসের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে সিএফসির এক কর্মীকে মারধর করেন বিজয়ের কর্মীরা। এর জের ধরে বিকেল পাঁচটার দিকে সোহরাওয়ার্দী হলে গিয়ে বিজয়ের দুই কর্মীকে মারধর ও এক কর্মীকে কুপিয়ে জখম করেন সিএফসির নেতা-কর্মীরা। এ ঘটনার প্রতিবাদে ও বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি রেজাউল হকের পদত্যাগের দাবিতে অনির্দিষ্টকালের অবরোধের ডাক দেয় 'বিজয়' পক্ষ। একই সঙ্গে ঝাড়ুমিছিলের কর্মসূচি নিয়েছে তারা। কার বিরুদ্ধে এই ঝাড়ুমিছিল? ছাত্রলীগের দুই উপদলের এক উপদলের বিরুদ্ধে।

'এই সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ লইয়া আমরা কী করিব?'

"আজাদি" স্লোগানে আপত্তি উত্তরপ্রদেশ মুখ্যমন্ত্রী সন্ত্রাসী যোগী আদিত্যনাথের। তাঁর রাজ্যে লাগাতার সিএএ বিরোধী বিক্ষোভ চলছে আর তা দমাতে উঠে-পড়ে লেগেছে যোগী। সম্প্রতি লখনউয়ের বিখ্যাত ক্লক টাওয়ারের নিচে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের (CAA) বিরোধিতায় লক্ষ লক্ষ মানুষ অবস্থান বিক্ষোভে বসেছেন। পাশাপাশি এনআরসির (NRC) বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ করা হচ্ছে ওই সমাবেশে। ওই জমায়েত থেকে বিক্ষোভকারীদের মুখে উঠে আসছে "আজাদি" স্লোগানও। আর এতেই প্রবল আপত্তি উত্তরপ্রদেশের (Uttar Pradesh) মুখ্যমন্ত্রীর। রীতিমতো হুঁশিয়ারি দিয়ে যোগী বলেছে যাঁরা এই ধরণের বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে "আজাদি" স্লোগান দেবেন তাঁদের "দেশদ্রোহী" বলে গণ্য করা হবে। ওই বিক্ষোভকারীদের কড়া হাতে দমন করা হবে বলেও হুঁশিয়ারি দ্রিয়েছে (Yogi Adityanath)। কানপুরে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের হয়ে প্রচার সমাবেশে যোগ দিয়ে যোগী আদিত্যনাথের বার্তা: "প্রতিবাদের নামে কেউ যদি আজাদি স্লোগান দেন তবে সেই বিষয়টিকে দেশদ্রোহিতার মতো অপরাধ বলে গণ্য করা হবে এবং সরকার এর বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেবে। এই ধরণের ঘটনা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া হবে না।

উত্তরপ্রদেশে এর আগেও সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ হয়েছে। আর প্রতিবারই দেখা গেছে যে উত্তরপ্রদেশ পুলিশ সেই প্রতিবাদ-বিক্ষোভের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করেছে। এবারেও লখনউয়ে ক্লক টাওয়ারের নিচে নাগরিকত্ব আইনের বিরোধিতায় অবস্থানরত লক্ষ লক্ষ বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে "সাম্প্রদায়িক হিংসা" ও "বেআইনি সমাবেশ"- করার মতো অভিযোগ আনা হল।

ইতিমধ্যেই পুলিশ তিনটি ফৌজদারি মামলা দায়ের করেছে, যে মামলায় অভিযুক্তদের মধ্যে রয়েছেন খ্যাতনামা উর্দু কবি মুনাওয়ার রানার দুই মেয়ে সুমাইয়া রানা এবং ফৌজিয়া রানার নামও রয়েছে।

সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনে আফগানিস্তান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ থেকে ২০১৫ সালের আগে আগত অমুসলিম শরণার্থীদের নাগরিকত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

সন্ত্রাসী অমিতকে সম্প্রতি লখনউয়ের সভামঞ্চ থেকে রীতিমতো হুঙ্কার ছেড়ে তাঁকে বলতে শোনা যায় যে, যাই-ই হয়ে যাক না কেন সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন দেশে প্রয়োগ করা হবেই।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছে, "এই কথা সকলকে জানিয়ে রাখি, এই আইনটি কোনওভাবেই প্রত্যাহার করা হবে না, যে যতই প্রতিবাদ করুন না কেন...

সূত্র: এনডিটিভি

গত তিন বছরে ১৬ হাজারের বেশি মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর কথা বলেছে বিশ্ব সন্ত্রাসীদের গডফাদার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এর মধ্যে মারাত্মক অবাস্তব কথাও রয়েছে।

ফ্যাক্ট চেকার ডাটাবেজ বিশ্লেষণ করে মার্কিন সংবাদমাধ্যম ওয়াশিংটন পোস্ট এ তথ্য জানিয়েছে।

প্রেসিডেন্ট হিসেবে ট্রাম্পের মেয়াদের তিন বছর শেষ হয়েছে। এই সময়ের সব বিবৃতি ও বার্তা নিয়মিত বিশ্লেষণ করেছে সংবাদমাধ্যমটি।

ওয়াশিংটন পোস্ট জানায়, ২০১৭ সালে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এক হাজার ৯৯৯ ও ২০১৮ সালে ৫ হাজার ৬৮৯ মিথ্যা বা বিভ্রান্তিমূলক কথা বলেছেন। অর্থাৎ দুই বছরে মোট সাত হাজার ৬৮৮ মিথ্যা কথা বলেছে।

আর ২০১৯ সালেই বিগত দুই বছরের দ্বিগুন মিথ্যা বলেছে ডোনাল্ড ট্রাম্প। অর্থাৎ ২০১৭ সাল থেকে ২০১৯ সালের ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত ট্রাম্প মোট ১৫ হজার ৪১৩ বার মিথ্যা কথা বলেছে।

অপরদিকে ওয়াশিংটনভিত্তিক আরেক সংবাদ মাধ্যম দ্য হিলের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে- ট্রাম্প তিন বছরে প্রকাশ্যে যেসব কথা বলেছে তার মধ্যে ১৬ হাজার ২৪১টি কথা মিথ্যাচার, অবাস্তবতা ও বিভ্রান্তিতে ভরপুর।

গত তিন বছরের মধ্যে ২০১৯ সালে সবচেয়ে বেশি মিথ্যা বলেছেন ট্রাম্প। কেবল ২০১৯ সালে তার মিথ্যার সংখ্যা ছিল আট হাজার ১৫৫টি। এর আগে দুই বছরে মোট মিথ্যা বলেছিল আট হাজার ৬৮৮ বার।

মূলত গত তিনটি বছর ছিল ট্রাম্পের জন্য ছিল মিথ্যা, ভুল বিবৃতি ও বিভ্রান্তিকর তথ্যের বছর। প্রতিদিনই একটার পর একটা টুইট করে মিথ্যার ঝড় তুলে যাচ্ছে।

এবার সরকারী সিসিটিভি ক্যামরার নজরদারির আওতায় আসছে ভারদের উম্মুল মাদারিস দারুল উলুম দেওবন্দ।

দেওবন্দের ইসলামিক মিডিয়ার বরাতে জানা যায়, দেওবন্দ হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন দারুল উলুম দেওবন্দ মাদরাসাসহ আশপাশের এলাকায় নজরদারি বাড়াতে সিসি ক্যামরা স্থাপন করছে। মাদরাসার চারদিকে ও আশপাশের রাস্তাগুলোতে এ ক্যামরা লাগানো হয়েছে বলে জানা যায়।

সূত্রমতে জানা যায়, জেলা পুলিশ কর্মকর্তা অলোক পান্ডে, এসএসপি দীনেশ কুমার ও পুলিশ প্রশাসনের একাধিক কর্মকর্তারা সিসিটিভি স্থাপনের জায়গা নির্ধারণ করে দেন। অফিসাররা দারুল উলুম দেওবন্দের বাইরে বিভিন্ন জায়গায় সিসিটিভি ক্যামরা স্থাপনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, বিজেপি সরকার দারুল উলুম দেওবন্দ কে সিএএ এনআরসি বিষয়ে ছাত্রদের আন্দেলনে না যাওয়ার আদেশ করতে কয়েকবার মাদরাসার শিক্ষকদের সঙ্গে বৈঠক করেছে। ধারণা করা হচ্ছে মাদরাসার উপর নজরদারি বাড়াতেই এ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে তারা।

আল-কায়েদা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন এবং তাদের নেতৃত্বাধীন "অপারেশন ওয়া হাররিদীল মু'মিনীন" এর মুজাহিদগণ একের পর এক দখলদার রাশিয়ান কুফ্ফার ও কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে সফল অভিযান পরিচালনা করে আসছেন।

এরা ধারাবাহিকতায় গত 23 জানুয়ারি ইদলিব প্রদেশের "আসকারিয়্যাহ" গ্রামে কুখ্যাত নুসাইরী মুরতাদ বাহিনীর অবস্থান টার্গেট করে স্নাইপার হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা মুজাহিদগণ।

একইভাবে ইদলিব প্রদেশের "আবু কামিস" এলাকাতেও কুখ্যাত নুসাইরী মুরতাদ বাহিনীর অবস্থানে স্নাইপার হামলা চালান আল-কায়েদার মুজাহিদগণ। যাতে ২ মুরতাদ সদস্য নিহত হয়।

চীনে উইঘুর মুসলিমদের বছরের পর বছর টিকে থাকা ঐতিহাসিক কবরস্থানগুলো গুঁড়িয়ে দিচ্ছে দেশটির কর্তৃপক্ষ। এমনই ছবি ধরা পরেছে স্যাটেলাইট ইমেজে। পশ্চিম তুর্কিস্থানের জাতিগত সংখ্যালঘুদের ওপর নিপীড়নের মধ্যেই ভূ-উপগ্রহের তোলা এমন সব ছবি সামনে এল।

জানা যায়, সিএনএন স্যাটেলাইটে তোলা কয়েকশ' ছবি বিশ্লেষণ করে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। ওই প্রতিবেদনটির বরাত দিয়ে তুর্কি গণমাধ্যম ইয়েনি শাফাক এ খবর জানায়।

স্যাটেলাইট চিত্রের বিশ্লেষক আর্থরিজ অ্যালায়েন্স ২০১৪ সাল থেকে ধ্বংস হওয়া ৪৫টি কবরস্থান আবিষ্কার করেছিলেন। সিএনএনের প্রতিবেদনে আগে ও পরে মিলিয়ে কয়েকটি সম্পূর্ণ ধ্বংস হওয়া কবরস্থানের চিত্র প্রদর্শন করা হয়। তুর্কি মুসলিমদের ওপর ধর্মীয়,

বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের বিষয়ে দমনমূলক নীতির বিষয়ে চীনকে অভিযুক্ত করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্র ও জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞদের মতে, ১০ লাখ মানুষ চীনের কারিগরি প্রশিক্ষণের নামে বন্দিশিবিরে আটক রয়েছে। তবে এসব তথ্যের পুরোটাই অস্বীকার করছে চীন সরকার।

চীনের জিনজিয়াং অঞ্চলে এক কোটি উইঘুর মুসলমানের বসবাস। ওই অঞ্চলের মুসলিম জনসংখ্যার ৪৫ শতাংশ তুর্কি বংশোদ্ভূত। দীর্ঘদিন থেকে চীনের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে মুসলিমদের সঙ্গে সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক বৈষম্য করা হচ্ছে।

সূত্র: সিএনএন, ইয়েনি শাফাক

ভারতের বিজেপি শাসিত রাজ্য উত্তরপ্রদেশে নতুন নাগরিকত্ব আইন নিয়ে প্রতিবাদের কারণে গরিব মুসলিমদের ওপর পুলিশ নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে- ভারতের একদল শিক্ষার্থীর করা অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে এমন অভিযোগ করা হয়েছে।

ভারতের ৩০টি শীর্ষস্থানীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা গত সপ্তাহে উত্তরপ্রদেশের ১৫টি শহর ও জনপদ ঘুরে এই যৌথ প্রতিবেদন তৈরি করেছে। খবর বিবিসির।

নাগরিকত্ব আইন বিরোধী প্রতিবাদ ও বিক্ষোভে ইতিমধ্যেই উত্তরপ্রদেশে অন্তত ২৩ জন নিহত হয়েছেন।

গত বুধবার দিল্লিতে ওই রিপোর্ট প্রকাশ করার সময় শিক্ষার্থীরা বলেন, ‘পুলিশের গুলিচালনার সময় ইচ্ছাকৃতভাবে নিশানা করা হয়েছে প্রান্তিক মুসলিম জনগোষ্ঠীকে এবং অনেক ক্ষেত্রে নাবালকদেরও। এখনও সেখানে ব্যাপক ধরপাকড় চলছে, মানুষ ভয়ে আছেন।’

নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে ভারতে যে তীব্র প্রতিবাদ চলছে, তা সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী চেহারা নিয়েছে উত্তরপ্রদেশে। ওই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ গত ১৯ ডিসেম্বর বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে ‘প্রতিশোধ’ নেয়ার কথা ঘোষণা দিয়েছিল।

তার পরদিন থেকেই তার রাজ্যের পুলিশ বেছে বেছে মুসলিমদের ওপর হামলা চালাতে শুরু করে বলে শিক্ষার্থীরা দাবি করছেন।

মীরাট-মুজফফরপুর-আলিগড়ে যে দলটি গিয়েছিল, তাতে ছিলেন দিল্লি ইউনিভার্সিটির ছাত্রী থৃতি দাস। থৃতি বলেন, ‘আমরা চারটে দলে ভাগ হয়ে মোট পনেরোটা জায়গায় ঘুরেছি, আর সবাই এই হামলাগুলোর মধ্যে একটা কমন প্যাটার্ন লক্ষ্য করেছি। প্রায় প্রতিটা হামলাই হয়েছে ২০শে ডিসেম্বর, অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রীর হুঙ্কারের ঠিক পরদিন - আর সবগুলো হয়েছে বেলা তিনটা থেকে চারটার মধ্যে।’

তিনি জানান, ‘সেসময় মানুষ সদ্য দুপুরের নামাজ সেরে মসজিদ থেকে বেরিয়েছেন। তারা কেউ কেউ হয়তো সংগঠিত কোনো পদযাত্রায় সামিল হচ্ছিলেন, অথবা শান্তিপূর্ণ মিছিল করে এগোচ্ছিলেন। তখনই পুলিশ তাদের বাধা দিয়ে চুপচাপ বসতে বলে। এরপরই শুরু হয়ে যায় বিনা প্ররোচনায় লাঠিচার্জ।’

থৃতি জানান, ‘যদিও পুলিশ দাবি করেছে তারা ফায়ারিং করেনি, আমাদের হাতে আসা ভিডিওতে তাদের গুলি চালাতেও দেখা গেছে। আমি তো বলব উত্তরপ্রদেশের পুলিশ নির্দিষ্টভাবে মুসলিম জনগোষ্ঠীকে নিশানা করে গুলি চালিয়েছে! যেখানে ভিক্টিমরা সবাই গরিব মহল্লার বাসিন্দা, বস্তিবাসী এবং দিন-এনে-দিন-খাওয়া মানুষজন!’

বিজনৌর-কানপুরে গিয়েছিলেন আর একটি দলের সদস্য আকাশ মিশ্রা, যিনি দিল্লিতে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব মাস কমিউনিকেশনের ছাত্র। আকাশ বলেন, ‘পুলিশ যেখানেই গুলি চালিয়েছে কোথাও কোমরের নিচে চালায়নি- সব জায়গায় নিশানা করেছে সোজা পেটে, মাথায় বা বুকে। সব জায়গাতেই তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল স্থানীয় বিজেপি বা আরএসএস পরিবারের সন্ত্রাসীরা।’

তিনি জানান, ‘আর তারা এমনভাবে মুসলিমদের ভয় দেখিয়েছে যে গুলিতে আহতরাও কেউ সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য যেতে চাইছেন না- যদি আবার তাদের লাখ-দু’লাখ টাকার জরিমানার নোটিশ ধরিয়ে দেওয়া হয়!’

বহুক্ষেত্রে নিহতের পরিবারকে আজও পুলিশ পোস্টমর্টেম রিপোর্ট দেয়নি। অনেক জায়গাতেই মরদেহ পুলিশের দেখিয়ে দেওয়া জায়গায় মাত্র এক ঘন্টার মধ্যে দাফন করে দিতে হয়েছে। আর নির্যাতন এখনও অব্যাহত রয়েছে। মুসলিম মহল্লায় পুলিশ যখন তখন হানা দিচ্ছে।

অনুসন্ধানী দলের সদস্য, দিল্লির ছাত্রী অনন্যা ভরদ্বাজ বলেন, 'মানুষ এতটাই ভয় পেয়েছে যে আহতদের পরিবার আমাদেরও দরজা খুলে দিতে চাইছিল না। অনেকেই তারা ভয়ে এলাকা ছেড়ে চলে গেছেন। পুলিশ এখনও মুসলিমদের বাড়িতে ঢুকে পড়ছে ছাদ টপকে, দরজায় বাড়ি মেরে- এমন কী মধ্যরাতের পরেও। মানুষকে তারা ঘুমোতে পর্যন্ত দিচ্ছে না।'

প্রতিবেদন প্রকাশের অনুষ্ঠানে ছিলেন ভারতের সাংবাদিক ও অ্যাক্টিভিস্ট পামেলা ফিলিপোস। তিনি বলেন, 'দেশের মূল ধারার গণমাধ্যমগুলো যখন এবিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব, তখন এই ছাত্রছাত্রীরাই জাতির বিবেকের কাজটি করল। তারা দেখিয়ে দিল, উত্তরপ্রদেশ কীভাবে ভারতের কিলিং ফিল্ডস বা বধ্যভূমিতে পরিণত হয়েছে- যেখানে ইচ্ছাকৃতভাবে নিশানা করা হচ্ছে দরিদ্র মুসলিম জনগোষ্ঠীকে, যাদের প্রতিবাদ করার কোনো শক্তিই নেই!'

বিক্ষোভকারীদের আন্দোলন থামাতে যোগীর সন্ত্রাসী পুলিশের বিরুদ্ধে দমননীতি প্রয়োগের অভিযোগ আগেও উঠেছে। রাতের অন্ধকারে লেপ-কম্বল কেড়ে নেওয়ার পর এ বার মহিলা বিক্ষোভকারীদের লাঠি দিয়ে পেটানোর অভিযোগ উঠল তাদের বিরুদ্ধে।

মঙ্গলবার রাতে উত্তরপ্রদেশের এটাওয়ায় এমন ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গিয়েছে। ঘটনার সময়কার বেশ কিছু ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়েছে। তাতে মহিলা বিক্ষোভকারীদের টেনে হিঁচড়ে হঠানোর চেষ্টা করতে দেখা গিয়েছে সন্ত্রাসী পুলিশকে। এমনকি বিক্ষোভস্থল থেকে মারতে মারতে তাদের বার করে দিতেও দেখা গিয়েছে ওই ভিডিওতে।

দিল্লির শাহিনবাগের অনুপ্রেরণায় সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের (সিএএ) বিরুদ্ধে পথে নেমেছেন উত্তরপ্রদেশের মহিলারাও। গত কয়েক দিন ধরে লখনউ, ঘণ্টাঘর-সহ বেশ কিছু এলাকায় অবস্থান বিক্ষোভ করছেন তাঁরা। মঙ্গলবার বিকালে এটাওয়ার পচরাহায় প্রায় ১৫০ মহিলা জড়ো হন। সন্ধ্যা গড়াতে সংখ্যাটা বেড়ে প্রায় ৫০০ হয়। তাদের উপর নজর রাখতে এলাকায় বিশাল সন্ত্রাসী পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করে এটাওয়া প্রশাসন।

কিন্তু শুধু নজরদারি চালানোর বদলে পুলিশ বিক্ষোভকারীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বলে অভিযোগ। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ওই ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, ভিড়ের মধ্যে ঢুকে টেনে হিঁচড়ে প্রতিবাদীদের সরানোর চেষ্টা করছে পুলিশ। বাধা দিতে গেলে প্রতিবাদীদের ধাক্কা মেরে ফেলেও দেয়া হয়। আর একটি ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, সরু গলি দিয়ে প্রতিবাদীদের বার করে নিয়ে যাওয়ার সময় রীতিমতো তাদের তাড়া করছে পুলিশ। লাঠি দিয়ে মারা হচ্ছে তাদের।

মহিলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই ওই ভিডিওটি রিটুইট করা হয়েছে। তাতে নিন্দার ঝড় উঠেছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। তবে এটাওয়া পুলিশের দাবি, বিক্ষোভকারীরাই প্রথম তাদের লক্ষ্য করে পাথর ছোড়ে। পরিস্থিতি সামাল দিতে সেখানে শুধুমাত্র মহিলা পুলিশই নামানো হয়েছিল বলেও দাবি করেছে তারা। যদিও এর সত্যতা প্রমাণ হয়নি। যে ভিডিওগুলো সামনে এসেছে, সবক'টিই রাতের অন্ধকারে তোলা। তাই মহিলাবাহিনী বিক্ষোভকারীদের পেটাচ্ছে নাকি পুরুষবাহিনী তা বোঝা যায়নি।

সূত্রঃ ইনকিলাব

দক্ষিণ ভারতের ব্যাঙ্গালুরু শহরে হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী পুলিশ ও পৌরসভা কর্তৃপক্ষ মিলে 'অবৈধ বাংলাদেশিদের বস্তি' সন্দেহে প্রায় শ দুয়েক বাড়িঘর গুঁড়িয়ে দিয়েছে। তবে প্রতিবাদকারীরা বলছেন, পুলিশ এই উচ্ছেদ অভিযানে যাদের বাড়িঘর ভেঙে দিয়েছে তারা সকলেই ভারতের নাগরিক এবং তাদের কাছে এদেশের বৈধ পরিচয়পত্রও আছে।

তাদের আরো অভিযোগ, শহরের বিজেপি বিধায়ক অরবিন্দ লিম্বাভালি-ই সোশ্যাল মিডিয়াতে তথাকথিত অবৈধ বাংলাদেশিদের বিরুদ্ধে লাগাতার উসকানিমূলক পোস্ট করে চলেছেন। আর তার ভিত্তিতেই সন্ত্রাসী পুলিশ বাংলাভাষী মুসলিমদের বিরুদ্ধে নির্বিচারে এই অভিযান শুরু করেছে।

ব্যাঙ্গালুরুর বেলান্ডার শহরতলিসহ আরো কয়েকটি জায়গায় তথাকথিত অবৈধ বাংলাদেশিদের বিরুদ্ধে এই অভিযান শুরু হয় শনিবার রাতে, দফায় দফায় তা চলতে থাকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টা ধরে।

শহরের একটি এনজিওকর্মী কলিমুল্লা বিবিসি বাংলাকে বলেন, কুন্দনহাল্লি, মোনেকালাসহ মোট চারটি জায়গায় একসঙ্গে বুলডোজার নিয়ে পুলিশ হানা দেয়।

কলিমুল্লা বলেন, বাংলাদেশীদের দু'ঘণ্টার মধ্যে ঘর খালি করে দিতে হবে। আমি ও আমাদের টিম তাদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে কোনো লাভ হয়নি। পুলিশ ঘরে ঢুকে খাবার পানির পাত্রও লাথি মেরে উল্টে দেয়, কেটে দেয় বিদ্যুৎ সংযোগ। সঙ্গে চলতে থাকে বাংলাদেশিদের নামে গালাগালি।

স্থানীয় একটি টিভি চ্যানেল সুবর্ণা নিউজেও দাবি করা হতে থাকে তাদের স্টিং অপারেশনেই ফাঁস হয়েছে যে ওই বস্তির বাসিন্দারা বাংলাদেশি। ওই চ্যানেলটি বলে, পুলিশকে ঘুষ দিয়েই তারা ভারতের কাগজপত্র বানিয়েছে, এটা প্রকাশ হওয়াতেই না কি পুলিশ সেখানে অভিযান চালায়।

এদিকে, ব্যাঙ্গালুরুর পুলিশ কমিশনার ভাস্কর রাও যদিও দাবি করেছেন নির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতেই তারা ব্যবস্থা নিয়েছেন, আইনজীবী ও সমাজকর্মী দর্শনা মিত্র কিন্তু বিবিসিকে অন্য ছবিই তুলে ধরলেন।

দর্শনা মিত্র বলেন, আসলে ব্যাঙ্গালোরের অর্থনীতি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মারাথাল্লিসহ বিভিন্ন এলাকায় প্রচুর নতুন ফ্ল্যাট তৈরি হয়েছে। অনেক অফিস গড়ে উঠেছে। ফলে ইনফর্মাল সেক্টরে গৃহকর্মী, আবাসন খাতের শ্রমিক, স্কুলবাসের চালক- এরকম অসংখ্য কাজের সুযোগও সৃষ্টি হয়েছে। এ কারণে আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা থেকে দলে দলে লোকজন সেখানে যাচ্ছেনও। এদের মধ্যে প্রচুর লোকই বাঙালি, আর মাইগ্রেশন প্যাটার্নটা স্টাডি করলেই দেখা যাবে এরা বেশিরভাগই গেছেন পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া, মালদা, মুর্শিদাবাদের মতো মুসলিম অধ্যুষিত জেলাগুলো থেকে। এখন বাঙালি মুসলিমদের মধ্যে কে পশ্চিমবঙ্গের বা কে বাংলাদেশি, কর্নাটকের পুলিশ বা একজন কান্নাডিগা আপাতদৃষ্টিতে সেই ফারাক যেহেতু করতে পারছে না, তাই তাদের অ্যাপ্রোচটাই হলো, মুসলিম হলেই তাদের বাংলাদেশি বলে চালিয়ে দাও।

এখানে কোনো বাছবিচারের ব্যাপারই নেই। এবারের ঘটনায় লোকজন তো তাদের পরিচয়পত্র বা আইডি প্রুফ দেখাতেও চেয়েছিল, কিন্তু ব্যাঙ্গালোর পুলিশ তা চেক করারও প্রয়োজন বোধ করেনি, বলেন দর্শনা মিত্র।

এদিকে শনি ও রবিবারের এই বস্তি ভাঙচুরের পেছনে অনেকেই তুলে ধরছেন গত সপ্তাহে টুইটারে শাসক দল হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী বিজেপি'র অত্যন্ত প্রভাবশালী বিধায়ক ও কট্টর হিন্দুত্ববাদী নেতা অরবিন্দ লিম্বাভালির একগুচ্ছ পোস্টকে।

লিম্বাভালির পোস্ট করা একটি ভিডিওতে শহরের একটি বস্তিকে দেখিয়ে দাবি করা হয়, ওটাই না কি ব্যাঙ্গালোরে 'অবৈধ বাংলাদেশিদের মূল কেন্দ্র'। পোস্টে বলা হয়, সেখানে তাদের আলাদা রাস্তা আছে। মাসে পাঁচ থেকে আট হাজার রুপিতে বস্তিতে ঘরভাড়া নিয়ে থাকছে তারা। আলাদা বিদ্যুৎ সংযোগ, জলের লাইন, নিজস্ব দোকানপাটও বানিয়ে নিয়েছে।

ভিডিওটিতে আরো বলা হয়, রোজই সেখানে তারা নতুন লোকজনও নিয়ে আসছে, বাংলাদেশিদের রমরমা বেড়েই চলেছে।

এই পোস্টের পর সাতদিনও যেতে না যেতেই ঠিক সেই বস্তিটিই মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে ব্যাঙ্গালোর সন্ত্রাসী পুলিশ।

প্রতিবাদকারী জকি সোমান বিবিসিকে বলছিলেন, সন্ত্রাসী বিজেপির ওই বিধায়ক গত তিন বছর ধরেই এই একই জিনিস করে আসছে, অভিবাসী শ্রমিকদের বাংলাদেশি বলে তাদের তাড়ানোর জিগির তুলছে। ভারতের বৈধ নাগরিকদের এভাবে অপমান করার জন্য তার বিরুদ্ধে আমরা এখন মানহানির মামলাও করতে যাচ্ছি।

ভারতে জাতীয় নাগরিকপঞ্জী বা এনআরসি তৈরির নামে মুসলিমরা যে হয়রানি ও ভোগান্তির আশঙ্কা করছেন, ব্যাঙ্গালোরে তা এরই মধ্যে শুরু হয়ে গেছে বলেও এই সমাজকর্মীদের বক্তব্য।

সূত্র: বিবিসি বাংলা

ভারতের বিতর্কিত কথিত সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ) নিয়ে দায়েরকৃত মামলার শুনানি হয়েছে ভারতীয় হিন্দুত্ববাদী সুপ্রিম কোর্টে। এই আইন নিয়ে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দেয়নি সুপ্রিম কোর্ট। দেশটির কেন্দ্রীয় সরকারকে নোটিশ পাঠিয়েছে শীর্ষ আদালত। এ ব্যাপারে চার সপ্তাহের মধ্যে জবাব তলব করেছে এই আদালত।

গতকাল প্রধান বিচারপতি এসএ বোবদের নেতৃত্বাধীন তিন বিচারপতির বেঞ্চ ১৪৪টি মামলার শুনানি করে। নাগরিকত্ব আইন নিয়ে দায়ের করা পিটিশনগুলির ভিত্তিতে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশের নির্দেশ পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ দিতে পারে বলে ইঙ্গিত দিয়েছে আদালত। কেন্দ্রের বক্তব্য শোনার আগে এই আইনে স্থগিতাদেশ দেওয়া হবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দেয় আদালত।

অ্যাটর্নি জেনারেল বেণুগোপাল পিটিশনের জবাব দেওয়ার জন্য ৬ সপ্তাহ সময় দেওয়ার জন্য আদালতে আবেদন করেছিল। পিটিশনারদের পক্ষে শীর্ষ আইনজীবী কপিল সিবাল আদালতের কাছে আর্জি জানিয়েছিল, আপাতত সিএএ-র বাস্তবায়ন এবং এনপিআর নিয়ে গতিবিধি স্থগিত রাখা হোক। তবে সেই দাবি খারিজ করে দিয়ে শীর্ষ আদালত বলে, কেন্দ্রের জবাব না-শুনে নাগরিকত্ব আইনে স্থগিতাদেশ দেওয়া হবে না।

তবে সিবালরা এই বিষয়কে সাংবিধানিক বেঞ্চে পাঠানোর যে আর্জি জানিয়েছিল, তা মেনে নেওয়া হতে পারে বলে ইঙ্গিত দিয়েছে আদালত। জানানো হয়েছে, চার সপ্তাহে কেন্দ্রের জবাব পাওয়ার পর পঞ্চম সপ্তাহে এই মামলার শিডিউল তৈরির জন্য বৈঠকে বসবে তিন বিচারপতির বেঞ্চ।

সিএএ ও এনপিআর -এ স্থগিতাদেশ দেওয়া হবে কি না, তা বিচারের জন্য ৫ সদস্যের সাংবিধানিক বেঞ্চ বিষয়টি খতিয়ে দেখবে। এ ব্যাপারে কোনও হাইকোর্টও যাতে নতুন কোনও মামলা গ্রহণ না-করে, সেই নির্দেশও দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

সূত্রঃ কালের কণ্ঠ

আমাদের দেশে অতিপরিচিত ফল পেয়ারা। দেশের প্রায় সবখানে এ ফলটি পাওয়া যায়। পেয়ারা মূলত বর্ষাকালীন ফল। তবে বাজারে সব ঋতুতেই পাওয়া যায়। এটি একটি উচ্চ পুষ্টিমানের ফল। এতে রয়েছে ভিটামিন-এ, বি ও সি। একটি কমলার চেয়ে চার গুণ বেশি ভিটামিন-সি থাকে একটি পেয়ারায়। ভিটামিন-সি এমন একটি প্রধান অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, যেটি কোষকে ফ্রি রেডিক্যাল ড্যামেজ থেকে রক্ষা করে।

শুধু তা-ই নয়, ভিটামিন-সি শরীরের ত্বকে বয়ে আনে পুষ্টি। পেয়ারার ভেতরের চেয়ে বাইরের খোসায় থাকে বেশি পরিমাণে ভিটামিন-সি, যা স্কার্ভি নামক চর্মরোগসহ নানা ধরনের ত্বকের অসুখের বিরুদ্ধে কাজ করে। সর্দি, হাঁচি, কাশি দূর করতেও জুড়ি মেলা ভার পেয়ারার।

এ ছাড়া আমাদের ত্বককে ক্ষতিকর আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি থেকে রক্ষা করে পেয়ারার বাইরের সবুজ ত্বক। এতে আছে ক্যারোটিনয়েড নামক পুষ্টি উপাদান, যেটি ভাইরাসজনিত ইনফেকশন থেকে আমাদের রক্ষা করে। ডায়রিয়ার জীবাণুকে করে দুর্বল। পেয়ারার ভিটামিন দৃষ্টিকে করে শক্তিশালী। বিদ্যমান খনিজ উপাদান পটাসিয়াম ব্লাড প্রেশার নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা পালন করে এবং ম্যাগনেসিয়াম শরীরের কোষের দুর্বলতা দূরীকরণে উপকার দেয়।

আমাদের ত্বকে টানটান ভাব আনয়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করে পেয়ারা। এতে তারুণ্য বজায় থাকে দীর্ঘকাল। তবে ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য খুব বেশি মিষ্টি পেয়ারা খাওয়া উচিত নয়। কারণ এটি ডায়াবেটিস রোগীর রক্তে চিনির মাত্রা বাড়িয়ে দিতে পারে। ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রোগীদের কচি পেয়ারা খাওয়া ভালো। কারণ তা তাদের রক্তে চিনির মাত্রা কমাতে সহায়তা করে।

সূত্রঃ আমাদের সময়

ভারতের উত্তর প্রদেশে দুটি মসজিদে আজানের সময় মাইক ব্যবহার করার অনুমতি দিতে অস্বীকার করেছে ভারতের হিন্দুত্ববাদী এলাহাবাদ আদালত। বিচারপতি পঙ্কজ মিথাল এবং ভিপিন চন্দ্র দীক্ষিতের ডিভিশন বেঞ্চ বলেছে, ‘কোনো ধর্মই এটা শেখায় না যে প্রার্থনা করার সময়ে মাইক ব্যবহার করতে হবে বা বাজনা বাজাতে হবে। আর যদি সেরকম কোন ধর্মীয় আচার থেকেই থাকে, তাহলে নিশ্চিত করতে হবে যাতে অন্যদের তাতে বিরক্তির উদ্রেক না হয়।’

গতকাল মঙ্গলবার ব্রিটিশ গণমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। খবরে বলা হয়েছে, জৌনপুর জেলার বাদ্দোপুর গ্রামে অবস্থিত দুটি মসজিদে আজানের সময়ে মাইক ব্যবহারের অনুমতি নবায়নের জন্য আবেদন করা হয়েছিল। কিন্তু স্থানীয় প্রশাসন মাইক

ব্যবহারের অনুমতিকে নবায়ন করতে চায়নি। তার এর বিরুদ্ধেই হাইকোর্টে পিটিশন দাখিল করা হয়েছিল।

কিন্তু শব্দ দূষণরোধ আইন এবং সুপ্রিম কোর্টের নানা রায় তুলে ধরে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ বলেছে, 'সংবিধানের ২৫ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের ধর্ম পালন করার অধিকার আছে ঠিকই কিন্তু সেই ধর্মাচরনের ফলে অন্য কারও অসুবিধা করার অধিকার কারও নেই।'

'এই আদালত মনে করে অখন্ড রামায়ন, কীর্তন প্রভৃতির সময়ে মাইক ব্যবহার করার ফলে একদিকে যেমন শব্দ দূষণ হয়, তেমনই বহু মানুষের অসুবিধাও হয়।'

এলাহাবাদ হাইকোর্টেরই ২০ বছর আগেকার একটি রায়কে উদ্ধৃত করেছে ডিভিশন বেঞ্চ। পুরোনো সেই রায়ে বলা হয়েছিল, 'অখন্ড রামায়ন, আজান, কীর্তন, কাওয়ালি বা অন্য যে কোনো অনুষ্ঠান, বিয়ে প্রভৃতির সময়ে মাইক ব্যবহার করার ফলে বহু মানুষের অসুবিধা হয়। সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন জানানো হচ্ছে যাতে মাইক ব্যবহার না করা হয়।'

আদালতের সর্বশেষ এই রায়টি দেওয়া হয়েছে দুটি মসজিদের মাইক ব্যবহারের অনুমতি নবায়নের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে। কিন্তু অন্যান্য কোন মসজিদে আজান বা মন্দিরে রামায়ন পাঠ বা কীর্তন অথবা মঞ্চে কাওয়ালি অনুষ্ঠানে মাইক ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হবে না, এটা বলা হয়নি।

চলতি শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী রাজনৈতিক সমাবেশ বা যেকোনো অনুষ্ঠানের জন্যই স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হয় এবং মাইকের শব্দমাত্রাও বেঁধে দেওয়া থাকে।

কোর্ট এটাও বলেছে, 'যে অঞ্চলে ওই মসজিদ দুটি অবস্থিত, সেটি একটি মিশ্র এলাকা। তাই শুধু শব্দ দূষণ আটকানোর জন্য নয়, ওই অঞ্চলে শান্তি বজায় রাখার কথাও প্রশাসনিক কর্মকর্তারা মাথায় রেখেছিলেন।'

মাইক ব্যবহারের অনুমতি চেয়ে দাখিল করা পিটিশন খারিজ করে দিয়ে স্থানীয় প্রশাসনের কাজে হস্তক্ষেপ করতে চায় না বলেও জানিয়েছেন আদালত।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) ‘শিবির সন্দেহে’ আবরার মাহমুদের মতো চার শিক্ষার্থীকে রাতভর ‘গেস্টরুমে’ নিয়ে নির্যাতনের পরে পুলিশ হেফাজতে দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা।

গতকাল মঙ্গলবার রাত ১১টার দিকে জহুরুল হক হলের গেস্টরুমে এ ঘটনা ঘটে। এর প্রতিবাদে আজ বুধবার বিকেল ৪টায় শাহবাগে বিক্ষোভের ডাক দিয়েছে ছাত্র অধিকার পরিষদ।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, মঙ্গলবার রাতে সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের নিয়মিত গেস্টরুম চলছিল। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী মো. মুকিম চৌধুরীকে শিবির সন্দেহে গেস্টরুমে ডাকা হয়। সেখানে হল শাখা সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের বিলুপ্ত কমিটির সহ-সভাপতি আনোয়ার হোসেন ও যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক আমির হামজা তাদের অনুসারীদের দিয়ে মুকিমকে প্রথমে মানসিক চাপ দেন। এতে স্বীকার না করায় তাকে লাঠি, স্ট্যাম্প ও রড দিয়ে বেধড়ক মারধর করতে থাকেন তারা।

পরে মুকিমের ফোনের চ্যাটলিস্ট দেখে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী সানওয়ার হোসেনকে গেস্টরুমে আনা হয়। সেখানে তাকেও বেধড়ক মারধর করেন সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের নেতারা। এর কিছুক্ষণ পরে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী মিনহাজ উদ্দীন ও একই বর্ষের আরবি বিভাগের শিক্ষার্থী আফসার উদ্দীনকে ধরে গেস্টরুমে আনা হয়। সেখানে রাত ২টা পর্যন্ত তাদের ওপর বিভিন্নভাবে নির্যাতন করতে থাকেন সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ নেতারা।

পরে তাদেরকে প্রক্টরিয়াল টিমের মাধ্যমে শাহবাগ থানায় হস্তান্তর করা হয়। এরপর পুলিশ তাদেরকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে।

নির্যাতনের বিষয়ে হল শাখা সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক আমির হামজা বলেন, ‘আমরা তাদের মারধর করিনি। শুধুমাত্র জিজ্ঞাসা করেছি। তাদের কাছ থেকে শিবিরের দুটি বই উদ্ধার করেছি।’

তবে সেই বইয়ের ছবি ও নামের বিষয়ে জানতে চাইলে আমির হামজা কোনো উত্তর দিতে পারেননি।

বিষয়টি জানতে জহুরুল হক হলের প্রভোস্ট দেলোয়ার হোসেনকে ফোন দিলে তিনি মিটিংয়ে আছেন বলে জানান।

এ বিষয়ে শাহবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল হাসান বলেন, 'গতরাতে তাদের আমরা ধরে আনি। তারপর তাদের হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে রাতেই আবার থানায় আনা হয়। বর্তমানে তারা থানায় আছে।'

বিষয়টি নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের ভিপি নুরুল হক নুর বলেন, 'বিষয়টি আমি শুনেছি। খোঁজ নিয়ে দেখছি। শুনেছি সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ তাদের মেরেছে। ছাত্রলীগ তাদের মারার কে? ছাত্রলীগ যে সন্ত্রাসী কার্যক্রম শুরু করেছে ভিন্ন মতের শিক্ষার্থীদের শিবির সন্দেহে মারার, ছাত্রলীগকে এই অধিকার কে দিয়েছে?'

সূত্রঃ আমাদের সময়

লালমনিরহাটের হাতীবান্ধা উপজেলার দইখাওয়া এলাকায় বনচৌকি সীমান্তে হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) গুলিতে দুই বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন।

বুধবার ভোরে সন্ত্রাসী বিএসএফের পাগলীমারী ক্যাম্পের সদস্যদের ছোড়া গুলিতে তারা নিহত হন।

নিহতরা হলেন-উপজেলার গোতামারী ইউনিয়নের আমঝোল গ্রামের শাজাহান আলীর ছেলে সুরুজ (৩৫) ও একই গ্রামের ওসমান আলীর ছেলে সুরুজ (১৮)।

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ও স্থানীয়রা জানায়, নিহতরা সকাল ৬টার দিকে গরু আনার জন্য সীমান্তের ৬০৭ নম্বর সীমান্ত পিলারের কাছে যায়। এসময় বিএসএফের পাগলীমারী ক্যাম্পের টহল দল তাদের লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। এতে ঘটনাস্থলেই শাজাহান আলীর ছেলে

সুরুজ মারা যান। গুলিবিদ্ধ আরেকজনকে গুরুতর আহত অবস্থায় পার্শ্ববর্তী গ্রামে নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়।

গোতামারী ইউপি চেয়ারম্যান আবুল কাশেম সাবু মিয়া জানান, সকাল সাড়ে ৬টার দিকে সীমান্তে গুলির আওয়াজ পাওয়া যায়। এতে দুই বাংলাদেশি যুবক গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেছেন। এদের একজন ঘটনাস্থলে, অন্যজন পাশের গ্রামে আত্মীয়ের বাড়িতে মারা যান।

সূত্রঃ সমকাল

আল-কায়েদার কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব থেকে নতুন একটি বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছে যার শিরোনাম, "সোমালিয়ার জিহাদের সিংহদের প্রতি শুভেচ্ছা ও শ্রদ্ধা এবং "আল-কুদুস কখনোই ইহুদীদের হবেনা" (القدس لن تهوّد) নামক ধারাবাহিক অপারেশনে তাদের বীরত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ।

বিবৃতিটি আরবী ও ইংরেজি উভয় ভাষায় প্রকাশিত হয় এবং তাতে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদীনের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানানো হয়।

বিবৃতিটির শুরুতে বলা হয়,“সমস্ত প্রশংসা মহান রব্বুল আলামীনের জন্য, যিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন এবং তাঁর সৈন্যদের হাতকে মজবুত করেছেন এবং তিনি একাই শত্রু বাহিনীর ভিত্তিকে ধ্বংস করেছেন। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর — যিনি তাঁর উম্মতকে জিহাদ করার আদেশ দিয়েছেন, শহীদ হওয়ার জন্য উৎসাহিত করেছেন এবং আহ্বান জানিয়েছেন গৌরবময় পথে, আর তাঁর পরিবার ও সহযোগীদের উপর।

অতঃপর, আমরা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিনের নেতৃত্বে থাকা সম্মানিত উমারাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি শাইখ আবু উবাইদাহ আহমাদ ওমার (হাফিজাহুল্লাহ্) এবং তাঁর ভাইদের প্রতি, যাঁরা উম্মাহর সন্তানদের হৃদয়ে ত্যাগের চেতনা প্রজ্বলিত করেছেন এবং কাফেরদেরকে বিতাড়িত করার মহান শিক্ষা দিয়েছেন; যাঁরা "আল-

কুদুস কখনোই ইহুদীদের হবে না" অপারেশন সিরিজের ধারাবাহিকতায় কাফেরদের সামরিক ঘাঁটি ও তাদের কৌশলগত কেন্দ্রগুলোতে তীব্র আঘাত হেনেছেন।

এই অপারেশন সিরিজের সূচনা করেছিলেন সোমালিয়ার মুজাহিদগণ। এরপর তাঁদের ভাইয়েরা মালি, নাইরোবি, আজলহক এবং বালাদ্বাইক্লিতে তাঁদের অনুসরণ করেন।

আর সর্বশেষ তাঁদের ভাইয়েরা ১৪৪১ হিজরির গত ১০ই জুমাদিউল-আওয়াল ‘মান্দা-বে’তে উক্ত অপারেশনের ধারাবাহিকতায় সফল এক অভিযান পরিচালনা করেছেন। ঐখানে হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদীন এর বীরেরা লামু প্রদেশের (মান্দা) উপসাগরে ক্রুসেডার মার্কিন নৌবাহিনীর (সিম্বা) সামরিক নৌ-ঘাঁটি পুড়িয়ে দিয়েছেন, কয়েক ডজন ক্রুসেডার আমেরিকান কাফেরকে হতাহত করেছেন এবং ক্রুসেডারদের অনেক সামরিকযান, গাড়ি ও বিমান ধ্বংস করেছেন। মুজাহিদগণের এই অভিযান এতোটাই দুর্দান্ত ছিল আর ইসতেশহাদী হামলাগুলো এতই চমৎকার ছিল, জিহ্বা বা কলমের ভাষায় যা বর্ণনা করা সম্ভব নয়।”

বিবৃতিতে ‘উম্মাতে ইসলামিয়ার জন্য আল-কুদুসের গুরুত্ব’ শিরোনামে বলা হয়েছে, "হে উম্মাতে ইসলামিয়া! নিশ্চয়ই জেরুজালেম এখন ইসরাঈলের ঘাঁটি, অথচ এটা ছিল মুহাম্মাদ (صلى الله عليه وسلم) এর অবতরণস্থল। আজ কাফেররা আমাদের পবিত্র স্থানকে অবৈধ ইহুদি রাষ্ট্রের রাজধানী হিসাবে ঘোষণা করেছে।

হে মুমিনগণ! এটা হল সমসাময়িক জায়নিস্ট ক্রুসেড।

যতক্ষণ পর্যন্ত মহান আল্লাহ তা'আলার জন্য স্বতন্ত্রভাবে বড় ধরণের জিহাদী অপারেশন সম্পাদন করা না হবে, ততক্ষণ ক্রুসেডারদের অগ্রযাত্রা থামবে না। সুতরাং ক্রুসেডারদের মাথায় আঘাত করুন এবং তাদের ঘাঁটিগুলো ধ্বংস করুন।

আমরা এক জাতি, আমাদের প্রভু এক, কাবা এক, পথ পদর্শনকারী কিতাব এক, আমাদের কালিমা এক, আমাদের শত্রুও এক, ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর সাথে ক্রুসেডারদের শত্রুতা পুরাতন এবং এর কোন শেষ নেই, তা কিয়ামতের উত্থান পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে।

আজ পঙ্গপালের মতো সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ক্রুসেডাররা। তারা আমাদের জাতিকে টার্গেট করে করে হামলা করছে। তাই আসুন আমরা সবাই একতাবদ্ধ হয়ে একাধিক ঘাঁটি এবং মোর্চায় এই জায়নবাদী ক্রুসেডার শত্রুর সামনে দাঁড়াই। তারা যেমন আমাদের জাতিকে টার্গেট করছে, তেমনি এখন মু'মিনদের জন্যও আবশ্যক হলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ক্রুসেডারদের উপর আঘাত হানা।

যেহেতু, মুসলিমরা একটি দেহের মতো; যদি তার এক হাত আঘাতপ্রাপ্ত হয়, তবে তার দেহের অন্যান্য অঙ্গগুলোও কষ্ট পায়।”

এরপর জামাআত কায়েদাতুল জিহাদ এর ঐ কেন্দ্রীয় বার্তায় সম্মানিত আলেম সমাজের উদ্দেশ্যে বলা হয়, “হে বিশ্বের সর্বস্থানের মুসলিম আলেমগণ, এই পবিত্র যুদ্ধে আপনাদের সঠিক অবস্থান হচ্ছে আপনারা জিহাদে গভীরভাবে নিমিগ্ন হবেন। এর গতিপথকে নেতৃত্ব দিয়ে পরিচালিত করবেন। জিহাদ ও আমলের ভাষায় আপনাদের ইলম ও ঈমানকে ব্যাখ্যা করবেন। উম্মতের অন্তরে ইসলামী মানসিকতা ও অনুভূতি জাগিয়ে তুলবেন।

আপনারা যাতে আশ্বস্ত হতে পারেন, আপনাদের মুজাহিদ সন্তানরা কেবল এই মুসলিম উম্মাহর অগ্রভাগেই রয়েছে। যারা আপনাদের অবিচলতা ও প্রত্যাবর্তনের প্রহর গুণছে, যাতে তারা জ্বলন্ত অঙ্গার থেকে অধিক উষ্ণতার পরিস্থিতিতেও যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারে।

কারণ, আপনাদের মাধ্যমেই এই পথচলা দৃঢ়তা পাবে। ভারসাম্যতা, হিকমাহ ও ন্যায়ের বুঝগুলো গভীরতায় পৌঁছাবে। তাই আপনারা জাগ্রত হোন এবং ইসলামের বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্র সমূহে দৃঢ়ভাবে অংশগ্রহণ করুন।

“আল-কুদুস কখনই ইয়াহুদীদের হবে না” এই আক্রমণের ধারাবাহিকতায় 'মান্দা বে' যুদ্ধের ব্যাপারে প্রকাশিত বার্তায় ফিলিস্তিনিদের প্রতি বলা হয়েছে- "হে আমাদের ফিলিস্তিনী ভাইয়েরা, প্রত্যেক দৃষ্টিমানের কাছে রাস্তা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, আপনাদেরকে কেবল ইয়াহুদিরাই আপনাদের ঘর থেকে বের করে দেয়নি এবং বের করার ব্যাপারে সাহায্য করেনি, বরং এই কাজে ইয়াহুদীদের দোসর ও মুরতাদরাও অংশ নিয়েছে।

নিশ্চয়ই আমাদের কুদুসকে ফিরিয়ে আনা যা আপনাদেরও কুদুস, আমাদের ঘর সমূহকে ফিরিয়ে আনা যা আপনাদেরও ঘর— শুধু একটি আন্দোলন অথবা একটা দলের পক্ষে সম্ভব

নয়। বরং এর জন্য আবশ্যক এক উম্মাহর মানসিকতা জাগিয়ে তোলা এবং তা প্রতিষ্ঠা করা। যাতে পুরো উম্মাহ তার শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রত্যেক ঘাঁটিতে যুদ্ধ করতে পারে। প্রত্যেক দেশে ক্রুসেডারদের উপর আক্রমণ করতে পারে। হে আমাদের ভাইয়েরা, আমরা আপনাদের সাহায্যকারী। তাই আপনারাও আমাদের সাহায্যকারী হয়ে যান। আমরা আপনাদের সাথে একত্রিত হয়েছি একটি ফরজকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য, সুতরাং আপনারা কোনো নফল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যাবেন না। আমরা ও আপনারা ইসলামকে উঁচু করতে চাই। সুতরাং আমরা সেই হাতগুলোকে ভেঙ্গে দিবো যা ইসলামকে নিচু করতে চায়।

গুনাহের মাধ্যমে দুর্বল কিন্তু রবের সাহায্যে শক্তিশালী কায়েদাতুল জিহাদের ভাইয়েরা আপনাদের ক্ষতস্থানের প্রবাহিত রক্ত নিজ হাতে স্পর্শ করে শপথ করছে, সম্মানিত স্থানগুলোকে ফিরিয়ে আনা এবং আল্লাহ তাআলার শরিয়া প্রতিষ্ঠার জন্য সমস্ত কষ্ট ও বিপদ মাথা পেতে মেনে নিবে। আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করছি যাতে তিনি আমাদেরকে আপনাদের পবিত্র স্থান, সম্মান, দ্বীন ও আপনাদের জান-মাল রক্ষার জন্য উৎসর্গ করেন।"

এরপর বার্তাটিতে মিডিয়ার নিকৃষ্ট ধোঁকাবাজির ব্যাপারে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, "আর এই মোবারক যুদ্ধ ও তার উদ্দেশ্য গুলোর ব্যাপারে কোনো প্রতিবেদন প্রকাশ না করার মাধ্যমেই রাষ্ট্রের বেতনভুক্ত মিডিয়াগুলোর –বিশেষ করে আল-জাজিরা চ্যানেল ও তার মত চ্যানেলগুলোর– আমেরিকা ও ইহুদিদের দালালি স্পষ্ট হয়ে গেছে। এসকল মিডিয়াগুলো জিহাদ এবং মুজাহিদদের ব্যাপারে তাদের শত্রুতা স্পষ্ট করেছে, কেমন যেন এগুলো আমেরিকা এবং তার দেয়া শিক্ষার গোলাম হয়ে গেছে। আমরা মুসলিম উম্মাহকে ওয়াদা করছি, এই আল-জাজিরা চ্যানেল ও ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের চক্রান্ত বিশেষ করে মুজাহিদ ও জিহাদের বিরুদ্ধে তাদের চক্রান্তের ব্যাপারে ধারাবাহিক ভিডিও প্রকাশ করা হবে ইনশাআল্লাহ।"

এরপর বার্তা শেষ করা হয়েছে এই কথা বলে, "আমাদের সর্বশেষ বার্তা হচ্ছে ক্রুসেডার আমেরিকা ও ইয়াহুদী ইসরায়েলের প্রতি এবং অন্য সমস্ত ক্রুসেডার রাষ্ট্রগুলোর প্রতি। আমরা আল্লাহ তায়ালার নামে শপথ করছি, নিশ্চয়ই আমাদের বিরুদ্ধে তোমাদের যুদ্ধ বা আক্রমণ কখনোই এই জিহাদের ধারাবাহিকতা থেকে আমাদেরকে দমিয়ে রাখতে পারবে না, যতক্ষণ না আমরা বিজয় অথবা শাহাদাত লাভে ধন্য হই। আমরা ইমাম উসামা রহিমাহুল্লাহর কসমের ব্যাপারে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যা আল্লাহর প্রশংসায় সত্যে পরিণত হয়েছে। সামনের ভবিষ্যৎ অবশ্যই তোমাদের উপর অনেক কঠিন ও কষ্টদায়ক হবে ইনশাআল্লাহ। আর নিশ্চিত থাক,

নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহ তায়ালার শক্তি ও সাহায্যে তোমাদেরকে ভ্রষ্টতা থেকে বের হয়ে আসার ব্যাপারে বাধ্য করব। নিশ্চয়ই যে সতর্ক হবে সেই ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে। আমাদের উপর স্পষ্ট পৌঁছে দেওয়া ছাড়া আর কোন দায়িত্ব নেই। সুতরাং অপেক্ষা করো হে ক্রুসেডাররা, নিশ্চয়ই আমরাও অপেক্ষায় আছি।

অনুবাদক: ত্বহা আলী আদনান, প্রতিবেদক, আল-ফিরদাউস নিউজ

২২শে জানুয়ারি, ২০২০

আল-ফাতাহ্ অপারেশনের ধারাবাহিকতায় আফগানিস্তান জুড়ে ক্রুসেডার আমেরিকা ও আফগান মুরতাদ বাহিনীর উপর তীব্র হামলা চালিয়ে আসছেন ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদিন।

যার ফল সরূপ গজনী প্রদেশের "আরুন্দ" এলাকায় মুজাহিদদের পরিচালিত একটা হামলায় ৫ আফগান সৈন্য নিহত এবং ১ সৈন্য আহত হয়।

এমনিভাবে কাবুল প্রদেশের "পারুন-সাহার" অঞ্চলে তালেবান মুজাহিদদের হামলায় ধ্বংস হয়ে যায় আফগান মুরতাদ বাহিনীর ২টি রেঞ্জার গাড়ি এবং নিহত হয় আরো ৩ মুরতাদ সৈন্য।

এদিকে কাপিসা প্রদেশের "তাকাব" জেলায় তালেবান মুজাহিদদের অন্য আনেকটি হামলায় ৩ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং আরো কতক সৈন্য আহদ হয়।

অপরদিকে ময়দানে ওয়ারদাক প্রদেশের "দানী" এলাকা ও জাওজান প্রদেশের "মার্দিয়ান" এলাকায় মুজাহিদদের পৃথক পৃথক হামলায় উভয় স্থানে একাধিক সৈন্য নিহত ও আহত হয়।

আফগান সৈন্যরা বর্তমানে সত্যতা উপলব্ধি করতে পেরে প্রতিদিন দলে দলে আফগান সেনা তালেবানদের নিকট আত্মসমর্পণ করছে। যেমনটা আমার আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআন মাজিদের সূরা নাসরে বলেছেন, "যখন আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্যে বিজয় আসবে, তখন দেখবে লোকেরা দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করছে"। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ্ তা'আলা তার কালাম সত্য প্রমাণিত করে দেখিয়েছেন।

যার ফলে ২২ জানুয়ারি বুধবার আফগান সৈন্যরা সত্যতা উপলব্ধি করতে পেরে আফগান মুরতাদ সরকারের বাহিনী ত্যাগ করে দলে দলে ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদদের নিকট আত্মসমর্পণ করছেন।

এরি ধারাবাহিকতায় আফগানিস্তানের তাখার প্রদেশ হতে আজ ২২ আফগান সৈন্য সত্যতা উপলব্ধি করতে পেরে তালেবানদের সাথে এসে মিলিত হয়েছে। অন্যদিকে নুরিস্তান প্রদেশ হতে আরো ৮ সৈন্য সত্যতা উপলব্ধি করতে পেরে তালেবান মুজাহিদদের নিকট আত্মসমর্পণ করেছে।

উত্তর প্রদেশে সিএএ বিরোধীদের ওপর চড়াও হয়েছে পুলিশ। গত মঙ্গলবার রাতে প্রদেশের এটাওয়ায় এমন ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গিয়েছে। সেসময়ের বেশ কিছু ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। সেখানে দেখা যায়, রাতের অন্ধকারে লেপ-কম্বল কেড়ে নেওয়ার পর নারীদের লাঠি দিয়ে পেটানো হচ্ছে। তাদের টেনে হিঁচড়ে ও মারতে মারতে বের করে দিতেও দেখা গেছে ভিডিওতে।

দিল্লির শাহিনবাগের অনুপ্রেরণায় সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের (সিএএ) বিরুদ্ধে পথে নামেন উত্তরপ্রদেশের নারীরা। গত কয়েক দিন ধরে লক্ষ্মৌ, ঘণ্টাঘর-সহ বেশ কিছু এলাকায় অবস্থান বিক্ষোভ করছেন তারা। মঙ্গলবার বিকালে এটাওয়ায় প্রায় ১৫০ নারী জড়ো হন। শেষ দিকে প্রায় ৫০০ নারী এসে যোগ দেন। সংখ্যাটা বেড়ে প্রায় ৫০০ হয়। তাঁদের উপর নজর রাখতে এলাকায় বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করে এটাওয়া প্রশাসন।

তবে অভিযোগ উঠেছে। বিক্ষোভকারীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বলে পুলিশ। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ওই ভিডিওতে দেখা যায়, ভিড়ের মধ্যে ঢুকে টেনে হিঁচড়ে

বিক্ষোভকারীদের সরানোর চেষ্টা করছে পুলিশ। বাধা দিতে গেলে তাদের ধাক্কা মেরে ফেলেও দেওয়া হয়। আর একটি ভিডিওতে দেখা যায়, সরু গলি দিয়ে প্রতিবাদীদের বের করে নিয়ে যাওয়ার সময় রীতিমতো তাদের তাড়া করছে পুলিশ। লাঠি দিয়ে মারা হচ্ছে তাদের।

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনে (সিএএ) প্রতিবেশী মুসলিম প্রধান দেশগুলো থেকে আসা অমুসলিম সংখ্যালঘুদের ভারতের নাগরিকত্ব দেওয়ার বিধান রয়েছে। এর বিরুদ্ধে দেশজুড়ে যে সহিংস বিক্ষোভ হয়েছে, তাতে শুধু উত্তর প্রদেশেই নিহত হয়েছে ৩০ ব্যক্তি। ভারতে ক্ষমতাসীন হিন্দু জাতীয়তাবাদী দল বিজেপি বলছে, সিএএ মানুষকে নিপীড়নের হাত থেকে রক্ষা করবে। কিন্তু সমালোচকেরা বলে আসছেন, ভারতের ২০ কোটি সংখ্যালঘু মুসলমানকে তাদের নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করার জন্যই ‘হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা’ কৌশলে আইনটি ব্যবহার করছে।

পাকিস্তান ভিত্তিক অন্যতম জিহাদী তানযিম "তেহরিকে তালেবান পাকিস্তান/TTP" এর মুজাহিদগণ গত ২০ জানুয়ারি পাকিস্তানের বাজুর এজেন্সীতে ক্রুসেডার আমেরিকার গোলাম নাপাক মুরতাদ বাহিনীর একটি গাড়ি বহর লক্ষ্য করে তীব্র সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

তেহরিকে তালেবান এর সম্মানিত মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ উক্ত হামলার দায় স্বীকার করে জানান যে, মুজাহিদদের উক্ত বরকতমী সফল হামলায় পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিকযান ধ্বংস হয়ে যায় এবং ৬ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়।

আল-কায়েদা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীনের পরচালিত "অপারেশন ওয়া হাররিদীল মু'মিনীন" এর মুজাহিদগণ ২২ জানুয়ারি বুধবার কুখ্যাত নুসাইরী মুরতাদ বাহিনীর ২ সৈন্যকে হত্যা করেছেন।

"ওয়া হাররিদীল মু'মিনীন" এর অফিসিয়াল সংবাদ মাধ্যম হতে জানা যায় যে, সিরিয়ার ইদলিব প্রদেশের "আনওয়াহিয়্যাহ" এলাকায় মুরতাদ আসাদ সরকারের শিয়া সন্ত্রাসী বাহিনীকে টার্গেট

করে সফল স্নাইপার হামলা চালান মুজাহিদিন। যাতে ২ মুরতাদ সদস্য নিহত হয়।
الحمد لله رب العالمين.

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকান ভিত্তিক সোমালিয়ান শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন এর পৃথক ৩টি হামলায় কমপক্ষে ৮ সোমালিয়ান ও বুরুন্ডিয়ান সৈন্য নিহত হয়েছে!

শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সীর তথ্যমতে ২২ই জানুয়ারি দক্ষিণ সোমালিয়ার "মাহদায়ী" শহরে কুফ্ফার বুরুন্ডিয়ান সৈন্যদের বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। যার ফলে ২ কুফ্ফার বুরুন্ডিয়ান সৈন্য নিহত এবং আরো ৩ সৈন্য আহত হয়।

এর আগে রাজধানী মোগাদিশুর "আলীশা" শহরে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের হামলায় নিহত হয় সোমালিয়ান এক মুরতাদ সদস্য, পরে মুজাহিদগণ তার যুদ্ধাস্ত্রগুলো গনিমত লাভ করেন।

এমনিভাবে রাজধানী মোগাদিশুর "বাকারাহ" বাজারে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের পরিচালিত অন্য একটি হামলায় আহত হয় সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর আরো ২ সদস্য।

গত ২২ জানুয়ারি মঙ্গলবার, সিরিয়ার আলেপ্পো এবং ইদলিবের পল্লী এলাকাগুলোতে গণহত্যা চালিয়েছে কুফ্ফার রাশিয়া ও আসাদের মুরতাদ শিয়া জোটগুলো, এসময় কুফ্ফার ও মুরতাদ বাহিনীগুলো যুদ্ধবিমানের মাধ্যমে বৃষ্টির মত বোমা হামলা চালায়। যার মাধ্যমে হত্যা করা হয়েছে 35 এরও অধিক বেসামরিক ও নিরপরাধ মানুষকে।

সিরিয়ান ভিত্তিক সংবাদ মাধ্যমগুলো জানিয়েছে যে দখলদার রাশিয়া ও মুরতাদ শিয়া সন্ত্রাসীদের যুদ্ধবিমানের বোমা হামলার ফলে বেসামরিক নাগরিকের মৃত্যুর সংখ্যা ৩৫ এ পৌঁছেছে।

গতকালের বোমা হামলায় আক্রান্তদের বেশিরভাগই পশ্চিমের আলেপ্পোতে নিহত হয়েছিল, সেখানে কাফার গ্রামে নিহত হয়েছেন ৯ জন, যাদের মাঝে ৬ জনই ছিল শিশু। কাফরন গ্রামে নিহত হয়েছেন ৮ জন। এভাবেই আলেপ্পোর ৬টি গ্রামে যুদ্ধবিমানের মাধ্যমে গণহত্যা চালিয়েছে কুফ্ফার ও মুরতাদ বাহিনী। অঞ্চলগুলিতে আবাসিক এলাকা এবং বেসামরিক লোকদের বাড়ি-ঘর ও হাট-বাজার লক্ষ্য করে হামলাগুলো চালানো হয়।

অন্যদিকে ইদলিব প্রদেশের মুর্দবাসা গ্রামে রাশিয়ার দখলদারদের বিমান হামলার ফলে ৯ জন বেসামরিক নাগরিক মারা গিয়েছিলেন এবং আল-বাড়া শহরে আরও দু'জন নিহত হয়েছেন।

সব মিলিয়ে গত এক দিনের গণহত্যায় প্রাণ হারিয়েছেন ৩৫ এরও অধিক নিরাপরাধ সাধারণ সিরায়ান মুসলিম, আহত হয়েছেন আরো কয়েক শত মুসলিম

এই অঞ্চলটিতে সামরিক অভিযান চালানোর পরিকল্পনার পর হতে দখলদার কুফ্ফার রাশিয়া ও মুরতাদ শিয়া সন্ত্রাসী যোদ্ধারা দক্ষিণ ও পশ্চিমের গ্রামাঞ্চল এবং আলেপ্পো সিটির দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলীয় গ্রামগুলো লক্ষ্য করে ভারী বোমাবর্ষণ শুরু করেছে, যার ফলে কয়েক হাজার নিরপরাধ ও বেসামরিক লোক হতাহত হয়েছেন এবং তুর্কি সীমান্তের দিকে কয়েক লক্ষ লোক বাস্তুচ্যুত হয়েছেন।

মুসলিমদের জন্য বরাদ্দ করা টাকা হিন্দুদের জন্য খরচ করতে তিনি পিছপা হবেন না বলে জানিয়েছেন কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা এমপি রেণুকাচার্য। গত সোমবার সিএএ-এর পক্ষে মিছিলে যোগ দিয়ে সে এ কথা বলে।

সে আলেমদের কটুক্তি করে বলেছে, মসজিদে কয়েকজন বিশ্বাসঘাতক বসে আছেন, যারা ফতোয়া লেখেন। তারা প্রার্থনা না-করে মসজিদের ভেতরে অস্ত্র সংগ্রহ করেন। এই জন্যই কি মসজিদ চান আপনারা?’

রেণুকাচার্য আরও বলেন, আমার তালুকে এমন রাজনীতি শুরু করব যাতে মুসলিমদের জন্য বরাদ্দ অর্থ হিন্দুদের জন্য খরচ করা যায়। আমি আপনাদের (মুসলিম) নিজেদের জায়গায় পাঠিয়ে ছাড়বো। আর দেখিয়ে দেবো, রাজনীতি কাকে বলে।

প্রসঙ্গত, ভারতের সংখ্যালঘুদের আক্রমণ করে এর আগেও বিতর্কিত মন্তব্য করার নজির রয়েছে কর্নাটকের বিজেপি নেতাদের। বেল্লারিতে সিএএ-এর সপক্ষে মিছিল করতে গিয়ে বিজেপির বিধায়ক সোমাশেখর রেড্ডি বলেন, যারা নাগরিকত্ব আইনের বিরোধিতা করছেন, তারা তার ফল চোকানোর জন্য তৈরি থাকুন। সংখ্যাগুরুরা রাস্তায় ফেলে তাদের ওপর হামলা চালাবে।

সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ) পাসের পর থেকেই এর প্রতিবাদে ভারতে বিক্ষোভ চলছে। সেই বিক্ষোভের মাঝেই কোনো প্রমাণ ছাড়াই বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী বলে একটি বস্তি থেকে কয়েকশো বাসিন্দাকে উচ্ছেদ করেছে বেঙ্গালুরু কর্তৃপক্ষ।

আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদনে বলা হয়, শনিবার শহরের মারাঠা হালল্লির কাছের ওই বস্তি ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। ফলে আশ্রয় হারিয়ে খোলা আকাশের নীচে দিন কাটাচ্ছেন বাসিন্দারা। তাদের কেউ আসাম, কেউ ত্রিপুরা থেকে কাজের জন্যে ওই বস্তিতে এসে থাকছেন। এমনকি তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন কর্ণাটকের বাসিন্দাও রয়েছেন।

যদিও অসহায় অবস্থায় রাস্তায় থেকেও তাঁরা বলছেন, 'কোন নথি দেখতে চান বলুন, সব দেখাচ্ছি। কিন্তু আমরা অন্য কোনও দেশের নয়, কেবল ভারতীয়।'

স্থানীয় সন্ত্রাসী দল বিজেপির গুণ্ডা অরবিন্দ লিম্বভালি ওই বস্তির ছবি তুলে টুইটারে পোস্ট করেন। তিনি লিখেন, ‘ওই এলাকায় অন্য জায়গা থেকে অনেকে এসে বেআইনিভাবে বসবাস করেছেন। তাদের অনেকেই বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী।’

এরপরই ওই বস্তির সব বাড়িঘর ভেঙে দেওয়া হয়। তারপর একটি চিঠি দিয়ে বেঙ্গালুরু কর্তৃপক্ষ জানায়, ওই বাড়িগুলো বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা বেআইনিভাবে তৈরি করেছে।

উচ্ছেদ হওয়া বাসিন্দাদের দাবি, তারা কেউ বাংলাদেশি নন। সকলেরই ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রমাণের নথিপত্র রয়েছে।

আসাম থেকে আসা ওই বস্তির এক বাসিন্দা আবদুর রহমান বলেন, 'শনিবার দুপুর ১২টায় আমাদের ঘরবাড়ি গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। আমাদের এলাকা ছেড়ে চলে যেতে বলা হয়। আমরা বাংলাদেশি নই। আমরা যে ভারতীয়, তার কাগজপত্র সব আছে। এখানে কাজ করে সংসার চলে আমাদের।'

ভারতরে একাধিক সংবাদমাধ্যমের খবরে বলা হয়, ওই বস্তির বাসিন্দারা আধার কার্ড, ভোটার কার্ড দেখিয়েছেন। আবার এনআরসিতে যে তাদের নাম রয়েছে, সে রাজ্য থেকে আসা কয়েকজন সেই নথিও দেখিয়েছেন।

যাদের ঘর ভাঙা হয়েছে তাদের অধিকাংশই ত্রিপুরা কিংবা আসামের নাগরিক। এ ছাড়াও রয়েছেন বেঙ্গালুরুর কয়েকজন। বুলডোজার দিয়ে ঘর ভাঙা হয়েছে আসমের বাসিন্দা মুন্নির। তিনি বলেন, কোনো আগাম নোটিশ ছাড়াই বস্তিতে এসে ঘর ভাঙতে শুরু করে পুলিশ। ঘর থেকে মালপত্র বের করতে সময় পাইনি। বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী ভেবে এসব করেছে পুলিশ। কিন্তু ওরা কেন আমাদের নথিপত্র দেখছে না!

চার বছর আগে আসাম থেকে ওই বস্তিতে এসেছিলেন মুহাম্মদ আসাদ-উল। তিনি বলেন, আমরা এখানে সিকিউরিটি গার্ড ও ঝাড়ুদারের কাজ করি। পুলিশ যদি মনে করে আমরা অবৈধ নাগরিক তাহলে তাদের উচিত আমাদের নথিপত্র পরীক্ষা করে দেখা।

'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ' দেশে মাত্র ৬৩ জন ধনকুবেরের কাছে যা সম্পদ রয়েছে, গত অর্থবর্ষের (২০১৮-১৯) বাজেটের অঙ্কের সমান। বা তার থেকে বেশি। অন্য ভাবেও বলা যায়, ১৩০ কোটি জনসংখ্যার ৭০ শতাংশের মানুষের সম্পদের যা পরিমাণ, ওই মুষ্টিমেয় মানুষের গ্যাঁটে তার চেয়ে ৪ গুণ বেশি সম্পদ গচ্ছিত রয়েছে। অক্সফাম ইন্ডিয়ার এই রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসতেই, আর জোর গলায় বিশেষজ্ঞরা বলতে পারছেন না, এ দেশে 'সব কা সাথ, সব কা বিকাশ' চলছে কিনা।

সুইৎজারল্যান্ডে সোমবার থেকে পাঁচ দিন ধরে চলছে ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরামের বার্ষিক অধিবেশন। তার আগে অক্সফামের এই রিপোর্ট বিশ্বে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। সমাজে এমন নজিরবিহীন অর্থনৈতিক বৈষম্য চলছে ভারতে। যা, পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ৬০ শতাংশের

সম্পদের সমপরিমাণ অর্থ রয়েছে মাত্র ২১৫৩ ধনকুবেরের হাতে। এই বৈষম্য দূরীকরণের আদৌ কোনও দাওয়াই আছে কিনা বা উত্তরোত্তর এই ধনী-গরিবের দূরত্ব কি বাড়তেই থাকবে? এই প্রশ্নে অক্সফাম ইন্ডিয়ার সিইও অমিতাভ বেহার মনে করছেন, সমতা ফিরিয়ে এনে আর্থিক বৈষম্য দূর করা অসম্ভব।

এই মুহূর্তে বেহাল অবস্থা ভারতের অর্থনীতির। রাজকোষের ঘাটতিও বাড়ছে পাল্লা দিয়ে। পরিকাঠামো শিল্পে উতপাদন কার্যত মন্থর গতি। এই সময় নানা পদক্ষেপ সরকার নিয়েছে, কিন্তু উল্লেখযোগ্য ফল এখনও পাওয়া যায়নি বলে মত বিশেষজ্ঞদের। আগামী ১ ফেব্রুয়ারি সাধারণ বাজেট পেশ করবে মোদী সরকার ২। এই সময়ে অক্স্রাফামের এই রিপোর্ট যথেষ্টই অস্বস্তিতে রাখবে বলে জানাচ্ছে ওয়াকিবহাল মহল।

ভারতের উত্তর প্রদেশে দুটি মসজিদকে আজানের সময়ে মাইক ব্যবহার করার অনুমতি দিতে অস্বীকার করেছে ভারতের এলাহাবাদ হাইকোর্ট। বিচারপতি মালাউন পঙ্কজ মিথাল এবং ভিপিন চন্দ্র দীক্ষিতের ডিভিশন বেঞ্চ বলেছে,‘কোনও ধর্মই এটা শেখায় না যে প্রার্থনা করার সময়ে মাইক ব্যবহার করতে হবে।

জৌনপুর জেলার বাদ্দোপুর গ্রামে অবস্থিত দুটি মসজিদে আজানের সময়ে মাইক ব্যবহারের অনুমতি নবায়নের জন্য আবেদন করা হয়েছিল। কিন্তু স্থানীয় প্রশাসন মাইক ব্যবহারের অনুমতিকে নবায়ন করতে চায়নি। তার বিরুদ্ধেই হাইকোর্টে পিটিশন দাখিল করা হয়েছিল।

কিন্তু শব্দ দূষণরোধ আইন এবং সুপ্রিম কোর্টের নানা রায়ের বাহানা তুলে ধরে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ বলেছে,‘সংবিধানের ২৫ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের ধর্ম পালন করার অধিকার আছে ঠিকই কিন্তু সেই ধর্মাচরনের ফলে অন্য কারও অসুবিধা করার অধিকার কারও নেই। এই আদালত মনে করে আযানের সময়ে মাইক ব্যবহার করার ফলে একদিকে যেমন শব্দ দূষণ হয়, তেমনই বহু মানুষের অসুবিধাও হয়।’

এলাহাবাদ হাইকোর্টেরই কুড়ি বছর আগেকার একটি রায়কে উদ্ধৃত করেছে ডিভিশন বেঞ্চ। পুরোনো সেই রায়ে বলা হয়েছিল,‘অখন্ড রামায়ন, আজান, কীর্তন, কাওয়ালি বা অন্য যে কোনও অনুষ্ঠান, বিয়ে প্রভৃতির সময়ে মাইক ব্যবহার করার ফলে বহু মানুষের অসুবিধাও হয়।

মাইক ব্যবহারের অনুমতি চেয়ে দাখিল করা পিটিশন খারিজ করে দিয়ে স্থানীয় প্রশাসনের কাজে হস্তক্ষেপ করতে চায় না বলেও জানিয়েছে আদালত।

সূত্র : বিবিসি।

শত শত কোটি টাকায় নির্মিত ফ্লাইওভারে দীর্ঘদিন ধরে জমে উঠেছে ময়লা, বালি ও মাটি। পানি পেয়ে তার ওপর জন্মেছে সবুজ ঘাস। বোঝা যায়, দীর্ঘদিন ধরে এসব ফ্লাইওভার পরিষ্কার করা হয় না। রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিয়েও আছে ঠেলাঠেলি। অপরিচ্ছন্নতার কারণে পরিবেশ দূষণের সঙ্গে যোগ হয়েছে আশঙ্কাও। শুষ্ক আবহাওয়ায় বালিতে এবং বৃষ্টি হলে কাদায় গাড়ির চাকা পিছলে যেকোনো সময় ঘটতে পারে বড় ধরনের দুর্ঘটনা। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে রয়েছেন মোটরসাইকেল আরোহীরা। ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের কুড়িল ফ্লাইওভারে দীর্ঘদিন ধরে জমা ময়লা-বালি-মাটি এবং সেখানে জন্ম নেওয়া ঘাস দেখা গেছে। শুধু কুড়িল ফ্লাইওভারই নয়, মাটিকাটা ফ্লাইওভারেও জমেছে বালি-মাটির আস্তরণ। ঢাকা উত্তরের অন্য ফ্লাইওভারগুলোতেও রক্ষণাবেক্ষণে অযত্ন-অবহেলার চিহ্ন চোখে পড়বে। রোববার সরেজমিনে দেখা গেছে, কুড়িল ফ্লাইওভারের দুই পাশে দেড় থেকে দুই ফুট করে মোট ৩/৪ ফুট পথ বালি-মাটিসহ অন্যান্য ময়লায় ঢেকে গেছে। কোনো কোনো অংশে আড়াই ফুটের বেশি বালি-মাটিতে ঢাকা পড়তে দেখা গেছে। বছরের পর বছর পরিষ্কার না করায় ফ্লাইওভারের ওপরে জমতে থাকা ময়লা, বালি-মাটিতে জন্ম নিয়েছে সবুজ ঘাস। ফ্লাইওভারের ঘাসগুলোর বয়সও বছরের কাছাকাছি। গেল বর্ষা মৌসুমের আগে থেকে এই ঘাসগুলো দেখা যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন এ পথে যাতায়াতকারীরাও। ঢাকা সেনানিবাসের ওপর দিয়ে এমইএস থেকে মাটি কাটা এলাকায় আসা-যাওয়ার ফ্লাইওভারে দীর্ঘদিন থেকে বালি-মাটি জমে আছে। তবে এই ফ্লাইওভারে কোনো ঘাস দেখা যায়নি। প্রগতি সরণির দিক থেকে শেওড়ার দিকে যেতে কুড়িল ফ্লাইওভারের প্রায় সবগুলো ল্যাম্পপোস্ট নষ্ট। রাতের বেলায় অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে এ পাশটা। প্রগতি সরণি থেকে এয়ারপোর্টের দিকে যেতে ফ্লাইওভারের অংশেরও বেহাল দশা। এ বিষয়ে জানতে চাইলে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা কমডোর এম. মঞ্জুর হোসেন বলেন, 'ওই ইয়েটা কিন্তু আমাদের সিটি করপোরেশনের কাছে হ্যান্ডওভার করা হয়নি। যার জন্য দায়িত্ব কিন্তু আমাদের না, সিটি করপোরেশনের না। তারপরও কিন্তু আমরা বেশ কয়েকবার পরিষ্কার করে দিয়েছি।' তিনি বলেন, 'এটা হলো সড়ক বিভাগের। এটা

যখন আমাদের কাছে দেওয়া হবে। তখন আমরা নিয়মিত পরিষ্কার করব।' জানতে চাইলে রোডস্ অ্যান্ড হাইওয়ে ডিপার্টমেন্টের অতিরিক্ত চিফ ইঞ্জিনিয়ার (পস্ন্যানিং অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স উইং) একেএম মনির হোসেন পাঠান জানান, কুড়িল ফ্লাইওভার রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) নির্মাণ করেছে। দীর্ঘদিন থেকে জমতে থাকা ময়লা-বালি-মাটি পরিষ্কার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'এটার দায় এড়ানোর সুযোগ নেই। আমাদের অভ্যাসটাই বাজে হয়ে গেছে। আমরা নিজেরা নিজেদের মধ্যে আলাপ করে সমস্যা সমাধান করতে পারি। সেটা না করে ওমুকের তমুকের এভাবে বললে সমাধান হবে না। এটা এই ডিপার্টমেন্টের না, ওই ডিপার্টমেন্টের এগুলো না করে এটা পরিষ্কার করতে হবে, না হলে রাস্তার মধ্যে কেমন দেখা যায়- এভাবে চিন্তা করা দরকার।' তিনি বলেন, 'ময়লা পরিষ্কারের দায়িত্ব সিটি করপোরেশনের। রাস্তায় যদি কোনো ময়লা জমে, তা পরিষ্কার করার দায়িত্বও তাদের। কুড়িল ফ্লাইওভারের রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন রাখার দায়িত্ব সিটি করপোরেশনের কাছে হস্তান্তর করতে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) এরইমধ্যে চিঠি দিয়েছে বলে জানান সংস্থাটির সচিব সুশান্ত চাকমা। এ বিষয়ে জানতে চাইলে কুড়িল ফ্লাইওভারের প্রজেক্ট ডিরেক্টর উজ্জ্বল মলিস্নক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রসঙ্গে বলেন, 'আপনার কথা সত্য। যেহেতু এ ব্যাপারে আমাদের বাজেট নাই। সিটি করপোরেশনকে দিয়ে দিতে মন্ত্রণালয়ে অলরেডি চিঠি দেওয়া হয়ে গেছে। দুই একদিনের মধ্যে ওদের বুঝিয়ে দেওয়া হবে।'

সূত্রঃ যায়যায়দিন

হঠাৎ করেই আবার বেড়েছে চালের মূল্য। গত সপ্তাহে যে মোটা চালের কেজি ৩৫ টাকা ছিল, সেই চালই এখন বিক্রি হচ্ছে ৪০ টাকায়। তবে, এই সময়ে চালের মূল্য বেড়ে যাওয়ার কোনো কারণ নেই বলে দাবি করছেন আড়তদাররা। খুচরা ব্যবসায়ীরা বলছেন, চালের সরবরাহ কম থাকায় মূল্য বেশি। এদিকে, ক্রেতারা বলছেন, সরকারের নজরদারির অভাবেই ব্যবসায়ীরা যখন-তখন চালের মূল্য বাড়াচ্ছেন। আর এই মূল্যবৃদ্ধিকে কৃষকের জন্য ভালো সংবাদ হিসেবেই দেখছেন কৃষিমন্ত্রী ড. আব্দুর রাজ্জাক। তার মতে, মূল্যবৃদ্ধিতে কৃষকরা লাভবান হচ্ছেন। রোববার ও সোমবার রাজধানীর বিভিন্ন চালের বাজার ঘুরে এমন তথ্য জানা গেছে।

দেখা গেছে, গত সপ্তাহের তুলনায় গত দুই দিনে চালের মূল্য বেড়েছে কেজিতে ২ থেকে ৫ টাকা। তবে, মোটা চালের তুলনায় সরু চালের মূল্য বেড়েছে বেশি। বর্তমানে বিভিন্ন বাজারে প্রতি কেজি মোটা চাল বিক্রি হচ্ছে ৩৮ থেকে ৪০ টাকায়, যা গত সপ্তাহে ছিল ৩০ থেকে ৩৫ টাকা। আর সরু চাল বিক্রি হচ্ছে ৫০ থেকে ৬০ টাকায়, যা গত সপ্তাহে ছিল ৪৫ থেকে ৫০ টাকা। বাজারে প্রতি কেজি নাজিরশাইল চাল বিক্রি হচ্ছে ৫৫ থেকে ৫৮ টাকায়। গত সপ্তাহে এই চালের মূল্য ছিল ৫০ থেকে ৫২ টাকা।

বাদামতলী-বাবুবাজার চাল আড়ত মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক নিজাম উদ্দিন বলেন, 'আড়তে কোনো চালের মূল্য বাড়েনি। এই সময় চালের মূল্য বাড়ারও কোনো কারণ নেই। বাজারে নতুন চাল উঠছে। কাজেই খুচরা বাজারে যদি চালের মূল্য বেড়ে যায়, তা অন্য কোনো কারণে হতে পারে। সরবরাহে কোনো সমস্যা নেই।'

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বাংলাদেশ অটো মেজর অ্যান্ড হাসকিং মিল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক লায়েক আলী বলেন, 'চালের মোকাম নওগাঁ, নাটোর, জয়পুরহাট, দিনাজপুরে তো চালের মূল্য কম। এখানে সরবরাহ বা জোগানেও কোনো সমস্যা নেই। এরপরও যদি রাজধানীর খুচরা বাজারে মূল্য বেড়ে যায়, তাহলে এর দায় আমরা নিতে পারব না।' তিনি আরও বলেন, 'এই মুহূর্তে মোটা বা সরু কোনো ধরনের চালের মূল্য বাড়ার কারণ নেই।'

হঠাৎ চালের মূল্য বেড়ে যাওয়া প্রসঙ্গে কৃষিমন্ত্রী ড. আব্দুর রাজ্জাক বলেন, 'ধান-চালের মূল্য বাড়লে কৃষক লাভবান হন। এতে তারা উৎসাহিত হন। উৎপাদন খরচ না পেলে, মুনাফা না পেলে কৃষক চলবেন কী দিয়ে? এটা বুঝতে হবে।'

চালের মূল্য বেড়ে যাওয়া প্রসঙ্গে রাজধানীর মাতুয়াইলের নির্মাণ শ্রমিক মিজানুর রহমান বলেন, 'আমরা নিম্ন আয়ের মানুষ, দিনে এনে দিনে খাই। প্রতিদিনই কোনো না কোনো পণ্যের মূল্য বাড়ছে। কিন্তু আমাদের পারিশ্রমিক বা মজুরি তো বাড়ে না।' তিনি আরও বলেন, 'এ বিষয়টি দেখার কাজে সরকারের লোকজনের সময় নেই। তাই ব্যবসায়ীরাও বেশি মুনাফার জন্য সুযোগ গ্রহণ করেন।'

এই অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব শরীফা খান বলেন, 'সারা বছরই বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বাজার মনিটরিং চলে। ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) নিয়মিত বাজার মনিটরিং করে। কাজেই বাজারে সরকারের নজরদারি নেই, এমন অভিযোগ ঠিক নয়।' কোনো কারণ ছাড়া অনৈতিকভাবে কেউ মুনাফা করলে তার বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও তিনি জানান।

সূত্রঃ যায়যায়দিন

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে (ইবি) সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে অন্তত ২০ জন আহত হয়েছেন। মঙ্গলবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকে এ ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, ইবি সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের সভাপতি রবিউল ইসলাম পলাশ ও সাধারণ সম্পাদক রাকিবুল ইসলাম রাকিবের সাথে পদবঞ্চিতের বিরোধ চলে আসছিলো। অর্থ দিয়ে পদ ছিনিয়ে নেয়ার অভিযোগ তুলে তাদের ক্যাম্পাস থেকে তাড়িয়ে দেন বিদ্রোহীরা। মঙ্গলবার দুপরে তারা নেতাকর্মী নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে চাইলে প্রতিপক্ষের নেতাকর্মীরা তাদের উপর হামলা করে। এতে উভয়পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বেঁধে যায়। এসময় বেশ কয়েকটি ককটেল নিক্ষেপ-ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। এতে পুরো ক্যাম্পাসে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

সংঘর্ষে সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ সম্পাদক রাকিবুল ইসলাম রাকিব, সুমন, শুভ, বিপুল, মাসুদ, শামস ও রাফিদসহ অন্তত ২০ ছাত্রলীগ নোতকর্মী আহত হন। আহতদের প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয় চিকিৎসা কেন্দ্রে পরে কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। পরে কুষ্টিয়া-খুলনা মহাসড়ক অবরোধ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক তালা দিয়ে রাখেন বিদ্রোহীরা।

এ ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব বিজ্ঞান ও তথ্য পদ্ধতি বিভাগের শিক্ষক ড. সেলিনা নাসরিনকে আহবায়ক, ড. তপন কুমার জোদ্দার ও মোস্তফা কামাল হ্যাপিকে সদস্য করে তদন্ত কমিটি গঠন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

সূত্রঃ নয়া দিগন্ত

ফতুল্লায় ফ্ল্যাট বাসায় এক কিশোরীকে আটক রেখে ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। এঘটনায় কিশোরীর পরিবারকে মীমাংসায় বসার হুমকি ও ধর্ষককে ছেড়ে দিয়েছে আনিসুর রহমান শ্যামল নামে কাশিপুর ইউনিয়ন সন্ত্রাসী যুবলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি।

নয়া দিগন্তের সূত্রে জানা যায়, ১৪ বছর বয়সের কিশোরী বাড়ির কাছে আরেকটি বাড়িতে আরবি পড়েন। পড়তে আসা যাওয়ার পথে প্রায়ই খিলমার্কেট এলাকার মৃত মনির হোসেনের ছেলে তুর্য (১৯) পথরোধ করে প্রেমের প্রস্তাব দেয়। এবিষয়ে কিশোরীর বাবা মা কাশিপুর ইউনিয়ণ যুবলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আনিসুর রহমান শ্যামলের কাছে বখাটে তুর্যের বিচার দাবি করেন। এতে শ্যামল উল্টো কিশোরীর বাবা-মাকে গালি গালাজ করে ভয়ভীতি দেখান।

এঘটনার কয়েক দিন পর ১৯ জানুয়ারি বিকেল ৪টায় আরবি পড়তে যাওয়ার পথে কিশোরীকে রাস্তা থেকে ধরে তুর্য তাদের ফ্ল্যাট বাসায় নিয়ে যায়। এরপর তুর্য ও কিশোরীকে ফ্ল্যাটে রেখে বাইরে থেকে দরজায় তালা দিয়ে তারা চলে যান। এরমধ্যে ভয়ভীতি ও হুমকি দিয়ে কিশোরীকে ধর্ষণ করেন তুর্য। এরমধ্যে কিশোরী যথাসময় বাসায় না ফেরায় তার বাবা মা বিভিন্ন স্থানে খোঁজ করে অবশেষে রাত ৯টায় তুর্যের বাড়িতে যান। সেখানে গিয়ে তুর্যের বাসা থেকে একে একে তার ২/৩ জন সহযোগীকে পালিয়ে যেতে দেখেন। পরে স্থানীয় লোকজনের সহযোগিতায় কিশোরীকে উদ্ধার করেন তার বাবা মা।

স্মার্ট ফ্রিজের কন্ট্রোল বোর্ডে আইওটি ডিভাইস হিসেবে যুক্ত করা হয়েছে ওয়াই-ফাই মডিউল। এতে ফ্রিজে ওয়াই–ফাই ইন্টারনেট সংযোগ থাকবে। প্লে স্টোর থেকে ‘স্মার্ট অ্যাপ্লায়েন্সেস’ নামের অ্যাপ ইনস্টল করে স্মার্টফোন থেকেই নিয়ন্ত্রণ করা যাবে স্মার্ট রেফ্রিজারেটর।

স্মার্ট রেফ্রিজারেটরে ব্যবহৃত হয়েছে এলইডি ডিসপ্লে। ওয়াই-ফাইয়ের মাধ্যমে এতে ইন্টারনেট সংযোগ থাকায় ইউটিউব থেকে গ্রাহক তাঁর পছন্দের খাবারের রেসিপিসহ যেকোনো ভিডিও দেখতে পারবেন। ফ্রিজের গায়ে বিশেষ ক্যামেরা যুক্ত থাকায় ডিসপ্লে কিংবা মোবাইলের মাধ্যমে গ্রাহক ফ্রিজের অভ্যন্তরে সংরক্ষিত খাবার সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সব তথ্য দেখতে পারবেন।

বিশ্বের যেকোনো প্রান্ত থেকে মোবাইল ফোনে স্মার্ট রেফ্রিজারেটর নিয়ন্ত্রণ করার পাশাপাশি পণ্যটি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা যাবে। স্মার্টফোন থেকে তাপমাত্রাও নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এতে থাকা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) প্রযুক্তি সংরক্ষিত খাবারের পরিমাণ কমে গেলে নোটিফিকেশন পাঠাতে পারে। বিদ্যুৎসাশ্রয়ী ইন্টেলিজেন্ট ইনভার্টার প্রযুক্তিও রয়েছে এতে।

সূত্রঃ প্রথম আলো

২১শে জানুয়ারি, ২০২০

আল-কায়েদা সিরিয়ান ভিত্তিক শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন এর নেতৃত্বাধীন "অপারেশন ওয়া হাররিদীল মু'মিনীন" এর মুজাহিদগণ গত ২০ই জানুয়ারি পূর্ব ইদলিবের "আনুহিয়্যাহ" পল্লি এলাকায় কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া মুরতাদ বাহিনিকে টার্গেট করে একটি সফল স্নাইপার হামলা চালিয়েছেন।

আলহামদুলিল্লাহ, মুজাহিদদের উক্ত সফল স্নাইপার হামলায় মুরতাদ বাহিনীর এক সদস্য নিহত হয়।

ইদলিবে মুসলিমদের বসতবাড়ি লক্ষ্য করে বৃষ্টিরমত বোমা হামলা চালাচ্ছে কুফফার রাশিয়া ও মুরতাদ শিয়া জোট বাহিনীগুলো। ফলে কুফফার বাহিনীর হাত থেকে বাঁচতে তুরস্ক সীমান্ত দিয়ে দেশটিতে ঢুকার চেষ্টা করেন সিরিয়ান মুসলিমরা।

এসময় প্রতারক তুরস্কের সীমান্তরক্ষী বাহিনী গুলি চালায় সিরিয়ান মজলুম মুসলিদের উপর। ফলে তাদের মধ্য হতে 7 জন নাগরিক গুরুতর আহত হয়েছিল। যাদের মাঝে 4 মহিলা এবং 3 শিশু।

ভারত জবর দখলকৃত কাশ্মীরের আন্টি পুরার খারিউ এলাকায় আজ ২১ জানুয়ারি উগ্র হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় মালাউন সামরিক বাহিনীর সাথে এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয় মুজাহিদদের।

এসময় কাশ্মীরী মুজাহিদদের গোলাগুলিতে কমপক্ষে ভারতীয় মালাউন বাহিনীর ১ সৈন্য ও ১ পুলিশ সন্ত্রাসী নিহত হয়। এসময় আরো বেশ কয়েকটা মালাউন আহত হয়।

মালাউন সামরিক বাহিনীর হতাহতের বিষয়টি ভারতীয় প্রতিরক্ষা সূত্রও নিশ্চিত করেছে।

ইরাকের রাজধানী বাগদাদের কেন্দ্রস্থলে দেশটির মুরতাদ সামরিক বাহিনীর সাথে সংঘর্ষের পর সোমবার, দু'জন ইরাকি বিক্ষোভকারী নিহত এবং আরো 60 জন আহত হয়েছেন।

"আনাদোল" এজেন্সি জানিয়েছে যে, বুধবার থেকে বিমান বন্দর এবং মুহাম্মদ আল-কাসিম মহাসড়ক, তাহরির স্কয়ার ও আল-কিলানী অঞ্চল সহ মধ্য বাগদাদের বেশ কয়েকটি এলাকায় বিক্ষোভ করেন দেশটির সাধারণ জনগণ। এসময় দেশটির মুরতাদ সরকারের সামরিক বাহিনী সদস্যরা তাদের উপর হামলা চালালে সংঘর্ষ শুরু হয়।

সূত্রটি আরও যোগ করেছে যে, সোমবার দিন ইরাকী মুরতাদ বাহিনীর হামলার ফলে দু'জন সাধারন ইরাকী বিক্ষোভকারী নিহত হন এবং আরো 60 জনেরও বেশি লোক আহত হন।

ইরাকী বিক্ষোভকারীরা সোমবার রাজধানীর কেন্দ্রীয় এবং দক্ষিণ অঞ্চলের শহরগুলির বহু বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল, সরকারী প্রতিষ্ঠান এবং প্রধান রাস্তা বন্ধ করে তাদের প্রতিবাদকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

ইতিপূর্বে বিক্ষোভকারীরা তাদের দাবির পুরণের বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে একটি সময়সীমা দিয়েছিল, কিন্তু উক্ত সময়ের মধ্য দেশটির মুরতাদ সরকার বিক্ষোভকারীদের কোন দাবিই পুরণ করেনি, তাই উক্ত সময়সীমা শেষ হওয়ার সাথে সাথে ইরাকী জনগণ আবারো আন্দোলন শুরু

করেছেন। বিক্ষোভকারীদের প্রতিশ্রুতি অনুসারে বিক্ষোভ অভূতপূর্বভাবে বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে।

ইয়ামানের রাজধানী সানার প্রায় ১৭০ কিলোমিটার পূর্বে মরিব প্রদেশে সামরিক সেনা প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে মাগরিবের সময় একটি হামলার ঘটনা ঘটে। যাতে কমপক্ষে ১১১ সেনা নিহত ও আরও বেশ কতক সেনা আহত হয়েছে।

ইয়ামানের উপমন্ত্রী আবদুল রাকিব আল হায়দার জানায় যে, এই হামলায় কমপক্ষে ১১১ সেনা মারা গিয়েছে। এবং আরও কয়েক ডজন সেনা আহত হয়েছে।

অন্যদিকে বেসরকারি কয়েকটি সংবাদ সংস্থা জানায় যে, উক্ত হামলায় ৯০ সেনা নিহত এবং ১৩০ সেনা আহত হয়েছে।

এর আগে সেখানের এক হাসপাতাল সূত্র ৮৩ জনের মৃত্যুর ১৪৮ জন আহ'ত হওয়ার কথা জানিয়েছিল।

সৌদি সমর্থিত ইয়ামান মুরতাদ রাষ্ট্রপতি "মনসুর হাদী আবদুল রব" এই হামলার জন্য আরেক মুরতাদ বাহিনী শিয়া সন্ত্রাসী "হুতী" মিলিশিয়াদের দোষী করছে, তবে মুরতাদ "হুতী" শিয়ারা এখনও গণমাধ্যমকে এই হামলা সম্পর্কে কিছু বলেনি।

লক্ষণীয় যে, সৌদি আরব গত ২০১৫ সালে হাদিদের পক্ষ নিয়ে (ছয় বছর ধরে) ইয়ামানের মুরতাদ শিয়া "হুতিদের" বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছে, কিন্তু কোনও সাফল্য অর্জন করতে পারেনি।

অন্যদিকে উভয় বাহিনীর অমানবিক বিমান ও স্থল পথের হামলায় গত পাঁচ বছরের যুদ্ধে এখন পর্যন্ত ৯ হাজারেরও বেশি বেসামরিক মানুষ নিহত হয়েছেন, তাদের বেশিরভাগই নারী ও শিশু। আর, সৌদি আরবীয় সেনাদের অবরোধের শিকার হয়ে অনাহারে প্রতিনিয়তই মারা যাচ্ছে ইয়ামানী শিশুরা।

'বাংলাদেশের হিন্দু ঘেষা মুরতাদ শাসকরা বার বার এটাই বলে আসছে যে নাগরিকত্ব সংশোধন আইন কিংবা নাগরিকপঞ্জি ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়। ভারত সরকারও এটাই দাবি করছে।

শেখ হাসিনার গত অক্টোবর মাসে দিল্লি সফরের সময় নরেন্দ্র মোদি তাঁকে বলেছে, 'এই আইন পাস করা তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়।'

তবে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে নরেন্দ্র মোদিকে জানানো দরকার, রোহিঙ্গা সমস্যা যেমন মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার নয়, তেমনি ভারতের নাগরিকত্ব আইন এবং নাগরিকপঞ্জি তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয় নয়।

মিয়ানমারও প্রথমে দাবি করেছিল এটা তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়। গণহত্যার বিষয়টি তো তারা অস্বীকারই করেছিল। পরে বিশ্ব আদালতে আসামির কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে অং সান সু চিকে তাঁর সেনাবাহিনীর বর্বর অত্যাচারের কথা স্বীকার করতে হয়েছিল। আর এই বর্বরতার মাসুল গুনতে হচ্ছে প্রতিবেশী বাংলাদেশকে। আশ্রিত ১১ লাখ রোহিঙ্গারা এখন ভিটেমাটি হারিয়ে দরিদ্র বাংলাদেশের কাঁধে।

ভারত নাগরিকত্ব আইন বহাল হলে একমাত্র হিন্দু ছাড়া মুসলমান, খ্রিস্টান, দলিত সম্প্রদায় এবং উপজাতিসমূহের লোকের নাগরিকত্ব হারানোর ভয় আছে। আসামে আবার বাঙালি বিতাড়ন শুরু হতে পারে। দেখাদেখি মেঘালয় ও নাগাল্যান্ডেও। প্রকাশ্যে গোমাংস খেলে কিংবা গোমাংস বিক্রি করলে বজরং গোষ্ঠীর সন্ত্রাসীরা ভিন্নধর্মের মানুষকে হত্যা করবে। এরই মধ্যে তা করেছে। রাস্তায় চলতে গিয়ে কোনো মুসলমান নাগরিক জয়রাম জয় সীতারাম ধ্বনি উচ্চারণ না করলে গোঁড়া সন্ত্রাসী হিন্দুত্ববাদীরা তাঁকে প্রহারে প্রহারে জর্জরিত করবে। এর মধ্যেই কয়েক স্থানে করেছে। তার কোনো প্রতীকার নেই। কোনো কোনো রাজ্যে মসজিদ অতীতে মন্দির ছিল দাবি করে তা ভেঙে মন্দির করা হয়েছে। গেরুয়াধারী হিন্দুত্ববাদীদের অত্যাচারে সারা ভারত আজ জর্জরিত।

বিজেপি যে আজ সারা ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্রে পরিণত করতে চায় তা স্পষ্ট। দেশের বিভিন্ন স্থানে মুসলমান নামে যেসব শহর, বন্দর, রাস্তাঘাট আছে, যেমন উরুঙ্গাবাদ, আহমেদাবাদ, আফজালনগর প্রভৃতির নাম পরিবর্তনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পাঠ্য ইতিহাস বিকৃত করা

হচ্ছে। মুসলমান শাসকদের নাম বাদ দিয়ে কল্পিত হিন্দু বীরদের গালগল্প ইতিহাস বলে সাজানো হচ্ছে। ডাকটিকিটে নেহরু-গান্ধীর ছবি বিলুপ্ত হচ্ছে। উঠে আসছে শিবাজি, সাভারকরের ছবি।

গোটা ভারতকে এভাবে কট্টর হিন্দুত্ববাদী রাষ্ট্রে পরিণত করার বিরুদ্ধে গণপ্রতিবাদে সারা দেশ উত্তাল। এক উত্তর প্রদেশেই পুলিশের গুলিতে মারা গেছে ১৩ জন। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ঝাড়খণ্ডসহ বহু রাজ্য নাগরিক সংশোধনী আইন এবং নাগরিকপঞ্জি অনুযায়ী বিধি-ব্যবস্থা তাদের রাজ্যে বাস্তবায়নে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।

পার্লামেন্টে পাস হওয়া নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন কার্যকর করা হলে 'অবৈধ অনুপ্রবেশকারী' বলে ঘোষিত ব্যক্তিদের জন্য কনসেনট্রেশন ক্যাম্প তৈরির ব্যবস্থা হয়েছে। একাধিক রাজ্য এই কনসেনট্রেশন ক্যাম্প তৈরিতে অসংগতি জানিয়েছে। এ ধরনের পাগলামি আমেরিকায় ডোনাল্ড ট্রাম্প শুরু করেছিল। ছয়টি কি সাতটি মুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিকদের আমেরিকায় প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছিল। নাৎসিদের কায়দায় সীমান্তে কনসেনট্রেশন ক্যাম্প করে তাতে মায়ের বুক থেকে শিশু কেড়ে নিয়ে আলাদাভাবে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে রাখা হয়েছিল। এর ফলে শুধু আমেরিকায় নয়, সারা বিশ্বে ধিক্কার ধ্বনি উঠেছিল। ফলে ট্রাম্পকে তাঁর নিন্দিত ইমিগ্রেশন নীতি থেকে কিছুটা পিছু হটতে হয়েছিল।

ট্রাম্পের উগ্র জাতীয়তাবাদী 'আমেরিকা ফার্স্ট' নীতি এবং বিজেপির উগ্র হিন্দুত্ববাদী নীতির মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এ ধরনের নীতি থেকেই ফ্যাসিবাদের জন্ম হয়।

ভারত যদি হিন্দু রাষ্ট্র হয়ে দাঁড়ায়, তার প্রতিক্রিয়া সারা উপমহাদেশে ছড়াবে। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন ও নাগরিক গণনার ফলে আসামে ১৯ লাখ নর-নারী ভারতের নাগরিক তালিকার বাইরে থাকে। এরা ঘরছাড়া হলে বাংলাদেশেই আশ্রয় গ্রহণ করতে চাইবে। ১১ লাখ রোহিঙ্গার বাংলাদেশে অনুপ্রবেশের পর আরো কয়েক লাখ ভারতীয় মুসলমান বাংলাদেশে ঢুকলে তার সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা কী দাঁড়াবে? অবিভক্ত আসামে সাদুল্লা বরদৌলাই গভর্নমেন্টের আমলে 'বঙ্গাল খেদাও' আন্দোলনের সময় অনেকেই বাংলাদেশে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। বর্তমানে শুধু আসামে নয়, সারা ভারতেই যদি সংখ্যালঘু—বিশেষ করে 'মুসলমান খেদাও' নীতি অনুসৃত হয়, তাহলে তারা কি পাকিস্তান ও বাংলাদেশমুখী হবে না?

যদি হয়, তাহলে বিজেপি সরকার কী করে দাবি করে নাগরিকত্ব সংশোধন আইন তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়?

ভারতের সাধারণ মানুষ এবং বিরোধী রাজনৈতিক দল ও বুদ্ধিজীবীদের আন্দোলনের ফলে কোণঠাসা বিজেপি সরকার এখন বলছে, তারা কারো নাগরিকত্ব হরণ করবে না। বিশেষ করে মুসলমান নাগরিকদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই। তাই যদি হবে, তাহলে তারা কী করে আইন করে যে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের কোনো হিন্দু ভারতে গিয়ে তাদের নাগরিকত্ব চাইলে সঙ্গে সঙ্গে তা মঞ্জুর করা হবে। এটা একদিক থেকে বর্ণবৈষম্যমূলক আইন। অন্যদিকে সরাসরি পাকিস্তান ও বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষকে দেশ ত্যাগে উসকানি প্রদান। এটা কী করে ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয় হয়?

ভারতের বিজেপি সরকারের এই উগ্র হিন্দুত্ববাদী নীতি অনুসরণের সমালোচনা করা বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে সহজ নয়। তাতে দুই দেশের বর্তমান সরকারের মধ্যে সৌহার্দ ও মৈত্রী ক্ষুণ্ন হতে পারে। বেসরকারি পর্যায়ে এ ব্যাপারে লেখক ও বুদ্ধিজীবীরাও বেশি সরব নন। তাই মুসলমানদেরই উচিত বিজেপির এই চণ্ডনীতির প্রতিবাদ করা। গত শতকে ইউরোপে অতি জাতীয়তাবাদ থেকে ফ্যাসিবাদের জন্ম হয়েছিল। একুশ শতকে উপমহাদেশে তার পুনরাবৃত্তি ঘটুক—এটা কারো কাম্য হতে পারে না।

সূত্র: কালের কণ্ঠ

গ্রাম এবং শহরজুড়ে এনআরসি, সিএএ নিয়ে ভয়ের আবহ। সাধারণ মানুষের আলাপে বারবার উঠে আসছে এই ভয়ের কথা।

পশ্চিমবঙ্গের কিছু রাজনৈতিক বিশ্লেষক এবং রাজনীতির সাথে জড়িত মানুষদের সাথে আলাপ করে দৈনিক কালের কণ্ঠের এই প্রতিবেদন।

ভয়ের কারণ:

আসামে এনআরসির অভিজ্ঞতা থেকে মানুষ বুঝেছেন যে নাগরিকপঞ্জিতে নাম তুলতে লাগবে নানা রকমের তথ্য। যেমন বাবা মার জন্মস্থান, জন্মতারিখ, ১৯৭১ এর ২৪শে মার্চ এর আগের

জমির দলিল বা ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট ইত্যাদি। গ্রাম-গঞ্জের মানুষ এমনকি শহরের বসবাসকারী মানুষদের কাছেও এত তথ্য নেই। তাই মানুষের মনে এক অজানা আশঙ্কা।

ভয়ের প্রমাণ:

১. হঠাৎ করে ভোটার তালিকায় নিজের নাম সুনিশ্চিত করতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে রাজ্যবাসী। ১৬ ডিসেম্বর শুরু হওয়া ভোটার তালিকা সংশোধনে অংশগ্রহণকারী নাগরিকের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ৭৩ লক্ষ, যা সর্বকালীন রেকর্ড। নাগরিকত্ব নিয়ে আতঙ্ক থেকেই ভোটার তালিকায় নাম তোলা বা সংশোধনের হিড়িক পড়ে গেছে বলে মনে করা হচ্ছে। যাদের ভোটার তালিকায় বা ভোটার কার্ডে কোনো ভুল আছে, তারা সংশোধনের জন্য আবেদন করেছেন। সেই সংখ্যাও অতীতের সব রেকর্ডকে ছাপিয়ে গেছে।

২.তিন মাসের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ৬.২ কোটি মানুষ নিজেদের রেশন কার্ডের সাথে আধার কার্ডের সংযুক্তিকরণ করিয়েছেন এই আশায় যে, এনআরসি হলে এই সংযুক্ৎকরণের কারণে হয়তো তারা বেঁচে যাবেন। ভারতে বিজেপি সরকার আসার পর ব্যাংক একাউন্টের সাথে এবং আয়করের জন্য একাউন্টের সাথে আধার কার্ডের সংযুক্তিকরণ বাধ্যতামূলক করেছিল। কিন্তু সেক্ষেত্রে বারবার সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে কারণ মানুষের থেকে সাড়া মেলেনি। কিন্তু রেশন কার্ড, যা একটি প্রামাণ্য ডকুমেন্ট, আধার এর সাথে সংযুক্তি করার জন্য মানুষ নিজেরা লাইনে দাঁড়িয়েছেন।

৩.গ্রাম থেকে শহরে হঠাৎ করে স্কুল, পোস্ট অফিস বা ব্যাংকে উপচে পড়ছে মানুষের ভিড়। স্কুল বা কলেজে গিয়ে মানুষ নিজেদের সার্টিফিকেট এর ভুল সংশোধন করছেন। পোস্ট অফিস বা ব্যাংকে এবার লাইন পড়ছে কারণ মানুষ নিজেদের আধার কার্ডের কোনো ভুল-ভ্রান্তি থাকলে তা সংশোধন করিয়ে নিচ্ছেন। অবস্থা এমন যে, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, বীরভূমের মতো জেলাগুলোতে, যেখান থেকে অনেক মানুষ ভারতের অন্য রাজ্যে কাজ করতে যান,সেখান গরিব মানুষ অন্য রাজ্যে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন।

আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলের ১৬ টি দেশের প্রায় ৪৫ মিলিয়ন মানুষ খাদ্যাভাবে ভুগছে। বৃহস্পতিবার (১৬ জানুয়ারি) জাতিসংঘের ওয়াল্ড ফুড প্রোগ্রাম (ডাব্লুএফপি) বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে।

বার বার খরা, বন্যা ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের পর আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলের ১৬টি দেশ খাদ্য অভাবে ভুগছে।

আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলের ডাব্লুএফপি'র আঞ্চলিক প্রধান লোলা কাস্ট্রো বলেন, এরকম খাদ্য অনিরাপত্তা আমি আগে কখনও দেখিনি। আর প্রমাণাদি বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, সামনের দিকে যার অবস্থা আরও অবনতির দিকে যাচ্ছে।

তিনি আরও জানান, প্রাকৃতিক দুর্যোগ সাইক্লোনের সময় আবার এসেছে। তবে এ বছর আমরা আর সাইক্লোনের ক্ষতি পোষাতে পারবো বলে মনে হচ্ছে না। যদি সঠিক মত দাতা দেশগুলো সাহায্য না দেয় তাহলে এটি একটি নিশ্চিত মহামারি রূপ নেবে।

ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি সভাপতি মালাউন দিলীপ ঘোষ এমপি বলেছে, কোনো আন্দোলনেই সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ) বাতিল হবে না। একইসঙ্গে তিনি রাজ্যে জাতীয় নাগরিকপঞ্জি (এনআরসি) হবে এবং সবাইকে এজন্য নথি দেখাতে হবে বলে মন্তব্য করেন।

রবিবার উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বারসতে সিএএর সমর্থনে এক মিছিল ও সমাবেশে দিলীপ ঘোষ ওই মন্তব্য করেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীসহ বুদ্ধিজীবীমহল ও ছাত্ররা যারা নাগরিকত্ব আইনের বিরোধিতা করছেন তাদের ঠান্ডা করার উপায় জানা আছে বলে তিনি জানান।

এদিন মধ্যমগ্রাম থেকে বারাসত পর্যন্ত বিজেপি'র পক্ষ থেকে সিএএর সমর্থনে 'অভিনন্দন যাত্রা'র আয়োজন করা হয়। মিছিল শেষে বারাসতের হেলাবটতলা মোড়ের সমাবেশে যোগ দেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। তিনি বলেন, 'বছরের পর বছর সব দল ভোটার খুঁজেছে। মানুষকে ভোটার বানিয়ে রেখেছে, নাগরিক বানায়নি। '

তিনি জানান, হিন্দুদের সমর্থন করার জন্য, তাদের পাশে থাকার জন্য একশো শতাংশ সাম্প্রদায়িক আখ্যা পেতেও রাজি।

রাজ্যের সংখ্যালঘু মুসলিমদের দিকে ইঙ্গিত করে দিলীপ ঘোষ বলেন, নাগরিকত্ব আইনের বিরোধিতায় রাজ্যে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল সেজন্য দায়ী ‘লুঙ্গি বাহিনী’ অর্থাৎ বাঙ্গালী।

প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে ভারতের অর্থনীতি। মোদি সরকার দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় এসে ঘোষণা দিয়েছিল পাঁচ ট্রিলিয়ন অর্থনীতিতে ভারতকে পৌঁছে দেওয়া হবে। কিন্তু গত ছয় বছরের শাসনে অর্থনৈতিক হাল ধীরে ধীরে বেহাল হচ্ছে বলে বারবার সোচ্চার হয়েছিলেন অর্থনীতিবিদ অর্মত্য সেনের মতো অনেকে। এবার সেই পথে হাঁটল ইন্টারন্যাশনাল মানিটারি ফান্ড (আইএমএফ)।

আইএমএফ এর দেওয়া তথ্য বলছে, আরও গভীর সংকটে মোদি সরকার, কেননা ক্রমাগত পিছিয়ে পড়ছে ভারতের অর্থনীতি। সংস্থাটি জানিয়েছে, অর্থনৈতিক উন্নয়নশীল দেশগুলোর তালিকায় ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে ভারত। প্রতিবছরে প্রায় তিনমাস অন্তর ভারতের অর্থনীতির মান পড়ছে। পতন হতে হতে একেবারে তলানিতে এসে ঠেকেছে। এখনই পতন থেকে বাঁচতে দেশটির সরকারকে অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বলেছে আইএমএফ। কারণ অর্থনীতির পতনের কারণে ধনীরা আরও ধনী হয়েছে।

এছাড়া ধনী দরিদ্রের ফারাক প্রকট হয়েছে ভারতে। সেই ফারাক মেটানো এখুনি অসম্ভব। জিডিপি বৃদ্ধি কমেছে। মুদ্রাস্ফীতি বিপুল পরিমাণে বেড়েছে। এমনকি ইন্ডিয়ান রিজার্ভ ব্যাঙ্কের (আরবিআইয়) দেওয়া মাত্রা অতিক্রম করেছে মুদ্রাস্ফীতি। এমনই কঠিন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে দেশটির।

তবে যাইহোক, দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসার পরেই পাঁচ ট্রিলিয়ন অর্থনীতির দেশে ভারতেকে পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন মোদি সরকার। দেশটির যা হাল তাতে সেটা একেবারেই সম্ভব নয় বলে মনে করছেন আইএমএফ। এমনকী দেশটির আর্থিক সংকট এতোটাই প্রবল আকার নিয়েছে যে রিজার্ভ ব্যাংতের তহবিলে হাত পড়েছে।

সূত্র : ইকোনোমিক টাইমস।

ইনফোগ্রাফি সমগ্র | ২০১৯ ঈসায়ীতে চলমান ‘বিশ্বযুদ্ধ’-এ কুফফার বাহিনীর ক্ষয়ক্ষতির পরিসংখ্যান

https://alfirdaws.org/2020/01/21/31649/

২০শে জানুয়ারি, ২০২০

গত শনিবার ভোররাতে রাজধানীর তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানা হেফাজতে আবু বক্কর সিদ্দিক বাবু (৪৫) নামে এক ব্যক্তি মারা গেছেন। তিনি সরকারি একটা প্রতিষ্ঠানে ফ্লোর ইনচার্জ ও লাইট ম্যানের কাজ করতেন।

পরিবার ও সহকর্মীরা বলছে, আবু বক্কর সিদ্দিক বাবু পুলিশি নির্যাতনে মারা গেছেন।

আজ সোমবার মিললো এ মৃত্যু নিয়ে চাঞ্চল্যকর তথ্য। আবু বক্কর সিদ্দিক বাবুর ময়নাতদন্ত শেষে মাথায় ও পায়ে আঘাতের দাগ পেয়েছে মেডিকেল কলেজ ফরেনসিক বিভাগ।

সোমবার বিকাল ৪টায় ময়নাতদন্ত শেষে ঢাকা মেডিকেল কলেজ ফরেনসিক বিভাগের বিভাগীয় প্রধান সহযোগী অধ্যাপক ডাঃ সোহেল মাহমুদ সাংবাদিকদের এ কথা বলেন।

বিভাগীয় প্রধান সহযোগী অধ্যাপক ডাঃ সোহেল মাহমুদ আরো বলেন, মৃত আবু বক্কর সিদ্দিক বাবুর শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাতের দাগ পেয়েছি। আমরা যেসব জায়গা থেকে আঘাতের দাগ পেয়েছি তার প্রতিটির টিস্যু সংগ্রহ করেছি।

এর আগে শনিবার তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানা সন্ত্রাসী পুলিশ সন্ধ্যার পর বাবুকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। রাত ৩টার দিকে অচেতন অবস্থায় তাকে ঢাকা মেডিকেলে নেয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক বাবুকে মৃত ঘোষণা করলে মরদেহটি মর্গে পাঠানো হয়।

নিহত বাবু নোয়াখালী জেলার সেনবাগ উপজেলার বালিয়াকান্দি গ্রামের মৃত নুরুল ইসলামের ছেলে।

সূত্রঃ বিডি জার্নাল

দাবানলের আগুনে পুড়ে যাবার পর এবার নতুন করে বন্যার কবলে পড়লো ন্যাটো মিত্র অস্ট্রেলিয়া। ব্যাপক বৃষ্টিপাতে ডুবে গেছে ওয়েলস, কুইন্সল্যান্ড ও ভিক্টোরিয়াসহ কয়েকটি শহর। তবে আবহাওয়া আরো খারাপ হবে বলে সতকর্তা জারি করেছে দেশটির আবহাওয়া বিভাগ।

দাবানরের ক্ষত থেমে মুক্ত না হতেই প্রকৃতির এমন বৈরি আচরণে বিপাকে পরেছে দেশটির হাজারো মানুষ। এরইমধ্যে বড় বড় সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। বন্যার পানিতে গাড়ি আটকে থাকার ভিডিও দেখা গেছে স্থানীয় গণমাধ্যমে। কিছু এলাকাতে পানির উচ্চতা ১৩ ইঞ্চি পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে বৃষ্টিপাত আরো বাড়তে পারে সামনের দিনগুলোতে। এর আগে দাবানলে হাজার হাজার হেক্টর জমি গাছপালা পুড়ে গিয়ে সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি ও কয়েক লাখ প্রাণির মৃত্যু হয়েছে।

সূত্রঃ ভোরের কাগজ

কুমিল্লা মহাসড়কের পাশের বিভিন্ন এলাকায় উৎকট পঁচা দুর্গন্ধে যেন দম বন্ধ হয়ে আসার উপক্রম ঘটে। সড়কের পাশ দিয়ে হেটে চলা শিক্ষার্থী ও পথচারীরা চলাফেরা করতে হয় নাকে মুখে কাপড় বেঁধে। উৎকট গন্ধে যাত্রীরা বাধ্য হয় অনেক সময় বমি করতে।

নিমসার, চান্দিনা বাস স্টেশন, দেবিদ্বার, নাজিরা বাজার, পদুয়ার বাজার, চৌদ্দগ্রাম সহ কুমিল্লার বিভিন্ন অংশের মহাসড়ক যেন খোলা আবর্জনার ভাগার। মরা পুশুপাখি হাসপাতালের

বর্জ্য, কারখানা, হাট বাজার, পৌরসভা ও আবাসিক এলাকার সকল ময়লা গাড়ি দিয়ে এনে স্তূপ করে ফেলা হচ্ছে মহাসড়ক ও ফুটপাতের উপরেই। স্থানীয় সরকারি বেসরকারি হাসপাতালগুলোর শোধনাগার না থাকায় রুগীদের ব্যবহৃত বর্জ্যও ফেলা হচ্ছে মহাসড়কে। এতে মারাত্মক হুমকির মুখে পরেছে আশেপাশের পরিবেশ। ছড়াচ্ছে রোগ জীবাণু সহ বাড়ছে ডেঙ্গু মশার বিস্তার। কেবল পরিবেশ দূষণই হয় মাহাসড়কের পাশে জনবহুল খোলা যায়গায় এমন কি স্থানীয় কৃষকদের আপত্তি থাকা সত্ত্বেও জোর করে ফসলি জমির ওপরে ফেলা হচ্ছে এসব বর্জ্য। এতে ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে কৃষকরা। তাছাড়া এসব ময়লার স্তূপ পরিস্কারের নামে অনেক সময় আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে ফেলা হয় লক্ষ লক্ষ টাকা মূল্যের সরকারি গাছ।

রাতের আধারে এসব গাছ কৌশলে কেটে নিয়ে বিক্রি করেছে একটি চক্র।প্রায় সহস্রাধীক মূল্যবান গাছ অনুমতি ছাড়াই কেটে নেয়া হয়েছে। রাতের আধাঁরে স্থানীয় প্রভাবশালীরা এসব গাছ প্রথমে উপড়ে ফেলে দিয়ে পরে তা টুকরো করে কেটে নেয়। মহাসড়কের পাশে ও ফুটপাতে এসব দুষিত বর্জ্য ও আবর্জনা থেকে রোগ বালাই তো ছড়াচ্ছেই সেই সাথে আশেপাশের পরিবেশের ওপর এর বিরুপ প্রভাবও পরছে। উন্মুক্ত স্থানে ফেলে দেয়া বিষাক্ত ঔষধ ও বিষ জাতীয় দ্রব্য খাওয়ার ফলে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষাকারী জীবজন্তু ও পাখি মারা যাচ্ছে।

এবিষয়ে কুমিল্লা সড়ক ও জনপথ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী আহাদ উল্লাহ বলেন, বিষয়টি নিয়ে এর আগে বহুবার বিভিন্ন পৌরসভাসহ সংশ্লিষ্টদের চিঠি দেয়া হয়েছে, মৌখিক ভাবেও বহুবার তাদের বলা হয়েছে। কিন্ত তারা কেউ বিষয়টি কর্ণপাত করেন নি। যার ফলে লক্ষ লক্ষ টাকার মূল্যবান গাছ নষ্ট হচ্ছে। শুধু গাছই নয় সড়কের সৌন্দর্য ও পরিবেশেরও ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে।

সূত্রঃ ভোরের কাগজ

নবী-রাসুলদের স্মৃতি বিজড়িত মুসলমানদের প্রথম কেবলা মসজিদে আকসা। অবৈধ দখলদার সন্ত্রাসী ইসরাইল দখল করে রেখেছে এটি। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে বক্তব্য দেয়ায় রোববার (১৯

জানুয়ারি) ফিলিস্তিনের পবিত্র এ মসজিদের খতিব শায়খ ইকরামা সাবেরিকে সাময়িক বরখাস্ত করেছে দখলদার ইসরাইল।

ডেইলি সাবাহ (আরবি) এর তথ্য মতে, 'শুক্রবার (১৭ জানুয়ারি) মসজিদে আকসার একাংশে জুমআর খুতবায় দখলদারিত্বের বিষয়ে কথা বলায় তাদের বিরুদ্ধে উসকানিমূলক বক্তব্য দেয়ার কথা বলে সাময়িকভাবে তাকে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত জানানো হয়।

সন্ত্রাসবাদী অবৈধ দেশটির তরফ থেকে তাদের সিদ্ধান্তে জানানো হয় যে, 'জেরুজালেমের সর্বোচ্চ ইসলামিক পরিষদের চেয়ারম্যান ও আল আকসার খতিব শায়খ ইকরিমা সাবেরিকে এক সপ্তাহের জন্য সাময়িক বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

এ বক্তব্যের ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে বলেও জানায় ইসরাইলি কর্তৃপক্ষ। জিজ্ঞাসাবাদের পর এ নিষেধাজ্ঞা আরও বাড়তে পারে বলে ডেইলি সাবাহ'র প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

ওয়াফা নিউজ এজেন্সি সূত্রে জানা যায়, এ বক্তব্যকে কেন্দ্র করে জেরুজালেম নগরীতে বসবাসরত মুসলমানদের ওপর অস্বাভাবিক কঠোরতা শুরু করেছে দখলদার ইসরাইলি সেনা কর্তৃপক্ষ। তারা স্থানীয় সিলওয়ানের কয়েকটি দোকান ও বাসস্টান্ডেও হামলা চালিয়েছে বলে জানা যায়।

২০১৭ সালে দারিদ্র্য ও মানবাধিকার বিষয়ক স্পেশাল র‍্যাপোর্টিয়ার একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছিলেন। সেখানে তিনি বলেছিলেন, চীন, সৌদি আরব, রাশিয়া, যুক্তরাজ্য, ভারত, ফ্রান্স ও জাপান সম্মিলিতভাবে কথিত জাতীয় নিরাপত্তা খাতে যত অর্থ ব্যয় করে, তার চেয়ে বেশি ব্যয় করে যুক্তরাষ্ট্র। আর সেই যুক্তরাষ্ট্রে ২০১৩ সালের হিসাব অনুযায়ী কথিত উন্নত বিশ্বের মধ্যে শিশুমৃত্যুর হার সবচেয়ে বেশি। স্পেশাল র‍্যাপোর্টিয়ার ওই সময় বিশদ তথ্য দিয়ে একটি প্রতিবেদন পেশ করেছিলেন। সেখানে তিনি আমেরিকার সমাজব্যবস্থাকে 'বিশ্বের সবচেয়ে অসম সমাজ' বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, আমেরিকায় অন্তত চার কোটি মানুষ দরিদ্র। সেখানে মৃত্যুহার বাড়ছে এবং সামাজিক অস্থিরতা ও নেশার কবলে পড়ে বহু পরিবার

ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেছেন, এই সবকিছুর পেছনে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা একটি বড় ভূমিকা রাখছে।

বিশ্বের অধিকাংশ মানুষই মনে করেন বর্তমান অবস্থায় পুঁজিবাদ যতটুকু ভালো করছে তার চেয়ে খারাপই করছে বেশি। চলতি সপ্তাহে সুইজারল্যান্ডের ডাভোস শহরে ব্যবসায়ী এবং রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক ফোরামের অনুষ্ঠিতব্য একটি বৈঠকের আগেই এ বিষয়ে একটি বৈশ্বিক জরিপের তথ্য সামনে এলো।

এ বছরই প্রথমবারের মতো পুঁজিবাদ সম্পর্কে এ ধরনের তথ্য তুলে ধরল এডেলম্যান ট্রাস্ট ব্যারোমিটার। গত দু'দশক ধরে কয়েক হাজার লোকের কাছ থেকে জনমত গ্রহণ করেছে প্রতিষ্ঠানটি। পুঁজিবাদকে কিভাবে দেখা হচ্ছে সে বিষয়টি বোঝার জন্যই এই জরিপ হয়েছে। ২০০০ সালে এই জরিপ শুরু হয়।

বিশ্বের ২৮টি পশ্চিমা যেমন যুক্তরাষ্ট্র এবং ফ্রান্সের মতো ২৮টি দেশের ৩৪ হাজার মানুষ এই জরিপে অংশ নিয়েছে। এদের মধ্যে ৫৬ ভাগই মনে করে, আজকের বিশ্বে পুঁজিবাদের অস্তিত্ব ভালোর চেয়ে ধ্বংসই ডেকে আনছে। পুঁজিবাদে আস্থা নেই এমন দেশের শীর্ষে রয়েছে থাইল্যান্ড এবং ভারত। দেশ দু'টিতে যথাক্রমে ৭৫ শতাংশ এবং ৭৪ শতাংশ মানুষের পুঁজিবাদের নীতিতে কোনো আস্থা নেই।

আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার চিরশত্রু বলে পরিচিত সাবেক প্রেসিডেন্ট হুগো চাভেজের প্রতিষ্ঠিত স্বাস্থ্যসেবা ক্লিনিকগুলোতে বিনা মূল্যে যে চিকিৎসাসেবা দেয়া হয় তা আমেরিকায় বিনা মূল্যে এমন উন্নত চিকিৎসাসেবা কল্পনাও করা যায় না। এর কারণ হলো, পুঁজিবাদের ধ্বজাধারী আমেরিকা যুদ্ধ বাধানো এবং করপোরেট মুনাফা অর্জনের পেছনে এত বেশি সময় দেয় যে মৌলিক মানবাধিকার নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় সে পায় না। ভেনেজুয়েলার একটি ক্লিনিকের একজন নারী চিকিৎসক আমাকে বলছিলেন, বিশ্বের যেখানেই যুদ্ধ সেখানেই মার্কিন সেনাবাহিনীর দেখা পাওয়া যাবে। আর সেসব যুদ্ধবিধ্বস্ত জায়গায় কিউবার লোকও থাকে। তবে তারা সেনা নন, তাঁরা চিকিৎসক।

আমেরিকান সমাজে এখন সবচেয়ে বড় উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে মাদক। এই সমাজের একটি বিরাট অংশ মাদকাসক্ত হয়ে পড়েছে। অর্থ আর মুনাফা অর্জনের সীমাহীন নেশা এখানকার মানুষের জীবনকে এতটাই অস্থির করে তুলছে যে বহু মানুষের পক্ষে আক্ষরিক অর্থেই এই সমাজ বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। ইউএস সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (সিডিসি)-এর ২০১৮ সালের জরিপে দেখা যাচ্ছে, আমেরিকার এই অস্থির ও

নির্বান্ধব জীবনকে মেনে নিতে না পারায় সমগ্র দেশের মানুষের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা ভয়াবহভাবে বেড়ে গেছে।
সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নব্য উদার অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় মানুষ অর্থের পেছনে ছুটতে ছুটতে ক্রমাগত একা হয়ে যাচ্ছে। পারস্পরিক বন্ধন ছুটে যাচ্ছে। আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক ধরে রাখা সম্ভব হচ্ছে না। এই নিষ্ঠুর নিঃসঙ্গতা মানুষের জীবনে হুমকি হয়ে দেখা দিচ্ছে। তাদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা অনেক গুণ বাড়িয়ে দিচ্ছে। মানুষ ভোগবাদী জীবনের অস্থিরতার জন্য অসুস্থ হয়ে পড়ছে। বিষণ্ণতা থেকে আরোগ্য লাভের জন্য সেখানে ‘বিষমিশ্রিত’ বিশাল বিশাল ওষুধ কোম্পানি খোলা হচ্ছে। ওষুধ কোম্পানিগুলো কোটি কোটি ডলারের মুনাফা তুলে নিলেও দিন শেষে বিষণ্ণ মানুষগুলোর জীবনে প্রাণখোলা হাসি-আনন্দ আসছে না।
মার্কিন পুঁজিবাদ শুধু যে যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বা আশপাশের দেশের মানুষের পারিবারিক বা সামাজিক বন্ধনের জন্য হুমকি, তা নয়। পরিবেশ বিজ্ঞানীরা হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, পুঁজিবাদী অর্থনীতি ও ভোগবাদী সমাজ সম্প্রসারণের কারণে পণ্যের অতি ব্যবহার, অপব্যবহার ও বিষক্রিয়া বাড়ছে। এটি গোটা পৃথিবীকে এমন এক ধ্বংসের জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে, যেখান থেকে আর ফেরা সম্ভব হবে না। ১৯৮৯ সালের আগে মার্কিন অর্থনীতিবিদ পল সুইজি বলেছিলেন, অধিক ভোগ ও উৎপাদন প্রবণতার কারণে গ্রিনহাউস ইফেক্ট বা কার্বন নিঃসরণ ও জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার বাড়ছে। পুঁজিবাদ যত বেশি বিকশিত হবে, এই ধারা তত বাড়তে থাকবে। ক্রমেই পৃথিবী ধ্বংসের দিকে যেতে থাকবে।
দ্য পেরিল অ্যান্ড প্রমিজ অব আরবান লাইফ ইন দ্য এজ অব ক্লাইমেট চেঞ্জ বইয়ের লেখক অ্যাশলে ডওসোন গত ডিসেম্বরে ভারসো বুকস ওয়েবসাইটে লেখা একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে দেখিয়েছেন, কীভাবে ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর ‘উগ্র পুঁজিবাদ’ এবং ‘পরিবেশবাদীদের বিক্ষোভকে অপরাধ সাব্যস্ত করার চেষ্টা’ দিয়ে গোটা বিশ্বকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। অ্যাশলে ডওসোন বলছেন, সন্ত্রাসী ট্রাম্প নিজেও পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে আটকা পড়ে গেছে। এ থেকে সে বের হতে পারবে না। আমেরিকাও বের হতে পারবে না। অতএব পৃথিবীকে বাঁচাতে হলে এই পুঁজিবাদি ব্যবস্থাভাঙতেই হবে। বিশ্বকে জাগতেই হবে।

সূত্রঃ ইনকিলাব

আজ ২০ই জানুয়ারি আফগানিস্তানের বাগলান ও বদখশান প্রদেশ হতে আফগান সরকারি মিলিশিয়ার ৩২ সদস্য ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদদের নিকট আত্মসমর্পণ করে।

এর মধ্যে বাগলানের প্রাদেশিক রাজধানী বাগলান জেলা হতে ২২ আফগান সেনা ও পুলিশ সদস্য নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে তালেবান মুজাহিদদের নিকট আত্মসমর্পণ করে।

অন্যদিকে বদাখশান প্রদেশের তাকাব জেলার কয়েকটি স্থান হতে আরো ১০ আফগান সেনা ও পুলিশ সদস্য তালেবানদের নিকট আত্মসমর্পণ করে।

কানাডার মতো ধনী দেশেও অনেক মানুষ না খেয়ে মারা যায়। ৪০ লাখের বেশি মানুষ পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যকর খাবার জোটাতে পারে না। এমনকি ক্ষুধার কারণে অনেক মানুষ গড় আয়ু পর্যন্ত যাওয়ার আগেই মৃত্যুর পথে ধাবিত হয়।

সম্প্রতি এক জরিপে এমন তথ্য উঠে এসেছে। কানাডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন সাময়িকীতে প্রকাশিত নিবন্ধের তথ্য উল্লেখ করে আজ সোমবার এএফপির খবরে জানানো হয়, কানাডার যেসব নাগরিক রোজকার খাবার জোটাতে পারে না, তাদের মৃত্যুর আশঙ্কা বেশি।

কানাডার প্রায় অর্ধেক প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের ওপর করা ওই জরিপে দেখা গেছে, ক্যানসারের পরই মৃত্যুহার বাড়ার অন্যতম কারণ হলো ক্ষুধা। খাবার জোটাতে যারা সমর্থ, তাদের তুলনায় যারা সমর্থ নয়, তাদের মধ্যে রোগজীবাণু সংক্রমিত অসুখ, অনিচ্ছাকৃত আঘাত ও আত্মহত্যার হার দ্বিগুণ।

নিবন্ধের লেখক ফেই মেন বলেন, ‘এটি অনেকটা প্রথম বিশ্বের দেশে তৃতীয় বিশ্বের কারণ। কানাডায় খাদ্যনিরাপত্তাহীন লোকজন সংক্রমণ ও মাদক সেবনের মতো সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে, যেমনটা আমরা উন্নয়নশীল দেশে হতে দেখি। ফলাফলও বেশ অন্য রকম। কানাডার মতো কথিত উন্নত বিশ্বে খাদ্যনিরাপত্তাহীনতা এখনো মৃত্যুর কারণ।’

নিবন্ধে বলা হয়, কানাডায় বাস করা ৪০ লাখের বেশি মানুষ পর্যাপ্ত খাবার পায় না।

সর্বশেষ তথ্য অনুসারে, বিশ্বব্যাপী ২০০ কোটির বেশি মানুষ পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যকর খাবারের অভাবে থাকে এবং এর ফলে বিভিন্ন ধরনের শারীরিক সমস্যার মুখোমুখি হয়। এই জনগোষ্ঠীর ৮ শতাংশই উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের দেশগুলোর মানুষ।

সূত্রঃ আমাদের সময়

আবারও কন্যা সন্তানই হতে পারে- এই আশঙ্কায় ২৭ বছরের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যা করলো হিন্দু স্বামী। শুধু কুপিয়ে ক্ষান্ত হয়নি। স্ত্রীর মরদেহ ছোট ছোট টুকরো করে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। পরে সেই ছাই দূরে নিয়ে ফেলে আসেন এই হিন্দু স্বামী।

সম্প্রতি এমন ভয়ংকর ঘটনা ঘটে ভারতের উত্তরপ্রদেশে। খুনের ঘটনাটি ঘটে গত ৪ জানুয়ারি। কিন্তু এটি সামনে আসে গত মঙ্গলবার। নিহত নারী উর্মিলার বড় মেয়ে যখন মামা বাড়িতে অজান্তেই সেদিনের ঘটনার কথা বলে, তখনই সবার টনক নড়ে। তারপরই থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়।

মৃতের পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযুক্ত রবীন্দ্র কুমারকে গ্রেপ্তার করেছে। উত্তপ্রদেশের রায়বেরিলির বাইরে থেকে যে ছাই উদ্ধার হয়েছে তা লখনউয়ের ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে পাঠানো হয়েছে।

সার্কেল অফিসার বিনীত সিং জানিয়েছেন, ওই নারীর পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা দায়ের করা হয়। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে রবীন্দ্রের বাড়িতে অভিযান চালায় পুলিশ। নিখোঁজ নারীকে ট্রেস করতে পারছিল না তারা। গত ১০ জানুয়ারি, উর্মিলার বোন বিদ্যা দেবী দেহ পুলিশ স্টেশন গিয়ে রবীন্দ্রর নামে খুনের অভিযোগ এনে মামলা দায়ের করেন। তার অভিযোগ, বোনকে খুন করেছে তার স্বামীই।

সার্কেল অফিসার আরও জানান, হত্যার ঘটনার পর উত্তরপ্রদেশের ১১২ নম্বরে ফোন করে রবীন্দ্র জানান, উর্মিলা নিখোঁজ।

জানা গেছে, ২০১১ সালে রবীন্দ্র ও উর্মিলার বিয়ে হয়। তাদের দুটি মেয়ে রয়েছে। একজনের বয়স ৭ ও অন্যজনের ১১ বছর। ফের অন্তঃসত্ত্বা হন উর্মিলা। রবীন্দ্র ও তার পরিবার চাইছিল, এবার একটি পুত্রসন্তানের জন্ম হোক। কিন্তু পর পর মেয়ে হওয়ায় এবারও আশঙ্কা ছিল যে মেয়ে হবে। এই আশঙ্কাকে বিশ্বাস করে স্ত্রীকে নৃশংসভাবে কুপিয়ে খুন করে রবীন্দ্র। উর্মিলার মেয়ের মুখে জানা যায় কীভাবে তাদের মাকে খুন করা হয়।

এই হত্যার ঘটনার সঙ্গে শ্বশুর কারাম ছন্দ্র ও দেওর সঞ্জীব ও ব্রিজেসও জড়িত ছিল বলে মেয়ে জানিয়েছে। বাড়ি থেকে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে পুলিশের ছয় জনের একটি দল।

এদিকে, পুলিশের জেরায় ভেঙে পড়েন রবীন্দ্র। সে সময় তিনি হত্যার ঘটনা স্বীকার করে নিয়ে পুরো ঘটনাটি জানিয়েছেন পুলিশকে। তিনি জানান, রাগের মাথায় স্ত্রীকে সজোরে ধাক্কা মারেন। তারপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। শুধু তাই নয়, গমকলের গ্রাইন্ডারে দেহ পিষে দেওয়া হয়। নৃশংস খুনের পর দেহের টুকরোতে আগুন ধরিয়ে দেন তিনি। এরপর একটি ব্যাগে অস্থি-ছাই নিয়ে বাড়ি থেকে ৪ কিলোমিটার দূরে গিয়ে ফেলে আসে অভিযুক্ত।

সূত্রঃ আমাদের সময়

পূর্ব শত্রুতার জের ধরে পর্তুগাল সন্ত্রাসী বিএনপির সভাপতি অলিউর রহমান চৌধুরী ও পর্তুগাল সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহসভাপতি ফরহাদ মিয়ার নেতৃত্বে উভয় দলের নেতা কর্মীদের সংঘর্ষ হয়। এতে একজন নিহত হয়েছে।

গত শনিবার বাংলা মার্কেট খ্যাত লিজবনের মার্টিম মনিজে স্থানীয় সময় রাত সাড়ে ৯টার দিকে দা-চাপাতি ও আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়ায় সসন্ত্রাসী এই দু'দল।

স্থানীয় সূত্র অনুযায়ী, সংঘর্ষে নিহত ব্যক্তির নাম সাহেদ (৩৮)। তিনি সিলেটের ফেঙ্গুগঞ্জ উপজেলার বাসিন্দা ও সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগ কর্মী। সংঘর্ষে একই উপজেলার কয়েকজন গুরুতর আহত হয়ে চিকিৎসাধীন আছেন।

এদিকে গতকাল রোববার রাত থেকে ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের ধরতে অভিযানে নামে পর্তুগাল পুলিশ। রাতে পুলিশ অলিউর রহমান চৌধুরী আরইশস্থ বাসভবনে তল্লাশী চালায়। এ সময় তার দুই ছেলেকে গ্রেপ্তার করার খবর পাওয়া গেছে।

প্রসঙ্গত, সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহসভাপতি ফরহাদ মিয়ার দেশের বাড়ি সিলেটের ওসমানি নগর উপজেলার পশ্চিম কৈলনপুর ইউনিয়নে এবং বিএনপির সভাপতি অলিউর রহমানের বাড়ি হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জ উপজেলার দেবপাড়া ইউনিয়নের বাসিন্দা।

ইতিমধ্যে ঘটনার সঙ্গে জড়িত উভয়পক্ষ গা ঢাকা দিয়েছে। উক্ত ঘটনায় বাঙ্গালী পাড়ায় গোয়েন্দা নজরদারী ও পুলিশী তৎপরতা বাড়ানো হয়েছে।

সূত্রঃ আমাদের সময়

পূর্ব আফ্রিকান ভিত্তিক আল-কায়েদার অন্যতম শাখা হারাকাতুশ আল-মুজাহিদিন গত ১৯ই জানুয়ারি সোমালিয়ান বিশেষ ফোর্সের বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সীর বরাতে জানা যায় যে, দক্ষিণ সোমালিয়া যুবা রাজ্যের কিসমায়ো শহরতলী "পার্সনগনী" জেলায় ক্রুসেডার মার্কিন বাহিনীর প্রশিক্ষিত ও তাদেরকে নিরাপত্তা দেওয়ার কাজে নিয়োজিত "ব্যানক্রফ্ট" নামে পরিচিত সোমালিয় স্পেশাল ফোর্সের বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ এক সফল অভিযান পরিচালনা করেন হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন।

যাতে "ব্যানক্রফ্ট" নামে পরিচিত সোমালিয় স্পেশাল ফোর্সের 5 মুরতাদ সদস্য নিহত এবং আরো 7 মুরতাদ সদস্য আহত হয়।

ইয়েমেনের সরকারি কর্মকর্তারা বলছে, রাজধানী সানার প্রায় ১৭০ কিলোমিটার পূর্বে মরিব প্রদেশে সামরিক সেনা প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে মাগরিবের সময় এ হামলা ঘটনা ঘটে। যাতে কমপক্ষে ১১১ সেনা নিহত ও আরও বেশ কতক সেনা আহত হয়েছে।

ইয়েমেনের উপমন্ত্রী আবদুল রাকিব আল হায়দার জানায় যে, এই হামলায় কমপক্ষে ১১১ সেনা মারা গিয়েছে। এবং আরও কয়েক ডজন সেনা আহত হয়েছে।

অন্যদিকে বেসরকারি কয়েকটি সংবাদ সংস্থা জানায় যে, উক্ত হামলায় ৯০ সেনা নিহত এবং ১৩০ সেনা আহত হয়েছে।

এর আগে সেখানের এক হাসপাতাল সূত্র ৮৩ জনের মৃত্যুর ১৪৮ জন আহ'ত হওয়ার কথা জানিয়েছিল।

সৌদি সমর্থিত ইয়েমেনের মুরতাদ রাষ্ট্রপতি "মনসুর হাদী আবদুল রব" এই হামলার জন্য আরেক মুরতাদ বাহিনী শিয়া সন্ত্রাসী "হুতী" মিলিশিয়াদের দোষী করছে, তবে মুরতাদ "হুতী" শিয়ারা এখনও গণমাধ্যমকে এই হামলা সম্পর্কে কিছু বলেনি।

লক্ষণীয় যে, সৌদি আরব গত ২০১৫ সালে হাদিদের পক্ষ্য নিয়ে (ছয় বছর ধরে) ইয়েমেনের মুরতাদ শিয়া "হুতিদের" বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছে, কিন্তু কোনও সাফল্য অর্জন করতে পারেনি।

অন্যদিকে উভয় বাহিনীর অমানবিক বিমান ও স্থল পথের হামলায় গত পাঁচ বছরের যুদ্ধে এখন পর্যন্ত ৯ হাজারেরও বেশি বেসামরিক মানুষ নিহত হয়েছেন, তাদের বেশিরভাগই নারী ও শিশু।

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকান ভিত্তিক শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন বিগত 2019 সালে সোমালিয়া ও কেনিয়া জুড়ে কুফ্ফার ও মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রায় 1115 টিরও অধিক অভিযান পরিচালনা করেছেন। এসকল হামলায় 4 হাজার 446 এরও অধিক কুফ্ফার ও মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয়।

https://alfirdaws.org/wp-content/uploads/2020/01/kjlfdjlfd-696x979.jpg

---

যুক্তরাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সিরিয়ায় ৭৫ ট্রাক সেনা ও অস্ত্র পাঠিয়েছে বলে জানিয়েছে তুর্কি গণমাধ্যম আনাদুলো এজেন্সি।

গত শনিবার (১৮ জানুয়ারি) প্রকাশিত এক খবরে সংবাদমাধ্যমটি জানিয়েছে, কোনো প্রকার ঘোষণা ছাড়াই গোপনে সিরিয়ার তেলসমৃদ্ধ কয়েকটি এলাকায় অন্তত ৭৫ ট্রাক সেনা, অস্ত্র ও সরঞ্জাম পাঠিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র।

এ ব্যাপারে সিরিয়া সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের অভিযোগ, তেলসমৃদ্ধ এলাকাগুলোতে এসব সেনা মোতায়েন করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সন্ত্রাসী ট্রাম্প প্রশাসনের লক্ষ্য তেলসহ প্রাকৃতিক সম্পদ লুটপাট করা।

এ দিকে মার্কিন সামরিক বাহিনীর একটি অংশ ইতোমধ্যে সেনা মোতায়েনের বিষয়টি স্বীকার করেছে।

ভারতের ক্ষমতাসীন সন্ত্রাসী দল বিজেপি পশ্চিমবঙ্গ শাখার সভাপতি মালাউন দিলিপ ঘোষ রাজ্যটিতে বাস করা এক কোটি বাংলাদেশি মুসলিমকে ফেরত পাঠানো হবে বলে হুমকি দিয়েছে। গতকাল রোববার চব্বিশ পরগনার এক সমাবেশে দেয়া ভাষণে তিনি একথা বলেন।

তিনি বলেন, যারা নাগরিকত্ব আইনের বিরোধিতা করছে তারা ভারত ও বাঙালি বিরোধী। তারা ভারতের ধারণার বিরোধি। তাই তারা হিন্দু শরণার্থীদের নাগরিকত্ব পাওয়ার বিরোধিতা করছে। তিনি দাবি করেন, পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী এক কোটি অবৈধ মুসলিম সরকারের দুই রুপির ভর্তুকির চাল খেয়ে বেঁচে আছে। আমরা তাদের ফেরত পাঠাবো।

তিনি আরও বলেন, এই অবৈধ বাংলাদেশি মুসলিমরা রাজ্যে অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুরে জড়িত। যারা সিএএ'র বিরোধিতা করছে তারা ভারত ও বাঙালি বিরোধী। তারা ভারতের ধারণার বিরোধি। তাই তারা হিন্দু শরণার্থীদের নাগরিকত্ব পাওয়ার বিরোধিতা করছে।

সিএএ’র বিরোধিতাকারী প্রখ্যাত ভারতীয়দের সমালোচনা করে বিজেপি নেতা বলেন, তাদের মন অনুপ্রবেশকারীদের জন্য কাঁদে। কিন্তু হিন্দু শরণার্থীদের বেলায় তাদের কোনও জবাব নেই। এটা হলো দ্বিচারিতা।

এর আগে শনিবার দিলীপ ঘোষ বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তিন থেকে চার মাস সময় দেবেন বাংলাদেশ থেকে যাওয়া সবাইকেই সিএএ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ফরম পূরণ করতে হবে।

প্রসঙ্গত, গত ডিসেম্বরে ভারতে নাগরিকত্ব আইন সংশোধনের পর দেশজুড়ে বিক্ষোভ শুরু হয়। ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকার প্রণীত এই আইনটিকে বৈষম্যমূলক আখ্যা দিয়েছেন বিরোধীরা। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী আইনটির বিরোধিতায় অন্যতম জোরালো স্বরে পরিণত হয়েছেন। তবে বিজেপি আইনটির সমর্থনে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে যাচ্ছে।

জাতীয় নাগরিক পঞ্জি (এনআরসি) তালিকা থেকে বাদ পড়ার আশঙ্কায় নিজের শরীরে ছুরি চালিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন এক ব্যক্তি। বর্তমানে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন তাহির উদ্দিন শেখ নামে ৩৪ বছর বয়সি ওই ব্যক্তি। বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গের পূর্বমেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমার অধীন বাসন্তিকা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

রাতে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় কাঁথি হাসপাতালে। কিন্তু শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় শুক্রবার তাকে স্থানান্তরিত করা হয় কলকাতার এন.আর.এস মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালে।

শুক্রবার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার এক শীর্ষ কর্মকর্তা বলেন, "পেশায় রাজমিস্ত্রি তাহিরউদ্দিনের সারা শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন রয়েছে এই মুহূর্তে তার চিকিৎসার প্রয়োজন। মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়েই এই ঘটনা ঘটিয়ে থাকতে পারে সে। তবে চিকিৎসক সবুজসংকেত না দিলে বিষয়টি নিয়ে রোগীর সাথে কথা বলা সম্ভব নয়।"

তার এক আত্মীয় বলেন, "সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (ক্যা) ও এনআরসি নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরে উদ্বিগ্ন ছিলেন তাহির উদ্দিন। এই আইনের ফলে ভবিষ্যৎ কি হতে পারে, তা নিয়ে

একাধিক মানুষের সাথে কথাও বলতেন। পুরনো বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি না থাকার কারণে ও মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন তিনি। ওই সব জোগাড়ের জন্য বেশ কিছু জায়গায় দৌঁড়াদৌঁড়ি ও করেছিলেন। সম্প্রতি ক্যা ও এনআরসি বিরোধী বিক্ষোভেও অংশ নিতে দেখা গিয়েছিল তাহিরকে।"

জানা গেছে ভোটার কার্ড এবং আধার কার্ডের নিজের নামের বানান ভুল রয়েছে তাহিরের। এই ভুল সংশোধনের জন্য বেশ কিছুদিন ধরে বিভিন্ন দপ্তরে ছোটাছুটি করছিলেন তিনি। তার ভয় ছিল ঠিক না থাকলে হয়তো ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেওয়া হতে পারে। আর এই আতঙ্ক থেকেই আত্মহত্যার চেষ্টা করেন বলা ধারনা করা হচ্ছে।

সূত্র:বিডি প্রতিদিন

শরীরে তাপমাত্রা বাড়লে আমরা প্রথমেই ছুটে যাই থার্মোমিটার আনতে। যদি দেখা যায় তাপমাত্রা ৯৮.৬ ডিগ্রি ফারেনহাইট। তাহলে আমরা আর এ নিয়ে মাথাব্যথা করি না। জ্বর মাপার সময় সাধারণত থার্মোমিটারে যে তাপমাত্রাকে (৯৮.৬ ডিগ্রি ফারেনহাইট) আমরা স্বাভাবিক বলে ধরে নেই।

স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের 'স্কুল অফ মেডিসিন'-এর সাম্প্রতিক গবেষণা জানিয়েছে, ১৬০ বছর বা তার কিছুটা বেশি সময় আগে আমাদের দেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রা যা ছিল, সেই উনিশ শতকের উষ্ণতা আমরা ধরে রাখতে পারিনি। দেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রা কমে গিয়েছে ০.০৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ০.২৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। পুরুষ এবং নারী উভয়ের ক্ষেত্রেই তাপমাত্রা নেমেছে বলে জানা গেছে। গত ২০০ বছরে সেই স্বাভাবিকতা নেমে পৌঁছেছে ৯৭.৫ ডিগ্রি ফারেনহাইটে। কমেছে নারীদের দেহের তাপমাত্রাও। তবে সেই হার পুরুষের তুলনায় সামান্য কম। নারীদের শরীরের গড় স্বাভাবিক তাপমাত্রা এখন ৯৮ ডিগ্রি ফারেনহাইট।

জুলে পার্সনেট, বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিনের অধ্যাপক এবং তার দল ১৯০ হাজার মানুষের ওপর পরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। গবেষকদের মতে, তাপমাত্রা কমে যাওয়ার কারণ হতে পারে মানুষের ওজন, জীবনযাত্রার অভ্যাস এবং উন্নত চিকিৎসার। এ ছাড়া গবেষণা পত্র থেকে আরও জানা গেছে আমাদের দেহের গড় স্বাভাবিক তাপমাত্রার এই অবনমন হঠাৎই

হয়নি। তা ধাপে ধাপে নেমেছে। মানুষের জন্ম-সময়ের নিরিখে একটি দশক থেকে পরবর্তী দশকে। ধারাবাহিক ভাবে। সেই ধারাবাহিকতায় কোনও ব্যাতিক্রম ঘটতে দেখিনি আমরা।

শরীরে স্বাভাবিক তাপমাত্রা

শরীরের তাপমাত্রা সবার জন্য এক নয় এবং লিঙ্গ, বয়স এবং অন্যান্য কারণের ভিত্তিতে পরিবর্তিত হয়। সাধারণ প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য, শরীরের তাপমাত্রা ৯৭ ডিগ্রি থেকে ৯৯ ডিগ্রি ফারেনহাইটের মধ্যে থাকতে পারে। আবার শিশুদের ক্ষেত্রে ৯৭.৯ থেকে ১০০.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এমনকি আমাদের শরীরে তাপমাত্রা সব সময় এক থাকে না। দিনের বেলা আপনার শরীরে তাপমাত্রায় পরিবর্তন আনতে পারে এমন কয়েকটি জিনিস- শরীর চর্চা, দিনের সময়, কেমন ধরণের খাওয়া-দাওয়া হল, এমনকী নারীদের ক্ষেত্রে ঋতুর সময়ও তাপমাত্রার পরিবর্তন হতে পারে।

সূত্র: এই সময়।

১৯শে জানুয়ারি, ২০২০

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকান শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন এর পৃথক দুটি হামলায় ১২ সোমালিয় মুরতাদ সৈন্য হতাহত!

শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সীর তথ্যমতে ১৮ই জানুয়ারি সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুর "লাফুলী" শহরে হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন এর পরিচালিত একটি হামলায় ৫ সোমালিয় মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং আরো ২ মুরতাদ সৈন্য আহত হয়।

এসময় মুজাহিদদের হামলায় মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিকযানও ধ্বংস হয়ে যায়।

অন্যদিকে রাজধানীর "ওয়াদজার" জেলায় হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের অন্য একটি সফল হামলায় সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর ৫ সদস্য নিহত ও আহত হয়।

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকান ভিত্তিক সোমালিয়ান শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ গত ১৮ই জানুয়ারি দক্ষিণ সোমালিয়ার শাবলী রাজ্যের আফজায়ী শহরের "পোডবডকা" এলাকায় মুরতাদ তুর্কি বাহিনী এবং তাদের সাথে থাকা মুরতাদ সোমালিয়ান মিলিশিয়াদের লক্ষ্য করে এক বরকতময়ী অভিযান পরিচালনা করেন। যাতে মুরতাদ তুর্কি ও সরকারী মিলিশিয়াদের 20 এরও বেশি সদস্য নিহত ও আহত হয়।

রাজধানী মোগাদিশু এবং আফজায়ী শহরের মাঝামাঝি সড়কে তুর্কি মুরতাদ বাহিনী এবং সোমালিয়ান মুরতাদ সরকারী মিলিশিয়াদের একটি ঘাঁটিতে গাড়ি বোমা দিয়ে শহীদ অভিযান চালান হারাকাতুশ শাবাব।

হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন এর পরিচালিত গণমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, এই অভিযানে তুর্কি মুরতাদ বাহিনীর ২ ঠিকাদার নিহত এবং আরো ৫ তুর্কি মুরতাদ সদস্য আহত হয়। এছাড়াও দখলদার তুর্কি মুরতাদ বাহিনীর পাহারায় থাকা সোমালিয় মুরতাত সরকারী মিলিশিয়ার ৪ সদস্য নিহত এবং ৯ সদস্য আহত হয়। যাদের মাঝে রয়েছে তুর্কি বাহিনী দ্বারা প্রশিক্ষিত বিশেষ বাহিনীর ডেপুটি কমান্ডার "হারমাআদ", যে "মুক্তি" বাহিনীর অফিসার হিসাবে পরিচিত।

সূত্রটি আরও যোগ করেছে যে, তুরস্কের মুরতাদ বাহিনীর ৪টি সাঁজোয়া গাড়ি ধ্বংস করা হয়েছিল, পাশাপাশি তাদের রক্ষা করার কাজে নিয়োজিত মুরতাদ মিলিশিয়াদেরও কয়েকটি গাড়িও ধ্বংস করা হয়।

সিরিয়ায় মুরতাদ শিয়া সরকার বিরুধী গৃহযুদ্ধে থেকে শুরু হওয়া যুদ্ধ এখন রূপ নিয়েছে দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী ও আন্তর্জাতিক এক যুদ্ধে ক্ষেত্রের। যেখানে সামরিক বাহিনীর সদস্যদের চেয়ে বেসামরিক লোকদেরকেই বেশি প্রাণ দিতে হচ্ছে।

ক্ষমতা ও নিজেদের আদর্শকে মুসলিমদের উপর চাপিয়ে দিতে সব ধরণের অবৈধ পদ্ধতিই ব্যাবহার করছে তারা। ব্যারেল বোমা থেকে শুরু করে তা নিষিদ্ধ ফসফরাস বোমা ও বৃষ্টির মত

আকাশ থেকে বোমা হামলা চালানো, যার কোনটিতেই কমতি রাখেনি তারা। এক্ষেত্রে সিরিয়া কুখ্যাত নুসাইরী ও শিয়া সরকার আসাদের তার মিত্র হিসাবে পেয়েছে আফগানিস্তানের ভূমিতে লক্ষ লক্ষ নিরস্ত্র নিরাপরাধ মুসলিমদের হত্যাকারী কুফ্ফার রাশিয়া এবং চরম সুন্নী মুসলিম বিদ্বেষী মুরতাদ শিয়া প্রধান রাষ্ট্র ইরানকে, তার সাথে যোগ দিয়েছে পৃথিবীর বিভন্ন রাষ্ট্রটের ৩৪টি শিয়া সংগঠন।

এতগুলো হিংস্র হায়নার থাবার কবলে পড়ে সিরিয়ান সাধারণ মুসলিমরা। প্রতিনিয়ত মুসলিম হত্যা ও তাদের বাড়ি-ঘরকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করছে তারা, যার ফলে ধ্বংসস্তুপে চাপা পড়ে মারা পড়েন আরো অনেক নিরীহ মুসলিম। জাতিসংঘ বলেন আর মুখে ফেনা তুলা ওয়াইসিই বলেন তারা কেউ এগিয়ে আসেনি তাদেরকে উদ্ধার করতে। তাই বাধ্য হয়ে সিরিয়ানরা নিজেরাই উদ্ধার কাজের জন্য একটি সংস্থা তৈরি করেন। সংস্থাটি এখন "হোয়াইট হেলমেট" নামেই প্রশিদ্ধ।

সংস্থাটির তথ্যমতে, চলিত বছর প্রথম ১৮ দিনে অর্থাৎ ১ই জানুয়ারি থেকে ১৮ই জানুয়ারি পর্যন্ত রাশিয়া ও শিয়া জোটের হামলায় ৭৯ জন নিরাপরাধ মুসলিম ও সংস্থাটির কয়েকজন কর্মী নিহত হন। যাদের মাঝে ২৩ জন শিশু ও ৯ জন নারীও রয়েছেন। এছাড়াও আহত হয়েছেন আরো কয়েক শতাধিক বেসামরিক নাগরিক।

রাশিয়া ও শিয়া জোট তাদের নাচের পুতুল হিসাবে ব্যাবহার করছে তুরষ্ককে। এ পর্যন্ত রাশিয়া ও শিয়াজোট আস্তানা ও সোচী চুক্তিসহ বহুবার নিজেদের করা যুদ্ধবিরোধী চুক্তিকে ভঙ্গ করেছে। আর এসব চুক্তির অপরপক্ষ তুরস্ক, (ইদলিবের কথিত গ্যারান্টর) রাশিয়া ও শিয়াজোটের এহেন ভন্ডামীকে চরম অপমানকে শুধু নিরবে প্রত্যক্ষ করে গেছে। এরপরেও এরা ইদলিব নিয়ে কাগজে কলমে শান্তিচুক্তি করে, কিন্তু তা ইদলিবের মজলুম মুসলিমদের কোনো কল্যাণে আসে না। মূল কথা হচ্ছে এটাই যে, কুফ্ফার জোটগুলো এরদোগান (তুরষ্ক)কে নিজেদের খেলার পুতুল বানিয়ে নিয়েছে, যখনই প্রয়োজন পড়ে এই পুতুলকে দিয়ে বিশ্বকে ধোকা দেয়, প্রয়োজন শেষে ফেলে দেয়, আর পুতুল তার নিজ অবস্থাতেই পড়ে থাকে।

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকান ভিত্তিক শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন ১৯ই জানুয়ারি ক্রুসেডার মার্কিন বাহিনীর একটি ড্রোন গনিমত লাভ করেছেন।

শাহাদাহ সংবাদ সংস্থার বরাতে জানা যায় যে, দক্ষিণ সোমালিয়ার শাবলী রাজ্যের "তুরাতুরা" শহরের কাছে অবতরণ কালে ড্রোন বিমানটি জব্দ করেন মুজাহিদগণ।

অন্যদিকে কেনিয়ার "আইল-রাম" অঞ্চলে দেশটির ক্রুসেডার বাহিনীকে টার্গেট করে একটি অভিযান পরিচালনা করেন মুজাহিদগণ। যাতে কেনিয়ান ক্রুসেডার বাহিনীর ১ সৈন্য নিহত হয়।

গত ১৮ই জানুয়ারি মালির রাজধানী "বামাকো" এর পার্শবর্তি দুটি রাজ্যের ভোট কেন্দ্রে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে বেশ কিছু সফল অভিযান পরিচালনা করেন আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকান ভিত্তিক শাখা "জামাআত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন" এর জানবায মুজাহিদিন। এসময় মুরতাদ বাহিনীর দুটি ঘাঁটিতেও অভিযান চালাতে হয় মুজাহিদদের।

যার ফল সরূপ মুজাহিদগণ ঘাঁটি দুটি পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণে নিতে সক্ষম হন। এসময় মুজাহিদদের হামলায় অনেক মুরতাদ সেনা সদস্য নিহত ও আহত হয়, হতাহত অনেক সৈন্যের লাশ নিয়ে পালালেও ২ সৈন্যের লাশ ময়দানে ফেলেই ঘাঁটি ছেড়ে পালায়ন করে।

মুজাহিদগণ ঘাঁটি দুটি হতে বিপুল পরিমাণ ভারী ও হালকা যুদ্ধাস্ত্র, ৭টি মোটরবাইক এবং 150 মিলিয়ন বর্তমান বাজার মূল্যের আসবাব পত্র গনিমত লাভ করেন।

রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে হালকা বা গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হতে পারে, রাতের তাপমাত্রা কমতে পারে এবং সকালের দিকে মাঝারি ধরনের কুয়াশা পড়তে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস।

আজ রবিবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, রাজশাহী, রংপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট বিভাগের দু'এক জায়গায় এবং

কুমিল্লা ও নোয়াখালী অঞ্চলে হালকা বা গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া দেশের অন্যত্র অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া প্রধানতঃ শুষ্ক থাকতে পারে।

আবহাওয়ার পূর্বাভাসে আরো বলা হয়, শেষরাত থেকে সকাল পর্যন্ত দেশের কোথাও কোথাও হালকা থেকে মাঝারি ধরনের কুয়াশা পড়তে পারে। এছাড়া সারাদেশে রাতের তাপমাত্রা ১ থেকে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস হ্রাস পেতে পারে এবং দিনের তাপমাত্রা সামান্য হ্রাস পেতে পারে।

আজ দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে রংপুর বিভাগের তেতুলিয়ায় ১২ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল চাঁদপুরে ৩০ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

ঢাকায় আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৬ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বোচ্চ ২৯ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে।

আগামী ৭২ ঘণ্টায় রাতের তাপমাত্রা আরো হ্রাস পেতে পারে বলে আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে।

আবহাওয়া চিত্রের সংক্ষিপ্তসারে বলা হয়, পশ্চিমা লঘুচাপের বর্ধিতাংশ হিমালয়ের পাদদেশীয় পশ্চিমবঙ্গ এবং তৎসংলগ্ন এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। মৌসুমের স্বাভাবিক লঘুচাপ দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে।

আগামীকাল ঢাকায় আজ সূর্যাস্ত সন্ধ্যা ৫টা ৩৬ মিনিটে এবং সূর্যোদয় ভোর ৬টা ৪৩ মিনিটে।

সূত্রঃ কালের কণ্ঠ

রাজধানীর তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানায় পুলিশের হেফাজতে আবু বক্কর সিদ্দিক বাবু (৪৫) নামে এক আসামির মৃত্যু হয়েছে। তিনি একটি প্রতিষ্ঠানে দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তা হিসেবে চাকরি করতেন।

নিহতের স্বজনদের থেকে জানা যায় যায়, নিহত আবু বক্কর সিদ্দিক গতকাল সারা দিন তিনি অফিসেই ছিলেন। সন্ধ্যার পরে তিনি খিলগাঁওয়ে বাসায় ফেরার কথা থাকলেও বাসায় যাননি।

গতকাল রাতেই তাকে এক নারীর দায়ের করা মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে পরিবারের সদস্যদের জানিয়েছিল সন্ত্রাসী পুলিশ। পরে আজ রোববার সকালে পুলিশের মাধ্যেমেই তার মৃত্যুর সংবাদ পায় পরিবারের সদস্যরা।

জি এম সাইফ নামে নিহতের এক স্বজন দৈনিক আমাদের সময় অনলাইনকে বলেন, 'আবু বক্কর সিদ্দিককে কোন মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে তা এখন পর্যন্ত স্পষ্ট করে বলছে না পুলিশ। আর থানার ভেতরে পুলিশ পাহারায় কীভাবে একজন মানুষ আত্মহত্যা করতে পারে! ওর (নিহত আবু বক্কর সিদ্দিক) শরীরে-মুখে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। তাই এটি আত্মহত্যা হতেই পারে না। আবু বক্কর সিদ্দিককে পিটিয়েই হত্যা করা হয়েছে।'

এ বিষয়ে একজন বলেন হাজতখানায় সব সময় একজন পুলিশ কনস্টেবল হলেও পাহারায় থাকেন। তাহলে কীভাবে আবু বক্কর সিদ্দিক গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করলেন। তার মৃত্যুর রহস্য উদঘাটন করা হোক।

তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানার পরিদর্শক (তদন্ত) শরিফুল ইসলাম দৈনিক আমাদের সময় অনলাইনকে বলেন, 'সাতরাস্তা এলাকার একটি বাসা থেকে এক নারী ও তার স্বামী আবু বক্কর সিদ্দিককে আটক করে থানায় ফোন করেছিল। এরপর থানা থেকে পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থলে গিয়ে আবু বক্কর সিদ্দিককে থানায় নিয়ে আসে। পরে ওই নারী নিজে বাদী হয়ে ধর্ষণ ও ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে থানায় একটি মামলা দায়ের করেছে।'
হাজতে আসামির মৃত্যুর ঘটনায় তিনি বলেন, 'এটি একটি আত্মহত্যা।'

শরীয়তপুর সরকারি কলেজের একাদশ শ্রেণির ছাত্র দাউদ ইব্রাহীকে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে আহত করেছে সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের এক নেতা । হাতুড়ির আঘাতে তার বাঁ হাত ভেঙে গেছে। কলেজের দ্বাদশ শ্রেণির সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ কমিটির এক নেতার নেতৃত্বে এ হামলা চালানো হয়েছে।

আজ রোববার দুপুরে এ ঘটনা ঘটানোর অভিযোগ উঠেছে। দাউদ শরীয়তপুর সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

কলেজ সূত্র জানায়, আজ সকালে শরীয়তপুর সরকারি কলেজ চত্বরে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির কয়েকজন শিক্ষার্থীর মধ্যে মারামারির ঘটনা ঘটে। বেলা একটার দিকে একাদশ শ্রেণির ছাত্র দাউদ ইব্রাহীমকে শহরের দুবাই প্লাজার কাছে একা পেয়ে কলেজের দ্বাদশ শ্রেণি শাখা সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের এক নেতার নেতৃত্বে হামলা চালানো হয়। এতে অংশ নেয় ওই কলেজের দ্বাদশ শ্রেণির আরও কয়েক ছাত্র। তারা দাউদকে হাতুড়ি দিয়ে পেটায়। এতে তার বাঁ হাত ভেঙে যায়। ডান হাতের কনুইতে আঘাত লাগে। খবর পেয়ে সহপাঠীরা তাকে উদ্ধার করে শরীয়তপুর সদর হাসপাতালে ভর্তি করে।

শরীয়তপুর সদর হাসপাতালের চিকিৎসক মফিজুর রহমান বলেন, দাউদের বাঁ হাতের কনুইয়ের নিচে ভেঙে গেছে। দু-এক দিনের মধ্যে সেখানে অস্ত্রোপচার করাতে হবে। হাতুড়ি দিয়ে পেটানোর কারণে আঘাতটা মারাত্মক।

দাউদ ইব্রাহীমের বাবা শহীদুল ইসলাম ব্যাপারী বলেন, ‘আমার ছেলে কোনো মারামারি ও রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত নয়। তারপরও সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা তাকে নির্মমভাবে পিটিয়েছে। তার হাত ভেঙে দিয়েছে। আমরা সন্ত্রাসের কাছে অসহায়, এখন আর কী করব? পড়ে পড়ে মার খাওয়া ছাড়া আমাদের কী করার আছে।’

ঘটনার পর থেকে অভিযোগ ওঠা সন্ত্রাসীদের মুঠোফোনে যোগাযোগ করে তা বন্ধ পাওয়া যায়।

সূত্রঃ প্রথম আলো

ভারতের উত্তর প্রদেশের লখনউতে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের প্রতিবাদে অবস্থানরত বিক্ষোভকারীদের খাবার ও কম্বল কেড়ে নিয়ে গেছে পুলিশ। এমনকি রাতে খোলা আকাশের নিচে বসে থাকার জন্য যে প্লাস্টিক শিট আনা হয়েছিল, সে সবও পুলিশ নিয়ে চলে গেছে বলে অভিযোগ। গত শনিবার লখনউ শহরের এই ঘটনায় রীতিমতো হতভম্ব শীতার্ত প্রতিবাদীরা।

গত শনিবার (১৮ জানুয়ারি) রাতে লখনউয়ে ওল্ড কোয়ার্টারের কাছে ঘণ্টাঘর এলাকায় এমনই দৃশ্য চোখে পড়ল। সোশ্যাল মিডিয়ায় ইতিমধ্যেই সেই ভিডিয়ো ছড়িয়েছে। তাতে যোগী সরকারের দমননীতির তীব্র সমালোচনা করেছেন নেটিজেনরা।

সিএএ এবং জাতীয় নাগরিক পঞ্জির (এনআরসি) বিরোধিতায় পাঁচ শতাধিক মহিলা গত একমাস ধরে দিল্লির শাহিনবাগে অবস্থান বিক্ষোভ করছেন। তাঁদের অনুপ্রেরণাতেই শুক্রবার থেকে ঘণ্টাঘরের কাছে জমা হয়েছিলেন উত্তরপ্রদেশের মহিলারা। ছিল কচিকাঁচারাও। প্রচণ্ড ঠান্ডা থেকে বাঁচতে লেপ কম্বল নিয়ে বসেছিলেন তাঁরা। কিন্তু সন্ধ্যা পেরোতেই সেখানে হাজির হয় পুলিশের একটি দল। লেপ-কম্বল কেড়ে নিতে শুরু করে তারা। খাবার এবং থালা-বাসনও বাজেয়াপ্ত করা হয়।

পুলিশের এই ভূমিকা নিয়ে ইতিমধ্যেই সমালোচনার ঝড় উঠেছে সর্বত্র। সোশ্যাল মিডিয়ায় উত্তরপ্রদেশ পুলিশকে 'কম্বল চোর' বলে দাগিয়েছেন কেউ কেউ। আবার কটাক্ষও করেছেন কেউ কেউ। প্রশ্ন উঠেছে, "প্রভুরা ওই কম্বল মুড়ি দিয়ে ঠিকঠাক ঘুমিয়েছেন তো?" কোন আইনে বিক্ষোভকারীদের কম্বল কেড়ে নেওয়া হল, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন অনেকে।

গত শুক্রবার প্রায় ৫০ জন নারী লখনউ শহরের ঘণ্টাঘরের সিঁড়ির কাছে আন্দোলন শুরু করেন। তারা জানিয়েছিলেন, তাদের প্রতিবাদ অনির্দিষ্ট কালের জন্য চলবে। নাগরিকত্ব আইন বাতিল করার দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তারা উঠবেন না বলে দাবি করেন। শনিবার ওই প্রতিবাদে আরো নারী ও শিশু যোগ দেন। এর পরেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া ভিডিওয় দেখা যায়, প্রতিবাদীদের কাছে এসে কম্বল কেড়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে পুলিশ। নিয়ে নিচ্ছে খাবারও।

ভাইরাল হওয়া ভিডিওয়ের মধ্যে দেখা গেছে, আন্দোলনকারী নারীর পুলিশকে প্রশ্ন করছেন, কেন তাদের কম্বল তুলে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ? প্রতিবাদী নারী ও শিশুদের জন্য খাবার ও কম্বল নিয়ে আসা এক শিখ ব্যক্তি বলেন, আমরা সাধারণ মানবিকতা থেকে এখানে এসেছি। কিন্তু কিছু পুলিশ এই আন্দোলন থামাবোর জন্য ঘৃণ্য উপায় নিয়েছেন।

নাগরকত্ব আইনের বিরোধিতায় বেশ কিছুদিন ধরে দিল্লির শাহিনবাগে অবস্থান-বিক্ষোভ করছেন পাঁচশোরও বেশি নারী। তাদের অনুপ্রেরণাতেই কলকাতার পার্কসার্কাস ময়দানে জড়ো

হয়েছেন প্রতিবাদী নারীরা। তেমনই অনুপ্রাণিত হয়েছিল উত্তরপ্রদেশ, লখনউয়ে জড়ো হন নারীরা। তীব্র ঠাণ্ড থেকে বাঁচতে কম্বল নিয়ে আসেন তারা। খাওয়া-দাওয়ার জন্য থালা-বাসনও। পুলিশ সে সবই কেড়ে নিয়ে চলে গেছে বলে অভিযোগ। প্রশ্ন উঠেছে, কোন আইনে বিক্ষোভকারীদের কম্বল কেড়ে নেওয়া হল?

No words. 🤣🤣🤣 #कम्बल_चोर_यूपी_पुलिस pic.twitter.com/yaHjvn32e2

— V (@Varishaaaa) January 18, 2020

ক্রুসেডার অ্যামেরিকা ও আফগান মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে বিগত ২০১৯ সালে তালেবান মুজাহিদগণ আফগানিস্তান জুড়ে ১২ হাজার ৮৪১টি অভিযান পরিচালনার পাশাপাশি প্রায় ৩৬টি সফল শহিদী হামলাও পরিচালনা করেছেন। পরিসংখ্যান অনুযায়ী এসকল হামলায় ক্রুসেডার আমেরিকা ও তাদের গোলাম আফগান মুরতাদ বাহিনীর ২৫ হাজার ৫০৯ এরও অধিক সৈন্য নিহত হয়। অন্যদিকে আহত হয় আরো ১৮ হাজার ২২৩ এরও অধিক সৈন্য। অর্থাৎ সর্বমোট হতাহত কুফ্ফার ও মুরতাদ সৈন্যা সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৩ হাজার ৭৩২

https://alfirdaws.org/wp-content/uploads/2020/01/info-696x1115.jpg

---

এমন কোনো কাজ নেই যা করত না সকাল, রাফিদ, অমিতসহ বুয়েট ছাত্রলীগের অন্য নেতাকর্মীরা। আবরারকে পিটিয়ে মারার পর একের পর এক তাদের কুকীর্তির তথ্য বেরিয়ে আসে। র‍্যাগিংয়ের নামে জুনিয়রদের নির্যাতন, সহপাঠীদের সঙ্গে বাজে ব্যবহার, মেসের বাজারের টাকা আত্মসাৎ এবং ছাত্রদের মেরে হল থেকে বের করে দিতো তারা। এমনকি সাধারণ শিক্ষার্থীদের মূল্যবান জিনিসপত্রও কেড়ে নিতো সকাল, রাফিদ, অমিতরা।

আবরার ফাহাদ হত্যা মামলায় বুয়েটের পুরকৌশল বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র আব্দুল মুবিন ইবনে হাফিজ প্রত্যয় পুলিশের কাছে এসব কথা বলেছেন। তার জবানবন্দিতে বুয়েট ছাত্রলীগের সদস্যদের নানা অপকর্মের কথা উঠে এসেছে।

প্রত্যয় ২০১১ নম্বর কক্ষের শিক্ষার্থী, যে কক্ষে আবরারকে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়।

প্রত্যয় পুলিশকে বলেন, পড়ার জন্য সোহরাওয়ার্দী হলের ৪০০১ নম্বর রুমে বন্ধু কমল দেবনাথের কাছে যেতাম। প্রতিদিনই সকাল ৯টা মধ্যে রুম ছাড়তাম। এরপর শুধু দু'বেলা খাবারের জন্য রুমে যেতাম। পড়া শেষে রুমে ফিরতে রাত ৩-৪টা বেজে যেত। আবরার মারা যাওয়ার আগে ২০১১ নম্বর রুমে একজন ছাত্রকে র‍্যাগ দেয়া হয়। ওই সময়ে আমি রুমে ছিলাম না। পরে রুমে ফিরেও ধারণা করতে পারিনি, এরকম কিছু ঘটেছে। কেননা, এর আগে আমার উপস্থিতিতে রুমে এরকম কোনো অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটেনি।

তিনি বলেন, র‍্যাগ সংক্রান্ত বিষয়ে এর আগে এটুকু জেনেছিলাম, অমিত সাহা ১৭তম ব্যাচের সাখাওয়াত অভির হাত ভেঙে দিয়েছে। সোহরাওয়ার্দী হলে যাওয়ার পর এবং রাতে রুমে ফেরার কারণে আমার সাথে ২০১১ নম্বর কক্ষে বাকি যারা থাকত তাদের কার্যকলাপ খুব একটা লক্ষ করা হয়নি বা ওদের সাথে তেমন একটা কথাও হতো না। এর মাঝে ৫ বা ৬ তারিখ শেরেবাংলা হলের এক ব্যাচমেটের কাছ থেকে জানতে পারি, ৪ তারিখ রাতে হলের ১৬তম ব্যাচের একজন ছাত্রকে মেরে হল থেকে বের করে দিয়েছে এবং ওর প্রায় দেড় লাখ টাকার কম্পিউটার কেড়ে নিয়েছে। আবরার মারা যাওয়ার পর জানতে পারি, ওই ঘটনার সাথে ছাত্রলীগের সকাল (উপ-সমাজসেবা সম্পাদক), রাফিদ (উপ-দপ্তর সম্পাদক), অমিত (আইনবিষয়ক উপ-সম্পাদক) প্রত্যক্ষভাবে জড়িত।

বুয়েটের ওই শিক্ষার্থী বলেন, ঘটনার (আবরার হত্যা) দিন সকালে অন্যান্য দিনের মতো কমলের রুমে যাই। এর মাঝে দুপুরে একবার খেতে আসি। বিকেল ৫টায় ফিরে একটু রেস্ট নিয়ে ৬টার দিকে জিগাতলায় টিউশনিতে যাই। রাত ৯টার দিকে হলে ফিরে ডাইনিংয়ে খেয়ে কমলের রুমে চলে যাই। রাত ৩টার দিকে পড়া শেষ করি। ৩টা ২০ মিনিটের দিকে বন্ধু তাজওয়াত ফোন দিয়ে জানায়, হলে একটা ঘটনা ঘটেছে এবং আমাকে দ্রুত ওর রুমে যেতে বলে। আমার নিজের রুমে যেন না যাই। ফিরে এসে দেখি, ১৭তম ব্যাচের কিছু ছেলে কান্নাকাটি করছে। সিঁড়ির মুখে স্ট্রেচারে একটি ছেলে। দেখেই বুঝেছিলাম, ছেলেটি মৃত। এ

সময় স্ট্রেচারের কাছে ছিল পাঞ্জাবি ও টুপিপরা লোক, মেহেদী হাসান রাসেল এবং অনিক সরকার। আর কাউকে ওভাবে চোখে পড়েনি। এরপর ২০০৭ এ গিয়ে জানতে পারি, ছেলেটাকে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে ২০১১ নম্বর রুমে। প্রথমে ঘটনার গভীরতা বুঝে উঠতে পারিনি। তাজোয়ারকে নিয়ে আমার রুমে যাই। এসময় রুমে ক্রিকেট স্ট্যাম্প আর কিছু সিগারেটের ফিল্টার দেখি। আবরার যে বমি করেছিল তারও কোনো ছাপ আমরা দেখিনি। এরপর আবার সোহরাওয়ার্দী হলে চলে আসি।

তিনি বলেন, ‘ভোর সাড়ে ৪টার দিকে আমরা ১০-১২ জন ক্যাম্পাসে জড়ো হই। সকাল ৭টার দিকে দেখি শেরেবাংলা হলের ১৭তম ব্যাচের ছাত্ররা ফেসবুকে আবরারের মৃত্যুর ঘটনা জানিয়ে সবখানে পোস্ট করছে। এটা দেখার পর শেরেবাংলা হলে যাই, ওদের সাথে দাঁড়ানোর জন্য। এর মাঝে হলে কিছু পুলিশ, কিছু সাংবাদিক চলে এসেছিল। আমরা সবাই হল অফিসে গিয়ে সিসিটিভি ফুটেজ দেখতে চাই এবং সেটার ব্যাকআপ রাখার জন্য হল অফিসে জানাই। সবাই ভাবছিল, অপরাধীরা ফুটেজ নষ্ট করবে। এর মাঝে আশপাশের হল থেকে এবং যারা হলে থাকে না, এরকম অনেকেই হলে চলে আসে। এ সময় হলের নিচে সকাল, ফুয়াদ, মুন্নাকে ঘোরাফেরা করতে দেখি এবং ক্যান্টিনে চা-সিগারেট খেতে দেখি। অনিকও হলে ছিল। ওর রুমের আশপাশে ওকে দেখা যায়। জিয়ন অনেককে ফোন করে জানতে চাচ্ছিল, তাকে ফুটেজে দেখা গেছে কি না। আমরা জানতে পারি আবরারকে অনিক ও সকাল সবচেয়ে বেশি মেরেছে। আর রবিন আবরারকে হাসপাতালে নিতে বাধা দিয়েছে। সময় গড়ানোর সাথে সাথে শেরেবাংলা হলে শিক্ষার্থী বাড়তে থাকে। সবাই কমবেশি হল অফিসের সামনে ছিল। মূলত ১৭তম ব্যাচ সিসিটিভি ফুটেজ নেয়ার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল।’

সূত্র: *রাইজিংবিডি ডট কম*

দুবছর আগে নাবালিকার শ্লীলতাহানীর দায়ে জেলে পাঠানো হয়েছিল ধর্ষকদের। কিন্তু জামিনে মুক্তি পেয়ে জেল থেকে বেরিয়ে তার প্রতিশোধ নেয় তারা। এবার তাদের শিকার ওই নাবালিকার মা। লোমহর্ষক ঘটনাটি ঘটেছে ভারতের উত্তরপ্রদেশের কানপুরে। খবর এনডিটিভির।

গত শুক্রবারের এই ঘটনায় কানপুরের একটি হাসপাতালে মৃত্যু হয় বছর চল্লিশের হতভাগ্য ওই নারীর। এই ঘটনার ৫ সেকেন্ডের একটি ভিডিও ক্লিপ প্রকাশ পেয়েছে ইতোমধ্যে।

ভিডিওতে দেখা যায়, লাল কোর্তা পরা এক মধ্যবয়স্ক নারী পড়ে আছেন মাটিতে। আর পা দিয়ে তার মুখে সমানে লাথি মারছে একজন লোক। কানপুরে এক বাড়ির ছাদ থেকে তোলা হয় ওই ভিডিও।

জানা গেছে, এর আগে ওই নারীর নাবালিকা মেয়ের শ্লীলতাহানি করেছিল ছয় দুষ্কৃতী। পুলিশে অভিযোগ জানালে গ্রেফতার করা হয় তাদের। এরপর জামিনে মুক্তি পেয়ে শ্লীলতাহানিতে অভিযুক্তরা হানা দেয় নিগৃহীত কিশোরীর বাড়িতে। মেয়ে ও তার মাকে বেধড়ক মারধর করে তারা। আশঙ্কাজনক অবস্থায় ৪০ বছরের ওই মহিলাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হলে মৃত্যু হয় তার।

পুলিশ জানিয়েছে, গত বৃহস্পতিবার দলবল নিয়ে নাবালিকার বাড়িতে চড়াও হয় জামিনে মুক্তিপ্রাপ্তরা। কিশোরীর পরিবারকে শ্লীলতাহানির মামলা তুলে নেওয়ার জন্য চাপ দিতে থাকে তারা। কিন্তু মেয়েটির মা তাতে রাজি না হলে বেধড়ক মারধর করা হয় তাকে। মারধর করা হয় ওই পরিবারের অন্য এক নারীকেও। ঘটনার পর গুরুতর আহত অবস্থায় কিশোরীর মাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হলে মারা যান তিনি।

ভারতের কেরালা রাজ্যে মোদী সরকারের নাগরিকত্ব আইন নিয়ে তর্ক করায় এক ছাত্রীকে পাকিস্তানে চলে যেতে প্রস্তুত হওয়ার জন্য হুমকি দিয়েছেন তার স্কুল শিক্ষক। কেরালার ত্রিশূর শহরের একটি সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ে এই ন্যাক্কারজনক ঘটনা ঘটেছে। খবর ইন্ডিয়া টুডের।

ওই শিক্ষকের নাম কালেশান কে কে বলে জানা গেছে। তিনি ওই স্কুলে হিন্দির শিক্ষক। অষ্টম শ্রেণীর ক্লাস নেয়ার সময় তিনি অবজ্ঞার সুরে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নাগরিকত্ব আইন নিয়ে কথা বলেন। এসময় একজন মুসলিম ছাত্রী এ বিষয়ে তর্ক করলে তাকে ভারত ছেড়ে পাকিস্তান পাঠিয়ে দেয়ার হুমকি দেন কালেশান।

মুসলিম শিক্ষার্থীর অভিভাবক পরে এব্যাপারে অভিযোগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারপারসন সুনীল দত্ত বরাবর অভিযোগ করলে তিনি বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য তদন্ত কমিটি গঠন করেন। তদন্ত কমিটি অভিযযোগের সত্যতা পাওয়ার পর কে কে কালেশানকে বরখাস্ত করা হয়।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা কমিটি জানায় যে, কে কে কালেশানের ব্যাপারে তারা বেশ কিছু অভিযোগ পেয়েছেন। তিনি হিন্দির শিক্ষক হওয়া সত্ত্বেও ছাত্রীদের বায়োলজি পড়াতে বেশি আগ্রহী। ছাত্রীদের সামনে বায়োলজী পড়ানোর সময় না কি তিনি অনেক ধরনের কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করতেন। এছাড়াও শিক্ষার্থীদেরকে সামাজিক বিজ্ঞান পড়ানোচ্ছলে প্রায়ই হিন্দুত্ববাদীতা নিয়ে আলোচনা করতেন বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে তার বিরুদ্ধে।

সুনীল দত্ত জানান, এই শিক্ষক সিএএ নিয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলার সময় একবার না বারবার পাকিস্তানের প্রসঙ্গ টেনে আনেন। এমনকি তিনি প্যারেন্ট টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভায় অভিভাবকদের সামনেও একই ধরনের আচরণ করেন। এই স্কুলে মুসলিম শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনেক।

সূত্র: অমৃতবাজার

১৮ই জানুয়ারি, ২০২০

স্কুলের মধ্যে এক ছাত্রীকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগ উঠেছে এক পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগণার জেলার হাড়োয়াতে। খবর আনন্দবাজার।

খবরে বলা হয়, অভিযোগ উঠা ওই পুলিশ কর্মকর্তার নাম জাহাঙ্গির হোসেন। তিনি হাড়োয়া থানার সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই)।

এ ঘটনায় পুলিশের গাড়িতে আগুন ধরানোর পাশাপাশি রাস্তাঘাট অবরোধ করেন বিক্ষুব্ধ জনতা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ লাঠি চার্জ ও কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটিয়েছে বলেও জানা যায়।

খবরে বলা হয়, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে প্রায় আট ঘণ্টার চেষ্টায় তাকে উদ্ধার করে। এরপর তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মোহনপুরের বাছড়া এম সি এইচ হাইস্কুলে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে ছাত্র ও যুব উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল। গত বৃহস্পতিবার শুরু হওয়া ওই উৎসবের শেষ দিন ছিল শুক্রবার। অনুষ্ঠান উপলক্ষে ওই স্কুলেই ডিউটি পড়ে হাড়োয়া থানার এএসআই জাহাঙ্গিরের।

শুক্রবার সকাল থেকেই তার সঙ্গে ওই স্কুলের একাদশ শ্রেণির দুই ছাত্রীকে বেশ কয়েক বার কথা বলতে দেখা গিয়েছে বলে জানান প্রত্যক্ষদর্শীরা। কারণ হিসেবে তারা জানান, ওই দুই ছাত্রীর ইচ্ছে ভলান্টিয়ার হওয়ার। সেই বিষয়ে পরামর্শ নিতে তারা কথা বলেছিল ওই এএসআইয়ের সঙ্গে। অভিযোগ, সন্ধ্যার দিকে অনুষ্ঠান শেষ হতেই জাহাঙ্গির ওই দুই ছাত্রীর এক জনকে স্কুলেরই দোতলার একটি কক্ষে ডেকে নিয়ে যান। তার পর দরজা বন্ধ করে ওই ছাত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টা করেন।

প্রত্যদর্শীরা জানিয়েছেন, সন্ধ্যা ৬টার দিকে হঠাৎ করেই উপরের ক্লাসরুম থেকে চিৎকার শুনতে পেয়ে স্কুল চত্বরে যারা ছিলেন তারা ছুটে যান। ঘরের দরজা খুলে উদ্ধার করা হয় ওই ছাত্রীকে। জাহাঙ্গিরকে ধরা হয়। এ সময় তাকে মারধর করা হয়।

বসিরহাটের এসপি কঙ্করপ্রসাদ বারুই বলেন, ‘এলাকা আপাতত শান্ত। কোথাও কোনো সমস্যা নেই। ওই এএসআইয়ের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত শুরু হয়েছে। দোষী প্রমাণিত হলে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

বিমানবন্দরে আসা-যাওয়ার পথে প্রতিনিয়ত হয়রানি ও ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন প্রবাসীরা। বর্তমানে প্রায় ১ কোটি ২৬ লাখ ৭৩ হাজার ৮৬১ জন প্রবাসী বাংলাদেশি বিশ্বের আনাচে-

কানাচে বসবাস করছেন। প্রবাসীরা দেশে ফেরত আসাকালীন সময় প্রতিনিয়ত বিমানবন্দরে কর্মরত কর্মকর্তার অসদাচরণ এবং দুর্নীতির মাধ্যমে নানা হয়রানির শিকার হচ্ছেন। অসংখ্য অভিযোগ, বছরের পর বছর সংবাদ প্রকাশ এরপরও বন্ধ হচ্ছে না হযরত শাহ্জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্রবাসী হয়রানি। সমপ্রতি বাংলাদেশে ঢাকা বিমানবন্দর দিয়ে যাওয়া-আসার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে ফ্রান্স প্রবাসী তারেক আহমদ এবং আফসানা আক্তার মীম, ইতালি প্রবাসী আফজাল হোসেন, শেফালী বেগম, স্পেন প্রবাসী রুনা আক্তার, পর্তুগাল প্রবাসী আয়েশা আক্তার এবং সিদ্দিকুর রহমান বলেন বিমানবন্দরের কর্মকর্তাদের এ ধরনের ন্যক্কারজনক ঘটনার প্রতিবাদ করতে গেলে উল্টো ভুক্তভোগীকেই ফাঁসানোর চেষ্টা করা হয়। দুঃখজনক হলেও সত্য, হাত তোলা হয় প্রবাসীদের গায়েও! যার বাস্তব চিত্র সোশ্যাল মিডিয়াতে বেশ কয়েকবার ভাইরাল হয়েছে এমন দৃশ্য। কিন্তু এই কথা বলতে বাধা নেই যে প্রবাসীর ঘামের টাকা সচল রাখছে দেশের চাকা। শাহ্জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সবচেয়ে বেশি নিগৃহীত ও নাজেহালের শিকার হচ্ছেন মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে কর্মরত বাংলাদেশিরা। ইমিগ্রেশন বিভাগে দায়িত্বরত পুলিশ সদস্যরা এসব প্রবাসী কর্মজীবীর সঙ্গে খুব দুর্ব্যবহার করেন। তুই-তুকারি করে কথা বলা, পেটে কলমের গুঁতা দেয়া, ইয়ার্কির ছলে দুই হাতে গলা চেপে ধরে পাছায় লাথি মেরে হটিয়ে দেয়া নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এসব অপমানজনক ঘটনায় ক্ষুব্ধ অনেক প্রবাসী রাগে-দুঃখে হাঁউমাউ করে কেঁদে ওঠেন, অপমান-লজ্জায় বিমানবন্দরের মেঝেতে গড়াগড়ি পর্যন্ত দেন। অনেকে জীবনে আর কখনো দেশে না ফেরার শপথ পর্যন্ত করেন।

কোনোভাবেই বন্ধ হচ্ছে না এ হয়রানি। নিরাপত্তা তল্লাশির নামে যাত্রীদের এ ভোগান্তির মুখে পড়তে হচ্ছে। অভিযোগ রয়েছে, যাত্রীদের লাগেজ সংগ্রহে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। প্রবাসীদের পাশাপাশি ট্যুরিস্ট ভিসা নিয়ে বিদেশিরা বিমানবন্দরে এসে রক্ষা পাচ্ছেন না এই হেনস্তার শিকার থেকে। ভুক্তভোগী যাত্রীরা জানান, মূলত ইমিগ্রেশন পুলিশের হয়রানির শিকার হয়ে বহির্গামী যাত্রীদের নাভিশ্বাস। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক দেশে ফেরা বেশ ক'জন ইউরোপ প্রবাসী জানান, যাচাই-বাছাই করেই দূতাবাস তাঁদের ট্রাভেল পাস দিয়েছে। এটা নিয়ে ফেরার সময় বিদেশের বিমানবন্দরে কোনো অসুবিধা হয়নি। নিজ দেশের বিমানবন্দরে এসে যত ঝামেলায় পড়তে হচ্ছে। বিমানবন্দর অভ্যন্তরের অন্তত ১০টি ধাপে প্রবাসীদের কাছ থেকে চাহিদামাফিক টাকা হাতানো হয় বলে ভুক্তভোগী প্রবাসীরা জানিয়েছেন। গত ২০ বছরে হযরত

শাহ্জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে যাত্রী ও বিমান ওঠানামার সংখ্যা বাড়লেও বাড়েনি যাত্রীসেবার মান। আগে লাগেজ পেতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিমানবন্দরে প্রবাসীদের অপেক্ষা করতে হতো। এখনো সেই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি মিলেনি প্রবাসীদের। দ্রুত যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে তাদের বিমানবন্দর ত্যাগের অনুমতি দেয়ার দাবি করেছেন তারা। নিজের দেশে ফিরে শুনি, আমি নাকি রোহিঙ্গা। ছয়বছর আগে পাসপোর্ট নিয়ে বিদেশে গেছি। আমরা প্রবাসীরা বিদেশেও দাম পাই না, দেশেও দাম পাই না। প্রবাসীদের খুব বেশি চাওয়া নেই, হাজারো প্রবাসী স্বপ্ন দেখে কিছু অর্থ উপার্জন করে দেশে ফিরে যাবে। ফিরে যাবে প্রিয়তমা স্ত্রীর কাছে, সন্তানের কাছে, বাবা-মায়ের কাছে। প্রবাসে পাখির ডাকে ভোরে ঘুম ভাঙে না, ভাঙে ঘড়ির অ্যালার্মে।

সূত্রঃ মানবজমিন

পাঁচ মাস আগে মুসলিমদের সাথে গাদ্দারি করে জম্মু-কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা বাতিল করে ভারতের হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী কেন্দ্রীয় সরকার। তারপরে আজ শনিবার থেকে সাতদিনের সফরে জম্মু-কাশ্মীর যাচ্ছে এনডিএ সরকারের এক প্রতিনিধিদল। তাতে থাকছে ৩৬ জন কেন্দ্রীয় সন্ত্রাসী মন্ত্রী।

ভারতের স্থানীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা যায়, জম্মু-কাশ্মীর সফর নিয়ে গতকাল শুক্রবার মন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিল সন্ত্রাসী নরেন্দ্র মোদি। সে মন্ত্রীদের বলেছে, জম্মু-কাশ্মীরে গিয়ে উন্নয়নের বিষয়টি তুলে ধরতে। বিশেষ করে বলতে গ্রামোন্নয়নের কথা। মোদি খুব নির্দিষ্ট করে বলেছে, কাশ্মীরে গিয়ে মানুষকে কেন্দ্রীয় সরকারের নানা প্রকল্পের কথা বুঝিয়ে বলার। একইসঙ্গে বলেছে, মন্ত্রীরা অবশ্যই যাবে গ্রামাঞ্চলে। সেখানকার মানুষের সঙ্গে কথা বলবে। শুধু শহরে নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখবে না।

জম্মু-কাশ্মীরে সফরে যাওয়া মন্ত্রীদের মধ্যে রয়েছে স্মৃতি ইরানি, পিযুষ গয়াল, জিতেন্দ্র সিং, রবিশংকর প্রসাদ, কিরেন রিজিজু, হরদিপ পুরি, জি কিষেন রেড্ডি, পুরুষোত্তম সিং রুপালা, মহেন্দ্রনাথ পান্ডে, জেনারেল ভি কে সিং, গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত এবং অনুরাগ ঠাকুর।

সংবিধানের ৩৭০ ধারা তুলে নেওয়ার পর থেকেই সমালোচনার মুখে পড়েছে এই কথিত কেন্দ্রীয় সরকার। স্থানীয় রাজনীতিকদের আটকে রেখে ও ইন্টারনেট বন্ধ করে সাধারণ অধিকারকে খর্ব করেছে হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী মোদি সরকার।

চব্বিশ ঘণ্টা পার হওয়ার আগেই আরো একটি জায়েজ বিয়ে বন্ধ করলো বাগেরহাটের চিতলমারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তাগুত মারুফুল আলম। শুক্রবার দিবাগত রাত সাতটা ৪০ মিনিটে চরবানিয়ারী ইউনিয়নের খলিশাখালী গ্রামের একাদশ শ্রেণি পড়ুয়া মেয়ের (১৭) বিয়ে সে বন্ধ করে দেয়। এ ছাড়া তাগুতি ভ্রাম্যমাণ আদালত মেয়ের বাবাকে তাৎক্ষণিকভাবে তিন হাজার টাকা জরিমানাও করে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বৃহস্পতিবার রাত আটটার দিকে ওই ইউনিয়নের চরডাকাতিয়া গ্রামের এই মেয়ের বিয়ে বন্ধ করে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

সূত্রঃ কালের কণ্ঠ

আল-কায়েদা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন (ওয়া হাররিদীল মু'মিনীন), HTS এবং আল-কায়েদা মানহাযের জিহাদী গ্রুপ আনসারুত তাওহীদ এর জানবায মুজাহিদগণ গত কিছুদিন যাবৎ সিরিয়ার ইদলিব প্রদেশের সীমান্তবর্তী পল্লী এলাকাগুলোতে দখলদার কুফ্ফার রাশিয়া ও আসাদের অনুগত মুরতাদ শিয়া সন্ত্রাসী জোট বাহিনীর বিরুদ্ধ সম্মিলিত অভিযান পরিচালনা করে আসছেন।

এরি ধারাবাহিকতায় 48 ঘন্টায়ও মুজাহিদগণ কুফ্ফার ও মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে তীব্র হামলা চালিয়েছেন।

ইবা নিউজ এজেন্সীর তথ্যমতে, গত ৪৮ ঘন্টার তীব্র লড়াইয়ে মুজাহিদদের হাতে ৬ দখলদার রাশিয়ান সেনা সহ ৮৫ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়। আহত হয় আরো ১২৫ কুফ্ফার ও মুরতাদ সৈন্য।

এসময় মুজাহিদদের হামলায় কুফ্ফার ও মুরতাদ বাহিনীর ৬টি ট্যাংক ও গাড়িসহ অগণিত হালকা ও ভারী যুদ্ধাস্ত্র ধ্বংস হয়। মুজাহিদগণ গনিমত লাভ করেন অনেকগুলো সামরিকযান, গাড়ি ও প্রচুরপরিমাণ যুদ্ধাস্ত্র।

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকান ভিত্তিক শাখা "হারাকাতুশ শাবাব" আল-মুজাহিদিন আজ সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশু ও আফজাওয়ী শহরের মধ্যবর্তী "পোডবোডকা" অঞ্চলে অবস্থিত তুর্কি মুরতাদ বাহিনীর অবস্থানে অবস্থানে এক শক্তিশালী শহিদী হামলা চালিয়েছেন।

প্রথমিক সংবাদমতে, মুজাহিদদের উক্ত হামলায় তুর্কি মুরতাদ বাহিনীর 4 ঠিকাদারসহ অনেক সোমালিয়ান মুরতাদ সেনা নিহত ও আহত হয়েছে। এছাড়াও ধ্বংস করা হয়েছে মুর্তাদ তুর্কি বাহিনীর ৪টি সাঁজোয়া গাড়ি।

এদিকে হতাহতের নির্দিষ্ট সংখ্যা জানতে আরেকটু সময় লাগবে বলেও ধারণা করা হচ্ছে। কাররণ এখনো ঘাঁটির ভিতরে ধ্বংস্তুপ পড়ে রয়েছে। আশপাশে সাধারণ লোকদেরকেও যেত দেওয়া হচ্ছেনা, তাই হতাহতের নির্দিষ্ট সংখ্যাও সঠিকভাবে জানা যাচ্ছেনা। তবে ধারণা করা হচ্ছে, হতাহতের সংখ্যা আরো কয়েকগুণ বৃদ্ধি পাবে।

এটি উল্লেখ্য যে, হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন তুর্কিদের বিগত কয়েকবছর সতর্ক করে আসছে যে, তারা যেন এদেশের অর্থ সম্পদ লুণ্ঠন না করে এবং সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীকে কোনরূপ সহায়তা না করে। কিন্তু তুরষ্ক এসব কিছুতে কোন কর্ণপাত না করে একের পর এক তাদের অপরাধের পাল্লা ভারী করতে থাকে। অবশেষে হারাকাতুশ শাবাব স্পষ্ট ভাবে তুর্কি মুরতাদ বাহিনীর সাথে বারাআত ঘোষণা করে এবং ক্রুসেডারদের মত এদেরকেও একই কাতারের শত্রু হিসাবে ঘোষণা করে। কারণ তুর্কি মুরতাদ বাহিনী সোমালিয়ায় ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে ক্রুসেডারদের থেকেও অগ্রগামী ভূমিকা পালন করে আসছে।

সিরিয়ায় আল-কায়েদা মানহাজের জিহাদী গ্রুপ "আনসারুত তাওহিদ" ১৭ই জানুয়ারি ইদলিব সিটির "তিল-খাতরা" এলাকা বিজয়ের পূর্ব মহুর্তে কুখ্যাত নুসাইরি শিয়া-মুরতাদ বাহিনীকে লক্ষ্য করে তীব্র হামলার ঝড় তুলেছিলেন।

যার কিছু দৃশ্য ক্যামেরা বন্দী করে প্রকাশ করেছেন মুজাহিদগণ।

উল্লেখ্য, উক্ত এলাকায় তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন, HTS ও আনসারুত তাওহীদের মুজাহিদগণ সম্মিলিত অভিযান পরিচালনা করে তা ইতি মধ্য বিজয় করে নিয়েছেন

https://alfirdaws.org/2020/01/18/31547/

দেশের স্কুল-কলেজকে জেনার (অবৈধ শারীরিক সম্পর্ক) বাজার বলে মন্তব্য করেছেন শাহ আহমদ শফী বলেছেন, শিক্ষকরা জেনা করছে। ছাত্র-ছাত্রীরা তো জেনা করেই।

আজ শুক্রবার বিকেল ৫টা ২০ মিনিটে চট্টগ্রামের রাউজান গহিরা উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে তাফসিরুল কোরআন মাহফিলে তিনি এ মন্তব্য করেন। আল-জামিআতুল দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদ্রাসার মহাপরিচালক আল্লামা শাহ আহমদ শফী বলেন, 'শিক্ষকরা জেনা করছে। ছাত্র-ছাত্রীরা তো জেনা করেই। হাসিনাকে জানাই, হাসিনা তুমি যেভাবে লেখাপড়া করেছো সেভাবে আমাদের মেয়েদেরও, মহিলাদেরও ওইভাবে লেখাপড়া করার জন্য আদেশ দাও। আমি মহিলাদের শিক্ষিত হওয়ার জন্য বাধা দিচ্ছি না। মহিলা আলাদা, পুরুষ আলাদা-এমন করলে ভালো হবে না খারাপ হবে?'

আল্লামা শফী আরও বলেন, 'এখন তো রাস্তাঘাটে একজন মহিলা, একজন পুরুষ, একজন মহিলা, একজন পুরুষ-কেমন? এরা চোখের জেনা করে। চলাফেরা করে। এখন স্কুল-কলেজে জেনার বাজার।'তাফসিরুল কোরআন মাহফিলে প্রধান মুফাচ্ছির ছিলেন মাওলানা মুফতি নজরুল ইসলাম কাসেমী।

অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা ছিলেন মাওলানা ফরিদ উদ্দীন আল-মোবারক। এতে আরও বক্তব্য দেন মাওলানা আজিজুল ইসলাম জালালী, মাওলানা মুফতি মেরাজুল হক মাজহারী, মুফতি নুরুল

আমিন ফরিদী, মাওলানা ইসমাঈল খান, মাওলানা মোস্তাফা নূরী, গাজী মাওলানা ছানাউল্লাহ, মাওলানা হারুন আজিজী নদভী প্রমুখ।

গত ১৭ই জানুয়ারি আফগানিস্তানের উরুজগান প্রদেশের "তাশরাখ" জেলায় ইমারতে ইসলামিয়ার উপর অভিযান চালানোর ব্যার্থ চেষ্টা চালায় ক্রুসেডার আমেরিকা ও তাদের গোলম আফগান মুরতাদ বাহিনী।

পরে ইমারতে ইসলামিয়ার জানবায তালেবান মুজাহিদগণ ক্রুসেডার ও মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু করলে অনেক আফগান মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়। যুদ্ধের এক পর্যায়ে কুফ্ফার বাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হয়।

পালানোর সময় তালেবান মুজাহিদদের পুঁতে রাখা বোমা হামলায় ধ্বংস হয়ে যায় ক্রুসেডার মার্কিন সন্ত্রাসীদের একটি ট্যাঙ্ক। এসময় ট্যাঙ্কের ভিতর থাকা 6 ক্রুসেডার নিহত এবং আরো 2 ক্রুসেডার আহত হয়।

আলহামদুলিল্লাহ, তালেবান মুজাহিদগণ এই অভিযানের সময় কুফ্ফার ও মুরতাদ বাহিনী হতে অনেক অত্যাধুনিক যুদ্ধাস্ত্র গনিমতও লাভ করেন।

আল্লাহু আকবার কাবীরা, ওয়ালিল্লাহিল হামদ।

আজ ১৮ই জানুয়ারি আফগানিস্তানের জাবুল প্রদেশের "আরঘান্ডাব" জেলা ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদিন এর নিকট অর্পণ করল আফগান সরকারের জেলা আধিকারকরা।

আজ সকাল বেলায় জেলাটির সকল সরকারি কর্মকর্তা তালেবানদের নিকট আত্মসমর্পণ করে। এসময় তারা জেলাটির সকল সরকারি যানবাহন, যুদ্ধাস্ত্র ও সরঞ্জামাদি তারা তালেবান মুজাহিদদের নিকট অর্পিত করে।

থানা হেফাজতে এক ব্যবসায়ীকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগে উত্তরা পশ্চিম থানার ওসি তপন চন্দ্র সাহাসহ ৪ পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

গত বৃহস্পতিবার ঢাকার জজ আদালতে নিহত ব্যবসায়ী আলমগীর হোসেনের স্ত্রী আলো বেগম হেফাজতে মৃত্যু নিবারণ আইনে এসব পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন।

গত বছরে বিজয় দিবসের রাতে উত্তরা পশ্চিম থানার টহল পুলিশ আলমগীর হোসেনকে ইয়াবাসহ আটক করে। পরদিন তাকে থানা থেকে কারাগারে চালান করে পুলিশ। কারাগারে অসুস্থ হলে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নেয়ার পর সেখানে মারা যান এই ব্যবসায়ী।

ব্যবসায়ীর স্বজনদের অভিযোগ, স্থানীয় চাঁদাবাজ শান্তর মদদে ইয়াবা দিয়ে ফাঁসিয়ে আলমগীরকে থানা হেফাজতে নির্যাতন করা হয়েছে। উত্তরা পশ্চিম থানার এসআই মিজানুর রহমান ও ওসি তপন চন্দ্র সাহাসহ অন্যরা পরস্পর যোগসাজশে থানা হেফাজতে মারধর করেছে।

উল্লেখ্য, এ বিষয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন করেছিল যমুনা টেলিভিশনের ‘ক্রাইমসিন’।

রামমন্দির তৈরি কেবল সময়ের অপেক্ষা, ৩৭০ ধারা বিলোপ হয়ে গিয়েছে, তিন তালাকও আইনত নিষিদ্ধ, এই অবস্থায় আরএসএসের কর্মসূচির এক নম্বরে এখন দুই সন্তানের নীতি চালু করা। সরসঙ্ঘচালক সন্ত্রাসী মোহন ভাগবত উত্তর প্রদেশের মোরাদাবাদে স্বয়ংসেবকদের বলেছে, আরএসএস চায় আইন করে দুই সন্তানের নীতি চালু হোক। ভাগবত জানিয়েছে, রামমন্দির নিয়ে সরকারি ট্রাস্ট হয়ে গেলেই তাঁরা মন্দিরের বিষয় থেকে নিজেদের সরিয়ে নেবে। এ বার তাঁদের কর্মসূচিতে আছে, দুই সন্তানের নীতি চালু করা। ২০১৫ সালেও বিজয়া দশমীর ভাষণে সরসঙ্ঘচালক জনসংখ্যা নীতি চালু করতে বলেছিল।

কিন্তু এর আগে সঙ্ঘ পরিবারের প্রধান তিনটি কর্মসূচি ছিল, রামমন্দির, ৩৭০ ধারা বিলোপ এবং অভিন্ন দেওয়ানী বিধি। প্রথম দুটো হয়েছে। কিন্তু অভিন্ন দেওয়ানী বিধি হয়নি। তা হলে কি সঙ্ঘ পরিবার এই বিষয়টি ছেড়ে দিল। আরএসএসের মিডিয়া সেল বিশ্ব সংবাদ কেন্দের

দায়িত্বে থাকা অরুণ আনন্দ ডয়েচে ভেলেকে জানিয়েছে, ''আমরা অভিন্ন দেওয়ানী বিধির দাবি থেকে সরে আসছি না। তবে তিন তালাক বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তাই অভিন্ন দেওয়ানী বিধি পরে করলেও হবে। কিন্তু সঙ্ঘের বরাবরের মত হল, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত জরুরি। তাই তিনি এখন দুই সন্তানের নীতি নেওয়ার কথা বলেছেন।''

বিজেপি তথা সঙ্ঘ পরিবারের মধ্যে একটা ধারণা আছে, ভারতে প্রধাণত মুসলিমরাই জন্মনিয়ন্ত্রণ করে না। তারা বহু সন্তানের নীতিতে বিশ্বাস করে। মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের সদস্য এম কিউ আর ইলিয়াস ডয়চে ভেলেকে বলেছেন, দেশের সমস্যা থেকে নজর অন্যদিকে ঘোরানোর জন্য এই সব বিষয় আনা হচ্ছে। কার কটা বাচ্চা হবে, সেটা তো সেই ব্যক্তির ওপরে নির্ভর করছে। এ নিয়ে আইন তো অসাংবিধানিক হবে। অল ইন্ডিয়া মুসলিম মজলিশ মুশাওরত এর সভাপতি নাবেদ হামিদের মত হল, বিজেপি ও সঙ্ঘ পরিবার সমানে ঘৃণার রাজনীতি করছে। কারণ, পরপর দুটি জনগণনায় দেখা যাচ্ছে, মুসলিমদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমছে।

আল-কায়েদা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন এর নেতৃত্বাধীন "ওয়া হাররিদীল মু'মিনীন" অপারেশন রুমের মুজাহিদগণ ইদলিব প্রদেশের পল্লী এলাকাগুলোতে কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া মুরতাদ সেনাদের অবস্থান লক্ষ্য করে তীব্র হামলা চালাচ্ছেন।

গত ১৭ জানুয়ারির এমনই কিছু অভিযানের প্রস্তুতি ও অভিযান চলাকালী সময়কালের সংঘর্ষের চিত্র সম্প্রচার করেছেন "ওয়া হাররিদীল মু'মিনীন" অপারেশন রুমের মিডিয়া দায়িত্বশীল মুজাহিদীন।

https://alfirdaws.org/2020/01/18/31526/

আল-কায়েদা মধ্য আফ্রিকান ভিত্তিক শাখা "আনসার আল-মুসলিমিন" এর মুজাহিদিন মধ্য নাইজেরিয়ার "কাদুনা" অঞ্চলে মুরতাদ নাইজেরিয়ান সেনাবাহিনীর একটি কনভয় লক্ষ্য করে সফল আক্রমণ চালিয়েছেন।

"সাবাত" সংবাদ সূত্রটি জানিয়েছিল যে, গত ১৭ই জানুয়ারি মধ্য নাইজেরিয়ায় মুজাহিদদের পরিচালিত উক্ত সফল হামলায় মুরতাদ নাইজেরিয়ান সেনাদের কনভয়টিকে পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায়। এসময় মুজাহিদগণ মুরতাদ নাইজেরিয়ান সেনাবাহিনীর ২২ এরও বেশি সদস্যকে হত্যা ও আহত করেন, যারা ভাগ্যক্রমে বেঁচে যায় তারা ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যায়। তবে পলায়নপর কতক মুরতাদ সৈন্যকে মুজাহিদগণ বন্দী করতেও সক্ষম হন।

এদিকে মুরতাদ নাইজেরিয়ান সরকার তার সেনা বাহিনীর একটি কনভয় লক্ষ্য করে মুজাহিদদের আক্রমণে বহু সেনা হতাহত এবং বন্দী হবার বিষয়টি স্বীকার করেছে।

গত ১৭ই জানুয়ারি শুক্রবার দক্ষিণ সোমালিয়ার মধ্য শাবেলী রাজ্যের আজলী জেলার "হাজী_আলি" অঞ্চলে সোমালিয়ান মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটিতে হামলা চালান আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকান ভিত্তিক শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন।

আলহামদুলিল্লাহ, হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন এর উক্ত সফল অভিযানে উচ্চপদস্থ ৩ অফিসারসহ সোমালিয়ান মুরতাদ সরকারী মিলিশিয়াদের ৫ সদস্য নিহত ও ৪ সদস্য আহত হয়, ২টি সামরিক গাড়ি ধ্বংস হয়।
এছাড়াও হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন অনেক অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম গনিমত লাভ করেন।

আল-কায়েদা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীনের নেতৃত্বাধীন "ওয়া হাররিদীল মু'মিনীন" অপারেশন রুমের সাথে মিলে কুফ্ফার ও মুরতাদ বাহিনীর উপর হামলা চালানোর কথা জানিয়েছে "আনসারুত তাওহীদ"।

এদিকে গত ১৭ই জানুয়ারি ওয়া হাররিদীল মু'মিনীন (AQ), HTS ও আনসারুত তাওহীদ এর জানবায মুজাহিদদের সম্মিলিত অপারেশনের মাধ্যমে ইদলিব প্রদেশের "তিল-মাসতিফ ও তিল-খাতরাহ" এলাকা দুটির উপর নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন মুজাহিদগণ।

যার ফলে অনেক কুফ্ফার ও মুরতাদ সৈন্য নিহত হওয়ার পাশাপাশি মুজাহিদগণ প্রচুরসংখ্যক গনিমত লাভ করেন।

এখন পূর্ব ইদলিব সীমান্তবর্তী পল্লী এলাকাগুলোতে কুফ্ফার রাশিয়া ও শিয়া মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে তীব্র লড়াই চলছে মুজাহিদদের। কুফ্ফার বাহিনী হতে মুজাহিদিনরা এখন পর্যন্ত একটি ট্যাংক এবং একটি বিএমবি গাড়িসহ প্রচুর পরিমাণে অস্ত্র ও গোলাবারুদ জব্দ (গনিমত) করতে সক্ষম হয়।

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকান ভিত্তিক সোমালিয়ান শাখা "হারাকাতুশ শাবাব" আল-মুজাহিদিন গত ১৭ই জানুয়ারি সোমালিয়ার জুবা প্রদেশের "হুজেঙ্গো" অঞ্চলে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটিতে তীব্র হামলা চালিয়েছেন।

মুজাহিদদের উক্ত সফল হামলায় সোমালিয়ান মুরতাদ বাহিনীর 5 সৈন্য হতাহত হয়। এছাড়াও ঘাঁটিতে থাকা মুরতাদ বাহিনীর অনেক রশদ-পত্র ধ্বংস হয়ে যায়।

১৭ই জানুয়ারি, ২০২০

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগরে মোটরসাইকেল চুরি করে পালানোর সময় এক সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগ নেতাকে আটক করেছে জনগন। বুধবার বিকালে উপজেলার কুড়িনাল এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়। তিনি উপজেলার শ্যামগ্রাম ইউনিয়ন সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগের সহ-দপ্তর সম্পাদক ও বানিয়াচং গ্রামের আব্দুল মান্নান মিয়ার ছেলে খাজা আলমগীর হোসেন (৪০)।

এলাকাবাসী জানায়, উপজেলার বাড়াইল গ্রামের রহিম মিয়া নামের এক ব্যক্তি শ্যামগ্রাম বাজারে মোটরসাইকেলটি রেখে পার্শ্ববর্তী একটি বাড়িতে দাওয়াত খেতে যায়। এ সময় খাজা আলমগীরসহ দুইতিনজনের একটি গ্রুপ মোটরসাইকেলটি চুরি করে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার

সময় স্থানীয় লোকজন বাধা দিলে জোরপূর্বক মোটরসাইকেলটি ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায়। এরপর কুড়িনাল এলাকা থেকে জনগন মোটরসাইকেলটিসহ তাকে আটক করে।

সূত্রঃ মানবকণ্ঠ

বরিশাল-চাঁদপুর সীমান্তবর্তী মেঘনা নদীতে আবারও দুটি লঞ্চের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে ৮ যাত্রী আহত হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ১১টার দিকে চাঁদপুর ও বরিশাল জেলার হিজলা উপজেলার সীমান্তবর্তী মেঘনা নদীর আলুবাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

হিজলা উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. আমীনুল ইসলাম দুর্ঘটনার খবরটি নিশ্চিত করেছেন।

আহত যাত্রীরা জানান, এমভি আওলাদ-৪ বরিশাল থেকে ঢাকার উদ্দেশে রওনা হয় এবং এমভি টিপু-১২ চাঁদপুর থেকে ছেড়ে পিরোজপুর জেলার হুলারহাটের উদ্দেশে রওনা হয়। এরপর আলুর বাজার এলাকা অতিক্রম করার সময় এমভি টিপু-১২ লঞ্চটি এমভি আওলাদ-৪ লঞ্চকে ধাক্কা দেয়। এ সময় আওলাদ লঞ্চের চার শিশুসহ আটজন আহত হয়।

আহত যাত্রীদের সবার বাড়ি বরিশাল জেলার হিজলা উপজেলায়। আহতদের উদ্ধার করে চাঁদপুর সদর হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসা দেওয়া হয়। এদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

টিপু-১২ লঞ্চের বরিশাল ঘাট সুপারভাইজার লিটু দাস দৈনিক আমাদের সময়কে জানান, টিপু-১২ লঞ্চের সুকানের চেইন ছিড়ে যাওয়ায় সেটা মেরামত করা হচ্ছিল। এ সময় বিপরীত দিক থেকে আওলাদ-৪ চলে আসলে দুর্ঘটনা ঘটে।

টিপু-১২ এর কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি বলে জানান তিনি।

প্রসঙ্গত, এর আগে গত রোববার গভীর রাতে মেঘনা নদীতে কীর্তনখোলা-১০ ও ফারহান-৯ লঞ্চের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে মা-ছেলে নিহত হন।

সূত্রঃ আমাদের সময়

জেরুজালেমের আল-আকসা মসজিদে মুসল্লিদের ওপর হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলের সন্ত্রাসী পুলিশ বাহিনী। আজ শুক্রবার ভোরে নামাজ আদায়ের সময় এ হামলা করা হয়।

তুরস্কভিত্তিক বার্তা সংস্থা আনাদলু এজেন্সি'র প্রতিবেদনে বলা হয়, ইসরায়েলকে প্রত্যাখান এবং তাদের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশে আজ সকালে হাজার হাজার ফিলিস্তিনি আল-আকসা মসজিদে নামাজ আদায় করতে আসেন। নামাজ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুসল্লিরা 'আল্লাহু আকবর' স্লোগান দিলে মসজিদের বাইরে অবস্থান নেওয়া সন্ত্রাসী ইসরায়েলি পুলিশের একটি বিশাল দল মসজিদে প্রবেশ করে। সেখানে উপস্থিত মুসল্লিদের মারধর করে সন্ত্রাসী পুলিশ। এ ঘটনায় অনেকে আহত হয়েছেন।

এ হামলা প্রসঙ্গে সন্ত্রাসী ইসরায়েলি পুলিশ জানায়, মন্দির মাউন্টে নামাজ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকশ উপাসক বিক্ষোভ মিছিল করেছিলেন। এ সময় তারা জাতীয় স্লোগান দিয়ে আইন লঙ্ঘন করলে পুলিশ বাহিনী মন্দির মাউন্টে আদেশ লঙ্ঘনকারীদের ছত্রভঙ্গ করে।

১৯৬৭ সালের মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধে পূর্ব জেরুজালেম দখল করেছিল ইসরায়েল। এরপর ১৯৮০ সালে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে উপেক্ষা করে এটিকে স্ব-ঘোষিত ইহুদি রাষ্ট্রের 'চিরন্তন ও অবিভক্ত' রাজধানী হিসাবে ঘোষণা করে তারা।

সূত্রঃ আমাদের সময়

বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরার ট্রলারের ইঞ্জিন বিকল হয়ে বাংলাদেশি জলসীমা অতিক্রম করে ভারতীয় জলসীমায় অনুপ্রবেশ করার অপরাধে বাংলাদেশি ছয় জেলের স্থান হয়েছে ভারতীয় কারগারে। গত ৫ জানুয়ারি থেকে দীর্ঘ ১২ দিন অতিবাহিত হলেও ফিরে আসার কোনো লক্ষণ নেই তাদের।

আজ বৃহস্পতিবার (১৬ জানুয়ারি) সন্ধ্যা ৬টার দিকে ট্রলার মালিক তৌহিদুল ইসলামের বরাত দিয়ে বরগুনা জেলা মৎস্যজীবী ট্রলার সমিতির সভাপতি গোলাম মোস্তফা চৌধুরী এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

কারাগারে আটক জেলেরা হলো, পাথরঘাটা উপজেলার চরদুয়ানী ইউনিয়নের চরদুয়ানী গ্রামের মৃত আমির হোসেন জোমাদ্দারের ছেলে মো. বেল্লাল মাঝি, দক্ষিণ জ্ঞানপাড়া গ্রামের সুলতান চৌকিদারের ছেলে জাহাঙ্গীর হোসেন, তালুক চরদুয়ানী গ্রামের আ. রব জোমাদ্দারের ছেলে মো. এমাদুল হক, মৃত হাফেজ জোমাদ্দারের ছেলে মো. শাহিন, আতাহার আলীর ছেলে আবদুল হক ও পিরোজপুরের ভান্ডারিয়া উপজেলার চরখালী এলাকার বাহাদুর চাপরাশির ছেলে মো. ইমরান চাপরাশি।

গোলাম মোস্তফা চৌধুরী জানান, গত ৫ জানুয়ারি রবিবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে গভীর সমুদ্রে ভান্ডারিয়া উপজেলার দারুলহুদা গ্রামের তৌহিদুল ইসলামের মালিকানা এফবি মারিয়া নামক ট্রলারের ইঞ্জিন বিকল হয়ে যায়। বিকল হওয়ার পর ভাসতে ভাসতে বাংলাদেশি জলসীমা অতিক্রম করে ভারতীয় জলসীমায় অনুপ্রবেশ করলে ওই দেশের বনবিভাগ তাদেরকে আটক করে পুলিশের হাতে সোপর্দ করে। আটকের পর ভারতীয় অজ্ঞাত নামা এক ব্যক্তির মোবাইলের মাধ্যমে জানার পরে ৬ জেলের নাম উল্লেখ করে পাথরঘাটা থানায় একটি সাধারণ করেন ট্রলার মালিক তৌহিদুল ইসলাম। পাথরঘাটা থানা জিডির বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

ট্রলার মালিক তৌহিদুল ইসলাম বলেন, ২৫ ডিসেম্বর পাথরঘাটারয় দেশের বৃহত্তম বিএফডিসি মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র থেকে মাছ শিকার করার উদ্দেশ্যে বঙ্গোপসাগরে সমুদ্রে যাত্রা শুরু করে। কয়েক ঘণ্টা চালানোর পর ইঞ্জিন বিকল হয়ে পড়লে স্রোতে ভারতীয় জলসীমা অতিক্রম করে। এক পর্যায় ভারতীয় জলসীমায় গেরাফী দিয়ে ৬ জেলে নিয়ে অবস্থান করছিল ট্রলারটি। ভারতীয় বনবিভাগের সদস্যরা অনুপ্রবেশের অপরাধে ট্রলারসহ ছয় জেলেকে আটক করে পুলিশের হাতে সোপর্দ করে। পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে মামলা দিয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাড়ইপুর কারগারে পাঠায়।

তৌহিদুল আরো বলেন, ৬ জেলে কলকাতার বাড়ইপুর কারাগারে রয়েছে। ১০ জানুয়ারি শুক্রবার সকাল ১০টার দিকে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে এক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি আমাকে জানিয়েছেন।

আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে নাটোরের গুরুদাসপুরে সন্ত্রাসী দল আওয়ামী লীগের দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ, ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া, ভাংচুর ও লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে।

উপজেলার চাপিলা ইউনিয়নের মহারাজপুর গ্রামে গতকাল বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৭টার দিকে ওই সংঘর্ষ হয়। এ ঘটনায় সন্ত্রাসী যুবলীগ নেতা সোহেল রানা বাদি হয়ে ২২ জনের বিরুদ্ধে এবং সন্ত্রাসী আওয়ামীলীগ নেতা মিন্টু গ্রুপের আব্দুল লতিফ বাদি হয়ে ১৮ জনের বিরুদ্ধে গুরুদাসপুর থানায় মামলা দায়ের করেছেন।

এতে এলাকায় চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে।

বিডি প্রতিদিন সূত্রে জানা যায়, চাপিলা ইউনিয়নের মৃত মোজাহার আলীর ছেলে ইউনিয়ন সন্ত্রাসী যুবলীগ সভাপতি পদ প্রত্যাশী সোহেল রানা এবং আব্দুল লতিফ বিশ্বাসের ছেলে ইউনিয়ন সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি মোক্তাদিরুল ইসলাম মিন্টু বিশ্বাসের মধ্যে আধিপত্য নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলে আসছিল। বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৭টার দিকে দুই গ্রুপের মধ্যে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া হয়।

এসময় বাড়িঘর ভাংচুরসহ লুটপাটের ঘটনা ঘটে।

সোহেল রানা বলেন, মিন্টু বিশ্বাসের ভাই সেন্টু বিশ্বাসের নেতৃত্বে ইয়াকুব বিশ্বাস, কবির মেম্বার, জিয়াউল মুন্সি তাদের দলবল নিয়ে প্রথমে তাদের বাড়িঘর ভাংচুর করে নগদ ৬ লাখ টাকা লুট ও একটি মোটরসাইকেল ভাংচুর করে। সেই সাথে সোহেল রানার বিয়াই সানাউল্লা, রেজাউল ও সাইদুলের বাড়িঘর ভাংচুর করে।

কাশ্মীর ভিত্তিক সবচাইতে জনপ্রিয় ও হকপন্থী মুজাহিদ গ্রুপ "আনসার গাজওয়াতুল হিন্দ" সম্প্রতি উপমহাদেশে বিশেষভাবে পাকিস্তান ও ভারতে বসবাসরত মুসলিমদের উদ্দ্যেশে একটি নতুন বার্তা প্রকাশ করেছে। ২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ দিকে তাদের অফিসিয়াল "আল-হুর" মিডিয়া হতে বার্তাটি প্রচারিত হয়।

উক্ত বার্তাতে বলা হয়, আনসার গাজওয়াতুল হিন্দ এমন একটি সংগঠন যা দখলীকৃত কাশ্মীরে খিলাফত প্রতিষ্ঠা এবং তাওহীদ এর পতাকাতলে জিহাদ করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আনসার গাজওয়াতুল হিন্দ কোনো এজেন্সী বা সংগঠনের কাছে কোনোভাবেই মুখাপেক্ষী নয়। আনসার গাজওয়াতুল হিন্দ কারো কাছ থেকে আর্থিক সাহায্যও প্রত্যাশা করে না। বিশেষ করে সীমান্তে অবস্থানরতদের থেকে।

আমরা আপনাদের নিকট আবেদন করছি যে, এমন সব লোকদের থেকে আপনারা দূরে থাকুন যারা মুজাহিদদের নামে বিশেষ করে আনসার গাজওয়াতুল হিন্দের নামে পাকিস্তানে টাকা তুলছে, এদের সাথে আনসার গাজওয়াতুল হিন্দের (AGH) কোন সম্পর্ক নেই।

আজহার ওয়ানি এবং তাঁর স্ত্রী সুঘ্রা শওকত, উক্ত দুজন শুরুর দিকে অর্থাৎ শহীদ কমান্ডার রেহান ভাইয়ের সময় আনসার গাজওয়াতুল হিন্দ এর সাথে যুক্ত ছিল। কিন্তু কিছু সময় অতিক্রম হওয়া পর তাঁদের উভয়ের কপটতা এবং দ্বিচারিতা সবার সামনে প্রকাশ হয়ে পড়ে । সম্পূর্ণ তদন্ত করার পরে আনসার গাজওয়াতুল হিন্দ সিদ্ধান্ত নিয়ে এই ঘোষণা দিচ্ছে যে আজহার ওয়ানি এবং তাঁর স্ত্রী সুঘ্রা শওকত এর সাথে সংগঠনের কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা মুসলিম ভাইবোনদের কাছে অনুরোধ করছি যে তাঁরা যেন মুজাহিদদের নামে তাদের কাছে কোনো আর্থিক সাহায্য না দেন।

(বাংলাদেশেও কিছু লোক অনলাইনে মুজাহিদদের নামে অর্থ তুলছে, এদের ক্ষেত্রেও সতর্ক হোন। -- অনুবাদক)

স্ত্রীর গর্ভে যে সন্তান আছে, সেটাও নিশ্চয়ই কন্যাসন্তানের ভ্রূণ। এমনই ধারণা থেকে অন্তঃসত্ত্বা ২৭ বছরের স্ত্রীকে শ্বাসরোধ করে খুন করে প্রমাণ লোপাটের জন্য দেহ টুকরো টুকরো করে ছুরি, মেশিন দিয়ে কেটে পুড়িয়ে দিল স্বামী। মাকে নৃশংসভাবে হত্যার দৃশ্য দেখে ফেলে খুনি বাবাকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিল বড় মেয়ে। উত্তরপ্রদেশের রায়বরেলির এমন নারকীয় হত্যাকাণ্ড চমকে দিয়েছে গোটা দেশকে।

সংবাদ প্রতিদিন সূত্রে জানা যায়, অভিযুক্ত রবীন্দ্র কুমারের সঙ্গে ২০১১ সালে বিয়ে হয় ঊর্মিলা নামে ওই মহিলার। দম্পতির সাত ও এগারো বছরের দু’টি কন্যাসন্তান রয়েছে। সম্প্রতি

আবারও অন্তঃসত্ত্বা হন ঊর্মিলা। প্রথম থেকেই রবীন্দ্র সন্দেহ করত, তৃতীয় সন্তানও মেয়েই হবে। এই সন্দেহের বশেই জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে সে স্ত্রীকে খুন করে। ঊর্মিলার পরিবারের লোকের যাতে সন্দেহ না হয়, তার জন্য নিজেই পুলিশকে ফোন করে জানায় স্ত্রী ঊর্মিলা নিখোঁজ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু মাকে খুনের কথা এবং দেহাংশ পুড়িয়ে ফেলে তার ভস্ম বাবা যে বাড়ি থেকে চার কিলোমিটার দূরে ফেলে এসেছে সে কথা মামারবাড়িতে পরিজনদের কাছে বলে দেয় রবীন্দ্রর বড় মেয়ে।

এরপরই ঊর্মিলার পরিবার পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করে। পরে পুলিশ রবীন্দ্রকে জেরা করে এবং ভস্মীভূত দেহাংশ উদ্ধার করে তার নমুনা পরীক্ষার জন্য লখনউতে ডিএনএ টেস্টের জন্য পাঠায়। সব রিপোর্টেই প্রমাণ মেলে, ঊর্মিলাকে কতটা নৃশংসভাবে খুন করেছে রবীন্দ্র। মাকে হত্যার সময় বাবাকে যে তার দাদু করমচন্দ্র ও দুই কাকু সঞ্জীব ও ব্রিজেশ সাহায্য করে তা পুলিশকে জানায় বড় মেয়েটি।

দিলীপ ঘোষের পর আরেক বিজেপি নেতা। তবে এবার পশ্চিমবঙ্গের নয়, উত্তর প্রদেশের। তবে বক্তব্যে তেমন ফারাক নেই। CAA-বিরোধী আন্দোলনকারীদের রবিবার গুলি করে কুত্তার মতো মারার হুঁমকি দিয়েছিল মালাউন দিলীপ। এবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে কথা বললে জ্যান্ত পুঁতে দেওয়ার হুঁমকি দিল উত্তর প্রদেশের মন্ত্রী রঘুরাজ সিং। দিলীপবাবুর মতো সেও নিজের বক্তব্যে অনড় ।

হালে মন্ত্রীর পদে বসলেও উত্তর প্রদেশে রঘুরাজ সিংকে লোকে চেনে মাফিয়া ডন বলে। তাই তার মুখে এমন নিদানে আশ্চর্য নন অনেকেই। তবে বিরোধিতা করলেই প্রাণে মারার হুমকি একতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার দিকে দেশকে নিয়ে যাচ্ছে কি না তা নিয়ে অনেকে প্রশ্ন তুলছেন।

ঘটনার সূত্রপাত আলিগড়ে CAA-র সমর্থনে বিজেপির সভা নিয়ে। সেই সভায় CAA বিরোধিতায় সামিল আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের হুঁমকি দিয়েছে যোগী আদিত্যনাথ বা নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে কোনও কথা বললে জ্যান্ত পুঁতে দেব।

সূত্র: হিন্দুস্তান টাইমস

‘তুম লোগ’। একটাই পরিচিতি।

লখনউয়ে উত্তরপ্রদেশ পুলিশের হাতে গ্রেফতার হওয়ার পর সাদাফ জাফরের মনে হয়েছিল, “আমার যেন আর কোনও পরিচিতি রইল না। আমি যে সামাজিক কাজকর্ম করি, আমি যে থিয়েটার করেছি, ওয়েব সিরিজে অভিনয় করেছি, আমি যে অনুবাদ করি, সেই সব পরিচয় ধুয়েমুছে গেল।”

“আমি কেন গ্রেফতার হয়েছিলাম জানেন?” নিজেই উত্তর দিলেন প্রাক্তন আইপিএস এস আর দারাপুরী। “একটাই কারণ। আমি মানবাধিকারের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলাম। নয়া নাগরিকত্ব আইনের বিপক্ষে ছিলাম।”

ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম আনন্দ বাজার পত্রিকার বরাতে জানা যায়, উত্তরপ্রদেশে পুলিশ-প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে গতকাল দিল্লিতে গণ-আদালত বসিয়েছিল কয়েকটি নাগরিক সংগঠন। সেখানে সাদাফ-দারাপুরীরা তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা শোনালেন। দিনভর শুনানির শেষে জুরিরা রায় দিলেন, উত্তরপ্রদেশে রাজ্য প্রশাসনই হিংসা চালাচ্ছে। সাদাফকে প্রথমে থানায় নিয়ে গিয়েছিল পুলিশ। “আমাকে যে মারধর করা হতে পারে, আমাকে যে এ দেশে পাকিস্তানি বলে ডাকা হতে পারে, আমার সামনে যে অন্য লোককে উলঙ্গ করা হতে পারে, তা অবিশ্বাস্য ছিল। মনে হচ্ছিল, আমি যেন হিটলারের জার্মানিতে এক জন ইহুদি। কেন আমার সঙ্গে এমন আচরণ করা হল? আমি মুসলিম। বারবার ‘তুম লোগ’ শব্দটাই শুনেছি।” সাদাফ গ্রেফতার হয়েছেন শুনে থানায় গিয়েছিলেন সমাজকর্মী দীপক কবীর। তাঁকে ‘কমিউনিস্ট’, ‘শহুরে নকশাল’ বলে হাত-পা চেপে ধরে পুলিশ। তার পর? নির্দেশ আসে, “এমন পেটাও যেন হাত-পা-মুখ দু’ইঞ্চি ফুলে যায়।”

গণ-আদালতে জুরির আসনে ছিলেন এ পি শাহ, সুদর্শন রেড্ডির মতো প্রাক্তন বিচারপতিরা। আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ইরফান হাবিবও ছিলেন। ইরফান বলেন, “ব্রিটিশ জমানাতেও নেহরু-গাঁধী আলিগড়ে গিয়েছেন। ১৪৪ ধারা জারি হয়নি। এই লড়াইটা শুধু উত্তরপ্রদেশের নয়, গোটা ভারতের।”

উত্তরপ্রদেশ ঘুরে হর্ষ মন্দার, নিবেদিতা মেননদের তুলে আনা ছবি-ভিডিয়ো দেখে, সাদাফদের বক্তব্য শুনে প্রাক্তন বিচারপতি এ পি শাহ বিস্ময় প্রকাশ করেছেন, “কী ভাবে একটা পুলিশ বাহিনী এতখানি সাম্প্রদায়িক হয়ে গেল?” স্বাধীন ভারতে কি এই পরিস্থিতি আগে তৈরি হয়নি? ইরফানের জবাব, “না, কারণ জরুরি অবস্থার সময় কী আইন, তা জানা ছিল। এখানে আইনই নেই।”

আল-কায়েদা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাসুদ-দ্বীন পরিচালিত অপারেশন রুম “ওয়া হাররিদিল মু'মিনিন” এর মুজাহিদিন গত ১৬ জানুয়ারি কুখ্যাত নুসাইরি শিয়া মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে অসাধারণ কিছু সফল অভিযান পরিচালনা করেন।

আলহামদুলিল্লাহ, মুজাহিদগণ উক্ত অভিযানে মুরতাদ বাহিনীর অনেক সামরিকযান ও প্রচুর পরিমাণ যুদ্ধাস্ত্র গনিমত লাভ করেন। যার কিছু ফটো ধারণ করেছেন মিডিয়া দায়িত্বশীল মুজাহিদিন।

গনিমতের দৃশ্য ধারণকারী ফটোগুলো প্রকাশ করা হয়েছে "ওয়া হাররিদিল মু'মিনিন" অপারেশন রুম এর পক্ষ হতে।

https://alfirdaws.org/2020/01/17/31472/

আল-কায়েদা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন নেতৃত্বাধীন "ওয়া হাররিদিল মু'মিনীন" অপারেশন রুমের মুজাহিদিন গত ১৬ই জানুয়ারি বৃহস্পতিবার সিরিয়ার ইদলিব সিটির গ্রামাঞ্চলে কুফ্ফার রাশিয়া ও আসাদের কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া সন্ত্রাসী বাহিনীর উপর বেশ কিছু অসাধারণ অভিযান পরিচালনা করেছেন। এ হামলায় অনেক কুফ্ফার সৈন্য হতাহতের শিকার হয়।

মুরতাদ শিয়া সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে উক্ত অপারেশনে যাওয়ার পূর্ব মুহূর্ত ও অভিযানের বেশ কিছু দৃশ্য ক্যামেরা বন্দী করেছেন মিডিয়া দায়িত্বশীল মুজাহিদিন।

ফটোগুলো প্রকাশ করা হয় "ওয়া হাররিদিল মু'মিনীন" অপারেশন রুম এর পক্ষ হতে।

https://alfirdaws.org/2020/01/17/31469/

যুগ যুগ ধরে দখলদার ইহুদি সন্ত্রাসীদের হাতে নিজ ভূমিতেই নির্যাতিত হয়ে আসছেন ফিলিস্তিনি মুসলিমগণ। নিজেদের ভূমি হতেই তাদেরকে তাড়িয়ে দিচ্ছে দখলদার ইহুদি হায়েনার দল।

গত ১৬ই জানুয়ারি ২০২০ ঈসায়ী তারিখেও ফিলিস্তিনের "আল-খলিল" এলাকায় মুসলিমদের ২টি বসত-বাড়ি গুড়িয়ে দেয় দখলদার ইহুদি সন্ত্রাসীরা। এসময় মুসলিম মহিলারা এর প্রতিবাদ করলে তাদেরকে লাঞ্ছিত করে তারা। এক পর্যায়ে মুসলিম মহিলাদেরকে মাটিতে ফেলে নির্যাতন করে দখলদার ইহুদি সন্ত্রাসীরা। অন্যদিকে পুরুষ সদস্যদেরকে মেরে রক্তাক্ত করে অভিশপ্ত ইহুদি সৈন্যরা।

https://alfirdaws.org/2020/01/17/31464/

সিরিয়ায় আল-কায়েদা সমর্থিত জিহাদী গ্রুপ "আনসারুত-তাওহিদ" তাদের অফিসিয়াল মিডিয়া হতে কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া মুরতাদ বাহিনীর উপর হামলার কিছু দৃশ্য প্রকাশ করেছেন।

ফটোগুলোতে দেখা যায় মুজাহিদগণ আল-বুরকান মিসাইল ও মেশিনগান দ্বারা মুরতাদ বাহিনীর উপর গোলা ছুড়ছেন ।

গত বৃহস্পতিবার ইদলিব সিটিতে আল-কায়েদার সাথে মিলে কুখ্যাত নুসাইরি শিয়া মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে পরিচালিত অপারেশনের সময় তারা এই দৃশ্যগুলো ক্যামেরাবন্দী করেন।

https://alfirdaws.org/2020/01/17/31461/

বকেয়া বেতন-ভাতার দাবিতে রাজধানীর শ্যামলীতে মিরপুর সড়ক অবরোধ করেছেন পোশাক তৈরি কারখানার শ্রমিকরা। গত বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা ৫০ মিনিটের দিকে সড়ক অবরোধ করেন কয়েকশ শ্রমিক।

এর আগে সকাল ৯টা থেকেই সড়কে অবস্থান নিতে শুরু করেন শ্রমিকরা। এ সময় থেকে গাড়ি সামনে এগোতে না পারায় গাবতলী থেকে ফার্মগেট এবং আশপাশের সব সড়কে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। সড়কের দুপাশে আটকা পড়েছে কয়েকশ গাড়ি।

কে এম শহিদুল ইসলাম নামে একজন বলেন, 'দুই ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে ক্রিয়েটিভ ফ্যাশনের শ্রমিকেরা বেতন-ভাতার দাবিতে সড়কে অবস্থান নিয়েছেন। দুপাশে প্রায় ৮০০ শ্রমিক অবস্থান নিয়েছেন।

বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা জানান, দীর্ঘদিন ধরে তাদের বেতন ভাতা বন্ধ। বারবার দাবি জানিয়েও বেতন হচ্ছে না। তাই তারা সড়কে অবস্থান নিয়েছেন।

সূত্রঃ আমাদের সময়

এক গৃহবধূকে ধর্ষণ করেছে মুন্সীগঞ্জের লৌহজং থানার মেদেনী মন্ডল ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডের সন্ত্রাসী যুবলীগের সভাপতি হিন্দু শ্রী মহাদেব রায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শ্রী মহাদেব রায় মেদেনী মন্ডল আনোয়ার চৌধুরী উচ্চ বিদ্যালয়ের অভিভাবক সদস্য। মাওয়া বাজারের পেছনে একটি বাসায় ভুক্তভোগী নারী তার স্বামীর সঙ্গে বাসা ভাড়া করে থাকতেন। দীর্ঘদিন যাবৎ এই বাসায় যাতায়াত ছিল ওয়ার্ড সন্ত্রাসী যুবলীগ সভাপতি মহাদেব রায়ের।

গত শনিবার ভুক্তভোগী নারীর বাসায় আসে মহাদেব রায়। ওই নারীর স্বামী বাসায় না থাকায় তাকে একা পেয়ে ধর্ষণ করে সন্ত্রাসী মহাদেব রায়। ভুক্তভোগী ওই নারীর পার্শ্ববর্তী ভাড়াটিয়া আমিনুলের স্ত্রী এ ঘটনা দেখে ফেললে তাকে দই ও মিষ্টি খাওয়াবেন বলে কাউকে কিছু না

জানাতে বলেন মহোদেব। ভুক্তভোগী ওই নারী তার স্বামী বাসায় ফিরলে তাকে সবকিছু জানান।

মঙ্গলবার ভুক্তভোগী ওই নারী স্থানীয় মানুষদের জানালে আটকে রাখে এই সন্ত্রাসী কুলাংগার যুবলীগ নেতাকে।

সম্প্রতি আশঙ্কাজনকভাবে বেড়েছে ধর্ষণ। রাজধানীর কুর্মিটোলা এলাকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীকে ধর্ষণের ঘটনায় বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে শিক্ষার্থীরা। প্রতিদিন একাধিক ধর্ষণের ঘটনা ঘটছে। ধর্ষণের শিকার হচ্ছেন তরুণী থেকে বৃদ্ধা। এমনকি শিশুরাও বাদ পড়ছে না পাশবিক নির্যাতন থেকে। অনেক ক্ষেত্রে ধর্ষণের বিভিন্ন ঘটনায় ধর্ষককে সহযোগিতা করছেন নির্যাতিতার আপনজনরাই।

সম্প্রতি চাঞ্চল্যকর ধর্ষণের ঘটনাটি ঘটেছে রাজধানীর কামরাঙ্গীরচর এলাকায়। জানা গেছে, কামরাঙ্গীচরের ব্যাটারিঘাট এলাকায় বাবার সহায়তায় এক কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগ পাওয়া গেছে। ঘটনার পরপরই গত মঙ্গলবার রাত ২টার দিকে কিশোরীকে শারীরিক পরীক্ষার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে (ওসিসি) ভর্তি করা হয়।

সোনিয়া পারভিন নামে একজন মানবজমিনকে জানান, এর আগে কামরাঙ্গীরচর ব্যাটারিঘাট এলাকায় থাকে কিশোরীর পরিবার। তার মা বিদেশে থাকেন। বাবা একটি মুরগীর দোকানে কাজ করে। দোকানের মালিক আবুল (৩৫) কিশোরীর বাবার কাছে ছয় হাজার টাকা পায়। সেই টাকা দিতে পারছিল না কিশোরীর পিতা। একপর্যায়ে টাকার বিনিময়ে তার মেয়ের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক করতে চায় দোকানের মালিক আবুল। দীর্ঘদিন চেষ্টার পর কয়েকদিন আগে কিশোরীর বাবার সহায়তায় তাকে ধর্ষণ করে। ধর্ষণের শিকার ওই কিশোরী মঙ্গলবার সন্ধ্যায় পাশের বাসার এক নারীর কাছে সব ঘটনা খুলে বলে।

এদিকে, হবিগঞ্জ শহরের উমেদনগর এলাকায় চকলেটের প্রলোভন দেখিয়ে আট বছরের এক শিশুকে ধষর্ণের অভিযোগ ওঠেছে। অসুস্থ অবস্থায় শিশুটিকে মঙ্গলবার রাত ১২টায় হবিগঞ্জ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এর আগে সকালে ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। জানা গেছে,

প্রতিদিনের মতো সকালে ওই শিশুর বাবা-মা তাকে ঘরে একা রেখে কাজে চলে যায়। এ সুযোগে প্রতিবেশী শাহীন মিয়া চকলেটের প্রলোভন দেখিয়ে তার নিজ ঘরে নিয়ে যায় শিশুটিকে। পরে দরজা বন্ধ করে মুখে কাপড় দিয়ে তাকে ধর্ষণ করে অসুস্থ অবস্থায় তাদের ঘরে রেখে যায়। সন্ধ্যায় কাজ শেষে বাবা-মা বাড়ি ফিরলে শিশুটি ধর্ষণের ঘটনা তাদেরকে জানায়। পরে এলাকাবাসীর সহযোগিতায় শিশুটিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। শাহীন ওই গ্রামের ভাড়াটিয়া বাসিন্দা।

কলেজ থেকে বাড়ি ফেরার পথে মৌলভীবাজার সরকারী মহিলা কলেজের একাদশ দ্বিতীয় বর্ষের এক ছাত্রী বান্ধবীসহ গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন। মঙ্গলবার বিকেলে সদরের ওয়াপদা (স্টেডিয়াম) এলাকায় গণধর্ষণের ঘটনা ঘটে। ধর্ষণের শিকার দুজনই মৌলভীবাজার ২৫০ শয্যা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

শেখ রিজাউল হক দিপু নামে একজন জানান, গত ১১ই জানুয়ারি, শনিবার বিকেলে আশুলিয়ার কুরগাঁও এলাকায় বাড়ির পাশের একটি মাঠে বন্ধুদের সঙ্গে খেলছিল সাত বছরের এক শিশু। এসময় প্রতিবেশি আলহাজ কৌশলে শিশুটিকে মাঠের একপাশে ডেকে নিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা করে। পরে শিশুটি চিৎকার দিয়ে ঘটনাস্থল থেকে দৌঁড়ে পালিয়ে গিয়ে তার পরিবারকে জানায়। এছাড়া সাভারের আড়াপাড়া এলাকার একটি বাড়িতে সাত বছরের এক শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগে নয়ন মোল্লা নামে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

স্টাফ রিপোর্টার, মৌলভীবাজার থেকে জানান, কলেজ থেকে বাড়ি ফেরার পথে মৌলভীবাজার সরকারি মহিলা কলেজের একাদশ দ্বিতীয় বর্ষের এক ছাত্রী বান্ধবীসহ গণধর্ষণের ঘটনা চাউর হওয়ার পর জেলাজুড়ে নিন্দার ঝড় বইছে। ধর্ষকদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে ক্ষোভে সোচ্চার মৌলভীবাজার সরকারি মহিলা কলেজ, মৌলভীবাজার সরকারি কলেজসহ আশেপাশের কলেজ, স্কুল ও মাদ্রাসার শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা। শহরের মধ্যে ধর্ষকদের এমন দুঃসাহসিকতায় হতবাক সচেতন মহল। তারা এমন ন্যক্কারজনক ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান। মঙ্গলবার বিকালের দিকে কলেজ থেকে বাড়ি ফেরার পথে মৌলভীবাজার প্রেস ক্লাবের সামনে এসে একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশায় মৌলভীবাজার সরকারি কলেজের এক ছাত্রী (১৮) ও তার বান্ধবী (২০) উঠেন। কিছুক্ষণ পর যাত্রীবেশে চারজন ছেলে ওই সিএনজি অটোরিকশাতে উঠে। তারা চালককে সিএনজি ঘুরিয়ে তাদের কথামতো চালিয়ে নিতে নির্দেশ দেয়। চালক তাদের কথামতো গাড়ি নিয়ে চলে। ওই চারজন

গাড়ির পর্দা টেনে দুই বান্ধবীর হাত ও মুখ বেঁধে ফেলে শহরের ওয়াপদা স্টেডিয়াম এলাকার পেছনে একটি ঝোপে নিয়ে যায়। সেখানে তাদের মারধর করে মোবাইল ফোন, বই ও টাকা ছিনিয়ে নিয়ে তাদের পালাক্রমে ধর্ষণ করে। দু'জনকে চিকিৎসার জন্য সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এবিষয়ে ধর্ষিত কলেজছাত্রী বাদী হয়ে ৫ জনকে অভিযুক্ত করে থানায় মামলা করেন।

মো. আলমঙ্গীর হোসেন নামে একজন মানবজমিনকে জানান, ধর্ষিতাদের বাড়ি সদর উপজেলার বাউরভাগ গ্রামে।

হবিগঞ্জ থেকে জানা যায়, হবিগঞ্জ শহরের উমেদনগরে চকলেটের প্রলোভন দেখিয়ে ৮ বছরের এক শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। অসুস্থ অবস্থায় শিশুটিকে মঙ্গলবার রাত ১২টায় হবিগঞ্জ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

সূত্র মতে প্রতিদিনের ন্যায় সকালে ওই শিশুর বাবা-মা তাকে ঘরে একা রেখে কাজে চলে যায়। এ সুযোগে প্রতিবেশী শাহীন মিয়া চকলেটের প্রলোভন দেখিয়ে তার নিজ ঘরে নিয়ে যায় শিশুটিকে। সেখানে দরজা বন্ধ করে মুখে কাপড় দিয়ে তাকে ধর্ষণ করে অসুস্থ অবস্থায় তাদের ঘরে রেখে যায়। সন্ধ্যায় কাজ শেষে বাবা-মা বাড়ি ফিরলে শিশুটি ধর্ষণের ঘটনা তাদের অবগত করে। পরে এলাকাবাসীর সহযোগিতায় তাকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। শাহীন ওই গ্রামের ভাড়াটিয়া বাসিন্দা। এ ব্যাপারে হবিগঞ্জ সদর হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. রথীন্দ্র দেব দৈনিক মানবজমিনকে জানান, শিশুটিকে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে। তার ডাক্তারি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে। রিপোর্ট পরে দেয়া হবে।

সাভার থেকে জানা যায়, সাভারের আশুলিয়ায় বকেয়া বাড়ি ভাড়া পরিশোধ করতে না পারায় স্বামীকে আটকে রেখে এক নারী শ্রমিককে (২৪) গণধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। সোমবার গভীর রাতে আশুলিয়ার পশ্চিম জামগড়া এলাকার ফকির বাড়িতে এই ঘটনা ঘটে। বাড়ির মালিক মো. কালাম (৪৫) পেশায় একজন ফার্মেসি ব্যবসায়ী। সে আশুলিয়ার পশ্চিম জামগড়া এলাকার ফকির বাড়ির বাসিন্দা। ভুক্তভোগী নারী শ্রমিকের অভিযোগ, তিনি পশ্চিম জামগড়া এলাকায় মো. কালামের বাড়ির একটি কক্ষে ভাড়া থেকে ডিইপিজেডের একটি তৈরি পোশাক কারাখানায় চাকরি করেন। সোমবার রাতে পরিবহন চালক স্বামীকে নিয়ে তিনি নিজ কক্ষেই ছিলেন। একপর্যায়ে রাত ১২টার দিকে বাড়ির মালিক কালাম তার পাঁচ সঙ্গী নিয়ে বকেয়া

ডিসেম্বর মাসের ২ হাজার টাকা ভাড়ার জন্য আসেন। এসময় কারখানায় তাদের বেতন পরিশোধ করা হয়নি বলে বাড়ির মালিককে জানালে সে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। পরে তার স্বামীকে পাশের কক্ষে আটক রেখে জোরপূর্বক তার স্বর্ণের চেইন, কানের দুল ও নাকের ফুল খুলে নেয় তারা। একপর্যায়ে তিন জন মিলে তার হাত-পা চেপে ধরলে প্রথমে বাড়ির মালিক তাকে ধর্ষণ করে। পর্যায়ক্রমে বাকি তিনজন ভোর ৪টা পর্যন্ত তাকে ধর্ষণ করে পালিয়ে যায়।
চিরিরবন্দর (দিনাজপুর) প্রতিনিধি জানান, চিরিরবন্দরে ৬ বছরের এক শিশু ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। গত মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলার অমরপুর ইউনিয়নের মথুরাপুর গ্রামের পশ্চিম মিলপাড়ার আশরাফ আলীর নির্মাণাধীন বাড়িতে এই ঘটনা ঘটে।
জানা গেছে, ওই দিন দুপুরে শিশুটি বাড়ির সামনে অন্যান্য শিশুদের সাথে খেলা করছিল। এসময় মোরসালিন ওই শিশুটিকে কৌশলে আশরাফ আলীর নির্মাণাধীন বাড়ির ভিতর নিয়ে যায় এবং জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। এসময় শিশুটির চিৎকারে এলাকার লোকজন ঘটনাস্থলে ছুঁটে এলে ধর্ষক মোরসালিন পালিয়ে যায়। শিশুটিকে উদ্ধার করে চিরিরবন্দর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেয়া হয়। সেখানে তার অবস্থার অবনতি হলে বিকেলে তাকে দিনাজপুর এম আব্দুর রহিম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

১৬ই জানুয়ারি, ২০২০

নাটোরের সিংড়ায় এক শিশুকে মারধর করেছে চৌগ্রাম ইউনিয়ন সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের দপ্তর সম্পাদক আরাফাত হোসেন রনি।

প্রায় দুই মাস আগে চৌগ্রাম এলাকার মুকুল হোসেনের ৯ বছর বয়সী ছেলে মোহন পথে হেঁটে যাওয়ার সময় স্থানীয় ইউনিয়ন সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের দপ্তর সম্পাদক আরাফাত হোসেন রনির সঙ্গে ধাক্কা লাগে। এ সময় রনি তাকে সালাম না দেয়া এবং পথ না দেখে চলার জন্য মারধর করে ও কান ধরে উঠবস করায়। স্থানীয় একজনের ধারণ করা ভিডিও গত ২৭শে নভেম্বরে ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়ে।
পরবর্তীতে গতকাল সাধারণ জনগণ এই সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের নেতাকে ধরে আটকে রাখে।

আফগানিস্তানে ইসলামী ইমারতের তত্ত্বাবধানে উন্নয়ন কার্যক্রম চলছে। যুদ্ধবিধ্বস্ত এ দেশটিতে একদিকে হানাদার বাহিনীকে মোকাবেলা করছেন ইসলামী ইমারতের নেতৃত্বাধীন দেশটির মুজাহিদ বাহিনী, অপরদিকে তারা নিয়ন্ত্রিত এলাকা পুনর্গঠনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এরই ধারাবাহিকতায় সম্প্রতি সারিপুল প্রদেশের আল-ফাতহ জেলার স্থানীয়দের সহযোগিতায় আফগানিস্তান ইসলামী ইমারত ২০ কি.মি দৈর্ঘ্যের একটি রোড পুনঃনির্মাণ করছেন এবং কুহিস্তানাত জেলায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্রিজও নির্মাণ করছেন। ইসলামী ইমারতের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কাজ দৃঢ়তার সাথে এগিয়ে চলছে এবং খুব শীঘ্রই এগুলো জনসাধারণের ব্যবহারের উপযুক্ত হবে বলে আশা করা যায় ইনশাআল্লাহ।

https://alfirdaws.org/2020/01/16/31438/

ভারতের উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সন্ত্রাসী যোগি আদিত্যনাথ এবার মুসলমানদের নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করেছে। যোগি আদিত্যনাথ বলেছে, ভারতে স্বাধীনতার পর সাত-আটগুণ বেড়েছে মুসলমানদের সংখ্যা। আর সেটা হয়েছে, তারা বিশেষ সুযোগ-সুবিধা এবং অধিকার পাচ্ছে বলেই।

সে আরো বলেছে, এজন্য ভারতে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন প্রণয়ন করার জন্য হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে আক্রমণ না করে, উল্টো তাদের প্রশংসা করা উচিত।

পাকিস্তানকে আক্রমণ করে যোগি বলেছে, এদেশে মুসলিমরা সংখ্যায় বাড়লেও, পাকিস্তানে হিন্দুরা কোথায়? মুসলিমরা ভারতের উন্নয়নে অংশ নিচ্ছে, ভালো কথা। তাদের সমস্ত সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার দিচ্ছে সরকার। কিন্তু পাকিস্তানে কী হচ্ছে? সেখানে হিন্দু কোথায়?

সে মনে করে, ভারতে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভ চলছে, তা একপ্রকার ষড়যন্ত্র। বিরোধীরা বাইরে থেকে এই ষড়যন্ত্রে ইন্ধন দিচ্ছে। বিক্ষোভকে ভয়াবহ করতে রীতি মতো আগুন জ্বালাচ্ছে।

যোগি বলেছে, ভারতের জনগণকে একটা বিষয় বুঝতে হবে, এই বিক্ষোভ আসলে ভুল বোঝানোর একটা পদ্ধতি মাত্র। আর নরেন্দ্র মোদি যে ধর্মের ভিত্তিতে জনগণের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করছে তা ভুল। প্রচুর মানুষ উজ্জ্বলা গ্যাস যোজনা, আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছে। তাদের নাম যখন সরকারি প্রতিনিধিরা নথিভুক্ত করে, তখন কি ধর্মের ভিত্তিতে করা হয়? প্রতিবেশী দেশের এখন আশঙ্কা, জওহরলাল নেহরুর ভুল সিদ্ধান্তে তৈরি ৩৭০ ধারা বিলুপ্ত হওয়ায় পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর বোধহয় হারাতে হবে।

সূত্রঃ কালের কণ্ঠ

তীব্র প্রতিবাদ ও অব্যাহত বিক্ষোভের মুখেও ভারতে মুসলিম বিরোধী নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) ১০ জানুয়ারি থেকে কার্যকর করা হয়েছে। গত বছরের ১১ ডিসেম্বর সংসদে পাশ হওয়ার পর থেকে আইনটি নিয়ে সরব অনুরাগ কাশ্যপ। কার্যকর করার পর এবার ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করে বক্তব্য দিয়েছে এ নির্মাতা। দ্য হিন্দু এ খবর প্রকাশ করেছে।

কথিত নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের কারণে বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের অমুসলিম শরণার্থীরা ভারতীয় নাগরিকত্ব লাভে অগ্রাধিকার পাবেন। টুইটারে এর প্রতিবাদ জানিয়ে অনুরাগ লিখেছেন, নরেন্দ্র মোদি যে শিক্ষিত তার প্রমাণ চান এবং নরেন্দ্র মোদি যে 'সমগ্র রাজনীতিবিজ্ঞানে' ডিগ্রি নিয়েছে তাও দেখতে চান।

অনুরাগ আরও লিখেছেন, তিনি মোদির, তার বাবার এবং পুরো পরিবারের জন্মসনদ দেখতে চান।

তার পরই মোদির উচিত ভারতীয়দের কাগজ দেখা।

সূত্রঃ বিডি প্রতিদিন

যুক্তরাষ্ট্রে গ্রিনকার্ডের আশায় ২৪ বছর কাটিয়ে দিয়েছিলেন রুহুল আমিন। সেই গ্রিন কার্ড পেয়ে দেশে ফিরেছিলেন তিনি। কিন্তু ঘরে ফিরতে পারেননি। দেশে ফেরার ব্যাপারে বেশ রোমাঞ্চিত ছিলেন রুহুল।

ফেসবুকে লিখেছিলেন, '২৪ বছর পর বাংলাদেশে যাচ্ছি'। ঢাকায় হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তাকে নিতে এসেছিলেন বাবা-মা ও স্বজনরা। নিজের বাড়ি সিলেটে ফেরার পথে দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান রুহুল।

বুধবার রাতে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের হবিগঞ্জের মাধবপুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত রুহুল আমিন সিলেটের বিয়ানীবাজার উপজেলার কুড়ারবাজার ইউনিয়নের বৈরাগিবাজার খশির নামনগর গ্রামের আলিম উদ্দিনের ছেলে। দুর্ঘটনায় রুহুলের পরিবারের আরও চার সদস্য গুরুতর আহত হয়েছেন।

স্থানীয়রা জানান, ঢাকামুখী ট্রাকের ধাক্কায় রুহুল আমিনদের বহনকারী হাইয়েস গাড়িটি দুমড়ে মুচড়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলে প্রাণ হারান আমেরিকা রুহুল।

নিহতের স্বজনরা জানান, নাগরিকত্বের আশায় রুহুল আমিনের ২৪টি বছর কেটেছে আমেরিকায়। অবশেষে নাগরিকত্ব পেয়ে দেশেও ফিরেছেন। কিন্তু জন্মমাটি সিলেটের বিয়ানীবাজারে ফেরার পথেই মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় বাবা-মায়ের চোখের সামনেই প্রাণ হারান তিনি।

সূত্রঃ বিডি প্রতিদিন

শাম/সিরিয়ার চলমান রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে কয়েক লক্ষ্য কুফফার ও মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে কোন রাষ্ট্রীয় সহায়তা ছাড়াই লড়াই করে যাচ্ছেন কয়েক হাজারের আল্লাহ ভীরু মুজাহিদদের একটি কাফেলা। একদিকে দুনিয়ার সকল অত্যাধুনিক অস্ত্র ও যুদ্ধযানে সজ্জিত কুফফার ও মুরতাদ বাহিনী অন্যদিকে হাতে বহনকারী অস্ত্র ও কয়েকটি ট্যাংক নিয়ে কুফফার বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইকারী মুজাহিদ বাহিনী।

অস্ত্র ও সংখ্যার এই বিশাল পার্থক্যের পরেও মুজাহিদরা তাদের লক্ষ্য থেকে সরে পড়েননি, বরং সকল প্রতিকুল মুহূর্তকে অতিক্রম করেই এক আল্লাহর উপর ভরসা করে তারা লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন।

এরই ধারাবাহিকতায় বৃহস্পতিবার (১৬ জানুয়ারি ২০২০) কুফ্ফার রাশিয়া ও আসাদ সরকারের শিয়া মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে এক বরকতময়ী সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন আল-কায়েদা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন (ওয়া হাররিদীল মু'মিনীন) মুজাহিদিন , আনসারুত তাওহীদ ও HTS এর যোদ্ধারা।

মুজাহিদদের উক্ত সম্মিলিত অপারেশনের ফলে কুফ্ফার ও মুরতাদ বাহিনী "আবু জারীফ" এলাকা ছেড়ে পালায়ন করে। এসময় মুজাহিদদের তীব্র হামলায় অনেক কুফ্ফার ও মুরতাদ সেনা নিহত ও আহত হয়। কুফ্ফার বাহিনীর পলায়নের মধ্য দিয়ে মুজাহিদগণ উক্ত এলাকাটির উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন।

বর্তমানে মুজাহিদগণ ইদলিব সিটির "আশ-শাইখ ইদরীস, তেল খাতরাহ ও আবু দাফনাহ এলাকা শত্রু মুক্ত করার লক্ষ্য তীব্র লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন।

বিগত বেশ কয়েকম ধরে চলছে ইরাকী মুরতাদ সরকারের দুর্নীতি ও শিয়া প্রধান ইরানের আধিপত্যকে প্রশ্রয় দেওয়াসহ জনসাধারণের অধিকার ও তাদেরকে দেওয়া কথা মত কাজ না করায় সাধারণ ইরাকী মুসলিমদের বিক্ষোভ।

তুর্কি ভিত্তিক "আনাদোলু নিউজ এজেন্সি" অনুসারে ইরাক জুড়ে এখনো দেশটির মুরতাদ সরকার বিরুধী বিক্ষোভ চলছে। এরই ধারাবাকিতায় গত সোমবারেও কয়েক ডজন বিক্ষোভকারী কারবালায় অবস্থিত মুরতাদ শিয়াদের জনপ্রিয় "বদর" সংস্থার সদর দফতরে আগুন দিয়েছেন।

এছাড়াও বিক্ষোভকারী ইরাকী জনসাধারণ কারবালার কেন্দ্রস্থলে গভর্ণর ভবন অবরোধ করারও চেষ্টা করেন। তবে এসময় বিক্ষোভকারী ইরাকী জানসাধারণকে সেখান থেকে সরাতে দেশটির

মুরতাদ বাহিনী লাঠিচার্জ, টিয়ার গ্যাসের ক্যান্টিন, জলকামান নিক্ষেপসহ বিক্ষোভকারীদের লক্ষ্য করে গুলিও চালায়।

ইরাকী মুরতাদ সরকার বেশ কয়েকমাস ধরে চলমান এই বিক্ষোভের মুখোমুখি হচ্ছে, এসময় ইরাকী মুরতাদ বাহিনী সাধারণ বিক্ষোভকারীদের সাথে সহিংসতায় জড়িয়ে পড়ে। যার ফল সরূপ ইরাকী মুরতাদ বাহিনী হামলা চালিয়ে 500 শতাধিক সাধারণ লোককে হত্যা করেছে এবং 17,000 এরও বেশি লোককে আহত করেছে।

জম্মু-কাশ্মীরে কিছু অংশে চালু হলেও বেশিরভাগ অংশেই বন্ধ রয়েছে ইন্টারনেট সেবা।

সরকার ইন্টারনেটের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার ঘোষণা দেওয়ার পরও এমন পরিস্থিতি দেখা গেছে।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি জানায়, জম্মু অঞ্চলের হিন্দু-অধ্যুষিত কিছু জেলায় ২জি ইন্টারনেট সেবা চালু করা হয়েছে।

এছাড়া কিছু ব্রডব্যান্ড সুবিধাও পাচ্ছে তারা। তবে কাশ্মীর উপত্যকার মুসলিম-অধ্যুষিত এলাকায় এমন কোনো সেবাই পাওয়া যাচ্ছে না।

গত বছরের ৪ আগস্ট থেকে জম্মু-কাশ্মীরে স্বাভাবিক ইন্টারনেট সেবা বন্ধ রয়েছে।

এ সম্পর্কে ভারতের দাবি, পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতেই এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। ইন্টারনেট চালু রাখলে গুজব ছড়িয়ে পড়তে পারে।

এমনকি হামলা চালানোর জন্য ইন্টারনেটের মাধ্যমে সংঘবদ্ধ হতে পারে স্বাধীনতাকামীরা।

তবে সমালোচকরা ভারতের এই সিদ্ধান্তকে ভালো চোখে দেখছেন না। তারা বলছেন, এটা চরম দমনরীতি।

এমনকি জম্মু-কাশ্মীরে ইন্টারনেট বন্ধ থাকার বিষয়টিকে ‘কোনো গণতান্ত্রিক দেশে ইন্টারনেট বন্ধ থাকার সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী নজির’ হিসেবেও উল্লেখ করেন তারা।

প্রসঙ্গত, গত বছরের ৪ আগস্ট জম্মু-কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা তুলে নেয় কট্টর হিন্দুত্ববাধী সন্ত্রাসী নরেন্দ্র মোদী সরকার।

তখন জম্মু-কাশ্মীরকে দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভাগ করা হয়। এরপরই সেখানে বিভিন্ন বিষয়ে কড়াকড়ি আরোপ করা হয়, যা এখনো চলছে।

ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদগণ আল-ফাতাহ অপারেশনের ধারাবাহিকতায় গত ১৫ই জানুয়ারি বুধবার আফগানিস্তানের বলখ প্রদেশের "জারী" জেলায় আফগান মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

আলহামদুলিল্লাহ্, আল্লাহ্ ভীরু জানবায তালেবান মুজাহিদদের উক্ত সফল হামলায় আফগান মুরতাদ বাহিনীর ২২ সৈন্য নিহত হয়, ধ্বংস হয়ে যায় মুরতাদ বাহিনীর ৩টি ট্যাঙ্ক।

অন্যদিকে আজ ১৬ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার আফগানিস্তানের কুন্দুজ প্রদেশের "খান-আবাদ" অঞ্চলেও আফগান মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেন তালেবান মুজাহিদিন।

যার ফলে ৩ কমান্ডারসহ আফগান মুরতাদ বাহিনীর ১৬ সেনা ও পুলিশ সদস্য নিহত হয়।

শেখ মুজিবুর রহমানকে তার দলীয় নেতারা 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করেন। শেখ মুজিব পরবর্তী যে কয়টি বছর বেঁচে ছিলেন, 'বঙ্গবন্ধু' উপাধির স্বার্থকতা রক্ষা করতে পেরেছিলেন বলে মনে হয় না। তবে, তার মৃত্যুর পর থেকে 'বঙ্গবন্ধু' নামটি পূজিত এক নিকৃষ্ট মূর্তিরূপে আবির্ভূত হয়েছে। 'বঙ্গবন্ধু' নামকে কেন্দ্র করে একদল লোকের পেট চলছে। বঙ্গবন্ধু নামের ভাস্কর্য তথা মূর্তি কিংবা ছবি টাঙ্গানোর বিনিময়েও তারা সবকিছুর বৈধতা পাচ্ছে। আর, তাদের এ ব্যবসা টিকিয়ে রাখতে 'বঙ্গবন্ধু' নামক নিকৃষ্ট মূর্তিকে সকল প্রকারের 'কলঙ্ক' থেকে হেফাজত করা প্রয়োজন। এর জন্য তৈরি করা হয়েছে আইন, চালানো হচ্ছে নিরীহের উপর অত্যাচার।

‘বঙ্গবন্ধু পূজা’

মুশরিক মূর্তিপূজারীরা যেভাবে মূর্তি পূজা করে, ঠিক এরকমই শেখ মুজিবুরের মূর্তি বানিয়ে তার পূজারীরা ‘বঙ্গবন্ধু’ নামক মূর্তির পূজা করে থাকে। বিভিন্ন দিবস উপলক্ষ্যে ‘বঙ্গবন্ধু পূজা’ করা হয়। আবার, খোদ ‘বঙ্গবন্ধু’র বিভিন্ন কার্যকলাপের ভিত্তিতেও রয়েছে অনেক পালনীয় দিবস। এগুলোর মধ্যে একটি হলো ‘বঙ্গবন্ধু’র স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস। ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারী পাকিস্তানীদের জেল থেকে ছাড়া পেয়ে দিল্লি হয়ে ঢাকায় আসেন শেখ মুজিব। শেখ মুজিবের এ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষ্যে ২০২০ সালের গত ১০ই জানুয়ারীতে সারা বাংলাদেশে আমোদ-প্রমোদের নামে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের লাখ লাখ টাকা নষ্ট করেছে ‘বঙ্গবন্ধু’র পূজারীরা। ঐদিন শেখ মুজিবের মূর্তিতে ফুল দেওয়া ছাড়াও, প্রযুক্তির সাহায্যে আলোর মাধ্যমে শেখ মুজিবের মূর্তি তৈরি করে, সেই মূর্তি নড়াচড়া করিয়ে বিশেষ ধরণের ‘বঙ্গবন্ধু পূজা’ করে শেখ মুজিবের পূজারীরা। ঐদিন একইসাথে ২০২০-২১ সালকে মুজিববর্ষ হিসেবে দেওয়া পূর্বঘোষণা অনুযায়ী তারা মুজিববর্ষের ‘ক্ষণগণনা’ শুরু করেছে।

মানুষকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যও আছে ‘মুজিব বাহিনী’র বিশেষ শুভেচ্ছা বাণী — মুজিবীয় শুভেচ্ছা! আবার কেবল দেশেই নয়, বহির্বিশ্বেও ‘বঙ্গবন্ধু পূজা’ করে থাকে ‘মুজিব সেনারা’। ২০১৭ সালের ২১শে মার্চ বিবিসি বাংলায় “শেখ মুজিবের 'মূর্তি' সরানোর দাবি তুলেছে কলকাতার মুসলিম ছাত্ররা” শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। সেখানে বলা হয়, শেখ মুজিবুর রহমান ছাত্রজীবনে কলকাতার যে হোস্টেলে থাকতেন, সেখানেও একটি কক্ষে মসজিদের পাশেই ‘বঙ্গবন্ধু’র মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। আর তাই, কলেজের মুসলিম ছাত্ররা মূর্তিটা সরাতে আবেদন জানিয়েছেন। কিন্তু, ‘মুজিব পূজারীরা’ সেটি সরায়নি, বরং মূর্তিটিতে তারা নিয়মিত ফুল দিয়ে থাকে। এভাবে ‘বঙ্গবন্ধু’র নামে জায়গায় জায়গায় মূর্তি বানিয়ে বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষ্যে সেটির পূজা করে যাচ্ছে ‘মুজিব সেনারা’।

পূজারীদের যত লাভ

শেখ মুজিবুর রহমান জীবিত থাকতে তার অনুসারীদের যাই দেন না কেন, মৃত্যুর পর তার পূজারীরা অনেক কিছু পেয়েছে। কেবল ‘বঙ্গবন্ধু’ নামটাকে পুঁজি করেই ‘মুজিব বাহিনী’ ব্যাপক লুটতরাজ চালিয়েছে, চালাচ্ছে। ‘বঙ্গবন্ধু’ নামের উসিলা দিয়ে দোয়া করলে ‘মুজিব বাহিনী’র মনিব শেখ হাসিনা তা কবুল করে নেন। যেমন- কোনো এলাকায় ‘মুজিব বাহিনী’র আমোদ-

ফূর্তির জন্য একটা ভবন প্রয়োজন হলে, তারা ‘বঙ্গবন্ধু ভবন’ তৈরি করার আবেদন জানিয়ে শেখ হাসিনার কাছে আবেদন জানাবে। আর হাসিনা ‘বঙ্গবন্ধু’ নামের উসিলায় সেটি কবুল করে নিবে।

আবার, ‘বঙ্গবন্ধু’র মূর্তি বানানোর নামেও ‘মুজিব বাহিনী’র পকেটে টাকা ঢুকেছে। ২০১৮ সালের ২৭শে নভেম্বর ঢাকা ট্রিবিউনে ‘বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য নিয়ে যত কাণ্ড!’ শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদে বলা হয়, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই দফায় ১০ লাখ টাকা করে বরাদ্দ নিয়ে ‘বঙ্গবন্ধু’র একটি মূর্তি নির্মাণের কাজ করা হয়। কিন্তু, মাস কয়েকের মধ্যেই মূর্তিটিতে ফাটল দেখা দেয় এবং রং উঠে যায়। এ বিষয়ে মূর্তি নির্মাতা মৃণাল হক বলেন, ‘ভাস্কর্য নিয়ে অনেক ঝামেলা পাকিয়েছে। অনেক যন্ত্রণা করেছে। অনেক অত্যাচারও করেছে। এখন এই ভাস্কর্য নিয়ে আমি কোনো কথা বলবো না।’ এরপর ক্ষোভ প্রকাশ করে এ শিল্পী বলেন- ‘এরা চাঁদা তুলতে আসে, ওরা চাঁদা তুলতে আসে। চাঁদা না দিলে পিছে লাগে। আমার লোককে আটকে রাখে-বেঁধে রাখে।’

মূর্তি নির্মাতা মৃণাল হকের কথায় ‘বঙ্গবন্ধু’র মূর্তি নির্মাণের পেছনের কারণ বুঝা যায়। ঐ ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের বিরুদ্ধে যেমন অভিযোগ রয়েছে, তেমনি মৃণাল হকের বিরুদ্ধেও রয়েছে গুরুতর অভিযোগ। এভাবে, ‘বঙ্গবন্ধু’র ভাস্কর্য তথা মূর্তি, ভবন, লাইব্রেরি ইত্যাদি নির্মাণের কথা বলেই টাকা-পয়সা ভাগাভাগি করে নেয় ‘মুজিববাহিনী’। কিন্তু, এ টাকা-পয়সাগুলো আসে কোথা থেকে? এগুলো কার টাকা? হাসিনার নাকি জনতার? নিশ্চয়ই জনতার।

জনতার কী ক্ষতি!

‘বঙ্গবন্ধু পূজা’ করে একদল লোক অনেক কিছুই পাচ্ছে। কিন্তু, তাদের এ চাওয়া-পাওয়া সরকার কীভাবে পূরণ করে? এর সহজ উত্তর হলো- রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে তাদের খরচের ব্যবস্থা করা হয়। আর রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা থাকা টাকার অধিকাংশই হলো জনগণের প্রদেয় কর। তথা, ‘বঙ্গবন্ধু পূজা’ করে ‘মুজিবসেনারা’ যে সুযোগ-সুবিধা ও টাকা-পয়সা পায়, এগুলো সরকার জনগণকে লুটে, অত্যাচার চালিয়ে ব্যবস্থা করে থাকে। জানা গেছে, শেখ মুজিবের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে যে ‘মুজিববর্ষ’ ঘোষণা করা হয়েছে, এ ‘মুজিববর্ষে’ ‘মুজিববাহিনী’র জন্য আছে বিশেষ অফার! তাদের আমোদ-প্রমোদের জন্য সরকার এবার তাদেরকে আরো বেশি

চাঁদাবাজির সুযোগ দিচ্ছে বলে জানা যায়। তাছাড়া, মুজিববর্ষ উৎযাপনের জন্য দেশের সরকারও গত বছর ২০০ কোটি টাকার এক বিশাল বাজেট পেশ করেছে। একদিকে, দেশের অর্থনীতির চরম বিপর্যয়কাল চলছে, দেশে চরম মন্দা পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ায় অর্থনীতিবিদরাও কথা বলছেন; অন্যদিকে, মুজিববর্ষের নামে তারা এতো টাকা খরচ করে 'বঙ্গবন্ধু পূজা' করার আয়োজন করছে। নিজেদের আমোদ-প্রমোদের জন্য জনগণকে লুটেপুটে খেয়ে শেষ করে ফেলছে এই 'মুজিব বাহিনী'। কিন্তু, তাদের চাঁদাবাজি থেকে জনগণ কীভাবে রেহাই পেতে পারে? 'বঙ্গবন্ধু পূজা' কীভাবে বন্ধ করতে পারে?

বঙ্গবন্ধু অবমাননা আইন

'মুজিব বাহিনী'র অত্যাচার থেকে বাঁচতে হলে 'বঙ্গবন্ধু পূজা'র ইতি টানতে হবে। কিন্তু, কীভাবে এ কাজ করবেন? দেশের সংবিধানে 'বঙ্গবন্ধু পূজা'কে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। আর যে বা যারাই 'বঙ্গবন্ধু'র অবমাননা করবে, তার জন্য রয়েছে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের বিধান। এদেশে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবমাননাকারীর শাস্তি হয় না, কিন্তু শেখ মুজিবের অবমাননাকারীর শাস্তি হয়। আপনি 'বঙ্গবন্ধু'র নামে কিছু বলারও দরকার নেই, আকার-ইঙ্গিতে যদি আপনার কথা 'মুজিব বাহিনী'র কাছে তাদের স্বার্থবিরোধী ও 'বঙ্গবন্ধু'র ব্যাপারে অবমাননা বলে মনে হয়, তাহলেই তারা আপনাকে জেলে পুরবে। এই পূজারীদের কাছে 'বঙ্গবন্ধু' আগে নবী ছিল, এখন তারা তাকে রবের আসনে বসিয়েছে।

এভাবে, 'বঙ্গবন্ধু' নামক মূর্তিকে দাঁড় করিয়ে দেশের মানুষের উপর নিপীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে 'মুজিবপূজারীরা'। একদিকে তারা 'বঙ্গবন্ধু পূজা'র নামে জনগণের অর্থ-সম্পদ লুটে খায়, অন্যদিকে 'বঙ্গবন্ধু' নামক নিকৃষ্ট মূর্তির প্রতিরক্ষায় তৈরি করে 'বঙ্গবন্ধু অবমাননা আইন'; যে আইনের মাধ্যমে চলে নিরীহের উপর নিপীড়ন। এ আইন 'বঙ্গবন্ধু পূজা'কে যেমন বৈধতা দান করে, এর বিরোধিতাকারীদের বিরুদ্ধে শাস্তি নিশ্চিত করে, তেমনি 'বঙ্গবন্ধু'র নামে 'বঙ্গবন্ধু পূজারী'দের সকল অপকর্মকে বৈধতা দান করে। অর্থাৎ, মুজিবপূজারীদের এসকল অপকর্মের পাশাপাশি দেশের সকল অপরাধের মূলে রয়েছে মানবরচিত কুফরি সংবিধান। এ সংবিধান যতোদিন স্বস্থানে বহাল থাকবে, 'মুজিবপূজারীরা' 'বঙ্গবন্ধু পূজা'র নামে দেশে লুটপাট চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাবে। তাই, 'মুজিবপূজারী'দের মূলে তথা এই মানবরচিত সংবিধান উৎখাত করে মহান আল্লাহ তা'য়ালার বিধান বাস্তবায়ন করতে পারলেই জনগণের বাস্তব মুক্তি সম্ভব।

লেখক: আহমাদ উসামা আল-হিন্দ, সম্পাদক, আল-ফিরদাউস নিউজ।

বিজেপি'র বিরুদ্ধে বিভাজনের রাজনীতি করার অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ, হিন্দু ভোট ধরার কৌশল হাতে নিয়েছে দলটি। তাই এবার দিল্লির মসজিদ ও গোরস্থান ভাঙার হুমকি দিয়েছে পশ্চিম দিল্লির সন্ত্রাসী দল বিজেপির গুণ্ডা সাংসদ পরবেশ বর্মা।

পরবেশ বর্মা বলেছে, দিল্লিতে নির্মিত মসজিদ ও গোরস্থান ভেঙে দেওয়া হবে।

তার দাবি মুসলমানদের মসজিদ সরকারি জমিতে নির্মাণ করা হয়েছে।

পরবেশ বর্মা দাবি করেছে, সরকারি জমিতে অবৈধভাবে কোনও মন্দির বা গুরুদ্বার তৈরি হয়েছে এমনটা ঘটেনি।

শুধু মসজিদ ও কবরস্থানই তৈরি হয়েছে। আর সরকারি জমি দখল করে নির্মিত মসজিদগুলি নিশ্চিতভাবে ভেঙে ফেলা হবে।

প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালে পরবেশ বর্মা এই বিষয়ে অভিযোগ করার পর দিল্লির সংখ্যালঘু কমিশন একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠন করেছিল।

শহরের মোট ৬৮টি মসজিদ, কবরস্থান, মাদ্রাসা ও ইমামবাড়া পরিদর্শন করে সেই কমিটি অবশ্য জানিয়েছিল, পশ্চিম দিল্লির সাংসদের দাবি পুরোপুরি মিথ্যে।

গোবর ও গো-মূত্র গবেষণায় নজর দিতে বিজ্ঞানীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের পশুপালন, ডেইরি ও মৎস্যচাষ মন্ত্রী মালাউন গিরিরাজ সিংহ। সে বলেছে, গো-ভক্তি থেকে নয়, বাস্তব সমস্যা মোকাবিলার দাওয়াই হিসেবেই গোবর গবেষণা করা উচিত।

১২টি রাজ্যের ভেটেরিনারি অফিসার ও পশুপালন সংক্রান্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠাগুলোর উপাধ্যক্ষদের কর্মশালায় সে এ আহ্বান জানায়। খবর আনন্দবাজার।

মন্ত্রী আরও বলেছে, গো-হত্যা নিষিদ্ধ। আবার দুধ দেওয়া বন্ধ হওয়ার পর গরু গোয়ালে রাখলে আর্থিক ক্ষতি। তাই ছাড়া-গরু উত্তরপ্রদেশে সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিজ্ঞানীরা যদি গোবর ও গো-মূত্র থেকে অর্থকরী কিছু তৈরির পথ দেখাতে পারেন, তবে বুড়ো গরু ছেড়ে দেওয়ার প্রবণতা কমবে। অর্থনীতিরও এতে উপকার হবে।

প্রতিদিন সিরিয়ায় ধর্ষিত হচ্ছেন অসংখ্য নারী। মুসলিম নারী। আলেপ্পোর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার জন্য এটা খুবই ভয়াবহ সময়।

মারাত্মক এ অবস্থায় নারীরা ধর্ষিত হওয়ার আগে আত্মহত্যার ফাতোয়া খোঁজছে! পূর্ব আলেপ্পোর একপিতা ধর্ষিত হওয়ার আগে মেয়েদের হত্যা করার ব্যাপারে স্থানীয় আলেমদের পরামর্শ চেয়েছেন।

ইরানি মিলিশিয়া এবং অন্যান্য আর্মি সন্ত্রাসী গ্রুপের ভয়ে সব সময় তটস্থ থাকেন আলেপ্পোর নারীরা।

প্রখ্যাত সিরিয়ান ইসলামিক স্কলার মুহাম্মদ আল ইয়াকুবি টুইট করেন, আর্মি গ্রুপের ধর্ষণ থেকে রক্ষা করতে নিজ স্ত্রী-কন্যা-বোনদের হত্যা করার হুকুম জানতে চেয়েছেন এক ব্যক্তি।

আরও একজন নারীর একটি বার্তা সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক ভাইরাল হয়েছে। সেখানে তিনি বলেন, আমি এখনও পর্যন্ত জীবিত। এটা আমার সৌভাগ্য না দুর্ভাগ্য আমি জানি না।

কারণ, এখানে কোন নারীর বেঁচে থাকার অর্থই হলো কোন না কোন গ্যাং কর্তৃক নিশ্চিত ধর্ষিত হওয়া। তিনি বলেন, আমি কারও কারুণা চাই না। আমার বোঝাপড়া একান্ত আমার নিজের।

আমাকে আল্লাহর কাছে ন্যস্ত করুন। তিনিই আমার জন্য যথেষ্ট। আত্মহত্যার পর আমাকে যেন অযথা দোষারোপ না করা হয়- আমি শুধু এইটুকু চাই!

তিনি বলেন, জাহান্নাম এখন আর ভয় পাই না আমি। আমাদের বেঁচে থাকাও যেখানে কিছু মাত্র কম নারকীয় নয়। আমার বাবা-মা মরে গিয়ে বেঁচে গিয়েছেন।

এখন আমারও বাঁচতে হলে মরতে হবে। কারণ, বেঁচে থেকে আমি মানুষের মত প্রাণীদের আনন্দের বস্তুতে পরিণত হতে চাই না। আমি মানুষের সমালোচনার পরোয়া করি না।

তারা আমার যা ইচ্ছা সমালোচনা করুক। তবু আমি হায়েনাদের স্পর্শমুক্ত পবিত্র মৃত্যু চাই'। আলেপ্পো এখন একটি জল-জ্যান্ত দোজখ।

যেখানে কেউ পোঁড়ছেন, কেউ পোঁড়ার অসহায় অপেক্ষা করছেন।

১৫ই জানুয়ারি, ২০২০

বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য দীর্ঘদিন থেকে সঙ্কুচিত হয়ে আছে মধ্যপ্রাচ্যের শ্রমবাজার। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে রাজনৈতিক অস্থিরতা, অর্থনৈতিক মান্দাসহ নানা কারণে বিগত কয়েক বছর থেকেই ভুগতে হয়েছে প্রবাসী বাংলাদেশিদের। অধিকাংশ দেশই বাংলাদেশ থেকে নিচ্ছে না কোনো শ্রমিক। আবার দু'একটি দেশ বাংলাদেশ থেকে শ্রমিক নিলেও তাদের প্রবাস জীবন সুখকর নয়। বাংলাদেশ থেকে শ্রমিকও নিচ্ছে কম। এর মধ্যে গত বছর সৌদি আরবে অস্থিরতা ছিল সবচেয়ে বেশি। আকামা (কাজের অনুমতি) থাকা সত্তেও অনেক শ্রমিকদের ধরে দেশে পাঠায় দেশটি।

বাংলাদেশ থেকে সে দেশে যাওয়া নারী শ্রমিকদেরও কর্মজীবন সুখকর ছিল না। শারীরিক ও যৌন নির্যাতনের শিকার হয়ে দেশে ফিরতে হয়েছে সহস্রাধিক নারীকে। তবে সংশ্লিষ্টরা বলছেন, বিশ্বের মার্কেটে কম দক্ষ বা আধাদক্ষ শ্রমিকদের চাহিদা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। আমরা তাদের চাহিদা অনুযায়ী যুগোপযোগী কর্মী তৈরি করতে পারছি না। এজন্যও শ্রমবাজার হারাতে হচ্ছে বাংলাদেশকে।

অন্যদিকে দিন বদলের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমবাজারের চাহিদায়ও পরিবর্তন আসছে। কর্মক্ষেত্রে দক্ষতার অভাব, নিয়োগ প্রক্রিয়ায় জটিলতা এবং অতিরিক্ত অভিবাসন ব্যয়ের পাশাপাশি বেসরকারি জনশক্তি রতানিকারকদের সিন্ডিকেট আর দালালদের দৌরাত্ম্যে সঙ্কুচিত হয়েছে দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অভিবাসন খাত। তার ওপর মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে জনশক্তি রফতানিতে সঙ্কট, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যাও দেখা দিয়েছে নতুন করে।

এ প্রসঙ্গে রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্টস ইউনিটের (রামরু) চেয়ারম্যান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তাসনিম সিদ্দিকী মানবকণ্ঠকে বলেন, শ্রমবাজার একটু একটু করে প্রফেশনাদের দিকে যায়, কিন্তু আমরা একটি মার্কেটে শ্রমশক্তি পরিচালনা করছি। এটার একটি বড় কারন হচ্ছে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা দক্ষ কর্মী গড়ে তুলতে পারছে না। দক্ষ কর্মী গড়ে তুলতে পারলে আমরা কিন্তু মধ্যপ্রাচ্য ছাড়াও উন্নত দেশগুলোতে জনশক্তি রফতানি করতে পারতাম। আমাদের দ্বিমুখী শিক্ষাব্যবস্থার (ভোকেশনাল ও মূলধারা) কারণে মূলধারা থেকে যে পাস করে সে দক্ষতা পায় না আর যারা ভোকেশনালে আসতে তাদের সংখ্য খুব সামান্য।

তিনি বলেন, যে কোনো রাষ্ট্রই দীর্ঘদিন একটি বাজারে শ্রমশক্তি পরিচালনা করতে করতে অন্য বাজারে চলে যায়। আমাদেরও নতুন বাজারে যেতে হবে। আর নতুন বাজারে যাওয়ার জন্য আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে পরিবর্তন করতে হবে। গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। ভোকেশনালকে মূলধারার শিক্ষার অংশ হিসেবে করে নিতে হবে। তারপর আমরা ভালো ফলাফল পাব। না হলে দেখা যাবে কোনো বছর বেশি কর্মী যাবে, কোনো বছর কম যাবে, কোনো বছর আরেকটু বাড়বে। সেগুলো সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত সম্পর্কে শ্রমবাজার চালু করায় থেকে যাবে। আমাদের এখন এই বড় সঙ্কট উত্তোরণের সময়।

জনশক্তি ব্যবসায়ীদের সংগঠন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সির (বায়রা) যুগ্ম সম্পাদক অ্যাডভোকেট সাজ্জাদ হোসেন মানবকণ্ঠকে বলেন, বিভিন্ন কারণে মধ্যপ্রচ্যে শ্রমবাজার হারাচ্ছে বাংলাদেশ। এরমধ্যে বিভিন্ন দেশ আগের চেয়ে এখন নিজেদের কর্মীদের বেশি প্রাধান্য দিচ্ছে। কুটনৈতিকভাবেও আমাদের ভুমিকা দুর্বল রয়েছে। এটিকে জোরালো করতে হবে। এছাড়াও আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, বিশ্বের মার্কেটে কম দক্ষ বা আধাদক্ষ শ্রমিকদের চাহিদা হ্রাস পাচ্ছে। এখন আমরা তাদের চাহিদা অনুযায়ী যুগোপযোগী কর্মী তৈরি করতে পারছি না। এ জন্যও শ্রমবাজার হারাতে হচ্ছে বাংলাদেশকে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, দেশের শ্রম রফতানির ৮০ ভাগই মধ্যপ্রাচ্যকেন্দ্রিক। নানা অসঙ্গতির কারণে, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাতের মতো কয়েকটি শ্রমবাজারে বাংলাদেশিদের জন্য বিধিনিষেধ তৈরি হয়েছে। নানা কারণে টানা সাত বছর কর্মী নিয়োগ বন্ধ রাখার পর ২০১৫ সালে বাংলাদেশের জন্য বাজার খুলে দেয় সৌদি আরব। ২০১৫ সাল থেকে এ পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে বড় চাকরির বাজার সৌদি আরবে প্রায় ১৩ লাখ বাংলাদেশি কাজের সুযোগ পায়। তবে জানা গেছে, অভ্যন্তরীণ বেকারত্ব কমাতে ১২ ধরনের কাজে কোনো বিদেশি কর্মী নেবে না সৌদি সরকার। অন্যদিকে গত বছরের শুরু থেকেই সৌদি শ্রমবাজারে শুরু হয় অস্থিরতা। বিশেষ করে নারী শ্রমিকদের প্রবাস জীবন সুখকর হয়নি। নিয়োগকর্তা কর্তৃক শারীরিক, মানসিক ও যৌন নির্যাতনের শিকার হয়ে দেড় সহস্রাধিক শ্রমিক দেশে ফিরেছন। আর গত বছরের জানুয়ারি থেকে নভেম্বর পর্যন্ত পুরুষ শ্রমিক ফিরেছেন ২৪ হাজার ২৮১ জন। তাদের অধিকাংশ শ্রমিকই অভিযোগ করেন তাদের আকামা (কাজের অনুমতিপত্র) থাকা সত্তেও তাদের আটক করে দেশে পাঠিয়েছে সৌদি পুলিশ। এদের অনেকই দেশে ফিরেছেন শূন্যহাতে। চলতি বছরে কাটেনি এ অস্থিরতা। এ পর্যন্ত ৪০ নারীসহ ৭৬৭ বাংলাদেশি শ্রমিককে ফেরত পাঠিয়েছে সৌদি আরব। সৌদি আরবের পর বাংলাদেশের জন্য দ্বিতীয় বৃহত্তম চাকরির বাজার সংযুক্ত আরব আমিরাত।

জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) তথ্যানুযায়ী, ২০০৭ সাল থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত ৫ বছরে ১৬ লাখ বাংলাদেশি শ্রমিক আরব আমিরাতে চাকরি নিয়ে গেছেন। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, ওই নিয়োগ প্রক্রিয়া স্বচ্ছ না হওয়ায় আমিরাত সরকার বাংলাদেশ থেকে কর্মী নেয়া বন্ধ করে দেয়; যা সরকার নানা দেনদরবার করেও চালু করতে পারেনি। যদিও সরকারের পক্ষ থেকে আরব আমিরাতের বাজার খুলে যাওয়ার কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু বাস্তবে এর প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে না।

সূত্রঃ মানবকন্ঠ

রাজধানী ঢাকাবাসীকে বর্ষাকালে ভুগতে হয় জলাবদ্ধতায় আর শুষ্ক মৌসুমে পোহাতে হয় ধুলার দুর্ভোগ। কোনো মৌসুমেই নগরবাসী স্বাচ্ছন্দ্যে রাস্তাঘাটে চলাচল করতে পারে না। শুধু তাই নয়, কাজ শেষে ঘরে ফিরেও শান্তি নেই। বাসায় ফেরার পর শুরু হয় মশার জ্বালা। মশার

ভোঁভোঁ শব্দ এবং কামড়ে বিরক্ত ও অতিষ্ঠ রাজধানীর নগরবাসী। অর্থাৎ ঘরে-বাইরে সবখানেই যেন জ্বালা, কোনো স্থানেই স্বস্তিতে নেই রাজধানীবাসী। রাজধানীর ঢাকা শহর দিন দিন দুর্ভোগের নগরীতে পরিণত হচ্ছে। ঢাকা শহর এখন অনেকটাই ধুলায় ঢাকা। এই ধুলার কারণেই নগরবাসীকে দিন-রাত নাকাল হতে হচ্ছে নানাভাবে। শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা বাড়ছে। নগরীর বিভিন্ন স্থানে বেড়েছে ধুলার পরিমাণ। তাছাড়া রাজধানীতে বর্তমানে এডিস মশা তেমন একটা না থাকলেও ভয়াবহ রূপ নিয়েছে কিউলেক্স মশা। রাত-দিন এসব মশার কামড়ে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে রাজধানীবাসী।

কিউলেক্স মশা ঠেকাতে ঢাকা-উত্তর সিটি কর্পোরেশন (ডিএনসিসি) বেশকিছু পদক্ষেপ নিলেও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন (ডিএসসিসি) চলছে ধীরগতিতে। এনায়েত হোসেন খাঁন। রাজধানীর মিরপুর কালশী এলাকার বাসিন্দা। ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বলেন, ‘কী আর বলব! রাজধানীতে ঘরে-বাইরে সবখানেই জ্বালা। সকালে অফিস যাওয়ার জন্য যখন বের হই, তখন পুরো রাস্তায় ধুলা এমনভাবে ওড়ে, দেখে মনে হয় কুয়াশায় ছেয়ে আছে। এখন রাজধানীতে মেট্রোরেলের কাজ চলছে। বাইরে থেকে ফেরার পর পরনের জামা-কাপড়ের ওপর ধুলার আস্তরণ জমে থাকে। আবার দিনের বেলায় ধুলাবালি মিশ্রিত অবস্থায় বাসায় ফেরার পরও শান্তি নেই। তখন শুরু হয় মশার উৎপাত।

ডেঙ্গুর প্রকোপ চলাকালীন প্রতিদিন খুবই আতঙ্কে দিন কেটেছে খিলক্ষেতের সাইফুল ইসলামের। এখন শুরু হয়েছে শীতকালীন মশার জ্বালা। তিনি বলেন, ‘বিশেষ করে সন্ধ্যার পর থেকে এত মশার উপদ্রব বাড়ে যে, ঘরের ভেতরেও মশা জেঁকে ধরে। মশার কয়েল, অ্যারোসল কিছু দিয়েই মশাকে প্রতিরোধ করা যায় না। আর ডেঙ্গুর সময় দুই সিটি কর্পোরেশন মশা মারতে নানা ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করলেও বর্তমানে উত্তর সিটি কর্পোরেশনের কিছু কর্মসূচি চোখে পড়লেও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের তেমন কোনো কার্যক্রম চোখে পড়ে না। ফলে বাইরে ধুলা আর বাসায় মশার জ্বালায় আমরা অতিষ্ঠ!’

নগরবাসীর অভিযোগ, বর্তমানে মশক নিধন কর্মীদের তেমনভাবে আর মাঠে দেখা যাচ্ছে না। কিউলেক্স মশা নিয়ন্ত্রণে ডিএসসিসির উল্লেখযোগ্য কোনো কর্মসূচি দেখতে পাচ্ছে না নগরবাসী। সংস্থাটি ঘোষণা দিয়েছিল ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে রাখতে হলে বছরজুড়ে কাজ করবে তারা। কিন্তু দু-তিন মাসের ব্যবধানে তাদের কার্যক্রমে ধীরগতি দেখা দিয়েছে।

সূত্রঃ মানবকণ্ঠ

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকান শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন ১৫ জানুয়ারি বুধবার সোমালিয়া ও কেনিয়া জুড়ে ৬টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

মুজাহিদদের এসকল হামলার মধ্যে রয়েছে রাজধানী মোগাদিশুর আফজাওয়ী শহরে মুরতাদ বিহিনীর একটি ইউনিটের উপর হামলা। যাতে ১ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং আরো ১ সৈন্য আহত হয়।

এছাড়াও কুকানী, লাফুলী ও আলমাদা শহরেও পৃথক পৃথক সফল হামলা চালিয়েছেন, যার ফলে মুরতাদ বাহিনীর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার পাশাপাশি অনেক সৈন্যও হতাহতের শিকার হয়। যার হিসাবা এখনো অজ্ঞাত রয়েছে।

অন্যদিকে রাজধানী মোগাদিশুর "বারিরী" শহরে মুরতাদ সরকারের সামরিক বাহিনীর একটি ঘাঁটিকেও চতুর্দিক থেকে অবরুদ্ধ করে তীব্র হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদিন।

ইনশাআল্লাহ অচিরেই ঘাঁটিতে মুজাহিদদের পরিচালিত হামলায় মুরতাদ বাহিনীর ক্ষয়ক্ষতির বিস্তারিত রিপোর্ট প্রকাশ করা হবে।

সিরিয়ান আহলুস সুন্নাহর সর্বশেষ আশ্রয়স্থল ও নিয়ন্ত্রিত ইদলিব সিটির কয়েকটি স্থানে আজ বুধবার (১৫ই জানুয়ারি) ব্যাপকহারে বোমা হামলা চালিয়েছে কুফ্ফার রাশিয়া ও মুরতাদ আসাদ সরকারের শিয়া সন্ত্রাসীরা।

কুফ্ফার ও মুরতাদ বাহিনীর হামলায় সবচাইতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন ইদলিব সিটির "আরিহা ও বানাশ" এলাকার মুসলিমরা।

সিরিয়ান ভিত্তিক কয়েকটি সংবাদ মাধ্যমের বরাতে জানা যায় যে, ইদলিবের উক্ত দুটি এলাকাতেই কেবল নিহত হয়েছেন ১৮ জন মুসলিম এবং গুরুতর আহত হয়েছেন আরো ৬৫ এরও অধিক।

এছাড়াও ইদলিব সিটির আরো বেশ কিছু এলাকায় হামলা চালিয়েছে কুফ্ফার রাশিয়া ও শিয়া সন্ত্রাসীরা। যার ফলে অনেক মুসলিম নিহত ও আহত হয়েছেন।

আযাদ কাশ্মীরের নীলম উপত্যকায় ও বাকওয়ালি গ্রামে বৃষ্টি ও ভারী তুষারপাতের ফলে ভূমিধস ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। যার ফলে উপত্যকায় ১৩০ টি বাড়ি ধ্বংস হয়ে গেছে, 67 জন মারা গেছেন, উদ্ধার কর্মীরা উপত্যকা থেকে ৬১ জনের মৃতদেহ এবং ৫৩ জনকে আহত অবস্থায় নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়েছেন, বাকিদেরকে উদ্ধার করার জন্য পাক সেনারা উদ্ধার কার্যক্রম অব্যাহত রখেছে।

এদিকে বেলুচিস্তানে বৃষ্টিপাত ও তুষারপাত ৩০ বছরের রেকর্ড ভেঙ্গে সর্বোচ্চ চুড়ায় এসে পোঁছেছে। যেখান এখন পর্যন্ত ২১ জন নিহত হয়েছেন।

বিশদ তথ্য মতে, আজাদ কাশ্মীর উপত্যকার সরগুন অঞ্চলে একটি বরফের হিমালয় থেকে বরফের বিশাল খন্ড ধসে পড়ে, যার ফলে সেখানকার বাকওয়ালী ও সিরি নামক দু'টি গ্রাম ডুবে যায়, এর ফলে 67 জন মারা যান, যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত এবং রাস্তা বন্ধ রয়েছে। ফলস্বরূপ স্থানীয় প্রশাসন ও সরকার সময়মতো ত্রাণ কাজ শুরু করতে পারেনি বলে দাবি করছে পাকিস্তান।

মঙ্গলবার সকালে পাক আর্মিরা হেলিকপ্টার দিয়ে বাকাওয়ালি গ্রাম ও সেরি গ্রাম থেকে 61 জনের লাশ উদ্ধার করেছে এবং 53 জনকে আহত অবস্থায় হাসপাতালে স্থানান্তর করেছে।

এমনিভাবে দুধনিয়ালায় বরফের আচ্ছাদিত বাড়ি একটি বাড়ি থেকে হাফিজ নামের এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। কাইল এলাকার "ধোকি চাকনার" এলাকায় ছয়টি বাড়ি বরফের

আচ্ছাদিত হয়ে পড়লে সেখান থেকেও আরো ৮ জনের নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। উপত্যকার "নারিল" এলাকা হতে চল্লিশটি পরিবারকে সুস্থ অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে।

অন্যদিকে বেলুচিস্তানেও গত 24 ঘন্টার তীব্র বৃষ্টিপাত ও ভারী তুষারপাতের ফলে "খানোজাইয়" এলাকায় কয়েকটি বাড়ির ছাদ ধসে ৫ শিশু সহ ২১ জন নিহত হয়েছেন।

স্কুলের পাশে সাবেক এক ইউপি সদস্য গড়ে তুলেছেন গরুর গোয়ালঘর! স্কুলে যাওয়ার কাঁচারাস্তার ওপর বেঁধে রাখা হয় গরু।

ইউপি সদস্যের অন্য দুই ভাই ভবনের পেছনে দেয়াল ঘেঁষে করেছেন রান্নাঘর। রান্না করার সময় চুলার ধোঁয়া শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে। তাদেরও রয়েছে বেশ কয়েকটি গরু। স্কুলজুড়ে গোবর ও গো-মূত্রের দুর্গন্ধ।

পাবনার চাটমোহর উপজেলার ১৩০ নম্বর ছাইকোলা পূর্বপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিবেশ এটি।

স্কুল কর্তৃপক্ষ গরুর গোয়াল ও রান্নাঘর সরিয়ে নিতে ওই ইউপি সদস্যকে বললেও প্রভাবশালী হওয়ার কারণে উল্টো প্রধান শিক্ষকসহ সহকারী শিক্ষকদের বিভিন্নভাবে ভয়ভীতি দেখানো হয় এবং মারধর করতেও আসেন তারা বলে অভিযোগে জানা যায়।

এর আগে বিষয়টি উপজেলা শিক্ষা অফিসারকে বারবার বলার পরও তিনি কোনো পদক্ষেপ নেননি। এতে ক্ষুব্ধ অভিভাবকরা। এ কারণে দিনে দিনে স্কুলে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতিও কমে যাচ্ছে।

সরেজমিন গিয়ে জানা গেছে, বিদ্যালয়ের সামনে ও পেছনের অংশজুড়ে ছাইকোলা ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক ইউপি সদস্য আবদুল আলীম, তার দুই ভাই আতাউর ও আলীমের বসতঘর। স্কুলে প্রবেশ মুখের কাঁচারাস্তার পাশে আবদুল আলীম তৈরি করেছেন গোয়ালঘর। সেখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাঁধা থাকে গরু।

আর বিদ্যালয় ভবনের পেছনে দেয়াল ঘেঁষে তার দুই ভাই আতাউর ও তালেব হোসেন তৈরি করেছেন রান্নাঘর। ভবনের পেছনে বেঁধে রাখা হয় তাদেরও বেশ কয়েকটি গরু।

ক্লাস চলাকালীন হাওয়া প্রবেশের জন্য জানালা খুললেই গোবর ও গো-মূত্রের উৎকট গন্ধে ভরে ওঠে। আর চুলার ধোঁয়ায় ভরে ওঠে শ্রেণিকক্ষ। যে কারণে স্কুল চলাকালীন শ্রেণিকক্ষের জানালা বন্ধ রাখতে হয়। এতে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা শ্বাসকষ্টে ভোগে এবং আলোর স্বল্পতার কারণে পড়াশোনা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

মাঝেমধ্যেই অনেক শিক্ষার্থী অসুস্থ হয়ে পড়ে। আর রাস্তা বন্ধ করে তাদের দেখাদেখি স্কুলের চারপাশে অন্যরাও রোদে শুকাতে দিয়েছেন গোবরের শলা।

স্কুলটির চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থী জান্নাতি খাতুন, হুমায়রা খাতুন ও মান্না হোসেন যুগান্তরকে বলে, গোবর, গো-মূত্র এবং রান্নাঘরের চুলার ধোঁয়ার কারণে শ্বাস নিতে খুব কষ্ট হয়। যে কারণে মাঝেমধ্যে স্কুলে অনুপস্থিত থাকতে হয় বলে জানায় তারা।

শহীদুল ইসলাম ও সবুজ্জ্বল হোসেন নামে দুই অভিভাবক যুগান্তরকে বলেন, স্কুলের পাশে গরু বেঁধে রাখা এবং রান্নাঘর সরানোর জন্য এর আগে বহুবার ওই মেম্বারকে বলা হয়েছে কিন্তু তারা কোনো কিছুই কানে নিচ্ছেন না।

স্কুলের প্রধান শিক্ষক মাসুদা পারভীন যুগান্তরকে বলেন, এমনিতেই স্কুলটি শ্রেণিকক্ষ সংকটসহ নানা সমস্যায় জর্জরিত। তার পর আবদুল আলীম ও তার পরিবারের অন্য সদস্যরা নানাভাবে অত্যাচার করে। এ ছাড়া স্কুলের বেশ কিছু জায়গা তাদের দখলে রয়েছে। সমস্যার কথা বলতে গেলে উল্টো তারা নানাভাবে হুমকি ধামকি দেয়।

বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বারবার বলার পরও কোনো সুরাহা হয়নি বলে জানান তিনি।

অভিযোগে ব্যাপারে সাবেক ইউপি সদস্য আবদুল আলীমের কাছে জানতে গেলে উল্টো তিনি এই প্রতিবেদককে প্রশ্ন করে বলেন, আপনাকে কে খবর দিয়ে নিয়ে এসেছে? আমরা কী গরু-ছাগল লালন-পালন করব না? আর আশপাশের সবাই গরুর গোবর শুকাতে দেয়, শুধু আমার বেলায় স্কুলের লোকজন এমন করে কেন?

আমরা কী তা হলে এখান থেকে বাড়িঘর তুলে নিয়ে যাব?

এদিকে ওই ইউপি সদস্য রাস্তার পাশের একটি বড়ইগাছের কয়েকটি ডালকে রক্ষা করতে রীতিমতো যুদ্ধংদেহী অবস্থা!

পাশেই তাদেরও গরু বেঁধে রাখা হয়েছে। শুধু ইউপি সদস্যেই নয়, আশপাশের অনেকেই স্কুলের রাস্তা বন্ধ করে শুকাতে দেন গোবরের শলাকা। চারদিকে শুধু গরুর গোবর ও গো-মূত্রের দুর্গন্ধ। জানালা খুললেই শ্রেণিকক্ষ চুলার আগুনের ধোঁয়ায় ভরে উঠছে। শিক্ষার্থীদের শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।

বিদ্যালয়ের এমন পরিবেশের কারণে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

রাজধানীর মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষার্থীদের ড্রেসকোড পরিবর্তন করায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষকরা। আগে মেয়েদের ড্রেসকোডে মাথায় স্কার্ফ বা ওড়না ব্যবহারের নির্দেশনা থাকলেও নতুন প্রণীত ড্রেসকোডে সেখানে স্কার্ফ বা ওড়না ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অন্যদিকে ছেলেদের মাথায় টুপি ব্যবহারকেও অঘোষিতভাবে নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে। শুধু শিক্ষার্থীই নয়, শিক্ষকদের মধ্যেও আগে যারা পাঞ্জাবী পড়ে স্কুলে আসতেন তাদেরকে এখন পাঞ্জাবী পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। তবে কেউ পাঞ্জাবী পড়লেও পাঞ্জাবীর উপরে আলাদাভাবে কটি পড়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। যদিও স্কুল কর্তৃপক্ষ দাবি করছেন তারা ড্রেসকোডে কোনো পরিবর্তন আনেননি। মেয়েদের ওড়না বা স্কার্ফ ব্যবহার এবং ছেলেদের টুপি ব্যবহারকে পুরোপুরি নিষেধও করা হয়নি। তবে এই ড্রেসগুলোকে শুধু ঐচ্ছিক করা হয়েছে মাত্র।

মঙ্গলবার দুপুরে মতিঝিলের আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের প্রধান ফটকে গিয়ে দেখা গেলো স্কুলের বালক শাখার ছুটি হয়েছে। দলে দলে বের হয়ে আসছে ছেলেরা। তবে অনেক শিক্ষার্থীর মাথায় টুপি নেই। আগে যেখানে প্রায় প্রতিটি বালকের মাথায় টুপি ব্যবহার বাধ্যতামূলক থাকতো মঙ্গলবারের চিত্র ছিল সম্পুর্ণ বিপরীত। নতুন শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি সিদ্ধান্তে ড্রেসকোডে পরিবর্তন এনে ছেলেদের টুপি ব্যবহারে নিরুৎসাহিত করার অভিযোগ করেছেন অনেক অভিভাবক। প্রথম সারির দাবিদার এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির মতিঝিলে প্রধান শাখা ছাড়াও মুগদা ও বনশ্রীতেও আরো দু'টি শাখা রয়েছে।

দুপুর দুইটার একটু আগে মূল স্কুল ভবনের ভেতরের মাঠে গিয়ে দেখা গেল বেশ কিছু মেয়ে স্কুলের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অংশ হিসেবে মাঠে খেলাধুলা করছে। অনেকে আবার স্কাউটিং এর অনুশীলন করছে। অনেক মেয়েরা মাঠের পাশে দাঁড়িয়ে সেই খেলা দেখছে। কিন্তু কোনো একজন শিক্ষার্থীর শরীরে বড় ওড়না বা স্কার্ফ পরিহিত নেই। দু'একজনের সাথে সাংবাদিক পরিচয়ে কথা বলতে চাইলে তারা স্কুলের ড্রেসের বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হলো না।

স্কুলের বাইরে রাস্তার পাশের একটি বইয়ের দোকানের বিক্রেতা নাম প্রকাশ না করার শর্তে এই প্রতিবেদককে জানালেন, আগে বালক বা বালিকা শাখার যে কোনো শিফটের ছুটি হলে স্কুলের বাইরে অন্যরকম একটি দৃশ্যের অবতারণা হতো। যে কেউ স্কুলের ড্রেস দেখলেই সহজে বুঝতে পারতো আইডিয়াল স্কুল ছুটি হয়েছে। কিন্তু এখন দেখুন, অনেক ছেলেদের

মাথাতেই টুপি দেখা যায় না। একই ভাবে তিনি জানালেন, নতুন ড্রেসকোড দেয়ার পর মেয়েদের মাথায়ও এখন আর আগের সেই স্কার্ফও দেখা যায় না।

পেশায় আইনজীবী এম এস রহমান নামের এক অভিভাবক নয়া দিগন্তের প্রতিবেদকের কাছে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, আমাদের বাচ্চাদের কথা চিন্তা করে স্কুলে গিয়ে আমরা শিক্ষকদের কাছে সরাসরি কোনো অভিযোগ করতে পারি না। এই স্কুলের মূল শাখায় (মতিঝিলে) আমার ছেলে ও মেয়ে পড়ালেখা করছে। আগের ড্রেসকোড পরিবর্তন করায় আমি ব্যক্তিগতভাবে মর্মাহত হয়েছি। ইসলামী ভাবধারায় ভবিষ্যতে সন্তানদের গড়ে তোলার আশা নিয়ে এখানে সন্তানদের ভর্তি করেছিলাম। এখন মনে হচ্ছে, স্কুল কর্তৃপক্ষের এমন স্বেচ্ছাচারিতার কারণে সেই আশাও পূরণ হবে না।

রেশনা নামের এক মা অভিযোগ করেন আমার মেয়ে আগে যেখানে নিয়মিত গায়ে ওড়না জড়িয়ে আর মাথায় স্কার্ফ বেঁধে স্কুলে আসতো এখন সে শুধু একটি সাধারণ ওড়না ক্রস আকারে শরীরে দিয়ে স্কুলে আসছে। কোনো কোনো শিক্ষক নাকি আমার মেয়েকে আগের ড্রেস পড়ে স্কুলে আসতে নিষেধ করেছেন।

মতিঝিল আইডিয়াল স্কুলের দিবা শাখার এক শিক্ষক নয়া দিগন্তকে জানান, সম্প্রতি স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির এক সভায় ড্রেস কোড পরিবর্তনের এই সিদ্ধান্ত হয়েছে। কমিটিতে সরকারের পক্ষ থেকে একজন প্রতিনিধি ছিলেন। তার নাম আবু হেনা মোর্শেদ জামান। সরকারের কোনো কর্মকর্তা যখন স্কুল কমিটিতে কোনো সিদ্ধান্ত দেন তখন অন্যান্য সদস্যদের ওই সিদ্ধান্তই মেনে নিতে হয়। নতুন ড্রেসকোডের ক্ষেত্রেও সরকারি ওই কর্মকর্তার মতামতকেই প্রাধান্য দিয়ে গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি আরো জানান, শিক্ষকদের ড্রেসের বিষয়ে নতুন নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। কোনো শিক্ষক এখন থেকে আর পাঞ্জাবী পড়ে স্কুলে আসতে পারবেন না। পাঞ্জাবী পড়লেও এর উপরে বাধ্যতামূলকভাবে আলাদা কটি পড়তে হবে। শিক্ষকদের জুতা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও আলাদা কিছু নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

শিক্ষার্থীদের ড্রেসকোডের বিষয়ে মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ ড. শাহান আরা বেগম মঙ্গলবার দুপুর দুইটায় তার অফিসে নয়া দিগন্তের এই প্রতিবেদককে বলেন, স্কুলের ড্রেসকোড নিয়ে বাইরে যেভাবে প্রচার হচ্ছে বিষয়টি আসলে সেই রকম না। ড্রেস আগে যা ছিল তাই আছে। তবে মেয়েরা আগে মাথায় আলগা মতো একটি ওড়না ব্যবহার

করতো । এখন সেটিকে ভালভাবে পড়তে বলা হয়েছে। তবে একথা ঠিক যে, এই ওড়না বা হিজাব পড়াটাকে আমরা ঐচ্ছিক করেছি। চাইলে কেউ এই হিজাব ভালমতো পড়বে আর কেউ না চাইলে না পড়বে।

আগে তো' মেয়েদের বড় ওড়না ব্যবহার আবশ্যিক ছিল, তাহলে এখন কেন এটাকে ঐচ্ছিক করলেন? এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, না; বিষয়টি এরকম নয়। একথা ঠিক যে, আগে মেয়েরা একটি বড় ওড়না ব্যবহার করতো কিন্তু সব মেয়েই কিন্তু ভেতরে ক্রস আকারে ড্রেসের সাথে মিল রেখে বেল্ট দিয়ে একটি ওড়না ব্যবহার করতো। এখন উপরের বড় ওড়নাটাকেই ঐচ্ছিক করা হয়েছে। ওই বড় ওড়নাটা অনেকে সুন্দর করে পড়ে স্কুলে আসতো না। তাই আমরা বলেছি সুন্দর করে ওড়না পড়তে হবে। যেনতেন বা অগোছালোভাবে ওই ওড়না পড়া যাবে না। কাজেই ওড়নাতো একটি আছেই। আর যে কথাটি বলা হচ্ছে ওড়না নেই এটা আসলে সঠিক না।

ছেলেদের টুপির বিষয়ে তিনি বলেন, এখানে অন্য ধর্মের বাচ্চারা পড়াশোনা করে। মুসলিম ছাড়া অন্য কাউকেতো টুপি পড়তে বাধ্য করা যায় না। তাই আমরা টুপি ব্যবহারকে ড্রেসে কোডে ঐচ্ছিক করেছি।

শিক্ষকদের পায়জামা আর পাঞ্জাবী পড়ার বিষয়ে অধ্যক্ষ বলেন, শিক্ষকদের আমরা স্মার্ট হিসেবে দেখতে চাই। কেউ পাঞ্জাবী পড়ে স্কুলে আসতে চাইলে আমরা বলেছি শুধু পাঞ্জাবী পড়ে স্কুলে আসা যাবে না। পাঞ্জাবীর উপরে অবশ্যই আলাদা একটি কপি পড়তে হবে। এছাড়া শিক্ষকদের জুতা ব্যবহারের বিষয়ে আমরা নির্দেশনা দিয়েছি।

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকান ভিত্তিক শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন গত ২০১৯ সালে পূর্ব আফ্রিকায় "আল-কুদুস কখনোই ইহুদিদের হবেনা" শিরোনামে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে ৪টি বৃহৎ আকারের সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন, মুজাহিদদের এই অপারেশণগুলোর টার্গেটে পরিণত হয় অভিশপ্ত ইহুদী, ক্রুসেডার আমেরিকা, ফ্রান্স, অস্ট্রেলীয়া, কেনিয়া ও সোমালিয় মুরতাদ বাহিনী। বিশেষ করে এই হামলাগুলো চালানো হয় ক্রুসেডারদের সমাবেশ, সামরিক হোটেল ও বিমান ঘাঁটিতে।

মুজাহিদদের মাত্র এই ৪টি অপারেশনেই কুফ্ফার ও মুরতাদ বাহিনীর ৩২০ সৈন্য নিহত এবং ১৫০ এরও অধিক সৈন্য আহত হয়। নিহতদের মধ্যে ক্রুসেডারদের উচ্চপদস্থ কমান্ডার ও অফিসারই রয়েছে ৭ জন। এছাড়াও উক্ত অপারেশনগুলোতে অনেক সামরিকযানসহ ধ্বংস হয় ১৪টি যুদ্ধ বিমান।

https://alfirdaws.org/2020/01/15/31360/

কাশ্মীর ও নাগরিকত্ব সংশোধন আইনকে (সিএএ) কেন্দ্র করে মালয়েশিয়ার সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক তিক্ত হয়ে উঠছে। এরই মধ্যে মালয়েশিয়া থেকে আমদানি করা পরিশোধিত পামওয়েলের ক্ষেত্রে কড়াকড়ি আরোপ করেছে হিন্দুত্ববাদী ভারত সরকার। এখন নতুন করে আরো কড়া পদক্ষেপ নিতে চাইছে সন্ত্রাসী এই ভারত সরকার। তারা মালয়েশিয়া থেকে মাইক্রোপ্রসেসরের ওপর বিধিনিষেধ আরোপের পরিকল্পনা করছে। ফলে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যে যে বিবাদ শুরু হয়েছে তা সহসা সমাধান হওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। এ খবর দিয়েছে ভারতের প্রভাবশালী অনলাইন টাইমস অব ইন্ডিয়া।

এতে বলা হয় টাইমস অব ইন্ডিয়াকে সূত্রগুলো বলেছে, ভারত যেটাকে আভ্যন্তরীণ বিষয় বলে মনে করে, সে বিষয়ে মন্তব্য করেছেন মালয়েশিয়ার প্রধামনমন্ত্রী ড. মাহাথির মোহাম্মদ।

তার এমন ভূমিকায় ভারতে মোদি সরকার মালয়েশিয়া থেকে আমদানি করা মাইক্রোপ্রসেসরের বিষয়ে প্রযুক্তিগত মানদন্ড আরোপে কাজ করছে। পাশাপাশি টেলিকম বিষয়ক সরঞ্জামের বিষয়ে একটি কোয়ালিটি কন্ট্রোল অর্ডার বা মান নিয়ন্ত্রণ নির্দেশনা দেয়ার বিষয়ে কাজ করছে।

মালয়েশিয়া থেকে ভারতে প্রবেশ কড়াকড়ি করতে মান নিয়ন্ত্রণ নির্দেশনা নিশ্চিত করতে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে কাস্টমস কর্তৃপক্ষকে। এটাকে দেখা হচ্ছে একটি দেশের রাজনৈতিক অবস্থানের বিরুদ্ধে ভারতের প্রথম বাণিজ্যিক প্রতিশোধ হিসেবে। ভারতের এমন বাণিজ্যিক বিধিনিষেধের বিষয়ে মঙ্গলবার উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ড. মাহাথির মোহাম্মদ। পাশাপাশি তিনি এটাও বলেন যে, ভুল বিষয়ের বিরুদ্ধে তিনি অব্যাহতভাবে কথা বলে যাবেন। রাজধানী কুয়ালালামপুরে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, অবশ্যই আমরা উদ্বিগ্ন। কারণ, আমরা ভারতের কাছে প্রচুর পামওয়েল বিক্রি করি। অন্যদিকে আমাদেরকে আরো খোলামেলা হওয়া উচিত

এবং দেখা উচিত কোনো অন্যায় হচ্ছে কিনা। এটা নিয়ে আমাদেরকে কথা বলতে হবে। যদি আমরা অন্যায়কে চলতে দিই এবং শুধুই অর্থ সংশ্লিষ্টতার কথা ভাবি, তাহলে আমার মনে হয় আমাদের দ্বারা, অন্য লোকদের দ্বারা অনেক অন্যায় কাজ হবে।

সূত্রঃ নয়া দিগন্ত

ভারতে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের (সিএএ) বিরুদ্ধে বিক্ষোভকারীদের সহায়তা করার জন্য আইনজীবী মুহাম্মাদ ফয়সাল উত্তর প্রদেশ পুলিশের বিরুদ্ধে ভুয়ো মামলায় তাঁকে গ্রেফতার করে লকআপে ফেলে, তাঁকে মারধরসহ নির্যাতনের অভিযোগ করেছেন। গণমাধ্যমে দেওয়া সাক্ষাৎকারে আইনজীবী ফয়সাল জানিয়েছেন, তিনি এব্যাপারে উত্তর প্রদেশ পুলিশের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করবেন। গতকাল (মঙ্গলবার) গণমাধ্যমে এসংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ্যে এসেছে।

রাজস্থানের কোটার বাসিন্দা আইনজীবী মুহাম্মাদ ফয়সাল অভিযোগ করে বলেন, ‘আমি ন্যাশনাল কনফেডারেশন অব হিউম্যান রাইটস অর্গানাইজেশন (এনসিএইচআরও)-এর পক্ষ থেকে জনগণের আইনী সাহায্যের জন্য উত্তর প্রদেশে গিয়েছিলাম। আমরা জানতে পারি শামলিতে কিছু লোককে অবৈধভাবে গ্রেফতার করা হয়েছে। ওই ঘটনায় তিনি সেখানে তথ্যগুলো জানতে এবং লোকদের সহায়তা করতে গিয়েছিলেন। এই সময়ে আমার সঙ্গে ওই ঘটনা ঘটে।’

মুহাম্মাদ ফয়সাল বলেন, যখন কৈরানা আদালতে লোকেদের আইনী সহায়তা দিচ্ছিলাম সেই সময় পুলিশের এসওজি টিম সন্ধ্যা ৫ টা নাগাদ এসে আমাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। যখন আমি তাদের বিরোধিতা করি এবং বলি যে আমি একজন আইনজীবী কিন্তু তারা (পুলিশ) বলে যে তারা গ্রেফতার করে ছেড়ে দেবে। এরপরে আমাকে যখন তাকে কৈরানা থানায় নিয়ে যায়, আমি তাঁদেরকে রাজস্থান বার কাউন্সিলের পরিচয়পত্র দেখাই। কিন্তু পুলিশ জানায় যে ওই আইডি ভুয়ো, আপনি আইনজীবী নন, আপনি পশ্চিমবঙ্গ থেকে এখানে সহিংসতা ছড়াতে এসেছেন।

আইনজীবী মুহাম্মাদ ফয়সাল বলেন, 'এরপরে পুলিশ আমাকে মারধর করে, মানসিক নির্যাতন চালায়, নোংরা গালি দেয়। এসময় আমাকে কমপক্ষে চার বার বিদ্যুৎস্পৃষ্ট করা হয়। রাত ১১

টা নাগাদ আমাকে লকআপে পাঠানো এবং এক ভুয়ো এফআইআর দায়ের করা হয়। ওই এফআইআরে দাবি করা হয় যে আমি ২০ ডিসেম্বরে প্রতিবাদ বিক্ষোভে অংশ নিয়েছিলাম, যা একটি মিথ্যা। ২২ ডিসেম্বরের এফআইআর-এর ভিত্তিতে আমাকে গ্রেফতার করে ২৪ তারিখে আদালতে পেশ করা হয়। এবং সেখান থেকে আমাকে বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠানো হয়েছে।'

আইনজীবী ফয়সালের অভিযোগ, সহিংসতা ছড়ানোর পাশাপাশি তাঁর বিরুদ্ধে পপুলার ফ্রন্ট অফ ইন্ডিয়ার (পিএফআই) লিফলেট বিতরণের অভিযোগ করা হয়েছে। তিনি বলেন, পিএফআই-এর সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক নেই। তিনি তাঁদের সদস্যও নন। তিনি ন্যাশনাল কনফেডারেশন অব হিউম্যান রাইটস অর্গানাইজেশন (এনসিএইচআরও)-এর সদস্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর বিরুদ্ধে পিএফআইয়ের লিফলেট বিলির অভিযোগ করা হয়েছে। এব্যাপারে উত্তর প্রদেশ পুলিশের বিরুদ্ধে মানহানি অথবা নির্যাতনের মামলা করবেন বলেও আইনজীবী মুহাম্মাদ ফয়সাল জানিয়েছেন।

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকান শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন গত ১৪ ই জানুয়ারি সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুর "আলীশা" অঞ্চলে মুরতাদ সরকারি মিলিশিয়ার বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেন।

আলহামদুলিল্লাহ, হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের উক্ত সফল হামলায় সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর ৩ সদস্য নিহত এবং ১ তুর্কি কর্মকর্তাসহ আরো ১ সোমালিয় মুরতাদ সেনা গুরুতর আহত হয়। এসময় মুজাহিদদের হামলায় মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিকযানও ধ্বংস হয়ে যায়।

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকান শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন এর নিয়ন্ত্রিত এবং শরিয়াহ দ্বারা পরিচালিত দক্ষিণ সোমালিয়ার "শাবেলী" রাজ্যের ইসলামিক আদালত সোমালিয় মুরতাদ সরকারের ৪ সদস্যের ইরতিদাদ প্রমাণিত হলে তাদের উপর হদের বিধান কার্যকর করার নির্দেশ দেয়।

পরে শহরের একটি উন্মুক্ত মাঠে জনসম্মুখে উক্ত ৪ মুরতাদ সদস্যের শিরুচ্ছেদ করেন হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন।

ঠাকুরগাঁও জেলার বালিয়াডাঙ্গী উপজেলার পাড়িয়া সীমান্তে বিএসএফ'র গুলিতে নিহত সাবুল ইসলাম (৪৬) এর মরদেহ চারদিন পর ফেরত দিয়েছে ভারতীয় সীমান্ত সন্ত্রাসীবাহিনী (বিএসএফ)।

মঙ্গলবার দুপুরে পাড়িয়া বিজিবির সদস্যদের নিকট সাবুলের মরদেহ তার পরিবারের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে বলে নিশ্চিত করেন বালিয়াডাঙ্গী থানার উপ-পরিদর্শক রাসেদুল ইসলাম। নিহত সাবুল উপজেলার আমজানখোর ইউনিয়নের তারাঞ্জুবাড়ী গ্রামের রমিজ উদ্দীনের ছেলে।

গত শনিবার ভোর রাতে সাবুল ইসলাম কয়েকজন সঙ্গীকে সাথে নিয়ে পাড়িয়া সীমান্তের ৩৮৭-নং পিলার সংলগ্ন এলাকা দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করে। এসময় ভারতের বারোঘরিয়া ক্যাম্পের বিএসএফ সন্ত্রাসীরা তাদের লক্ষ্য করে গুলি ছুড়লে সবাই পালিয়ে গেলেও সাবুল ইসলাম ঘটনাস্থলেই নিহত হয়। পরে বিএসএফ তার লাশ নিয়ে যায়।

বিএসএফ ভারতের পুলিশের কাছে নিহতের লাশ হস্তান্তর পর লাশ ফেরত দিয়েছে।

একেই দেশের অর্থনীতির অবস্থা শোচনীয়। এর মধ্যে মুদ্রাস্ফীতির মতো খারাপ খবর পাওয়া যাচ্ছে চারপাশে। শুধু তাই নয়, বেকারত্বের সংখ্যাও হু হু করে বেড়ে চলেছে। আর এর মধ্যেই সামনে এল আরও ভয়ানক এক তথ্য। জানা গিয়েছে, গত আর্থিক বছরের থেকে চলতি আর্থিক বছরে প্রায় ১৬ লক্ষ কম চাকরি হবে দেশে। স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অর্থনৈতিক উপদেষ্টা সৌম্যকান্তি ঘোষের তৈরি রিপোর্টে এই তথ্য দেওয়া হয়েছে। প্রভিডেন্ট ফান্ডের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৮–১৯ আর্থিক বছরে পে–রোলে ৮৯.৭ লক্ষ চাকরি হয়েছিল। কিন্তু নয়া তথ্য

অনুযায়ী, চলতি আর্থিক বছরে অক্টোবর পর্যন্ত পে-রোলে চাকরি পেয়েছেন ৪৩.১ লক্ষ। আর মার্চ পর্যন্ত সেই সংখ্যাটা বেড়ে দাঁড়াবে ৭৩.৯ লক্ষে। অর্থাৎ আগের আর্থিক বছরের তুলনায় প্রায় ১৬ লক্ষ চাকরি কম তৈরি হবে। এসবিআইয়ের রিপোর্ট থেকে জানা গিয়েছে, চলতি আর্থিক বছরে আর্থিক বৃদ্ধির হার খুবই কমে গিয়েছে। এই মুহূর্তে তা ৫ শতাংশে নেমে দাঁড়িয়েছে। এর প্রভাব যে কর্মসংস্থানের ওপর পড়বেই তা তো বলাই বাহুল্য। যাঁদের বেতন ১৫ হাজারের মধ্যে, তাদের চাকরির ভিত্তিতেই মূলত এই রিপোর্ট তৈরি হয়েছে। এনপিএস তথ্য অনুযায়ী কেন্দ্র, রাজ্য ও বেসরকারি চাকরি (১৫ হাজারের উর্ধে)- এর ক্ষেত্রেও চলতি আর্থিক বছরে ৩৯ হাজার চাকরি কমার সম্ভাবনা রয়েছে। সৌম্যকান্তি ঘোষের রিপোর্টে এও জানা গিয়েছে, যাঁরা দেশের বাইরে কাজ করেন তাঁরাও বাড়িতে আগের চাইতে কম টাকা পাঠাচ্ছেন।

পাঁচ দিনে গুলি করে ৫ হাজার উট হত্যা করেছে অস্ট্রেলিয়া সরকার। চলতি মাসেই দেশটির দক্ষিণাঞ্চলে থাকা ১০ হাজার উটকে গুলি করে হত্যার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল দেশটির কর্তৃপক্ষ। এরই মধ্যে হেলিকপ্টার থেকে গুলি করে ৫ হাজার উট হত্যা করা হয়েছে বলে কেনিয়া ভিত্তিক সংবাদমাধ্যম ডেইলি নেশনের এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে।

ওই প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, হেলিকপ্টার থেকে পেশাদার শ্যুটার দিয়ে গুলি করে উটগুলো হত্যা করা হয়েছে।

উটের বিশাল দল শহর ও ভবনকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। কর্তৃপক্ষ বলছে, উটগুলো স্থানীয় বাসিন্দাদের হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছিল বলেই মেরে ফেলা হয়েছে।

এদিকে, এতগুলো উট একসঙ্গে মারার কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে, অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণাঞ্চল খুবই খরাপ্রবণ এলাকা।

যে কারণে এ অঞ্চলে পানির খুব সংকট রয়েছে। বন্য এ উটগুলো খুব বেশি করে পানি খেয়ে নিচ্ছে। পানির খোঁজে তাদের বিচরণের কারণে সম্পদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে। এছাড়া মিথেন গ্যাস সৃষ্টির জন্যও দায়ী তারা।

সূত্রঃ বিডি প্রতিদিন

দেশের শেয়ারবাজার এখন মাটিতে শুয়ে পড়েছে। প্রতিদিনই শেয়ারের দর নামছে। কেউ কোনো দিশা দিতে পারছেন না। পুরোপুরি ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে কর্তৃপক্ষ উদাসীন।

ফলে ভয়াবহ অস্থিতিশীল হয়ে উঠেছে শেয়ারবাজার। গতকাল ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) সূচক ৮৭ কমে ৪ হাজার ৩৬ পয়েন্টে নেমেছে। ২০১৩ সালে চালু করা সূচকটির ভিত্তি পয়েন্টের নিচে অবস্থান করছে।

চলতি সপ্তাহের তিন দিনের লেনদেনে সূচক কমেছে ১৮৬ পয়েন্ট। চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের (সিএসই) সার্বিক সূচক কমেছে ২৭৪ পয়েন্ট। বাজারের এই চরম দৈন্যদশায় আতঙ্কিত ক্ষতিগ্রস্ত বিনিয়োগকারীরা মতিঝিলে ডিএসইর সামনের সড়কে বিক্ষোভ করেছে।

২ জানুয়ারি ডিএসইর পরিচালন পর্ষদের সঙ্গে বৈঠক করেন অর্থমন্ত্রী। ওই বৈঠকের পরও কোনো উন্নতি দেখা যায়নি শেয়ারবাজারে।

বাজারে দেখা গেছে, বিনিয়োগকারীদের আস্থাহীনতা ও ক্রেতা সংকটে ধারাবাহিক দরপতন চলছে। চলতি বছরের আট দিনে ডিএসই প্রধান সূচক কমেছে ৪০০ পয়েন্টের বেশি

আগের সপ্তাহের পাঁচ দিনে ডিএসইর প্রধান মূল্য সূচক কমে ২৬১ পয়েন্ট। এর মধ্যে মঙ্গলবার কমেছে ৮৭ পয়েন্ট। সপ্তাহের তৃতীয় দিনের লেনদেন শুরু পতন দিয়ে। একপর্যায়ে সূচক ১০৩ পয়েন্ট পর্যন্ত কমে যায়, লেনদেন শেষে ৮৭ পয়েন্ট কমে স্থির হয় ৪ হাজার ৩৬ পয়েন্টে। এই বড় পতনের প্রতিবাদে লেনদেন শেষ হওয়ার আগেই রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ শুরু করেন বিনিয়োগকারীরা। বাংলাদেশ পুঁজিবাজার বিনিয়োগকারী ঐক্য পরিষদের ব্যানারে এ বিক্ষোভ হয়। বিক্ষোভকারীরা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি) চেয়ারম্যানের পদত্যাগসহ কমিশন পুনর্গঠনের দাবি জানান। তারা দরপতনের জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ ব্যাংককে দায়ী করেন।

শেয়ারের ক্রেতা সংকটে বাজারে দেখা দিয়েছে লেনদেন খরা। গত বছরের ৫ ডিসেম্বরের পর ডিএসইর লেনদেন আর ৪০০ কোটি টাকার ঘর স্পর্শ করতে পারেনি। বাজারে লেনদেনের পরিমাণ ২০০ থেকে ৩০০ কোটি টাকার ঘরে আটকে রয়েছে। সর্বশেষ লেনদেন হয়েছে ২৬২ কোটি ৮১ লাখ টাকা। আগের কার্যদিবসে লেনদেন হয় ২৮৬ কোটি ৭৭ লাখ টাকা। বাজার লেনদেন শেষে দেখা গেছে, হাতবদল হওয়া বেশির ভাগ কোম্পানির শেয়ার দর কমেছে। লেনদেনকৃত ৩৫৫টি কো¤পানির মধ্যে ২৯৩টির শেয়ার দর কমে যায়। দাম বেড়েছে মাত্র ৩২টির এবং অপরিবর্তিত ছিল ৩০টি কোম্পানির শেয়ার। সিএসই সার্বিক সূচক সিএএসপিআই ২৭৪ পয়েন্ট কমে দাঁড়িয়েছে ১২ হাজার ২৯৫ পয়েন্টে। লেনদেন হয়েছে ৯ কোটি ৬৬ লাখ টাকা। লেনদেনে অংশ নেওয়া ২৪৪ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দাম বেড়েছে ২১টির, কমেছে ২০৩টির এবং অপরিবর্তিত রয়েছে ২০টির।

ডিএসইর প্রধান মূল্য সূচক হিসেবে ডিএসইএক্স ৪ হাজার ৫৫ ভিত্তি পয়েন্ট হিসেবে চালু করা হয় ২০১৩ সালের ২৭ জানুয়ারি। শুরুর অবস্থান থেকে সূচকটি এখন ১৯ পয়েন্ট কম রয়েছে। প্রধান মূল্য সূচকের থেকেও করুণ দশা বিরাজ করছে ডিএসইর অপর সূচকগুলোর। ব্লু চিপস হিসেবে বাছাই করা কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএসই-৩০ এক হাজার ৪৬০ পয়েন্ট নিয়ে ২০১৩ সালের ২৭ জানুয়ারি চালু হওয়া সূচকটি এখন এক হাজার ৩৬১ পয়েন্টে অবস্থান করছে। মঙ্গলবার এ সূচকটি কমেছে ২৬ পয়েন্ট। ডিএসইর আরেক সূচক ডিএসই ইসলামী শরিয়াহ্‌ভিত্তিক পরিচালিত কোম্পানি নিয়ে ২০১৪ সালের ২০ জানুয়ারি এ সূচকটি যাত্রা শুরু করে। শুরুতে এ সূচকটি ছিল ৯৪১ পয়েন্টে। সর্বশেষ লেনদেন শেষে সূচকটি ২২ পয়েন্ট কমে ৯০৭ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে। চলতি বছরের প্রথম দিন ১ জানুয়ারি থেকে অফিসিয়ালি ডিএসইর ওয়েবসাইটে সূচকটি উন্মুক্ত করা হয়। ৪০টি কোম্পানি নিয়ে শুরু হওয়া সূচকটির ভিত্তি ভ্যালু ধরা হয় ১০০০ পয়েন্ট। তবে এখন সূচকটি ৮১১ পয়েন্টে নেমে এসেছে। সবকটি মূল্য সূচকের এমন উল্টো যাত্রায় বিনিয়োগকারীদের মধ্যে আতঙ্ক বেড়েই চলেছে। অনেক বিনিয়োগকারী ধারণ করা শেয়ারের দাম কমিয়েও বিক্রি করতে পারছেন না। এতে দিন যত যাচ্ছে শেয়ারের দাম তত কমছে, আর ভারী হচ্ছে বিনিয়োগকারীদের লোকসানের পাল্লা।

বাজারের করুণ পরিস্থিতি কেউ কোনো দিশা দিতে পারছেন না। কয়েক দিন ধরে ভয়াবহ পতনের প্রতিকারে কোনো উদ্যোগ চোখে পড়েনি। বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ (বিএসইসি) ও ডিএসইর কর্তৃপক্ষের উদাসীনতায় এখন বাজারের বেহাল অবস্থা চরমে। ক্ষুদ্র

বিনিয়োগকারীসহ বৃহৎ ও বিদেশি বিনিয়োগকারীরা সবাই শেয়ার বিক্রি করে দিচ্ছেন। এদিকে ডিএসইতে এমডি নিয়োগ কেন্দ্র করে পরিচালকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলছে। এই দ্বন্দ্বের জের ধরে বাজার আরও বেশি অস্থিতিশীল হয়ে উঠেছে।

এদিকে শেয়ারবাজারে ভয়াবহ দরপতনের যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পাচ্ছেন না বিশ্লেষকরা। পতনের প্রবণতা দেখে অনেকেই বিস্মিত। তবে তারা মনে করছেন, বিনিয়োগকারীদের আস্থা সংকট আর সুশাসনের অভাবে শেয়ারবাজারে এ দুরবস্থা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান বলেন, বাজারের ওপর অবিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছে। বিনিয়োগকারীরা এত ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন যে, তারা আর কোনো ভরসা পাচ্ছেন না। এটা অশনিসংকেত।

সূত্রঃ বিডি প্রতিদিন

বাহ্মণবাড়িয়ার জামিয়া ইউনুছিয়া মাদরাসার ছাত্রদের ওপর কাদিয়ানিরা সন্ত্রাসী হামলা চালিয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর তাহাফফুজে খতমে নবুওত মাদরাসার পাশে কাদিয়ানীদের উপাসনালয়ের নিকটে এ ঘটনা ঘটে। এ হামলায় আহত চার ছাত্রকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এর আগেও বিভিন্ন সময় মাদ্রাসার ছাত্রদের উপর দেশের কাফের-মুরতাদ ও বাতিলপন্থীরা বার বার হামলা চালিয়েছে, ছাত্রদের রক্তাক্ত করেছে।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রের বরাত দিয়ে ইসলাম টাইমস২৪ নামক বার্তাসংস্থা জানিয়েছে, কান্দিপাড়া এলাকায় মাদরাসায়ে তাহাফফুজে খতমে নবুওতের পাশেই কাদিয়ানিদের একটি উপাসনালয় আছে। সেখানে গতকাল তারা একটি সম্মেলনের আয়োজন করে। প্রতি বছর এমন একটি সম্মেলন করে থাকে তারা। এখানে বেশ কিছু মুসলিমকে প্রতি বছরই নতুনভাবে কাদিয়ানি ধর্ম গ্রহণ করানো হয় এবং সম্মেলন থেকে ইসলামের অপব্যাখ্যা দিয়ে নানা আলোচনা চলতে থাকে।

এবারের সম্মেলনের খবর জানতে পেরে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বড় মাদরাসা হিসেবে পরিচিত জামিয়া ইউনুসিয়ার কয়েকজন ছাত্র সন্ধ্যার সময় সম্মেলন কর্তৃপক্ষকে বলেন, ইসলামের নামে এমন অনুষ্ঠান করা যাবে না, তাছাড়া আপনারা প্রশাসনের অনুমতিও নেননি। ছাত্ররা তাদেরকে

সম্মেলন বন্ধ করার জন্য এ কথা বললে তারা ছাত্রদের দিকে তেড়ে আসে এবং বর্বরোচিতভাবে ছাত্রদের উপর হামলা চালায়।

কাদিয়ানীদের সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদে বিবাড়িয়ার রাজপথ উত্তাল হয়ে ওঠে। বাদ ইশা হাজার হাজার ইসলামপ্রিয় জনতা ও মাদরাসার তালিবে ইলমরা প্রতিরোধ ও বিক্ষোভে ফেটে পড়েছেন বলে জানায় ইসলাম টাইমস নামক বার্তাসংস্থা।

হামলায় আহত জামিয়া ইউনুসিয়ার এক ছাত্র বলেন, কাদিয়ানিরা যখন আমাদের দিকে তেড়ে আসে তখন অল্প কয়েকজন ছিলাম আমরা। বিতণ্ডার কথা জানতে পেরে খতমে নবুওত মাদরাসার ছাত্ররাও এসে হাজির হন। তখন ফুটে ওঠে কাদিয়ানিদের আসল রূপ। তারা পূর্ব থেকেই অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত ছিল। খতমে নবুওতের ছাত্ররা ছুটে আসতেই তারা অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে আমাদের ওপর আক্রমণ করে।

তিনি বলেন, অস্ত্রের মুখে আমরা টিকতে না পেরে খতমে নবুওত মাদরাসার দিকে গেলে তারা মাদরাসা পর্যন্ত আসে অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে। এ সময় জামিয়া ইউনুছিয়ার বেশ কয়েকজন ছাত্র আহত হয়েছেন। তাদের মধ্য থেকে চারজনকে সদর হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, কাদিয়ানিরা অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে মাদরাসার দিকে এগিয়ে যাবার সময় ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে হাজির হয়। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত পুরো এলাকা পুলিশের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এবং আগামীকাল এনিয়ে স্থানীয় আলেম ওলামা এবং সরকারি লোকজন পরবর্তী করণীয় ঠিক করবেন বলে জানা গেছে।

কাদিয়ানিদের ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, কাদিয়ানিরা হলো যিন্দিক। যিন্দিক হলো ঐসকল মুরতাদ, যারা ভ্রান্ত ব্যাখ্যার মাধ্যমে নিজেদেরকে মুসলিম দাবি করলেও, প্রকৃতপক্ষে তাদের মধ্যে ইসলামী আক্বিদা অনুপস্থিত। কাদিয়ানিরা যেহেতু গোলাম আহমদ কাদিয়ানি নামক এক ভণ্ড নবীর অনুসারী, আবার নিজেদের তারা মুসলিমও দাবি করে, তাই তাদেরকে যিন্দিক বলা হয়। যিন্দিকের ব্যাপারে ইসলামের বিধান হলো, যিন্দিক গ্রেফতার হওয়ার পূর্বে তওবা করলে তার তওবা কবুল করা হবে, কিন্তু গ্রেফতারের পর তার তওবা কবুল হবে না। গ্রেফতারের পর তাকে হত্যা করা হবে।

১৪ই জানুয়ারি, ২০২০

বিশেষ মর্যাদা বাতিলের পর আন্দোলন ঠেকাতে জবরদখলকৃত কাশ্মিরে ইন্টারনেট বন্ধ করে রেখেছে ভারত সরকার। তাই বাধ্য হয়ে কাশ্মিরিরা সে সেবা পেতে এখন হাঁটছেন ভিন্ন পথে।

আঠারো বছর বয়সী আবরার আহমেদসহ হাজারো কাশ্মিরিকে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা ও তুষারকে উপেক্ষা করে প্রতিদিন কয়েক ঘণ্টা ট্রেন ভ্রমণ করতে হচ্ছে।

দলবদ্ধভাবে তারা ট্রেনে ঠাসাঠাসি করে শ্রীনগরের প্রধান শহর বানিহালে চলে যান। সেখানে তারা ক্যাফেগুলোতে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ পান। এজন্য তাদেরকে ঘণ্টাপ্রতি দিতে হয় ৩০০ রুপি পর্যন্ত। আর এ ট্রেনকে তারা নাম দিয়েছেন 'ইন্টারনেট এক্সপ্রেস'।

একটি ভিড়ে ঠাসা ক্যাফেতে অনলাইনে একটি চাকরির দরখাস্ত করার পর আবরার আহমেদ থমসন রয়টার্স ফাউন্ডেশনকে বলছিল, এ সুবিধা গ্রহণ ছাড়া আমার আর পথ ছিল না। ক্যাফেটিতে আবরারের মতো অনেকেই এসেছেন যা ১৬২ দিন ধরে ইন্টারনেট বন্ধের শিকার।

আবরার বলছিল, 'আমার রাজমিস্ত্রি বাবা গত বছর সড়ক দুর্ঘটনায় পা হারানোর পর থেকে আমি ও আমার ছোট তিন ভাইবোনকে দেখাশোনার মতো কেউ নেই।'

কাশ্মিরে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ গত ৫ আগস্ট থেকে ব্রডব্যান্ড ও মোবাইল ডাটা সেবা বন্ধ করে রেখেছে। মুসলিম অধ্যুষিত এ অঞ্চলটির বিশেষ মর্যাদা বাতিল করে একে দু'ভাগে বিভক্ত করেছে মোদি সরকার। আর এর প্রতিবাদে তীব্র জনঅসন্তুষ নিয়ন্ত্রণের অংশ হিসেবে সব ধরনের অনলাইন সেবা বন্ধ করে দেয়া হয়।

জাতিসঙ্ঘ ২০১৬ সালে ইন্টারনেটকে মানুষের অধিকার হিসেবে ঘোষণা করেছে। তবে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ বলছে, কাশ্মিরে বিক্ষোভ দমনের জন্যই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। এ অঞ্চলটিতে ১৯৮৯ সালের পর শসস্ত্র বিপ্লবে ৬০ হাজারের বেশি মানুষ নিহত হয়েছে।

ইন্টারনেট বন্ধের কারণে ইন্টারনেটের উপর সরাসরি নির্ভরশীল খাতগুলো বিশেষ করে ই-কমার্স ও তথ্যপ্রযুক্তি খাত মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ কারণে আগস্ট থেকে কাশ্মিরে

আড়াই বিলিয়ন ডলারের বেশি ক্ষতি হয়েছে বলে অঞ্চলটির প্রধান ব্যবসায়ী সংগঠন থেকে জানানো হয়েছে।

কাশ্মির চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির ভাইস প্রেসিডেন্ট মজিদ মির বলছিলেন, বর্তমান সময়ে বিশ্বে ইন্টারনেট ছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্য অকল্পনীয়। ইন্টারনেটের কারণে কাজ হারিয়েছেন পাঁচ লাখের মতো মানুষ। অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে অর্থনীতির।'

সূত্র: সাউথ এশিয়ান মনিটর

জম্মু-কাশ্মীরের তুষারধসে চাপা পড়ে তিন ভারতীয় মালাউন সেনার করুণ মৃত্যু হয়েছে। নিখোঁজ রয়েছে আরও এক সেনা।

আনন্দবাজার পত্রিকা জানিয়েছে, মঙ্গলবার জম্মু-কাশ্মীরের কুপওয়াড়া জেলার মাচিল সেক্টরে হঠাৎ তুষার ধসে চাপা পড়ে যায় সন্ত্রাসদের একটি সেনা চৌকি।

ওই সময় ওই চৌকিতে ছিল কয়েকটি মালাউন সেনা। কিছু বুঝে ওঠার আগেই তুষারধস হুড়মুড়িয়ে এসে পড়ে সন্ত্রাসীদের ওপর।

পরে হাসপাতালে নিয়ে গেল চিকিৎসকরা তিনটিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

গত ৪৮ ঘণ্টায় প্রবল তুষারপাত হয় উত্তর কাশ্মীরের বিভিন্ন জায়গায়। বেশ কয়েকটি তুষারধসও নামে। বেশ কয়েক জন সেনা তুষারধসে চাপা পড়ে।

এর আগে সোমবার সোনমার্গের গাণ্ডেরবালে অন্য একটি তুষারধসের ঘটনায় পাঁচ জনের মৃত্যু হয়।

ভারতের নতুন নাগরিকত্ব আইনের (সিএএ) বিরুদ্ধে আন্দোলন করছেন পশ্চিমবঙ্গের ৫৯ শতাংশ মানুষ। ৫১ শতাংশ মানুষই মনে করেন, এই আন্দোলনের ফলে রাজনৈতিক সুবিধা

পাবে রাজ্যের শাসক দল্। এবিপি আনন্দ এবং সিএনএক্সের যৌথ সমীক্ষায় এ ফল সামনে এসেছে। খবর আনন্দবাজার পত্রিকার।

এই রাজ্যের ৫০ শতাংশ মানুষ মনে করেন, ধর্মীয় বিভাজনের জন্যই মালাউন মোদি সরকার নাগরিকত্ব আইন সংশোধন করেছে। আবার ৪৩ শতাংশের ধারণা, এতে লাভবান হবে সন্ত্রাসী দল বিজেপি। ৫৫ শতাংশ মানুষ জানিয়েছেন, তারা চান না দেশে নাগরিকপঞ্জি (এনআরসি) চালু হোক।

এবিপি আনন্দের সমীক্ষাটি করা হয়েছে গত সপ্তাহের বুধ ও বৃহস্পতিবার অর্থ্যাৎ প্রধানমন্ত্রী মোদির কলকাতা সফর এবং তার প্রতিবাদে শহর উত্তাল হওয়ার আগে। ২১৩৪ জনের সঙ্গে কথা বলা হয়েছে সমীক্ষায়।

ইরানে মুরতাদ শিয়া সরকার বিরুধী প্রতিবাদ শুরু হয়েছিল গত শনিবার। আর গত রবিবার তার তীব্রতা আরও বাড়ল। ইরানের রাজধানী তেহরানের রাজপথ দখলে রাখলেন বিক্ষোভকারীরা।

এক সপ্তাহের মধ্যেই বদলে গেল ইরানের ছবি। সাধারণ মানুষ পথে নেমেছিলেন অ্যামেরিকার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে। কারণ মার্কিন ড্রোন হামলায় নিহত হয়েছিল ইরানের অন্যতম জেনারেল ও হাজারো সুন্নী মুসলিমকে হত্যাকারী মুরতাদ কাসিম সোলেইমানি। কাসিম হত্যার জবাবে ইরানও ইরাকে মার্কিন সেনা ঘাঁটি লক্ষ্য করে মিসাইল হামলা চালিয়েছিল বলে খবর প্রচারিত

হয় বিশ্ব মিডিয়ায়। কিন্তু উক্ত হামলায় মার্কিন সেনাদের হতাহতের কোন স্পষ্ট তথ্যও প্রকাশ করতে পারেনি ইরান, নিজেদের মিডিয়াগুলোর লোক ভোলানো হতাহতের সংবাদ প্রচার ছাড়া বাস্তবতা কতটুকু তাও প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয় ইরান। সাধারণ মানুষ তাতেও সায় দিয়েছিল। কিন্তু সমস্যা হল তার পরেই। যে দিন ইরাকে মিসাইল হামলা চালিয়েছিল ইরান, সে দিনই তেহরান থেকে ওড়া একটি ইউক্রেনের বিমান ভেঙে পড়ে। প্রাথমিক ভাবে ইরান জানায়, যান্ত্রিক গোলযোগে বিমানটি ভেঙে পড়েছে। কিন্তু পরে অ্যামেরিকা, কানাডা এবং যুক্তরাজ্যের চাপে ইরানের সেনা স্বীকার করতে বাধ্য হয়, শনিবার, অর্থাৎ দুর্ঘটনার তিনদিন পরে ইরান এই বিমানটিকে ভূপাতিত করার বিষয়টি স্বীকার করে। ওই দুর্ঘটনায় বিমাটিতে থাকা ১৭৬জন আরোহী ও ক্রুর সবাই নিহত হয়। উল্লেখ্য, বিমানে ৮০ জনেরও বেশি ইরানি নাগরিক ছিল।

ইরান প্রশাসন বিষয়টি স্বীকার করে নেওয়ার পরেই খামেনি সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দেন ইরানের জনগণ। রাস্তায় রাস্তায় প্রতিবাদ শুরু হয়ে যায়। রবিবার যার তীব্রতা অন্য মাত্রায় পৌঁছেছে। স্লোগান উঠেছে, 'শত্রু আসলে বাইরে নয়, দেশের ভিতরেই।' খামেনি সরকারের পদত্যাগের দাবি উঠেছে সর্বত্র। পুড়ানো হয় তার ছবি ও প্রতিকি মুর্তি।
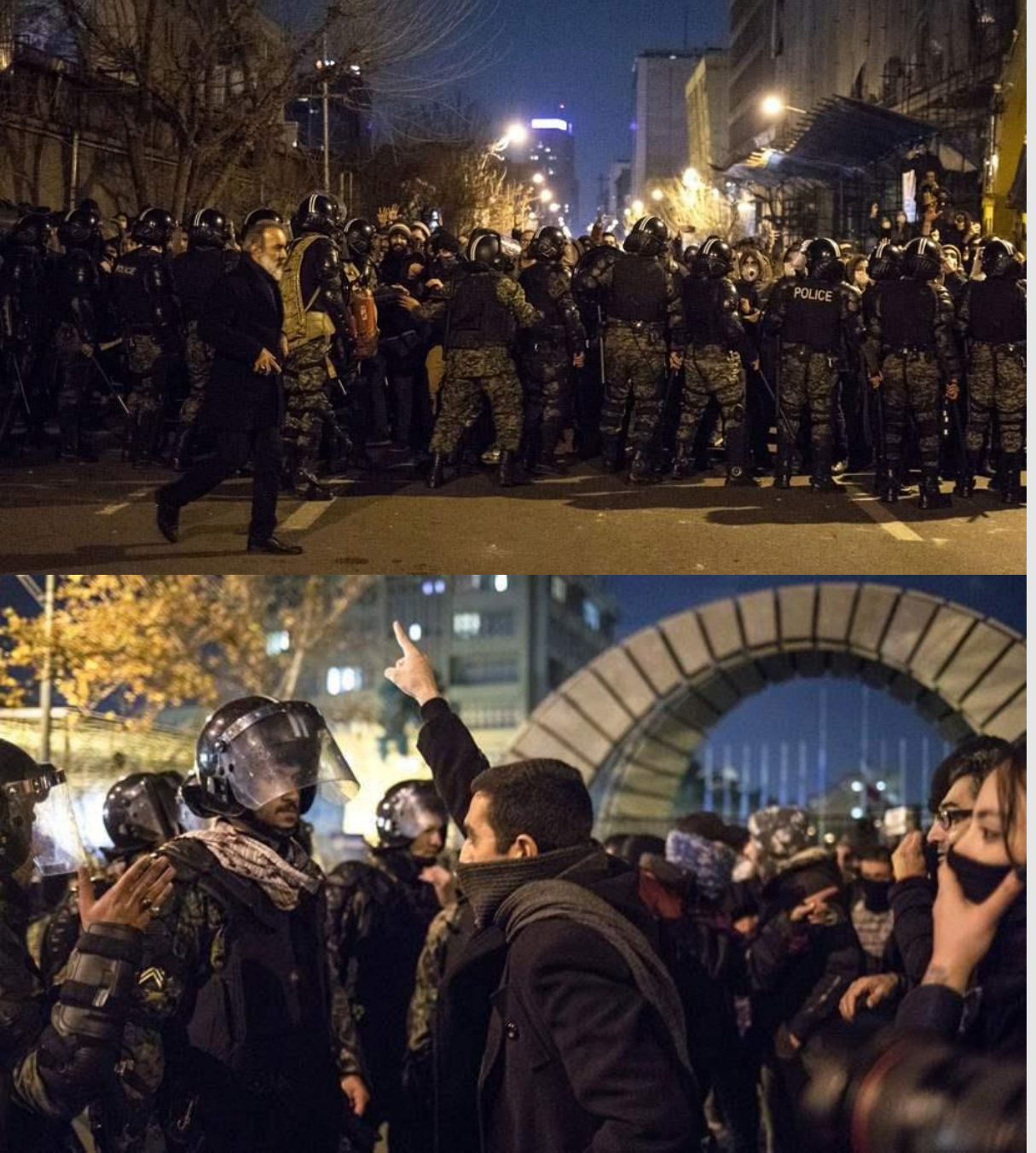
আল-কায়েদার আরব উপদ্বীপ ভিত্তিক ইয়েমেনী শাখা "আনসারুশ শরিয়্যাহ/AQAP" এর মুজাহিদীন গত 2019 সালে ইয়েমেন জুড়ে 274 এরও অধিক অভিযান পরিচালনা করেছেন। এসকল অভিযানগুলো চালানো হয় ক্রুসেডার আমেরিকা, সৌদি সমর্থিত মুরতাদ বাহিনী

"হাদি", হুতী (শিয়া) ও মিথ্যা ভোরের স্বপ্নে মুসলিমদের রক্ত হালালকারী আইএস খারেজীদের বিরুদ্ধে।

হতাহতের পরিসংখ্যান অনুযায়ী গত এক বছরে ইয়েমেনে মুজাহিদদের হামলায় উক্ত সন্ত্রাসী ও মুরতাদ বাহিনীগুলোর ৫১৩ এরও অধিক সদস্য নিহত এবং কয়েক শতাধিক সৈন্য আহত হয়।

https://alfirdaws.org/wp-content/uploads/2020/01/info-2-696x1001.jpg

---

দখলদার ইহুদিবাদী ইসরাঈলী সন্ত্রাসী বাহিনী দখলকৃত পশ্চিম তীর এবং জেরুজালেমের কয়েকটি এলাকায় ১৪ই জানুয়ারি আজ ভোরবেলায় মুসলিমদের বাড়ি-ঘরে তাল্লাশী অভিযান শুরু করে। এসময় ১১ জন মুসলিম যুবককে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায় দখলদার ইহুদিবাদী ইসরাঈলী সন্ত্রাসী সৈন্যরা।

এরপর দখলদার ইহুদী সন্ত্রাসী বাহিনী আটককৃত মুসলিম যুবকদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ইসরাঈলী আটক কেন্দ্রগুলিতে নিয়ে গেছে। এদিকে দখলকারী সেনাবাহিনী তাদের বিবৃতিতে দাবি করেছে যে আটককৃত মুসলিম যুবকরা ইহুদি ও সৈন্যদের বিরুদ্ধে "সহিংস" কর্মকাণ্ডে অংশ নেওয়ার সন্দেহের অজুহাতে ফিলিস্তিনি যুবকদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

অন্যদিকে আজ মঙ্গলবার ভোরবেলায় ২ হাজার ৬৫০ শত দখলদার ও অভিশপ্ত ইহুদী সন্ত্রাসী তাদের নাপাক পদচারণের মাধ্যমে আল-আকসা মসজিদকে পদদলিত ও তার পবিত্রতাকে নষ্ট করেছে।

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকান ভিত্তিক সোমালিয়ান শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন ১৪ই জানুয়ারি মঙ্গলবার দেশটির মুরতাদ সন্ত্রাসী সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে ২টি পৃথক ও সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

এর মধ্যে জুবা প্রদেশের "কাসমায়ো" শহরে দেশটির মুরতাদ সামরিক বাহিনীর একটি ঘাঁটিতে সফল হামলা চালান মুজাহিদিন। যাতে মুরতাদ বাহিনীর সামরিক ঘাঁটির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয় এবং কতক সৈন্য হতাহতের শিকারও হয়।

অন্যদিকে রাজধানী মোগাদিশুর "কারান" শহরে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের হামলায় নিহত হয় ২ সোমালিয় মুরতাদ সৈন্য এবং আহত হয় আরো ২ সৈন্য।

অভাগা সন্তানরা শীতে রাতে বৃদ্ধা মাকে রেলস্টেশনে ফেলে পালিয়েছে। শুনতে খারাপ লাগলেও এমন ঘটনা ঘটেছে চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুর উপজেলার রহনপুর রেলওয়ে স্টেশনে। ১৫ দিন আগে কনকনে শীত আর বৃষ্টির মাঝে শতবর্ষী ওই বৃদ্ধাকে রেলওয়ে স্টেশনে ফেলে যায় তার পরিবারের লোকজন। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে।

উপজেলার রহনপুর রেলওয়ে স্টেশন এলাকার ব্যবসায়ী সিরাজুল ইসলাম বলেন, ১৪/১৫ দিন আগে দুইজন লোক ভ্যানে করে ওই বৃদ্ধাকে নিয়ে এসে স্টেশনে ফেলে রেখে চলে যায়। পরে আমি তাকে সেখান থেকে তুলে স্টেশনের পরিত্যক্ত ছাউনির নিচে খড় দিয়ে বিছানা করে থাকার ব্যবস্থা করে দেই। বিষয়টি জানাজানি হলে স্থানীয় কয়েকজন রোববার (১২ জানুয়ারি) রাতে বৃদ্ধাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়।

গোমস্তাপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আরএমও ডা. সালাউদ্দীন আহমদ জানান, রোববার রাত ১০টার দিকে ওই বৃদ্ধাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। প্রথমে তার অবস্থা খুব খারাপ ছিল। এরপর থেকে তিনি চিকিৎসাধীন রয়েছেন। সোমবার (১৩ জানুয়ারি) দুপুরের পর থেকেই তার শারিরিক অবস্থার উন্নতি হতে থাকে।

মঙ্গলবার (১৪ জানুয়ারি) সকাল থেকে তিনি কথা বলতে পারছেন এবং খাবার খেতে চাচ্ছেন। বর্তমানে তিনি শঙ্কামুক্ত।

তিনি আরও জানান, তার পরিচয় জানতে চাইলে চুপ করে থাকছেন। প্রশাসনের লোকজন তার সামনে বলেছেন তার সন্তানদের ধরে এনে শাস্তি দেবেন। সন্তানদের শাস্তির ভয়েই সম্ভবত তিনি তার পরিচয় বা ঠিকানা দিচ্ছেন না।

ইসলামের নিয়ম-কানুন নিয়ে কথা বলায় উইঘুরে এক মসজিদের ইমামকে কারাদণ্ড দিয়েছে চীনের একটি আদালত। কারাদণ্ড দিয়েছে তার স্ত্রী ও ছেলেকেও।

জানা গেছে, ইসলাম পালনে তিনি খুবই গুরুত্ব দিতেন। তাকে দেখে অন্যরাও উদ্বুদ্ধ হতো।

বার্তা সংস্থা,ডকুমেন্টিং অপ্রেশন এগেইনস্ট মুসলিম জানিয়েছে, করকাশ মসজিদের ইমাম আবলাজান বাকরিকে ২০ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত। পাশাপাশি তার স্ত্রীকে ৪ বছর এবং তার ছেলেকে ৬ বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে।

কম সমালোচনা হয়নি ফেসবুক নিয়ে। এরপর কখনো মুখ খোলেননি স্বয়ং ফেসবুকের প্রতিষ্ঠাতা মার্ক জাকারবার্গ। কিন্তু এবার তিনি নিজেই করলেন সমালোচনা।

জাকারবার্গ জানান, ফেসবুক সমাজকে বিপুল ক্ষতির মুখোমুখি করছে। এছাড়াও ফেসবুকের ভাইস প্রেসিডেন্ট চামাথ পালিপিতিয়া জানান ফেসবুক হলো ভয়ঙ্কর ভুল। তিনি তার সন্তানকে ব্যবহার করতে দেন না ফেসবুক।

তিনি জানান, ফেসবুক তৈরি করা হয়েছিল সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে। সামাজিক কাজকর্ম করার জন্য ফেসবুক অনেক রকম টুলস এনেছে। তবে তিনিও জানান যে, তিনি নিজে অনুভব করেছেন এই ফেসবুক হলো 'ভয়ংকর ভুল'। তিনি মনে করেন বর্তমানে সমাজ একটি কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে।

সংস্থার ভাইস প্রেসিডেন্ট চামাথ পালিপিতিয়া জানান, কীভাবে মানুষের মন ঘোরানো যায় সেটা নিয়েও তারা ভাবছেন। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আরও বলেন, শিশুদের মাথায় কখন কী চলছে, সেটা শুধু উপরওয়ালা জানেন!

সূত্র: জি-নিউজ

সাড়ে চার বছরের বেশি সময় পর ফের ভয়াবহ পরিণতি শেয়ারবাজারে। সূচক ও লেনদেনে ধস নেমেছে। কমছে সব ধরনের শেয়ারের দর। গতকাল সপ্তাহের দ্বিতীয়দিনে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) প্রধান সূচক ডিএসইএক্স কমেছে ৮৯ পয়েন্ট। সূচক নেমে এসেছে ৪ হাজার ১২৩ পয়েন্টে। যা গত ৪ বছর ৮ মাস বা ৫৬ মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন। ভয়াবহ পরিণতির প্রভাবে কমছে ব্লু চিপস বলে পরিচিত মৌলভিত্তির কোম্পানির শেয়ার দরও। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, চরম আস্থার সংকট ও নিয়ন্ত্রক সংস্থার কার্যত অচলাবস্থার জন্য শেয়ারবাজারের এই পরিণতি। সম্প্রতি ডিএসইর এমডি নিয়োগ নিয়ে জটিলতা সৃষ্টি হওয়ায় এই সংকট আরও বেড়েছে। ফলে আস্থাহীনতা চরম আকার ধারণ করেছে। এতে আতঙ্কিত বিনিয়োগকারীরা শেয়ার বিক্রি করে দিচ্ছেন। প্রতিদিন কমছে ডিএসইর সূচক।

জানা গেছে, ডিএসইর প্রধান সূচক ডিএসইএক্স ৮৯ পয়েন্ট কমে দাঁড়িয়েছে ৪ হাজার ১২৩ পয়েন্টে। যা ৪ বছর ৮ মাস অর্থাৎ ৫৬ মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন। এর আগে ২০১৫ সালের ৭ মে একই অবস্থানে ছিল ডিএসইএক্স সূচকটি। ওই দিন এটি ৪ হাজার ১২২ পয়েন্টে অবস্থান করে। শেয়ারবাজারের এই দরপতনে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা গ্রামীণফোনের। কোম্পানিটির দরপতনে সূচক কমেছে ২৫ পয়েন্ট। এর পরের অবস্থানে থাকা বৃটিশ আমেরিকান ট্যোবাকোর কারণে ৮ পয়েন্ট, স্কয়ার ফার্মার কারণে ৫ পয়েন্ট, আইসিবির কারণে ৩ পয়েন্ট ও বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশের কারণে ৩ পয়েন্ট সূচক কমেছে। ডিএসইতে টাকার পরিমাণেও লেনদেন কমেছে। লেনদেন হার নেমেছে ২০০ কোটি টাকার ঘরে। গতকাল লেনদেন হয়েছে ২৮৬ কোটি ৭৮ লাখ টাকার শেয়ার। লেনদেনের শীর্ষে ছিল লাফার্জ হোলসিম, এডিএন টেলিকম, রিং সাইন টেক্সটাইল, খুলনা পাওয়ার, বিকন ফার্মাসিউটিক্যালস, ওয়েস্টার্ন মেরিন, নর্দার্ণ জুট, স্ট্যান্ডার্ড সিরামিক, গ্রামীণফোন ও এসএস স্টিল। অপর শেয়ারবাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের (সিএসই) সার্বিক সূচক সিএএসপিআই ২৩৯ পয়েন্ট কমে দাঁড়িয়েছে ১২ হাজার

৫৭০ পয়েন্টে। সিএসইতে হাত বদল হওয়া ২৫২টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শেয়ার দর বেড়েছে ২৮টির, কমেছে ২০৬টি এবং অপরিবর্তিত থাকে ১৮টির দর। সিএসইতে ১৩ কোটি ৩৫ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। বাজারের এই ভয়াবহ পরিণতি নিয়ে উদ্বিগ্ন সাধারণ বিনিয়োগকারী থেকে সবাই। ডিএসইতে সম্প্রতি ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিয়োগ নিয়ে সংকট তৈরি হয়েছে। এছাড়া নাম সর্বস্ব কোম্পানির আইপিও নিয়ে বিনিয়োগকারীরা পুরোপুরি হতাশ। এসব কোম্পানির বেশিরভাগ শেয়ার দর অভিহিত মূল্যের নিচে নেমেছে। জানতে চাইলে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সাবেক সভাপতি শাকিল রিজভী বলেন বিদেশি বিনিয়োগ চলে যাচ্ছে শেয়ারবাজার থেকে। তারা এখন শেয়ার ধরে রাখতে চাইছে না। প্রতিদিন বিক্রি করছেন। মৌলভিত্তির কোম্পানিগুলোর দর এ কারণে কমছে। তিনি আরও বলেন, বাজারে এখন আস্থার সংকটই সবচেয়ে বেশি। ফলে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীরাও হতাশ হয়ে শেয়ার বিক্রি করে দিচ্ছেন। এছাড়া তারল্য সংকটও একটি বড় কারণ। নগদ অর্থের সরবরাহ করা ছাড়া এই পরিস্থিতির উন্নতি হবে না। জানতে চাইলে ডিএসইর সাবেক পরিচালক ও মডার্ন সিকিউরিটিজের ব্যবস্থাপনা পরিচালক খুজিস্তা নূরই নাহরিন বলেন, শেয়ারবাজারে বিনিয়োগ করছেন চিকিৎসক, প্রকৌশলী, শিক্ষক, ব্যাংকারসহ পেশাজীবীরা। যারা তাদের উদ্বৃত্ত অর্থ শেয়ারবাজারে বিনিয়োগ করেন। তারা আমানত হিসেবে বিনিয়োগ করে প্রতিদিন লোকসানের শিকার হচ্ছেন। ফলে তাদের মধ্যে হতাশা নেমে এসেছে। বাজারে তাদের জন্য কেউ কিছু করছে না। করারও কেউ নেই। সুশাসনের অবনতি ঘটেছে বাজারে। সাম্প্রতিক সময়ে যেসব আইপিও এসেছে যার বেশিরভাগই ছিল নামসর্বস্ব। বাজারে গত ২/৩ বছরে তালিকাভুক্ত কোম্পানির নিয়ে নানা ধরনের প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। সম্প্রতি তালিকাভুক্ত হওয়া একটি কোম্পানির ১০ টাকার শেয়ার দর নেমেছে ৮ টাকায়। বন্ধ, নামসর্বস্ব কোম্পানিও তালিকাভুক্ত হয়েছে। প্লেসমেন্টের মাধ্যমে ১৫ থেকে ১৬ হাজার কোটি টাকা বাজার থেকে নিয়ে গেছেন। কোনো কোম্পানির পরিচালকদের শাস্তি হতে কেউ দেখেনি। তারল্য চলে যাওয়ায় বাজার এখন খুবই দুর্বল অবস্থানে চলে গেছে। এখন নতুন করে অর্থ আনা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। যারা অনিয়ম করে আইপিও নিয়ে এসেছে তাদের শাস্তি দিতে হবে।

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকান ভিত্তিক শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন গত সোমবার সকালে উত্তর-পূর্ব কেনিয়ার গরিসা শহর থেকে প্রায় 35 কিলোমিটার দূরে কমোদা অঞ্চলে কেনিয়ান ক্রুসেডার পুলিশ বাহিনীর একটি ঘাঁটিতে সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

মুজাহিদদের তীব্র হামলার ফলে ক্রুসেডার কেনিয়ান পুলিশ সদস্যরা ঘাঁটি ছেড়ে পালায়ন করলে মুজাহিদগণ তা নিয়ন্ত্রণে নিতে সক্ষম হন, পরে কামাদো অঞ্চল জুড়ে ব্যাপক অভিযান চালান মুজাহিদগণ এবং পুরো অঞ্চল নিয়ন্ত্রণে নিয়েনেন। এসময় মুজাহিদগণ প্রচুর পরিমাণে অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম গনিমত লাভ করেন।

অঞ্চলটি বিজয়ের পর হারাকাতুশ শাবাব যোদ্ধারা পরিদর্শন টহল নিয়ে কমোদা অঞ্চলে একটি তল্লাশি অভিযান চালান, এই সময় ৩ কেনিয়ান ক্রুসেডারকে হত্যা করেন মুজাহিদগণ।

উক্ত অঞ্চল ও পুলিশ স্টেশন নিয়ন্ত্রণে নেয়ার পাশাপাশি মুজাহিদগণ কেনিয়ান মুরতাদ সরকারের "সাফারিকম" যোগাযোগ সংস্থা সদর দফতর ও থানা সদর দফতর দখলে নেন, পরে মুজাহিদগণ তা ধ্বংস করে দেন। মুজাহিদগণ এই অভিযানে কুফ্ফার বাহিনীর বিরুদ্ধে ভারী অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম ব্যবহার করেছিলেন।

এদিকে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে যে, হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন সাম্প্রতিক সময়ে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে তাদের অভিযান বৃদ্ধি করেছেন, দেখা যায় যে কেনিয়ার ভিতরেই মুজাহিদগণ গত সপ্তাহের মধ্যে ১১ টি সফল আক্রমণ পরিচালনা করেছেন। এর মধ্যে কেনিয়ার গারিসা শহরে ৪টি, ওয়াজিরে শহরে ৩টি, মন্দিরায় ২টি এবং লামুতে ২টি হামলা করা হয়েছিল।

পশ্চিম আফ্রিকা জুড়ে আল-কায়েদা শাখার জানবায মুজাহিদদের ক্রমবর্ধমান সফল অভিযান ও একের পর এক এলাকা বিজয় কুফ্ফার বিশ্বের জন্য এখন মাথা ব্যাথার কারণ হয়ে দাড়িয়েছে।

তাই গতকাল, পশ্চিম আফ্রিকার পাঁচটি উপকূলীয় রাষ্ট্র মালি, চাদ, বুর্কিনা ফাসো, নাইজার এবং মরিতানিয়ার মুরতাদ সরকার প্রধানরা এই অঞ্চলে আল-কায়েদার বিজয় ও সফলতার জোয়ার মোকাবেলায় ফ্রান্সের সহায়তায় নতুন করে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে। ফ্রান্সের নেতৃত্বে এই অঞ্চলগুলোতে

ইউরোপিয় ক্রুসেডারদেরকেও এই যুদ্ধে অংসগ্রহণ করার আহ্বান জানায় মুরতাদ সরকার প্রধানরা।

মুজাহিদদের বিরুদ্ধে মুরতাদ বাহিনীর ব্যর্থতা নিয়ে আলোচনা করতে ফরাসী রাষ্ট্রপতি ম্যাক্রোঁয়ের সাথে সাক্ষাত করেছে উক্ত দেশগুলোর মুরতাদ শাসকগোষ্ঠী। এই আলোচনা আরো কয়েক দফায় চলবেও বলে জানিয়েছে আফ্রিকান ভিত্তিক একটি সংবাদ মাধ্যম।

এদিকে আলোচনা চলাকালীন সময়েই অর্থাৎ গতকাল মালিতে আল-কায়েদা শাখা "জামাআত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন/JNIM" এর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা ও দেশটির মুরতাদ বাহিনীকে সামরিক প্রশিক্ষণ দিতে ২২০ প্রশিক্ষিত ক্রুসেডার সৈন্যকে প্রেরণ করেছে ফ্রান্স।

ইনশাআল্লাহ, আল-কায়েদার মুজাহিদ ভাইরাও সেখানে ক্রুসেডারদের জন্য উত্তম অতিথি আপ্যায়ন করানোর অপেক্ষায় আছেন, যেমনটি বিগত ২০১৩ সাল থেকে করে আসছেন। থাকছে ফিরার সময় দৃষ্টিনন্দনীয় কফিন ও বিশ্রামের জামকালো ব্যাবস্থাপনাও...

আল-কায়েদা সিরিয়ান শাখা 'তানযিম হুররাসুদ দ্বীন' এর নেতৃত্বে গঠিত 'ওয়া হাররিদ্বিল মুমিনিন' অপারেশন রুমের মুজাহিদগণ ১৪ই জানুয়ারি রাতে ইদলিবের "আর-রিদাইন" এলাকায় কুখ্যাত নুসাইরি (শিয়া) আসাদ বাহিনীর উপর স্নাইপার ও রকেট হামলা চালিয়েছেন।

প্রাথমিক সংবাদমতে মুজাহিদদের স্নাইপার হামলায় মুরতাদ বাহিনীর এক সন্ত্রাসী নিহত হয়েছে। আর মুজাহিদদের ছোড়া রকেটগুলো সরাসরি মুরতাদ বাহিনীর অবস্থানে আঘাত করেছে। যাতে বহু নুসাইরি (শিয়া) মুরতাদ সেনা হতাহত হয়েছে।

১৩ই জানুয়ারি, ২০২০

জামাআত কায়েদাতুল জিহাদ(JNIM & AQIM) এর আল্লাহ্ ভীরু জানবায মুজাহিদগণ পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকাজুড়ে গত 2019 সালে 65 এরও অধিক সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন। মুজাহিদদের এসকল হামলায় প্রধান লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয় ক্রুসেডার ফ্রান্স, জাতিসংঘ, ইউরোপীয় ক্রুসেডার জোট এবং পাশাপাশি স্বদেশীয় মুরতাদ বাহিনীর সন্ত্রাসী সৈন্যরা।

মুজাহিদদের এসকল হামলায় শুধু মালি ও বুর্কিনা-ফাসোতেই 645 এরও অধিক সৈন্য নিহত হয় এবং আহত হয় আরো 64 এরও অধিক।

এছাড়াও নাইজার, আল-জাজায়ের ও তাউনিসিয়াতেও মুজাহিদদের হামলায় 60 এরও আধিক সৈন্য নিহত এবং ১৪ এরও অধিক সৈন্য আহত হয়।

https://alfirdaws.org/wp-content/uploads/2020/01/qSYiT-27-696x1001.jpg

---

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের ৭ জন জানবায তালেবান মুজাহিদ গত রাতে আফগান মুরতাদ সরকারের "গার্ডিজ" কারাগার হতে সফলভাবে পালাতে সক্ষম হয়েছেন।

বর্তমানে উক্ত মুজাহিদগণ ইমারতে ইসলামিয়ার নিয়ন্ত্রিত এলাকায় তালেবানদের সাথে এসে মিলিত হয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের ৭ জন জানবায তালেবান মুজাহিদ গত রাতে আফগান মুরতাদ সরকারের "গার্ডিজ" কারাগার হতে সফলভাবে পালাতে সক্ষম হয়েছেন।

বর্তমানে উক্ত মুজাহিদগণ ইমারতে ইসলামিয়ার নিয়ন্ত্রিত এলাকায় তালেবানদের সাথে এসে মিলিত হয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকান ভিত্তিক শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন পেন্টল্যান্ড কুফ্ফার বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

শাহাদাহ নিউজ এজেন্সীর তথ্যমতে সোমালিয়ার "জলজালা" শহরতলির কাছে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন এর লাগানো একটি বিস্ফোরক বিস্ফোরণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয় পেন্টল্যান্ড কুফ্ফার মিলিশিয়ারা। যার ফলে তাদের দুই সদস্য নিহত ও তিন সদস্য গুরুতর আহত হয়।

এমনিভাবে রাজধানী মোগাদিশুর "আফজাওয়ী" শহরে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের অন্য একটি হামলার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয় সোমালিয় মুরতাদ বাহিনী। যার ফলে কতক মুরতাদ সেনা নিহত ও আহত হয়।

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকান ভিত্তিক শাখা "হারাকাতুশ শাবাব" আল মুজাহিদিন ১৩ই জানুয়ারি সোমবার সোমালিয়ার জুবা প্রদেশের "আঞ্জিল" এলাকায় দেশটির মুরতাদ সরকারি বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

আলহামদুলিল্লাহ, হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের পরিচালিত উক্ত সফল হামলায় সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর ৬ সদস্য নিহত এবং আরো ৭ সদস্য আহত হয়।

দেশের জাতীয় অপরাধ পরিসংখ্যান সংস্থা বা এনসিআরবির তথ্য অনুযায়ী ২০১৮ সালে ভারতে দিনে ৯১টি ধর্ষণ হয়েছে। শুধু তাই নয়, পরিসংখ্যান বলছে দিনে ৮০টি খুন ও ২৮৯টি গুম হয়েছে।

এই তথ্য প্রকাশের পর থেকে নতুন করে আলোচিত হচ্ছে ভারতের উন্নয়নশীলতার বাস্তবিক চিত্র।

বর্তমানে, ভারতে বিশালাকারে সংগঠিত হচ্ছে নাগরকিত্ব আইন, নাগরিকপঞ্জীসহ বিভিন্ন বিষয়ে নাগরিক প্রতিবাদ। অন্যদিকে, প্রতিবাদী জনতার ওপর পুলিশি হামলার প্রতিবাদ থেকে পিছিয়ে

নেই সমাজের কোনো অংশের মানুষ। একদিকে সংবিধানবিরোধী আইন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পুলিশি হামলার বিরুদ্ধে সোচ্চার সাধারণ মানুষ তেকে বলিউড সেলিব্রিটি সবাই, অন্যদিকে নতুন উদ্যমে প্রতিবাদ ঠেকাতে 'ট্রল ব্রিগেড'। সব মিলিয়ে, কোথাও যেন অদৃশ্য এক 'টাগ অফ ওয়ারে' ব্যস্ত বর্তমান ভারত। পাল্লার একদিকে যুক্তি, প্রতিবাদের গণতান্ত্রিক অধিকার। অন্যদিকে অন্ধ ভক্তি ও চুপ করিয়ে রাখার সংস্কৃতি।

এমন পরিস্থিতিতে যখন ২০১৮ সালের অপরাধ পরিসংখ্যান সামনে আসে, তখন বুঝা গেছে ভারত গত দশ বছরে একাধিক ক্ষেত্রে মৌলিক খাতে রয়ে গেছে বিশাল ঘাটতি।

এদিকে,একই দেশে একদিকে একটি বিশেষ প্রাণীর মাংস খাওয়ার গুজবের ভিত্তিতে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হয় মুসলিম পিতা-পুত্রকে। অন্যদিকে, দেশের অন্যতম জনপ্রিয় হিন্দু অভিনেত্রী সশরীরে সরকারবিরোধী জনসভায় উপস্থিত হয়, নিজের কেরিয়ার বা প্রাণভয়ের তোয়াক্কা না করেই।

একই দেশে সম্প্রতি বৈধ হয়েছে সমকামী সম্পর্ক। অন্যদিকে এই ভারতেই ধর্ষিতা হয় গড়ে দিনে ৯১জন।

জাতপাতভিত্তিক বিভেদ আইনত ভারতে অপরাধ হলেও শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হয়ে একজন রোহিত ভেমূলাকে আত্মহত্যা করতে হয়।

২০১২ সালে। রাজধানীর রাজপথে ঘটে গিয়েছিল নির্ভয়া কাণ্ড। আজ আট বছর হতে চলল। এখনও দোষীদের সাজা দেওয়া যায়নি। গত বছর শেষের দিকে ঘটে হায়দরাবাদ কাণ্ড। পশুচিকিৎসক ধর্ষণের ঘটনায় উত্তাল হয়েছিল গোটা দেশ। কিন্তু এমন আরও অনেক ঘটনা ঘটে যা প্রকাশ্যেই আসে না। কিন্তু ঘটনাগুলো ঘটেই চলেছে। প্রতি ১৫ মিনিটে দেশে একটি করে ধর্ষণের ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। অবাক হচ্ছেন? সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে ২০১৮ সালের ক্রাইম রিপোর্ট। সেই রিপোর্ট দেখলে আপনারও চক্ষু চড়কগাছ হবে। সেই রিপোর্ট থেকেই মিলেছে, ভারতে প্রতি ১৫ মিনিটে একটি করে ধর্ষণের ঘটনা ঘটে যাচ্ছে।
২০১৮ সালে দেশজুড়ে প্রায় ৩৪ হাজার ধর্ষণের অভিযোগ শুধুমাত্র থানাতেই দায়ের হয়েছিল। রিপোর্ট জানাচ্ছে, এর মধ্যে মাত্র ২৭ শতাংশ দোষী সাব্যস্ত হয়েছে। পুলিশের বিরুদ্ধে

অভিযোগ, মহিলাদের ওপর হওয়া এই অপরাধমূলক ঘটনাগুলিতে পুলিশ সঠিক ভাবে তদন্ত করে না।
প্রসঙ্গত, দেশের বহু অংশ এমন রয়েছে যেখানে হাজার হাজার ঘটনা সরকারের খাতায়, প্রশাসনের নজরে আসে না। নির্যাতিতাও অনেক সময় লোকলজ্জার ভয়ে, পারিবারিক কারণে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন না। এর ফলে ধর্ষণকারী যেমন প্রশ্রয় পায়। তেমনই সমাজেরও প্রভূত ক্ষতি হয়।

দখলদার ইহুদিবাদী ইসরাঈলী সন্ত্রাসী বাহিনী সোমবার ভোর বেলায় ৭ জন নিরাপরাধ ফিলিস্তিনী যুবককে তাদেন বাসা থেকে কিডন্যাপ করে নিয়ে যায়। এসময় তাল্লাশীর নামে মুসলিম মা-বোনদের লাঞ্ছিত-অপমানীত করে এবং মুসলিমদের ঘর-বাড়িতে ভাংচুর করে।

ফিলিস্তানের পশ্চিম তীর, নাবলুস ও জেরুজালেম থেকে এসকল যুবককে কিডন্যাপ করে দখলদার ইহুদী সন্ত্রাসীরা।

অন্যদিকে গত দুই সপ্তাহে মুসলিমদের ২৬টিরও অধিক বসত-বাড়ি অবৈধভাবে গুড়িয়ে দেয় দখলদার ইহুদী সন্ত্রাসীরা।

মমিনুল হক সাঈদ। ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর (বহিষ্কৃত)। হালে ঢাকার আন্ডারওয়ার্ল্ডের ডন হয়ে ওঠা এই কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে অভিযোগের শেষ নেই। ক্যাসিনোকান্ডে শুদ্ধি অভিযানের আগমুহূর্তে তিনি দেশত্যাগ করেন। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছে মোস্ট ওয়ান্টেড এই সন্ত্রাসী নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দেশে ফিরেছেন। তিনি একাই নন, তার স্ত্রীও কাউন্সিলর প্রার্থী। তার এলাকায় বহু ক্যাডারের আনাগোনা এখন।

ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শফিকুল ইসলাম সেন্টু। এবারও তিনি জাতীয় পার্টির সমর্থিত প্রার্থী। তার বিরুদ্ধে দখলবাজি, চাঁদাবাজির অসংখ্য

অভিযোগ। বাংলাদেশে ক্যাসিনোর জনকদের অন্যতম এই সেন্টু শুদ্ধি অভিযান শুরুর পরই সিঙ্গাপুর পালিয়ে যান। তিনি দেশে ফিরেছেন নির্বাচন সামনে রেখে।

নির্বাচনে এসব অপরাধী প্রার্থীকে সামনে রেখে সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলোয় সন্ত্রাসীদের প্রকাশ্য আনাগোনা শুরু হয়েছে। নগরীর বিভিন্ন এলাকা ঘুরে ও গোয়েন্দাসূত্রে জানা গেছে, বিতর্কিত কাউন্সিলর প্রার্থীদের সঙ্গে মাদক, চাঁদাবাজি, দখলসহ বিভিন্ন অপরাধে জড়িত সন্ত্রাসীদের সখ্য রয়েছে। তাদের কয়েকজনের সঙ্গে বিদেশে পলাতক শীর্ষ সন্ত্রাসীদেরও যোগাযোগ রয়েছে। কিলার আব্বাস ভোটের মাঠ নিয়ন্ত্রণে রাখতে চাচ্ছে কারাগার থেকেই। আবার জিসান বিদেশে থেকে কলকাঠি নাড়াচ্ছে এই ভোটে। আর এ অবস্থায় সন্ত্রাসে জড়িত কাউন্সিলর প্রার্থীদের ঘিরে ভোটের মাঠে সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের আশঙ্কা করা হচ্ছে।

বিভিন্ন গোয়েন্দা তথ্য ও অনুসন্ধানে এসব প্রার্থীর বিভিন্ন ধরনের বিতর্কিত কর্মকান্ডের চিত্র পাওয়া গেছে। ক্যাসিনোবিরোধী অভিযানের সময় বিতর্কিত এই ব্যক্তিদের একটি বড় অংশ গাঢাকা দিয়েছিল। অভিযান থমকে যাওয়ার পর এরা ফের স্বমূর্তিতে আবির্ভূত হয়েছে।

অনুসন্ধানে দেখা যায়, উত্তর ও দক্ষিণে আওয়ামী লীগের সমর্থন পাওয়া ১৮ জনসহ দুই ডজন কাউন্সিলর প্রার্থীর বিরুদ্ধে অভিযোগ অনেক। আবার আওয়ামী লীগের সমর্থন না পেলেও মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন, এমন দুজনকে ঘিরেও রয়েছে বিতর্ক। বিএনপির সমর্থন পাওয়া তিনজনের বিরুদ্ধে রয়েছে নানা অভিযোগ। জাতীয় পার্টির সমর্থনে কাউন্সিলর প্রার্থী হয়েছেন, এমন এক নেতা ক্যাসিনোবিরোধী অভিযানের সময় পালিয়ে ছিলেন সিঙ্গাপুরে।

পুলিশ ও অন্যান্য সূত্রে জানা যায়, ঢাকা উত্তরে ২৮ নম্বর ওয়ার্ডে আওয়ামী লীগের প্রার্থী করা হয়েছে ফোরকান হোসেনকে। আগারগাঁওয়ের ফুটপাথে চাঁদাবাজি থেকে শুরু করে টেন্ডারবাজিসহ নানা অপকর্মের অভিযোগ তার বিরুদ্ধে। দরিদ্রদশায় মাদারীপুর থেকে রাজধানী শহরে আসা ফোরকান এখন শত কোটি টাকার মালিক। ৭ নম্বর ওয়ার্ডে আওয়ামী লীগের সমর্থন পেয়েছেন তোফাজ্জেল হোসেন টেনু। রডভর্তি ট্রাক গায়েব করে দেওয়ার মামলা রয়েছে তার বিরুদ্ধে। একসময়ের বিএনপি ঘরানার টেনুর বিরুদ্ধে ওই ছিনতাই মামলাটির তদন্ত করছে মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ। চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজিরও একাধিক অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। ৫ নম্বর ওয়ার্ডে আবারও মনোনয়ন পেয়েছেন আবদুর রউফ নান্নু। সরকারি ও ব্যক্তিমালিকানার জায়গা দখল করে মার্কেট নির্মাণের অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। গোয়েন্দা

সংস্থার একাধিক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, নান্নু এলাকার মাদক বিক্রেতাদের আশ্রয় দেন। ১০ নম্বর ওয়ার্ডে ক্ষমতাসীন দলের সমর্থন পেয়েছেন আরেক বিতর্কিত ব্যক্তি। ২০০৮ সালে বিএনপি থেকে আওয়ামী লীগে যোগ দেওয়ার পর আবু তাহের গুলি করে হত্যার চেষ্টা করেন তাঁতী লীগ নেতা শাহজাহানকে। প্রভাবশালীদের ছত্রচ্ছায়ায় দাপুটে হয়ে ওঠা আবু তাহেরের বিরুদ্ধে রয়েছে একাধিক সাধারণ মানুষের জমি দখলের অভিযোগও। ১০ নম্বর ওয়ার্ডকে তিনি তার সন্ত্রাসের রাজত্বে পরিণত করেছেন।

সূত্রে জানা যায়, ঢাকা দক্ষিণের ২০ নম্বর ওয়ার্ডে মনোনয়ন পেয়েছেন ফরিদউদ্দিন রতন। রাজনীতি ও আর্থিক খাতে এক বিস্ময়কর উত্থান ঘটেছে রতনের। আদিবাড়ি নোয়াখালী হলেও বড় হয়েছেন ফরিদপুরের একটি উপজেলায়। ঢাকায় এসে গভীর সম্পর্ক হয় জি কে শামীম, খালেদ মাহমুদ ভূঁইয়াদের সঙ্গে। বাণিজ্য-বেসাতিও ছিল তাদের সঙ্গে। খালেদরা ফেঁসে গেলেও ফাঁকতালে বেঁচে গেছেন রতন। ২ নম্বর ওয়ার্ডে ফের আওয়ামী লীগের সমর্থন পেয়েছেন আনিসুর রহমান আনিস। বিগত নির্বাচনে কাউন্সিলর হওয়ার পরই তিনি পূর্ব গোড়ান ঝিলের ছয় বিঘা জমি দখলে নিয়ে প্লট আকারে বিক্রি করে দেন। ওই এলাকায় কেউ নতুন ভবনের নির্মাণকাজ শুরু করলে সেখানে গিয়ে হাজির হয় হয় 'আনিস বাহিনী'। এ বাহিনী চাঁদা না দিলে বন্ধ করে দেয় নির্মাণকাজ। ২৬ নম্বর ওয়ার্ডে সমর্থন পেয়েছেন হাসিবুর রহমান মানিক। আজিমপুরের লেগুনাসহ বিভিন্ন পরিবহনে চাঁদাবাজির অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। বলা হয়, মানিক বর্তমানে যে বাড়িতে বাস করেন ওই বাড়িটি চুক্তিতে একজনের কাছ থেকে নিয়ে আর ফেরত দেননি। এ ছাড়া সন্ত্রাস ও মাদকের কারণে বিতর্কিত প্রার্থীদের মধ্যে উত্তরের ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে হারুন অর রশিদ এবং দক্ষিণে ৫১ নম্বর ওয়ার্ডে হাবিবুর রহমান হাবু, ৫৬ নম্বর ওয়ার্ডে মোহাম্মদ হোসেন, ৬৮ নম্বর ওয়ার্ডে মাহমুদুল হাসান পলিন আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেয়েছেন। উত্তরের ৪৭ নম্বর ওয়ার্ডে আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী হয়েছেন সাবেক কাউন্সিলর আনিসুর রহমান নাঈম। একই সিটিতে বিএনপির বিদ্রোহী প্রার্থী হেলাল উদ্দিন তালুকদার, ৫৪ নম্বর ওয়ার্ডে দলটির সমর্থিত প্রার্থী হারুনুর রশিদ খোকা ও ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডে আলী আকবর।

মোটকথা, ঢাকা সিটি করপোরেশনের নির্বাচনে কাউন্সিলর পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী অনেকেরই চিহ্নিত সন্ত্রাসী ও অপরাধী হিসেবে পরিচিতি রয়েছে। বাংলাদেশ প্রতিদিনের প্রতিবেদনে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী বহু সংখ্যক প্রার্থীর বিরুদ্ধে অপরাধ কর্মকান্ডে জড়িত থাকার

অভিযোগ করা হয়েছে। বলা হয়েছে অন্তত দুই ডজন কাউন্সিলর প্রার্থী রয়েছেন, যাদের বিরুদ্ধে ক্যাসিনোকান্ডসহ টেন্ডারবাজি, ফুটপাথ থেকে শুরু করে নানা ধরনের চাঁদাবাজি, জমি দখল, বাড়ি দখল, প্রতিপক্ষের ওপর আঘাত, সরকারি জায়গা দখল করে মার্কেট নির্মাণ, মাদক বিক্রিতে সহায়তা, সন্ত্রাসী লালনসহ নানা অপরাধের অভিযোগ রয়েছে। ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশ্বন নির্বাচনে কাউন্সিলর পদে আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জাতীয় পার্টি সমর্থিত প্রার্থীর মধ্যে অনেকেই রয়েছেন সন্ত্রাসে জড়িত অভিযুক্তদের এ তালিকায়। আবার আওয়ামী লীগের সমর্থন না পেয়ে 'বিদ্রোহী' হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া বেশ্ব কয়েকজনও রয়েছেন বিতর্কিতদের তালিকায়। স্বাভাবিকভাবেই কাউন্সিলর নির্বাচনে বিতর্কিতরা প্রার্থী হওয়ায় সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডগুলোর ভোটাররা নিজেদের ইচ্ছায় ভোট দিতে পারবেন কিনা সে বিষয়ে সংশ্বয় সৃষ্টি হয়েছে। নির্বাচন আদৌ শান্তিপূর্ণ হবে কি না তা নিয়ে দেখা দিয়েছে সংশ্বয়। আর ভোটের পর মূলত অপরাধী সন্ত্রাসীরাই নেতা হতে যাচ্ছে।

ভারত সীমান্ত হত্যা বন্ধে অঙ্গীকার রক্ষা করেনি জানিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন, সীমান্ত হত্যাকান্ডে বাংলাদেশ উদ্বিগ্ন। সীমান্তে যাতে একজনও মারা না যায়, সে ব্যাপারে ভারত অঙ্গীকার করেছিল। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে, সীমান্ত হত্যা ঘটছে। তাই আমরা উদ্বিগ্ন। গতকাল পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি এ মন্তব্য করেন।

ভারত সরকার যে অঙ্গীকারে রাজি হয়েছে, তার পূরণ করছে না। তাই বাস্তবতা হল সীমান্তে ব্যাপকভাবে মানুষ হত্যা হচ্ছে।

মেয়র প্রার্থীরা সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত ছুটছেন ভোটারদের ঘরে ঘরে। ঢাকা সিটিকে নতুন করে গড়ে তোলার নানান প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। সম্প্রীতির রাজনীতি, পরিবর্তনের রাজনীতির প্রতিশ্রুতি ছাড়াও ঐতিহ্যের ঢাকা, সুন্দর ঢাকা, সচল ঢাকা, সুশাসিত ঢাকা এবং সর্বোপরি উন্নত ঢাকা গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন।

পৌষের শেষ সাপ্তাহে হাড় কাঁপানো শীতে সূর্যের দেখা নেই। প্রচন্ড ঠান্ডায় হীম হওয়া আবহাওয়ায় জমে উঠেছে ঢাকা দুই সিটি করপোরেশন নির্বাচনের প্রচার প্রচারণা। ভোর হতেই মাঠে নামছেন মেয়র ও কমিশনার প্রার্থীরা। আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মেয়র প্রার্থীরা পাল্টাপাল্টি অভিযোগ আর নানা প্রতিশ্রুতির বয়ান দিয়ে ভোট চাইছেন ভোটারদের দ্বারে দ্বারে। ইসলামী ধারা ও বাম ধারার দলগুলোর প্রার্থীরাও সীমিত পরিসরে প্রচারণায় নেমেছেন। জমে উঠেছে নির্বাচনী প্রচার-প্রচারণা। ঢাকার দুই সিটি নির্বাচনে প্রচারণার অন্যরকম দৃশ্য।

মেয়র প্রার্থী তাপস বলেন, নির্বাচিত হলে শহরে মাদকসহ অন্যান্য অপরাধমূলক সামাজিক ব্যাধিগুলো দূর করা হবে। এলাকাভিত্তিক সমস্যা সমাধান করা হবে। রাস্তা-ঘাট পুনর্বিন্যাস করে জনগণের ভোগান্তি কমানো হবে।

নতুন ওয়ার্ডে উন্নয়নের ব্যাপক প্রতিশ্রুতি আতিকের:
ঢাকা উত্তর সিটির সাথে নতুন যুক্ত হওয়া ওয়ার্ডগুলোতে ব্যাপক উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সাধারণ ভোটারদের কাছে ভোট চাইছেন ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী আতিকুল

গণসংযোগকালে নতুন যুক্ত হওয়া ওয়ার্ডবাসীর উদ্দেশ্যে মেয়র প্রার্থী আতিকুল ইসলাম বলেন, প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন নতুন ওয়ার্ডগুলো উন্নয়নের মাধ্যমে ভালোভাবে সাজানোর জন্য। আমরা বলতে চাই, নৌকা উন্নয়ের মার্কা, এ নৌকায় ভোট দেয়ার মাধ্যমে আমাকে যদি নির্বাচিত করেন তাহলে প্রথমেই এসব এলাকায় যেন জলাবদ্ধতা না হয়, রাস্তা উন্নয়ন হয় আর এলইডি বাতিতে যেন আলোকিত হয় সেই কাজ করব। এছাড়া নতুন ওয়ার্ডগুলোর উন্নয়নের জন্য অনেক বড় বড় পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

মাজাররোডে গণসংযোগকালে মেয়র প্রার্থী তাবিথ আউয়াল বলেন, আমরা ইতোমধ্যে নাগরিক সমস্যার ১২টা জায়গা চিহ্নিত করেছি। দায়িত্ব পেলে এই ১২টা জায়গায় আমরা সমন্বয় ও গুরুত্বের ভিত্তিতে একযোগে কাজ শুরু করবো। ডেঙ্গু, পানি, পয়ঃনিষ্কাশন ও যানজটের মতো বাসা ভাড়াও ঢাকার বাসিন্দাদের জন্য একটি বড় সমস্যা। এই লড়াইয়ে জয়ী হতে পারলে ঢাকার নাগরিক সমস্যার সমাধানে কাজ করা সহজ হবে। তিনি বলেন, ঢাকার দুই সিটি করপোরেশনের প্রতিটি স্তর 'দুর্নীতিতে ভরে গেছে'। মেয়র নির্বাচিত হলে তিনি সবার আগে এই দুর্নীতি দমনে কাজ করতে চান বলে জানান। তাবিথ বলেন, পুলিশের মামলা হবে, হামলা

হবে আওয়ামী লীগের ক্যাডারদের পক্ষ থেকে। আমরা শত বাধা বিপত্তি উপেক্ষা করেও নির্বাচনী মাঠে থাকবো ইনশাআল্লাহ।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বিএনপি মেয়র প্রার্থী বলেন, মিরপুর এলাকার রাস্তা-ঘাটের অবস্থা খুবই খারাপ। পুরো শহরে বায়ু দূষণে ঢেকে গেছে। যত্রতত্র ময়লা-আবর্জনা ফেলে রাখার কারণে এডিস মশার জন্ম হচ্ছে। ফলে মানুষ ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হচ্ছে, অনেক প্রাণহানীও হয়েছে। আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি আগামী দিনে জনকল্যাণ ও জনগণের মেয়র হিসেবে কাজ করতে চেষ্টা করবো। আমি নগরবাসীর সব সমস্যা সমাধানে ভূমিকা রাখবো।

সূত্র: ইনকিলাব

ভারতীয় কূটনীতিকের সঙ্গে গোপন বেঠক করলেন আইন মন্ত্রণালয়ের দুই কর্মকর্তা। গতকাল রোববার রাতে প্যান-প্যাসিফিক হোটেল সোনারগাঁওয়ে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আইন মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ও ড্রাফটিং বিভাগের সচিব নরেন দাস এবং একই বিভাগের যুগ্ম-সচিব কাজী আরিফুজ্জামান বৈঠকে অংশ নেন। ভারতের পক্ষে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি হাই-কমিশনার বিশ্বদীপ দে। নৈশভোজের আড়ালে তারা এই বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকে দেশের অভ্যন্তরীণ স্পর্শকাতর ও গুরুত্বপূর্ণ নানা বিষয় প্রসঙ্গ পায়।

ইনকিলাব সূত্র জানা গেছে, বিতর্কিত নাগরিকত্ব আইন এবং এনআরসি নিয়ে দুই দেশের মধ্যে একটা উত্তেজনাকর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। কারণ সম্প্রতি ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বাংলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধে সংখ্যালঘুদের প্রতি অবহেলার অভিযোগ আনেন। ঢাকাও কোনো রাখঢাক না করেই নিজেদের ক্ষোভের বিষয়টি ভারতকে জানিয়ে আসছে। পর পর কয়েকজন মন্ত্রী এবং প্রতিনিধি পর্যায়ের ভারত সফরের কর্মসূচি বাতিলই এর প্রমাণ।

ভারত সম্পর্কে বাংলাদেশ সরকারের এই অবস্থানের বর্তমান পর্যায়ে ভারতীয় কূটনীতিকদের সঙ্গে আইন মন্ত্রণালয়ের একটি শাখার শীর্ষ কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত গোপন বৈঠক অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং রহস্যজনক মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

সূত্রটি জানায়, পূর্ব নির্ধারিত সময় অনুযায়ী সন্ধ্যা ৭টা ১৮ মিনিটে হোটেল সোনারগাঁওয়ের লবিতে আসেন নরেন দাস। তিনি ৮ মিনিট ফোনে কথা বলেন। এর মাঝে দুই পুলিশ সদস্য (একজনের নাম তোফাজ্জল) একটি কালো রঙের ব্রিফকেস নরেন দাসের হাতে তুলে দেন। এর কিছুক্ষণ পরই কাজী আরিফুজ্জামান হাজির হন। ৭টা ৩৫ মিনিটে উপস্থিত হন কাজী আরিফুজ্জামান। সঙ্গে ফুলের তোড়া। ৭টা ৪০ এর দিকে তারা ডিনারের টেবিলে বসেন। আলাপচারিতার একপর্যায়ে নরেন দাস ব্রিফকেসটি ডেপুটি হাই-কমিশনার বিশ্বদীপ দে'র কাছে হস্তান্তর করেন। এ ব্রিফকেসেই সরকারের অনেকগুরুত্বপূর্ণ নথি রয়েছে বলে জানা গেছে।

গভীর ষড়যন্ত্রের আভাস : সূত্র জানায়, বৈঠকে অংশ নেয়া আইনমন্ত্রণালয়ের এই সংখ্যালঘু কর্মকর্তার মাধ্যমে ভারত বিশেষ কোনো বার্তা দিয়েছে। সেই সঙ্গে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ নীতি-নির্ধারণী অনেক স্পর্শকাতর তথ্যও ওই দুই কর্মকর্তা ভারতীয় কূটনীতিকের হাতে তুলে দিয়েছেন। যা স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী। তাই মন্ত্রণালয় তথা সরকারকে না জানিয়ে ব্যক্তিগত পর্যায়ের গোপন বৈঠককে কর্মকর্তাদের শৃঙ্খলা ভঙ্গ, গুরুতর অপরাধ, গুপ্তচর বৃত্তি, রাষ্ট্র ও সরকারের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র এবং রাষ্ট্রদ্রোহিতার শামিল বলে মনে করছেন মন্ত্রণালয়েরই একাধিক সিনিয়র কর্মকর্তা। তাদের মতে, এ বৈঠক যদি সরকারের পক্ষ থেকে হতো তাহলে সেটির একটি আনুষ্ঠানিক রূপ থাকতো। বৈঠকের ভেন্যু হতো আইনমন্ত্রণালয় কিংবা বাংলাদেশ সরকারের অন্যকোনো দফতর। বৈঠকটি ভারতে অনুষ্ঠিত হলেও সেখানে দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও দফতরের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থাকতেন। কিন্তু গতকালের সন্ধ্যার বৈঠকটি ছিলো একেবারেই অনানুষ্ঠানিক। বন্ধু প্রতীম দুই দেশের মধ্যে লিগ্যাল এবং ড্রাফটিং বিভাগের কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি, ক্যাপাসিটি বিল্ডিং, ভারত-বাংলাদেশের সংসদ সংস্কৃতির বিষয়ে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মতো কোনো এজেন্ডা হলে সেটি আরো বৃহৎ পরিসরে দুই সরকারের উচ্চপর্যায়ে সম্পাদিত হতে পারে। সে ধরণের কিছু হলে মন্ত্রণালয়ের একটি বিভাগের মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তা বিশেষকে দিয়ে সরকার রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয়ের ক‚টনৈতিক আলোচনা চালাতো না। প্রটোকল এমনটি সমর্থন করে না। ড্রাফটিং ও লেজিসলেটিভ বিভাগের সচিব নরেন দাস এবং যুগ্ম-সচিব কাজী আরিফুজ্জামানকে সরকারের কোন দফতরের কোন কর্মকর্তা বৈঠক করার দায়িত্ব দিয়েছেন সেটি তাদের চিঠিতে উল্লেখ নেই। শুধু বলা হয়, এটি 'সংসদীয় বৈঠক' হিসেবে পরিগণিত হতে পারে। পরবর্তীতে উচ্চপর্যায়ে আরো বৈঠক হতে পারে বলেও ইঙ্গিত দেয়া হয় চিঠিতে।

যেভাবে আয়োজন গোপন বৈঠকের : সূত্রটি আরো জানায়, গতবছর ৩ নভেম্বর আইন মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ও ড্রাফটিং বিভাগের অতিরিক্ত সচিব নরেন দাস একই বিভাগের সচিব হিসেবে নিয়োগ পান। এ পদে যোগদানের পর তিনি ভারতীয় কূটনীতিকদের সঙ্গে ব্যক্তিগত গোপন যোগাযোগ স্থাপন করেন। এ প্রক্রিয়ায় তিনি ভারতীয় হাই-কমিশনার রীভা গাঙ্গুলি দাশের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে বৈঠকে বসতে চান। তারপক্ষে হাই-কমিশনারের এপয়েন্টমেন্ট চেয়ে অনুরোধপত্র পাঠান একই বিভাগের যুগ্ম-সচিব কাজী আরিফুজ্জামান। ওই অনুরোধপত্রে দেশের স্পর্শকাতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ভারতীয় কূটনীতিকের সঙ্গে জরুরিভিত্তিতে বৈঠক করার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। এ মুহূর্তে বাংলাদেশ সরকারের 'ভারত-নীতি'র বিপক্ষে ছিলো তাদের এ বৈঠক। রীভা গাঙ্গুলির সঙ্গে সাক্ষাত চেয়ে করা অনুরোধপত্রের পরতে পরতে রয়েছে দেশের স্পর্শকাতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে ভারতকে অবহিতকরণের ইঙ্গিত।

সূত্রমতে, কাজী আরিফুজ্জামান এবং ভারতীয় কূটনীতিকের মধ্যকার যোগাযোগ চলতে থাকে কঠোর গোপনীয়তার সঙ্গে। এ কারণের সরকারের কোনো দপ্তর কিংবা অন্যকোনো কর্মকর্তাকে এ চিঠির অনুলিপি দেয়া হতো না। বেসরকারি এই চিঠিতে অপরপ্রান্ত থেকে সাড়া দেয় ভারত। ভারতীয় হাই-কমিশনের ফার্স্ট সেক্রেটারি নবনীতা চক্রবর্তী পাল্টা চিঠিতে বিষয়টি নিয়ে মিস্টার লাবন্য কুমারের (ফার্স্ট সেক্রেটারী, পলিটিক্যাল-৩) সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেন। পরে অবশ্য লাবন্য কুমার নিজেই কাজী আরিফুজ্জামানের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ভারতীয় হাইকমিশনের পক্ষে ডেপুটি হাই-কমিশনার বিশ্বদীপ দে ড্রাফটিং বিভাগের সচিব এবং একই বিভাগের যুগ্ম-সচিব কাজী আরিফুজ্জামানকে নৈশভোজের আমন্ত্রণ জানান।

কে এই নরেন দাস? : নরেন দাসের বিরুদ্ধে বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে সম্পর্ক থাকার অভিযোগ পুরনো। নাইকো দুর্নীতি মামলায় (নং-২০) বিএনপি'র চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে আরো ৫ জনকে আসামি করা হয়। নরেন দাস ছিলেন তাদের একজন। ২০০৭ সালের ৯ ডিসেম্বর দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) তৎকালীন সহকারী পরিচালক মুহাম্মদ মাহবুবুল আলম বাদী হয়ে রাজধানীর তেজগাঁও থানায় এ মামলা করেন। এজাহারে নরেন দাসের বিরুদ্ধে ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারা এবং দন্ডবিধির ১০৯ ধারায় অভিযোগ আনা হয়। বলা হয়, কানাডিয়ান নাইকো কোম্পানির ভাইস প্রেসিডেন্ট কাশেদ শরীফ আইন মন্ত্রণালয়ের নরেন দাসকে একটি ল্যাপটপ কিনে দিতে বলেন। তাকে একটি নম্বর দিয়ে নরেন দাসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেন। ওই নম্বরে মাসুদুর রহমান যোগাযোগ

করলে, নরেন দাস তাকে সচিবালয়ের গেটের সামনে এসে ল্যাপটপসহ ফোন করতে বলেন। ওখানে তাকে ১৫/২০ মিনিট অপেক্ষা করিয়ে বের হন এবং তার কাছে ল্যাপটপ হস্তান্তর করেন। NEC-VERSA P/N:NN210013A2,CELERON Processor, Windows XP, Home Editionমডেলের ল্যাপটপটি এখনো জব্দ রয়েছে। তবে আলোচিত এ মামলার তদন্তকালে গ্রেফতার হয়ে ৩ মাস কারাভোগ করেন নরেন দাস। একটি গোয়েন্দা সংস্থার হস্তক্ষেপে তিনি কারামুক্ত হন। একই প্রক্রিয়ায় অব্যাহতি পান মামলা থেকেও।

একই দফতরের অতিরিক্ত সচিব থাকাকালে নরেন দাসের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। তা সত্তে¡ও সেই গোয়েন্দা সংস্থার পছন্দে তাকে ড্রাফটিং উইংয়ের সচিব করা হয় বলে গুঞ্জন রয়েছে। গত ৩১ অক্টোবর সিনিয়র সচিব মোহাম্মদ শহিদুল হকের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের মেয়াদ শেষ হয়। গত ৩ নভেম্বর তার স্থলাভিষিক্ত হন নরেন দাস।

মনের নেতিবাচক জিনিসগুলো দূরে সরাতে চান? তাহলে গরুকে ছুঁয়ে দেখতে পারেন। তাহলেই মনের সমস্ত নেতিবাচক জিনিসগুলো দূরে সরে যাবে। না কোনও মনোবিদ নন, এমন নিদান মহারাষ্ট্রে তেয়োসার বিধায়ক তথা রাজ্যের নারী ও শিশুকল্যান দপ্তরের মন্ত্রী যশোমতী ঠাকুরের।

গত শনিবার অমরাবতীতে একটি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়েই যশোমতী ঠাকুর এমন বানোয়াট মন্তব্য করে। অনুষ্ঠানে সে বলেছে, ‘আমাদের সংস্কৃতিতে একথা বলা রয়েছে যে, আপনি যদি কোনও গরুকে স্পর্শ করেন, তাহলে আপনার মনের ভিতর থাকা সমস্ত নেতিবাচকতা দূর হয়ে যাবে।’ Share

সূত্র: আজকাল

বিতর্কিত মন্তব্য করেই চলেছে দিলীপ ঘোষ। সমালোচনার ঝড় উঠলেও বদলায়নি কিছুই। বরং তা বেড়েছে। রবিবার নাগরিকত্ব আইন বিরোধী আন্দোলন নিয়ে নয়া বিতর্কে জড়ালো সন্ত্রাসী দল বিজেপির রাজ্য সভাপতি। এ বার সিএএ বিরোধী আন্দোলনকারীদের গুলি করে মারার

হুমকি দিয়েছে। শুধু তাই নয়, বাংলায় বিজেপি ক্ষমতায় এলে এই মডেল এখানেও কার্যকর হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে দিলীপ।

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে আন্দোলন চলছে। পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছেন কমপক্ষে ৩১ জন। এর মধ্যে অধিকাংশ প্রাণহানীর ঘটনা ঘটেছে উত্তরপ্রদেশে। সেখানে সরকারি মতে সংখ্যাটা অন্তত ২০। এ ছাড়া অসম ও কর্নাটকে পুলিশের গুলিতে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে।

ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম *এই সময়ের সূ*ত্রে জানা গেছে, গত রবিবার সন্ধ্যায় নদিয়ার রানাঘাটে এক জনসভায় দাঁড়িয়ে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে বিক্ষোভকারীদের ওপরে পুলিশের গুলি চালানোর ঘটনার প্রসংশা করেছে দিলীপ ঘোষ।

এ দিনের সভায় দিলীপ ঘোষ বলেছে, 'যাঁরা হিংসা ছড়িয়েছে, সম্পত্তি নষ্ট করেছে অসম, উত্তরপ্রদেশ, কর্নাটকে আমাদের সরকার তাদের কুকুরের মতো গুলি করে মেরেছে। তুলে নিয়ে গিয়ে কেস দিয়েছে। এখানে আসবে, খাবে, আর এখানকার সম্পত্তি নষ্ট করবে? জমিদারি পেয়েছ নাকি? গুলিও করব, লাঠি মারব, জেলে ঢুকিয়ে দেব। আর তাই করেছে আমাদের সরকার।'

পশ্চিমবঙ্গে সিএএ-র বিরোধিতায় রাস্তায় নেমেছে বিজেপি-বিরোধী সব রাজনৈতিক দল এবং বিভিন্ন অরাজনৈতিক গণ-সংগঠন। জবাবে বিজেপি এখনও সিএএ-র সমর্থনে প্রচারে তেমন ঝড় তুলতে পারেনি।

১২ই জানুয়ারি, ২০২০

লালমনিরহাটের বুড়িমারী সীমান্তে আবু সাঈদ নামে এক বাংলাদেশিকে পিটিয়ে হত্যা করেছে ভারতীয় সীমান্তসন্ত্রাসীবাহিনীর (বিএসএফ)।

গত শনিবার সকালে পাটগ্রাম উপজেলার বুড়িমারী বামনদল সীমান্তের ৮৩৬ ও ৮৩৭ নম্বর মেইন পিলার এলাকা থেকে মরদেহটি নিয়ে গেছে ভারতীয় মেখলিগঞ্জ থানা পুলিশ। আবু সাঈদ পাটগ্রাম উপজেলার বুড়িমারী ইউনিয়নের বামনদল এলাকার বেনজির রহমানের ছেলে।

বিজিবি ও নিহতের পরিবার জানায়, ওই সীমান্তে ভারতের অভ্যন্তরে গরু আনতে যায় আবু সাঈদ। সন্ধ্যায় চোরাকারবারী সন্দেহে সন্ত্রাসী বিএসএফ তাকে মারধর করে বিদ্যুতের পিলারের কাছে ফেলে রেখে চলে যায়। এতে তার মৃত্যু হলে শনিবার সকালে ঘটনাস্থল থেকে ভারতীয় মেখলিগঞ্জ থানা পুলিশ তার মরদেহ নিয়ে যায়।

ত্রিশ দিন নিখোঁজ থাকার পরত্রিশ দিন নিখোঁজ থাকার পর আরওয়া নামের এক সিরিয়ান বালিকার মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

ডকুমেন্টিং অপ্রেশন এগেইনস্ট মুসলিম জানিয়েছে, সিরিয়ার ইদলিবে আসাদ সরকার এবং রাশিয়ান সন্ত্রাসীরা যৌথ আক্রমণের সময় অন্যান্য পরিবারের সাথে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত করা হয় আরওয়ার পরিবারকে। এরপরই হারিয়ে যায় মেয়েটি।

ত্রিশ দিন নিখোঁজ থাকার পর আরওয়া নামের সেই মুসলিম বালিকার মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। প্রচণ্ড শীতে মেয়েটি মারা গেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকান ভিত্তিক শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন গত ১১-১২ জানুয়ারি পর্যন্ত সোমালিয়া ও কেনিয়া জুড়ে প্রায় ৮টি অভিযান পরিচালনা করেছেন।

এর মধ্যে দক্ষিণ সোমালিয়ায় মার্কিন সামরিক ঘাঁটির নিকটে মুজাহিদদের একটি হামলায় সোমালিয় মুরতাদ বিশেষ (বানক্রুফ্ট) ফোর্সের ১ সদস্য নিহত হয়, এবং সাথে তার মোটরসাইকেলটিও ধ্বংস হয়ে যায়।

রাজধানী মোগাদিশুর আফজাওয়ী শহরে মুজাহিদদের হামলায় আহত হয় "জাবিদ" অঞ্চলে মুরতাদ সরকারের ১ দায়িত্বশীল, এসময় তার এক দেহরক্ষী নিহত এবং আরেক দেহরক্ষী মুজাহিদদের হাতে বন্দী হয়।

এমনিভাবে "হিডেন" শহরে মুজাহিদদের হামলায় নিহত হয় সোমালিয় মুরতাদ সরকারের "কারইওলী" শহরের ১ দায়িত্বশীল এবং নির্বাচন কমিশনারের অফিসার "উসমান দাইওয়ী"।

এছাড়াও জুবা, বুলুমারিরী ও মারাকা শহরের মুরতাদ সোমালিয় ও উগান্ডার কুফ্ফার বাহিনীর উপর পৃথক পৃথক কয়েকটি হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব এর মুজাহিদীন। যার ফলে শত্রু বাহিনীর জান-মালের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়।

আল-কায়দা সিরিয়ান শাখা "তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন" অস্ত্র পরিচালনা ও শারীরিক ফিটনেসের জন্য নতুন একটি প্রশিক্ষণ ক্যাম্প চালু করেছেন।
যেখানে অনেক নতুন মুহাজির ও আনসার মুজাহিদগণ প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন।
আর উক্ত প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের বেশ কিছু ফটো ক্যামেরা বন্দী করেছেন "তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন"এর মিডিয়া কর্মীরা। যা তাদের অফিসিয়াল "শাম আর-রিবাত" মিডিয়া হতে প্রচার করা হয়।

https://alfirdaws.org/2020/01/12/31220/

আল-কায়েদা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন এর নেতৃত্বে গঠিত "ওয়া হাররিদীল মু'মিনীন" অপারেশন রুমের মুজাহিদগণ সিরিয়ার বিভিন্ন ফ্রন্টলাইনে কুফ্ফার রাশিয়া ও শিয়া মুরতাদ জোটগুলোর বিরুদ্ধে তীব্র অভিযান চালাচ্ছেন।

এর মধ্য গত ১১ই জানুয়ারি রবিবার ইদলিবের "বারসা" ও "সাহলুল-গাব" এলাকা এবং "আলেপ্পো" এর সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে নুসাইরি শিয়া মুরতাদ আসাদ বাহিনীর অবস্থান লক্ষ্য করে একাধিক ভারী মিসাইল ও রকেট হামলা চালিয়েছেন। যা সরাসরি মুরতাদ বাহিনীর

অবস্থানগুলোতে আঘাত করেছে। এর ফলে বহু নুসাইরি মুরতাদ সেনা হতাহত হয়। অন্যদিকে আজ ১২ই জানুয়ারিতেও এসকল স্থানে মুজাহিদদের হামলা অব্যাহত রয়েছে বলা জানা যায়, বর্তমানে মুজাহিদগণ আলেপ্পো সিটির "খান তুমান" ও "তিলুল মাহরুকাত" অঞ্চলে কুফ্ফার ও শিয়া মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে তীব্র লড়াই চালিয়ে যচ্ছেন। মুজাহিদগণ স্থল পথে অভিযানের পাশাপাশি 82m রকেট হামলাও চালাচ্ছেন।

গত ১১ই জানুয়ারি শনিবার সিরিয়ার ইদলিব সিটিতে বিমান হামলার মাধ্যমে কুফ্ফার রাশিয়া ও আসাদ/শিয়া সন্ত্রাসী জোট বাহিনীগুলো ৩টি ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে মুসলিমদের উপর।

যার মধ্যে প্রথম হামলাটি চালানো হয় ইদলিব শহরের একটি কলেজ ও তার আশপাশের আবাসিক এলাকাগুলোতে। যার ফলে দু'জন মহিলা ও এক শিশু সহ ৮ জন বেসামরিক নাগরিক শহীদ হয়েছেন এবং আরো ৪০ জন আহত হয়েছেন।

কুফ্ফার ও মুরতাদ বাহিনী তাদের দ্বিতীয় গণহত্যাটি চালায় ইদলিব সিটির "আন-নাইরব" এলাকায়। যেখানে কুফ্ফার ও শিয়া মুরতাদ বাহিনী ৫ জন বেসামরিক নাগরিককে হত্যা করে, তাদের মধ্যে একটি শিশু ও দুই মহিলাও রয়েছে, এছাড়াও আরো ১২ জন বেসামরিক নাগরীককে আহত করে তারা, যাদের বেশিরভাগই ছিলেন শিশু ও মহিলা।

আসাদের বিমানগুলি ইদলিবের পূর্ব বেননাশ শহরের একটি জনপ্রিয় বাজারকে লক্ষ্য করে তাদের তৃতীয় গণহত্যাটি চালায়, এখানেও তারা 7 জন বেসামরিক নাগরিককে হত্যা করেছিল, যারা সকলেই শিশু ও মহিলা, যারা দক্ষিণাঞ্চল থেকে বাস্তুচ্যুত হয়ে এখানে আশ্রয় নিয়েছিল, এছাড়াও আরও ২৫ জন বেসামরিক নাগরীককে গুরুতর আহত করেছে, যাদের বেশিরভাগই শিশু এবং মহিলা।

অন্যদিকে মধ্য ও উত্তরাঞ্চলে বাস্তুচ্যুত হওয়ার ক্রমবর্ধমান বিক্ষোভের মধ্যে ইদলিবের অনেক পল্লী গ্রাম এবং শহরগুলিতেও তীব্র অভিযান চালায় মুরতাদ শিয়া সন্ত্রাসীরা।

এদিকে মুক্ত এলাকাগুলোতে মুরতাদ আসাদ ও শিয়া সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ৮০ টি ধর্মঘট পালন করেন সাধারণ সিরিয়ান নাগরিকরা। এসময় মুক্ত অঞ্চলগুলিকেও লক্ষ্যবস্তু করে অগণিত শেল

ও রকেট হামলা চালায় মুরতাদ শিয়া সন্ত্রাসীরা। যার ফলে অনেক বেসামরিক নাগরিক হতাহত হন।

পশ্চিম আফ্রিকান ভিত্তিক আল-কায়েদা শাখা "জামাআত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীন/JNIM" এর মুজাহিদীন গত ১০ই জানুয়ারি মালির জোলবী ও মোপ্টি রাজ্যের মধ্যবর্তী অঞ্চলে মালির মুরতাদ বাহিনীর সামুদ্রিক জাহাজের একটি কনভয়ে আক্রমণ চালিয়েছেন। যেই কনভয়টি সাতটি জাহাজ নিয়ে নাইজার নদী পার হচ্ছিল।

আর এমন সময়ই JNIM এর জানবায মুজাহিদিন কুফ্ফার বাহিনীর উক্ত সামুদ্রিক কনভয়টিকে টার্গেট করে রকেট হামলা চালান, যার ফলে কয়েকটি জাহাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে ক্ষয়ক্ষতির পরিপূর্ণ তথ্য এখনো পাওয়া যায়নি।

বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে ভারতে ক্ষমতাসীন সন্ত্রাসী দল বিজেপি সরকারের কড়া সমালোচনা করলেন দেশটির অল ইন্ডিয়া ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট-এর (এআইইউডিএফ) প্রধান, লোকসভা সাংসদ বদরুদ্দিন আজমল। তার বক্তব্য, বিজেপি শাসনে ভারতের মুসলিমদের নিশানা করা হচ্ছে।

বদরুদ্দিন বলেন, সন্ত্রাসী দল বিজেপি মুসলিমদের ভারতীয় নাগরিক মনে করে না। মুসলিমদের মানুষ বলেও গণ্য করা হয় না, তারা মুসলিমদের কীটপতঙ্গ মনে করে।

এছাড়া এই নেতা ভারতের উত্তরপ্রদেশসহ বিভিন্ন রাজ্যে মুসলিমদের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন। তার অভিযোগ, মুসলিমদের ওপর অত্যাচারের জন্য সরকারী অস্ত্রবাহী সন্ত্রাসী পুলিশকেও নির্দেশ দেওয়া রয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে মুসলিম নির্যাতনের ঘটনা সামনে এলেও, কোনও তদন্ত হয়নি। উল্টো নির্যাতনকারীদের প্রশংসা জুটেছে।

সাংসদ বদরুদ্দিন বলেন, ‘ক্ষমতা আজ আপনাদের হাতে রয়েছে। আগামীকাল যে কারও হাতে চলে যেতে পারে। তাই বলছি, ভালোভাবে দেশ চালান’।

তিনি আরো বলেন, বিজেপি যে পদ্ধতিতে কাজ করছে, তাতে তারা নিজেরাই খুব শিগরি ফাঁদে পড়বে। ইতিমধ্যেই বিশ্বজুড়ে নিন্দিত হতে শুরু করেছে।

সূত্র: ইন্ডিয়া টুডে, এই সময়

দেশের সম্ভাবনাময় চামড়া শিল্পে চরম হতাশা দেখা দিয়েছে। ধারাবাহিক রফতানি ধসে মুষড়ে পড়েছেন এ শিল্পের উদ্যোক্তারা। টানা পাঁচ বছর উল্টো পথে চলছে তৃতীয় বৃহত্তম এ রফতানি খাত। প্রতি বছরই কমছে আয়। বেকার হচ্ছেন শ্রমিকরা। রফতানিকারক হারাচ্ছেন বিশ্ববাজার। অথচ বিশ্বসেরা চামড়া রফতানি হয় বাংলাদেশ থেকে। সাভারের চামড়া শিল্পনগরীর কাজ পরিপূর্ণরূপে সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রতা এবং কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগার (সিইটিপি) চালু করতে ব্যর্থতার কারণে এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে বলে জানান সংশ্লিষ্টরা।

রফতানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) পরিসংখ্যানে দেখা যায়, টানা পাঁচ বছর ধরে কমে চলেছে রফতানি। চলতি ২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রফতানি করে আয় হয়েছে ৪৭ কোটি ৫৮ লাখ ডলার, যা আগের বছরের একই সময়ে রফতানি আয় থেকে ১০ দশমিক ৬১ শতাংশ কম। অর্থবছরের ষষ্ঠ মাস তথা ডিসেম্বরে রফতানি কমেছে আগের বছরের একই সময়ের চেয়ে ৫ দশমিক ৮৪ শতাংশ কম। এ সময়ে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে আয় কম হয়েছে ১২ দশমিক ৫৭ শতাংশ। ২০১৮ সালের শেষ ছয় মাসে রফতানি কমেছে ১৪ দশমিক ১৮ শতাংশ।

সংশ্লিষ্ট রফতানিকারকদের অভিযোগ, কেবল সিইটিপি চালু করতে না পারার কারণে যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি ও ফ্রান্সসহ অনেক দেশ আমাদের থেকে চামড়া আমদানি বন্ধ করে দিয়েছে। ২০০৩ সালে হাজারীবাগ থেকে সাভারে চামড়া শিল্পনগরী স্থানান্তরের উদ্যোগ নেয়ার পর থেকেই সঙ্কটে পড়ে এ শিল্প। প্রায় দুই দশক ধরে রফতানি আয় ঘুরপাক খাচ্ছে একই বৃত্তে।

এ সময়ে উদ্যোক্তারা চাহিদা অনুযায়ী ঋণ পাননি, সময়মতো সরবরাহ করতে পারেননি রফতানি আদেশের পণ্য। এ অবস্থা চলতে থাকলে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম রফতানি খাতটি মুখ থুবড়ে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছেন ক্ষতিগ্রস্তরা।

ইপিবি জানায়, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে যেখানে রফতানি আয় হয়েছিল ১২৩ কোটি ডলার সেখানে দুই বছরের মাথায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে রফতানি কমে দাঁড়ায় ৮১ কোটি ৬২ লাখ ডলার। সেবার এক বছরেই রফতানি কমেছে ২০ শতাংশ। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য থেকে রফতানির লক্ষ্যমাত্রা ১৩৮ কোটি ডলারের বিপরীতে আয় হয়েছে ১০৮ কোটি ডলার; যা লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ২১.৩৪ শতাংশ কম।

আর ২০১৬-১৭ অর্থবছরের তুলনায় ১২.০৩ শতাংশ কম। চামড়া রফতানিতে ২৪ কোটি ডলারের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হলেও ২৩.৭১ শতাংশ কমে রফতানি হয়েছে ১৮ কোটি ৩০ লাখ ডলার; যা ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ছিল ২৩ কোটি ২০ লাখ টাকা। চামড়াজাত পণ্য থেকে ৫৪ কোটি ডলারের রফতানি লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে আয় হয়েছে ৩৩ কোটি ৬০ লাখ ডলার; যা ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ছিল ৪৬ কোটি ৪০ লাখ ডলার। আর জুতা ও অন্যান্য পণ্যে গত অর্থবছরে ৬০ কোটি ডলারের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে আয় হয়েছে ৫৬ কোটি ৬০ লাখ ডলার। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এ খাত থেকে আয় হয় ৫৩ কোটি ডলার।

অনুসন্ধানে জানা যায়, প্রায় ১৭ বছরে আগে হাজারীবাগ থেকে সাভারে ট্যানারি সরানোর উদ্যোগ নেয় সরকার। গত দুই বছরে সরকারের শক্ত অবস্থানে ট্যানারি সাভারে সরিয়ে নেন উদ্যোক্তারা। কিন্তু পরিবেশগত কারণ দেখিয়ে মুখ ফিরিয়ে নেন ক্রেতারা। এ দিকে ছয় দশক আগে গড়ে ওঠা চামড়াশিল্পে কয়েক বছর আগে সচল কারখানার সংখ্যা ছিল প্রায় আড়াই শ’।

কিন্তু বর্তমানে পুরোদমে উৎপাদন চলছে শ’খানেক কারখানায়। মূলধন ঘাটতি ও বন্ড সুবিধা না থাকায় উৎপাদন বন্ধ আছে অনেক কারখানার। প্রতিদিন বিপুল পরিমাণ বর্জ্য ফেলা হচ্ছে যেখানে সেখানে। রাসায়নিকযুক্ত বিষাক্ত পানি সরাসরি মিশছে ধলেশ্বরীতে।

ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, চামড়া শিল্পনগরী স্থানান্তরের দুই বছর পার হলেও এখনো অনেক কারখানা চালুই হয়নি। এ ছাড়া রয়ে গেছে নানা অব্যবস্থাপনা। ফলে রফতানিতে পিছিয়ে পড়ছে চামড়া শিল্প। তারা জানান, ট্যানারিশিল্প সাভারে স্থানান্তর, সেখানে যথাযথ অবকাঠামো

গড়ে না ওঠা, কাঁচামাল সংগ্রহে জটিলতা ও নতুন বিনিয়োগ না হওয়াসহ নানা কারণে বাজার হারাচ্ছে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য। এ অবস্থায় ২০২১ সালের মধ্যে ৫ হাজার কোটি টাকা রফতানি আয়ের লক্ষ্য শুধু কল্পনাতেই থেকে যাবে বলে মনে করছেন তারা।

ইপিবি সূত্রে জানা যায়, বাংলাদেশ থেকে বর্তমানে প্রক্রিয়াজাত চামড়ার পাশাপাশি চামড়া থেকে তৈরি জুতা, ব্যাগ, জ্যাকেট, হাতমোজা, ওয়ালেট, বেল্ট, মানিব্যাগসহ চামড়ার তৈরি হস্তশিল্প পণ্য বিদেশে রফতানি হচ্ছে। বাংলাদেশী চামড়ার বড় বাজারগুলোর মধ্যে রয়েছে- ইতালি, যুক্তরাজ্য, জাপান, জার্মানি, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ড, ব্রাজিল, রাশিয়া, চীন, সিংগাপুর, স্পেন, পোল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ভারত, নেপাল, অস্ট্রেলিয়া ও তাইওয়ান। তবে বাংলাদেশের চামড়াজাত পণ্যের সবচেয়ে বড় ক্রেতা জাপান। শুরু থেকেই এ দেশটি বাংলাদেশে তৈরি চামড়ার জুতায় ‘ডিউটি ও কোটা ফ্রি’ সুবিধা চালু রেখেছে। চামড়াজাত পণ্যের মোট রফতানি পণ্যের ৫৫ থেকে ৬০ শতাংশই যায় জাপানে।

স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে ৩৫টি মাঝারি ও ২৫টি ক্ষুদ্র ট্যানারি নিয়ে চামড়া শিল্পের যাত্রা শুরু হয় বাংলাদেশে। এর মধ্যে ৩৫টি মাঝারি ট্যানারির মধ্যে অবাঙালি মালিকানাধীন ৩০টি ট্যানারি সরকার অধিগ্রহণ করে। কিন্তু রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে এসব ট্যানারি লাভজনক শিল্পে রূপ নিতে পারেনি।

ফলে বিরাষ্ট্রীয়করণ প্রক্রিয়ায় এসব ট্যানারি পরে ব্যক্তিমালিকানায় চলে যায়। বর্তমানে দেশে ট্যানারির সংখ্যা প্রায় ২০০। বর্তমানে চামড়া শিল্প থেকে বাংলাদেশের রফতানি আয় ১১৬ কোটি মার্কিন ডলার। কিন্তু চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের বৈশ্বিক বাজারের পরিমাণ ২১ হাজার ৫০০ কোটি মার্কিন ডলার। হিসাব অনুযায়ী, বৈশ্বিক বাজারের মাত্র ০.৫ ভাগ রফতানি করে বাংলাদেশ।

লেদার গুডস অ্যান্ড ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (এলএফএমইএবি) সভাপতি মহিউদ্দিন আহমেদ মহিন নয়া দিগন্তকে বলেন, সম্ভাবনার বিচারে পাদুকাশিল্পে বাংলাদেশের অবস্থান আরো শক্তিশালী করার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু হচ্ছে না। এর মানে হলো পরিকল্পনার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থাসহ অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা না হলে এ খাত থেকে প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব নয়।

ক্রিকেট খেলা ও ভারতীয় টিভি সিরিয়াল দেখা নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কলহের জেরে মাগুরা শহরে মনিরা ফেরদৌস বিউটি (৩৮) নামে এক গৃহবধূ গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। তিনি শহরের পুরান জেল রোডের ফটোস্ট্যাট ব্যবসায়ী আবদুর রাজ্জাকের স্ত্রী।

প্রতিবেশীরা জানান, আবদুর রাজ্জাক স্ত্রী এবং দুটি সন্তান নিয়ে শহরের জজকোর্টের সামনে জেলাপাড়ায় সৈয়দ মতিউর রহমানের ভাড়া বাড়িতে বসবাস করতেন।

শুক্রবার রাতে রাজ্জাক বাসায় ফিরে দেখেন স্ত্রী মনিরা সন্তানদের রেখে ভারতীয় চ্যানেলে সিরিয়াল দেখছেন। এ সময় তিনি ক্রিকেট খেলা দেখার জন্য টেলিভিশনের রিমোট চাইলে স্ত্রী মনিরা দিতে অস্বীকার করেন। যা নিয়ে উভয়ের মধ্যে বাকবিতণ্ডা এবং কলহের সৃষ্টি হয়।

বাড়ির মালিক সৈয়দ মতিউর রহমান জানান, কোনোরকম ঝঞ্ঝাট ছাড়াই পরিবারটি দীর্ঘদিন তার বাড়িতে বসবাস করছে। এ দিন রাতেও মনিরা সন্তান দুটিকে খাইয়ে ঘুম পাড়ানোর পর নিজেদের খাবার-দাবার শেষে ঘুমিয়ে পড়েন।

কিন্তু রাত ২টার দিকে আবদুর রাজ্জাক বিছানায় স্ত্রীকে না পেয়ে পাশের কক্ষে গিয়ে ফ্যানের সিলিংয়ে শাড়িতে ফাঁস লাগানো অবস্থায় দেখতে পান। এ ঘটনার পর তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়।

ইন্টারনেট ব্যবহার দেশের মানুষের মৌলিক অধিকার। কাশ্মীরে ৩৭০ রদের পর থেকে সেখানে ইন্টারনেট বন্ধ। পাশাপাশি গত এক বছরে গোটা দেশে ইন্টারনেট বন্ধের ফলে ক্ষতি হয়েছে ৯,২২৩ কোটি টাকা। এমনই এক রিপোর্ট প্রকাশ করেছে টপ ১০ ভিপিএন। অর্থাত্ ইন্টারনেট বন্ধ দেশের মানুষের মৌলিক অধিকার হরণের পাশাপাশি আর্থিক ক্ষতিও করেছে বিস্তর।

এনআরসি-সিএএ নিয়ে রাজ্যে বিক্ষোভের জেরে একাধিক জেলায় ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ রাখা হয় গত মাসে। গত ৫ অগাস্ট থেকে জম্মু ও কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা রদের পর গত ৫ মাস সেখানে ইন্টারনেট বন্ধ। ফলে ক্ষতির পরিমাণ বেড়েছে লাফিয়ে। ইন্টারনেট বন্ধের দৌড়ে কেবলমাত্র ইরাক ও সুদানের পেছনেই রয়েছে ভারত। গত বছর মোট ৪,১৯৬ ঘণ্টা ইন্টারনেট বন্ধ ছিল ভারতের বিভিন্ন অংশে।

সূত্র: জি নিউজ ইন্ডিয়া

ভারতের নতুন সেনাপ্রধান সন্ত্রাসী জেনারেল মনোজ মুকুন্দ নারাভানে জানিয়েছে পার্লামেন্ট চাইলে পাকিস্তানের স্বায়ত্ত্বশাসনে থাকা আজাদ কাশ্মীর দখলে নিতে প্রস্তুত আছে সেনাবাহিনী। গত শনিবার ভারতীয় সংবাদ সংস্থা এএনআইকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এ কথা ব্যক্ত করে।

জেনারেল এম এম নারাভানে বলেছে, 'ভারতীয় সেনাসদস্যরা পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে অভিযান চালানোর জন্য সব রকমভাবে তৈরি রয়েছে। পার্লামেন্ট চাইলেই পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর ছিনিয়ে নেব আমরা। তারপর থেকে তা ভারতের অধীনেই থাকবে।'

সে আরো বলেছে, 'এই বিষয়ে পার্লামেন্টে আগেই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল যে, জম্মু ও কাশ্মীরের পুরো অংশই ভারতের অন্তর্ভুক্ত। সেখানে আছে পাকিস্তানের স্বায়ত্ত্ব শাসনে থাকা আজাদ কাশ্মীর অংশও।'

নতুন বছরের শুরুতেও একই ধরনের মনোভাব প্রকাশ করেছিল ভারতের সেনাপ্রধান। শনিবার ফের সেই কথার পুনরাবৃত্তি করল।

একদিকে সিএএ–এনআরসি বিক্ষোভএর আগুন জ্বলছিলই। সম্প্রতি তাতে ঘৃতাহুতি পড়েছে জেএমইউআই, এএমইউ এবং জেএনইউ–তে চলা ছাত্রবিক্ষোভ দমনে কেন্দ্রের চরমপন্থা অবলম্বন। আর তাতেই (১১ জানুয়ারী) শনিবার সকাল থেকেই উত্তপ্ত ছিল কলকাতা।

কালো পতাকা, কালো বেলুনে ছেয়ে গিয়েছিল শনিবারের কলকাতার আশপাশ। কোথাও কুশপুতুল জ্বালিয়ে, কোথাও ব্যানার, পোস্টার হাতে তো কোথাও রাস্তার উপর লাল কালিতে 'গো ব্যাক মোদি' স্লোগান লিখে চলছে বিক্ষোভ প্রদর্শন। ধর্মতলা, কলেজ স্ট্রিট, যাদবপুর, হাতিবাগান, বিমানবন্দর, লেনিন সরণি, গোলপার্ক, হাওড়া সেতুতে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন ছাত্রছাত্রীরা।

কালো পতাকা, কালো বেলুনে ছেয়ে গিয়েছে গত শনিবারের কলকাতার আশপাশ। কোথাও কুশপুতুল জ্বালিয়ে, কোথাও ব্যানার, পোস্টার হাতে তো কোথাও রাস্তার উপর লাল কালিতে 'গো ব্যাক মোদি' স্লোগান লিখে চলছে বিক্ষোভ প্রদর্শন। ধর্মতলা, কলেজ স্ট্রিট, যাদবপুর, হাতিবাগান, বিমানবন্দর, লেনিন সরণি, গোলপার্ক, হাওড়া সেতুতে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন ছাত্রছাত্রীরা।

সেজন্যই তাঁকে স্বাগতম জানানোর বদলে ফেরত যেতে বলছেন তাঁরা বলে দাবি করেছেন বিক্ষোভকারীরা।

১১ই জানুয়ারি, ২০২০

সরকারি নিয়মানুযায়ী শিশুর জন্ম থেকে ৪৫ দিন পর্যন্ত জন্ম নিবন্ধন ফ্রি। ৫ বছর পর্যন্ত ২৫ টাকা ও ৫ বছরের উপরে সব বয়সীদের ৫০ টাকা ফি নেয়ার নিয়ম থাকলেও উল্টো নিয়মে চলছে উপজেলার সোনাকাটা ইউনিয়ন পরিষদ সচিব আক্তারুজ্জামানের আইন। প্রতি জন্ম সনদে ১৫০ থেকে ২০০ টাকা পর্যন্ত ফি আদায় করছেন বলে অভিযোগ করছেন ভুক্তভোগীরা।

বরগুনার তালতলী উপজেলার সোনাকাটা ইউনিয়নে জন্মসনদের অতিরিক্ত ফি নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় ইউনিয়ন সচিবের বিরুদ্ধে। শনিবার দুপুরে সাংবাদিকদের কাছে এমন অভিযোগ করেন ভুক্তভোগী পরিবারগুলো।

ইউনিয়নের কবিরাজপাড়া গ্রামের মো. আব্বাস উদ্দিন ও মো. আফজাল হোসাইন বলেন, ২ বছরের শিশুর ২০০ টাকা কমে জন্ম সনদ দেওয়া যাবে না বলে জানান ইউপি সচিব। তাই বাধ্য হয়ে ২০০ টাকা দিয়ে জন্মসনদ নিয়েছি।

তবে ইউনিয়নে এ অভিযোগ নতুন নয়। সরকারি নিয়ম উপেক্ষা করে ইউপি সচিব আক্তারুজ্জামান জন্মনিবন্ধন সনদে অতিরিক্ত ফি আদায় করেন বলে অনেকেই অভিযোগ করেছেন। এটা দেখারও কেউ নেই বলে জানান স্থানীয়রা।

সূত্র: বি বাংলা রিপোর্ট নিউজ পোর্টাল

বিদায়ী সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবস ব্যাপক পতন দিয়ে শুরু হয় শেয়ারবাজারের লেনদেন। সপ্তাহজুড়েই পতনের তান্ডব দেখা গেছে উভয় শেয়ারবাজারে। কমেছে সব সূচকও। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) প্রধান সূচক ডিএসইএক্স ২৬২ পয়েন্ট এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের (সিএসই) সার্বিক সূচক ৭৭৬ পয়েন্ট কমেছে। আর ব্যাপক পতনে ডিএসইর বাজার মূলধন এক সপ্তাহে ১৭ হাজার ১৬১ কোটি ১ লাখ ৫৪ হাজার টাকা বা ৫.০৩ শতাংশ কমেছে।

জানা গেছে, বিদায়ী সপ্তাহে ৫ কার্যদিবসে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) ১ হাজার ৫৭৭ কোটি ১২ লাখ ৯৬ হাজার ৮৪ টাকার লেনদেন হয়েছে। যা আগের সপ্তাহ থেকে ২৭৪ কোটি ২৩ লাখ ৫৫ হাজার ৩৫৩ টাকা বা ২১.০৫ শতাংশ বেশি। আগের সপ্তাহে লেনদেন হয়েছিল ১ হাজার ৩০২ কোটি ৮৯ লাখ ৪০ হাজার ৭৩১ টাকার।

ডিএসইতে বিদায়ী সপ্তাহে গড় লেনদেন হয়েছে ৩১৫ কোটি ৪২ লাখ ৫৯ হাজার ২১৬ টাকার। আগের সপ্তাহে গড় লেনদেন হয়েছিল ৩২৫ কোটি ৭২ লাখ ৩৫ হাজার ১৮২ টাকার। অর্থাৎ সপ্তাহের ব্যবধানে ডিএসইতে গড় লেনদেন ১০ কোটি ২৯ লাখ ৭৫ হাজার ৯৬৬ টাকা বা ৩.১৬ শতাংশ কমেছে।

বিদায়ী সপ্তাহে ডিএসইর প্রধান সূচক ডিএসইএক্স ২৬২ পয়েন্ট বা ৫.৮৭ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ৪ হাজার ১৯৭ পয়েন্টে। অপর সূচকগুলোর মধ্যে শরিয়াহ সূচক ৬৪ পয়েন্ট বা ৬.২৯ শতাংশ এবং সিএসই-৩০ সূচক ১০০ পয়েন্ট বা ৬.৬২ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ৯৪৬ পয়েন্ট ও ১ হাজার ৪০৬ পয়েন্টে। ডিএসইতে চালু হওয়া নতুন সূচক সিডিএসইটি প্রথম প্রথম সপ্তাহে ৫২ পয়েন্ট কমে ৮৪৩ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে।

বিদায়ী সপ্তাহে ডিএসইতে মোট ৩৫৭টি প্রতিষ্ঠান শেয়ার ও ইউনিট লেনদেনে অংশ নিয়েছে। প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে দর বেড়েছে ৩৪টি বা ১০ শতাংশের, কমেছে ৩১০টির বা ৮৭ শতাংশের এবং অপরিবর্তিত রয়েছে ১৩টির বা ৩ শতাংশের শেয়ার ও ইউনিট দর।

অপর শেয়ারবাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) সপ্তাহজুড়ে ৬৫ কোটি ১২ লাখ ৩৮ হাজার ১৩৫ টাকার শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। আগের সপ্তাহে লেনদেন হয়েছিল ৬১ কোটি ২৭ লাখ ২৩ হাজার ৪৭৮ টাকার। এ হিসাবে সপ্তাহের ব্যবধানে সিএসইতে টাকার পরিমাণে লেনদেন ৩ কোটি ৮৫ লাখ ১৪ হাজার ৬৫৭ টাকা বা ৬ শতাশ বেড়েছে।

বিদায়ী সপ্তাহে সিএসইর সার্বিক সূচক সিএএসপিআই ৭৭৬ পয়েন্ট বা ৫.৭৩ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ১২ হাজার ৭৬৯ পয়েন্টে। এছাড়া সিএসসিএক্স ৪৭৩ পয়েন্ট বা ৫.৭৭ শতাংশ, সিএসই-৩০ সূচক ৬৮১ পয়েন্ট বা ৫.৯৫ শতাংশ, সিএসই-৫০ সূচক ৬১ পয়েন্ট বা ৬.১৮ শতাংশ এবং সিএসআই ৫৪ পয়েন্ট বা ৬.১৯ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৭ হাজার ৭৩৫ পয়েন্ট, ১০ হাজার ৭৫৯ পয়েন্ট, ৯২৪ ও ৮১২ পয়েন্টে।

বিদায়ী সপ্তাহে সিএসইতে মোট ২৯২টি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিটের হাত বদল হয়েছে। এর মধ্যে দর বেড়েছে ৩৭টির বা ১৩ শতাংশ, দর কমেছে ২৪৭টির বা ৮৫ শতাংশ এবং দর অপরিবর্তিত রয়েছে ৮টির বা ২ শতাংশ।

সূত্রঃ যায়যায়দিন

রপ্তানি আয় কমে যাওয়ার কারণে বৈদেশিক বাণিজ্য ঘাটতিতেও প্রভাব পড়ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, জুলাই-নভেম্বর সময়ে বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৬৬৮ কোটি ডলার বা ৫৬ হাজার ৭৮০ কোটি টাকা (১ ডলার = ৮৫ টাকা)। জুলাই-নভেম্বরে আমদানি ব্যয় কমার পরও বাণিজ্য ঘাটতি বেড়েছে। কারণ রপ্তানি আয় কমেছে আমদানি ব্যয়ের তুলনায় বেশি। বিশ্লেষকরা জানান, বাণিজ্য ঘাটতি বৃদ্ধি পাওয়া অর্থনীতির জন্য মোটেও মঙ্গলজনক নয়। এতে বিনিয়োগে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে ।

অর্থনীতিতে সংকট বাড়ছে। তথ্য বলছে, জুলাই-নভেম্বর সময়ে বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ ৬৬৮ কোটি ডলার। গত বছরের একই সময়ে ঘাটতি ছিল এর চেয়ে কিছুটা কম, ৬৬৫ কোটি ২০ লাখ ডলার।

গত ২০১৮-১৯ অর্থবছরের পুরো সময়ে বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ ছিল ১ হাজার ৫৪৯ কোটি ৪০ লাখ ডলার। সেবা খাতের বাণিজ্য ঘাটতি কিছুটা কমেছে। জুলাই-নভেম্বর সময়ে এ খাতের ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ১৩৬ কোটি ডলার। গত বছরের একই সময়ে ঘাটতি ছিল এর চেয়ে একটু বেশি, ১৪৪ কোটি ৪০ লাখ ডলার। মূলত বীমা, ভ্রমণ ইত্যাদি খাতের আয়-ব্যয় হিসাব করে সেবা খাতের বাণিজ্য ঘাটতি পরিমাপ করা হয়।

জুলাই-নভেম্বর সময়ে বাংলাদেশের বৈদেশিক লেনদেনের চলতি হিসাবের ভারসাম্যে (ব্যালান্স অব পেমেন্ট) ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১০৯ কোটি ৭০ লাখ ডলার। গত বছরের একই সময়ে ঘাটতির পরিমাণ ছিল ২৪২ কোটি ৫০ লাখ ডলার।

চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) এই ঘাটতি ছিল ৬৭ কোটি ৮০ লাখ ডলার। অথচ আগস্ট মাস শেষেও অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ এই সূচক ২৬ কোটি ৮০ লাখ ডলার

উদ্বৃত্ত ছিল। এই ৫ মাসে সামগ্রিক লেনদেনের ভারসাম্যে ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ৩০ কোটি ৭০ লাখ ডলার। গত বছরের একই সময়ে ঘাটতি ছিল আরো বেশি। ৮৩ কোটি ৭০ লাখ ডলার।

সূত্রঃ মানবজমিন

ফের কুয়াশার চাদরে নিজেকে আবৃত করে নিল ঢাকা। সূর্যের দেখা মিলছে না সকাল থেকেই। সেই সুযোগে হাড় কাঁপানো শীত জেঁকে বসেছে। শীতকে আরো শক্তিশালী করেছে উত্তরের শীতল বাতাস।

আবহাওয়াবিদ নাজমুল হক বলেন, আজ থেকে শুরু হওয়া এ শৈত্যপ্রবাহ পাঁচ-ছয় দিন পর্যন্ত চলতে পারে। এতে তাপমাত্রা কমে শীত অনুভূত বেশি হতে পারে। তবে ডিসেম্বরের শৈত্যপ্রবাহের দিনে যেভাবে স্থবির হয়ে পড়েছিল সারাদেশ, তেমনটি হবে না। শৈত্যপ্রবাহটি একেক সময় একেক স্থানে বেশি বিস্তার লাভ করতে পারে।

আবহাওয়াবিদরা বলছেন, আকাশে মেঘ না থাকায় বিভিন্ন জেলায় সূর্যের আলো পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। ফলে শীত কম অনুভূত হতে পারে সেসব অঞ্চলে। মূলত উত্তরাঞ্চল ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে শীতের অনুভূতি বেশি থাকতে পারে। শহরের চেয়ে গ্রাম এলাকায় শীত বেশি থাকতে পারে।

গত তিন দিন ধরে কেবল পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায় শৈত্যপ্রবাহ ছিল। তবে আজ সেই শৈত্যপ্রবাহ শুরু হয়েছে রংপুর ও রাজশাহী বিভাগ এবং যশোর ও চুয়াডাঙ্গায়। গত তিন দিনের তুলনায় আজ সেসব অঞ্চলে শীতের প্রকোপ বেড়েছে। আবহাওয়া অধিদফতরের পূর্বাভাস, সারাদেশের রাতের তাপমাত্রা ১-২ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমে আসতে পারে।

সূত্রঃ বিডি প্রতিদিন

পাকিস্তান ভিত্তিক অন্যতম শক্তিশালী জিহাদী তানযিম তেহরিকে তালেবান/TTP এর অফিসিয়াল বার্তাসংস্থা "উমর" মিডিয়া একটি ইনফোগ্রাফি প্রকাশ করে।

উক্ত ইনফোগ্রাফিতে ২০১৯ ঈসায়ী সনে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে মুজাহিদদের হামলায় মুরতাদ ফোর্সের হতাহতের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হয়।

যেখানে দেখা যায় উক্ত বছরে মুজাহিদদের ১৪২টি হামলায় সর্বমোট ৩৬০ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং ২৬৪ মুরতাদ সৈন্য আহত হয়েছে। সম্পূর্ণ তথ্য দেখুন নিচের ইনফোগ্রাফিতে-

https://alfirdaws.org/wp-content/uploads/2020/01/qSYiT-15-696x901.jpg

---

আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকান ভিত্তিক শাখা "জামাআত নুসরাত আল-ইসলাম ওয়াল মুসলমীন" এর জানবায মুজাহিদিন গত ১০ই জানুয়ারি মালির "আমশাশ" অঞ্চলে আগ্রাসী ক্রুসেডার সন্ত্রাসী বাহিনীর বিরুদ্ধে এক বীরত্বপূর্ণ সফল অভিযান পরিচালনা করেন।

এসময় আল-কায়দার মুজাহিদগণ গেরিলা হামলার পাশাপাশি ক্রুসেডারদের ঘাঁটিতে কামান ও রকেট হামলা চালান। যা সফলভাবে ক্রুসেডারদের ঘাঁটিতে আঘাত হানে।

ক্রুসেডার সৈন্যরা ঘাঁটির ভিতরে থাকায় উক্ত হামলায় কত সেনা হতাহত হয়েছে তা জানা যায়নি, তবে সামরিক ঘাঁটি হতে আগুণের কুন্ডোলী উপরের দিকে উঠতে দেখা গেছে।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশ মোকাবিলায় ভারত সরকার নানা পন্থার কথা ভাবছে। ইতিমধ্যেই সীমান্তে অধিকাংশ জায়গায় কাঁটাতারের বেড়া দেয়া হয়েছে। তবে এই বেড়া অনুপ্রবেশ ঠেকানোর ক্ষেত্রে কার্যকর হচ্ছে না। সহজেই সেই কাঁটাতারের বেড়াকে অনেকেই কেটে ফেলছে। তাই পুরনো কাঁটাতারের বেড়াকে বদল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারত।

মানবজমিন থেকে জানা যায়, উন্নত প্রযুক্তির এবং এমন বেড়ার কথা ভাবা হয়েছে, যেগুলি কাটা সহজ হবে না। ফলে সেই বেড়া এড়িয়ে অনুপ্রবেশ করা সম্ভব হবে না। জানা গেছে, পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে আসামের শিলচর সেক্টরে এই নতুন ধরণের বেড়া বসানোর কাজ শুরু হচ্ছে।

আপাতত সীমান্তের ৭.১৮ কিলোমিটারে এই নতুন বেড়া বসানো হবে। এজন্য ১৪.৩০ কোটি রুপি বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রতি কিলোমিটারে নতুন বেড়া বসাতে খরচ হবে প্রায় ২ কোটি রুপি। ভারত-পাকিস্তান সীমান্তেও এই নতুন বেড়া বসানোর কাজ শুরু হয়েছে। জানা গেছে, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশ ঠেকানোকে সরকার অগ্রাধিকার দিয়ে সব রকম প্রতিরোধক ব্যবস্থার কথা ভেবেছে। ইতিমধ্যে যে সব জায়গায় কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া সম্ভব হয় নি সেই সব জায়গায় লেজার পদ্ধতির মাধ্যমে নজরদারির ব্যবস্থার কথা ভাবা হয়েছে। জলপথে সীমান্ত সুরক্ষার জন্যও নানা ব্যবস্থা নিয়ে চিন্তাভাবনা চলছে বলে বিএসএফ সূত্রের খবর।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদিন ১১ই জানুয়ারি শনিবার আফগানিস্তানের কান্দাহার প্রদেশে আগ্রাসী মার্কিন ক্রুসেডার সন্ত্রাসী বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

আল-ফাতাহ অপারেশনের ধারাবাহিকতায় মুজাহিদদের পরিচালিত উক্ত সফল হামলা ক্রুসেডার মার্কিন আগ্রাসী সন্ত্রাসী বাহিনীর একটি ট্যাঙ্ক ধ্বংস হয়ে যায়।

প্রাথমিকভাবে বিভিন্ন সংবাদ সূত্রে জানা যায় যে, ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদদের পরিচালিত উক্ত সফল ও বরকতমী হামলায় ২ মার্কিন ক্রুসেডার নিহত এবং আরো ২ ক্রুসেডার গুরুতর আহত হয়েছে।

হিন্দু-মুসলমানকে ভাগ করেছি, ঠিক করেছি বলে মন্তব্য করেছে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের সন্ত্রাসী দল বিজেপির সভাপতি দিলীপ ঘোষ। দেশটির বিতর্কিত নাগরিকত্ব আইনের সমর্থনে আয়োজিত এক সভায় বক্তৃতাকালে এমন কথা বলেছে দিলীপ ঘোষ।

৯ জানুয়ারি, বৃহস্পতিবার রাজ্যের মেদিনীপুর বিভাগের ঝাড়গ্রাম জেলার পাঁচমাথা মোড়ে বিজেপির ওই সভা অনুষ্ঠিত হয়। ভারতের গণমাধ্যম সংবাদ প্রতিদিন এমন খবর প্রকাশ করেছে।

এ সময় বিজেপির বিরুদ্ধে ওঠা মেরুকরণের রাজনীতির অভিযোগের জবাবে দিলীপ ঘোষ বলেছে, 'হিন্দু-মুসলমানকে ভাগ করছি, ঠিক করছি। তোর বাপের কি রে? ক্ষমতা থাকলে আটকা।'

বিজেপির এ রাজ্য সভাপতি আরো বলেছে,' আগে তো ধর্মের ভিত্তিতেই দেশ ভাগ হয়েছে। কোটি কোটি মানুষকে উদ্বাস্তু হতে হয়েছে।'

দিলীপ ঘোষ আরো দাবি করেছে, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন পাশ হওয়ার পর অনেকেই (বেআইনি অনুপ্রবেশকারী) এখন সীমান্ত দিয়ে পাকিস্তান, বাংলাদেশে পালাতে চাইছে। ওরা বুঝেছে এখানে থাকলে জেলে ঢুকিয়ে দেবে। সে আরো বলেছে, 'কোনো বিদেশিকে এদেশে থেকে খেতে দেব না।

বাংলাদেশে প্রবেশ করার ভিসা পেতে ব্যর্থ হওয়ায় প্রায় ৩৫০ কাশ্মীরি মেডিক্যাল শিক্ষার্থী প্রায় এক মাস ধরে দিল্লি, কোলকাতা, গৌহাটি ও আগরতলায় আটকা পড়ে আছে। ভারতের অন্যান্য রাজ্যের শিক্ষার্থীরা কোনো সমস্যা ছাড়াই ভিসা পাচ্ছে।

১১ জানুয়ারি, শনিবার এ খবর প্রকাশ করে সাউথ এশিয়ান মনিটর। বাংলাদেশে মেডিক্যাল শিক্ষার জন্য ছাত্রদের পাঠানোর কাজে জড়িতরা বলছে, ভিসা পেতে দীর্ঘ বিলম্বের কারণে তারা সমস্যায় পড়েছে। কারণ ওই কোর্সের জন্য অর্থ পরিশোধকারী অভিভাবকেরা এখন পরিশোধিত অর্থ ফেরত চাইছেন।

বাংলাদেশ, চীন ও অন্যান্য দেশে মেডিক্যাল শিক্ষার জন্য শিক্ষার্থী পাঠানোর কাছে নিয়োজিত একটি এডুকেশনাল কনসাল্টেন্সি ম্যানেজার বলেন, ছেলেমেয়েরা মধ্য ডিসেম্বর থেকে দিল্লি, কলকাতা, গৌহাটি ও এমনকি আগরতলার হোটেলগুলোতে বসে আছে। সাধারণত কাশ্মীরি শিক্ষার্থীরা দিল্লির বাংলাদেশ হাই কমিশনে ভিসার জন্য আবেদন করে। কিন্তু চলতি বছর আমাদেরকে বলা হয়েছে যে সমমানের সনদপত্র দিলেই কেবল ভিসা দেয়া হবে।

নিজের ও তার প্রতিষ্ঠানের পরিচয় প্রকাশ না করার শর্তে তিনি কথা বলেন। তিনি 'খারাপ পরিণতির' আশঙ্কায় পরিচয় প্রকাশ করতে চান না।

কলকাতার হোটেল রকস্টারে এই লেখককে ওই ম্যানেজার বলেন, কিন্তু তবুও লিখুন, কারণ আমাদের শিক্ষার্থীরা বেপরোয়া।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের কূটনীতিকরা ভারতের অন্যান্য রাজ্যের ছাত্রদের ভিসা দিচ্ছে। কিন্তু আমাদেরকে তারা বলছেন যে কাশ্মীরি শিক্ষার্থী নিয়ে কিছু সমস্যা আছে।

আরেকটি এডুকেশনাল কনসালটেন্সির ম্যানেজার বলেন, প্রায় ২০ জনের মতো কিছু কাশ্মীরি শিক্ষার্থীকে ভিসা দেয়া হয়েছে এবং তারা বাংলাদেশের মেডিক্যাল কলেজগুলোতে যোগ দিয়েছে। ফলে আমরা ভাবছি যে ডিসেম্বরের মাঝামাঝিতে এমন কিছু ঘটে থাকতে পারে। হয়তো ভারত সরকারের নির্দেশনাতেই কাশ্মীরি শিক্ষার্থীদের ভিসা দেয়া হচ্ছে না।

তিনি বলেন, গৌহাটিতে বাংলাদেশের সহকারী হাই কমিশনার দীর্ঘ দিনের ছুটিতে রয়েছেন। ফলে গত দুদিন ধরে আগরতলা মিশনের সহকারী হাই কমিশনার কিরিটি চাকমা রয়েছেন গৌহাটিতে।

পরিচয় প্রকাশ না করার ব্যাপারে আবারো শর্ত দিয়ে ওই ম্যানেজার বলেন, তিনি অন্যান্য শিক্ষার্থীর ভিসা পেয়েছেন। কিন্তু ১৫ জন কাশ্মীরি ছাত্রের ভিসা আবেদন আটকে আছে। এসব শিক্ষার্থী গৌহাটি থেকে আবেদন করেছিল। তাদেরকে বলা হয়েছে, দিল্লিস্থ বাংলাদেশ হাই কমিশন ভিসা দিচ্ছে না। চাকমা বলেন, এসব ভিসা ইস্যু করার এখতিয়ার তার নেই।

ওই ম্যানেজার বলেন, আমাদের অর্থ ফুরিয়ে যাচ্ছে। এসব ছেলেমেয়ে মধ্য ডিসেম্বর থেকে হোটেলে আছে। তাদের সাথে অনেক অভিভাবকও আছেন। আমরা সবাই বড় ধরনের অনিশ্চয়তায় পড়ে গেছি।

ভারতে বাংলাদেশের মিশন সাধারণত শিক্ষা ভিসার জন্য শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে সমমানের সনদপত্র চেয়ে থাকে। এর অর্থ হলো, বাংলাদেশের সমমানের সনদপত্র তাদের দিতে হবে।

আরেকটি এডুকেশনাল কনসালটেন্সির মালিক বলেন, কিন্তু সাধারণ কাশ্মির থেকে অন্তত ৬০০ ছাত্র ও অন্যান্য রাজ্য থেকে কয়েক হাজার শিক্ষার্থী বাংলাদেশে যায় মেডিক্যাল পড়াশোনা করতে। ভারতীয় সনদপত্রের মান সম্পর্কে মিশন জানে। এ কারণে তারা সমমানের সনদপত্রের ওপর জোর দেয়া থেকে বিরত থাকছে।

দিল্লিতে বাংলাদেশ হাই কমিশনের প্রেস সেক্রেটারি ফারিক হোসাইন সিনিয়র কাশ্মিরি সাংবাদিক আলতাফ হোসাইনকে (সাবেক বিবিসির) বলেন, কাশ্মিরি শিক্ষার্থীদের ভিসা না দেয়ার কোন নীতি নাই।

সূত্র : সাউথ এশিয়ান মনিটর

সরকারি এক রিপোর্ট বলছে, ২০১৮ সালে ভারতে প্রতি ঘণ্টায় একজন করে 'বেকার' আত্মঘাতী হয়েছেন। ওই বছরে মোট আত্মহত্যা করেছেন ১ লক্ষ ৩৪ হাজার ৫১৬জন। এর মধ্যে ৪২,৩৯১জন মহিলা। পুরুষ সেখানে প্রায় ৯২,১১৪ জন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রেকর অধীনে থাকা জাতীয় অপরাধ রেকর্ডস ব্যুরোর সর্বেশেষ রিপোর্টে এই তথ্য উঠে এসেছে। এই রিপোর্ট বলছে, ২০১৮ সালে কর্মহীন ১২,৯৩৬ ব্যক্তি আত্মঘাতী হয়েছেন। মোট আত্মহত্যার ৯.৬ শতাংশ। এই আত্মঘাতীদের বয়সসীমা আঠারোর কম থেকে ৬০ বছরের মধ্যে।

জানা গিয়েছে, ১৮-র কম বয়সি ৩১ কিশোর ও ৯ কিশোরী ২০১৮-য় আত্মহত্যা করেছেন। আবার ১৮ থেকে ৩০ এর মধ্যে বয়স, এমন আত্মঘাতীর সংখ্যা পুরুষদের ক্ষেত্রে ১,২৪০ ও মহিলাদের ক্ষেত্রে ১৮০। আবার ৩০ থেকে ৪৫ বয়সসীমার মধ্যে মোট ৮৬৮ পুরুষ ও ৯৫ মহিলা আত্মহত্যা করেছেন। ৪৫ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে পুরুষ আত্মঘাতীর সংখ্যা ২৩৭ ও মহিলা আত্মঘাতীর সংখ্যা ২১। ৬০ উর্ধ্বে বয়স এমন আত্মঘাতীর সংখ্যা পুরুষদের ক্ষেত্রে ২,৪৩১ ও মহিলাদের ক্ষেত্রে ৩১০।

ওই বছর মোট বেকার আত্মঘাতী পুরুষের সংখ্যা ১০,৬৮৭ ও মহিলা ২,২৪৯। বেকার আত্মহত্যায় শীর্ষে কেরালা। মোট আত্মহত্যার ১২.৩ শতাংশ। অর্থাৎ ১২,৯৩৬ আত্মহত্যার মধ্যে ১,৫৮৫ আত্মহত্যা হয়েছে কেরালা রাজ্যে। আত্মহত্যায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে তামিলনাড়ু। ১২.২ শতাংশ। আত্মঘাতী ১,৫৭৯জন। তৃতীয় স্থানে রয়েছে মহারাষ্ট্র। ৯.৭ শতাংশ বেকার আত্মঘাতী। কর্নাটক ও উত্তরপ্রদেশে আত্মহত্যার এই সংখ্যাটা যথাক্রমে ১,০৯৪ ও ৯০২। শতাংশের নিখিখে যথাক্রমে ৮.৫ ও ৭ শতাংশ।

হে উম্মাহ! আমাদের বাংলাদেশ আসলে কাদের হাতে, তা একের পর এক ঘটনার মাধ্যমে স্পষ্ট হচ্ছে। মাত্র দু'মাস আগে ভারতের বিরুদ্ধে বলার কারণে বুয়েটের মেধাবী ও ধার্মিক ছাত্র আবরারুল ইসলাম ফাহাদকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছিল। তার রেশ না কাটতেই দু'মাসের মাথায় কিছুদিন আগে আবার হিন্দুত্ববাদী ভারতের বিরুদ্ধে বলার কারণে বর্বরোচিতভাবে হামলা করা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের ভিপি নুরুল হক নূরুর উপর। তার অপরাধ তিনি হিন্দুত্ববাদি ভারত সরকারের মুসলিম বিরোধী এন আর সি ও নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বিপক্ষে ও সত্যের পক্ষে কথা বলেছিলেন। আর সে কারণেই ভারতীয় দালাল সরকারের ছত্রছায়ায় এদেশে আরএসএসের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া ছাত্রলীগের হিন্দু নেতাদের নেতৃত্বে ভিপি নূরকে নির্মমভাবে হত্যা করে ফেলার চেষ্টা করা হয়।

গত ২২ ডিসেম্বর, আওয়ামীলীগের নিজস্ব সন্ত্রাসীবাহিনী ছাত্রলীগের একাংশ ও কথিত মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চের কর্মীরা এ হামলা করে। হামলায় নেতৃত্ব দেয় ভারতীয় র এর এজেন্ট, সন্দেহভাজন ইসকন সদস্য হিন্দু নেতা সনজিদ চন্দ্র দাস। এই হিন্দু মালউন প্রথম আঘাত করার সময় যখন নুরু বললেন: আপনি তো ডাকসুর কেউ না, আপনি আমাকে চার্জ করেন কেন? তখন এই হিন্দু মালউন বলেছিল: আমি কে কিছুক্ষণ পরেই টের পাবি। তারপর তার দলবল লাইট বন্ধ করে বাঁশ ও রড নিয়ে হামলে পড়ে।

এ ঘটনার কতগুলো আলামত সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, এটা হিন্দুত্ববাদের দালাল সরকারের ছত্রছায়ায় এবং ঢাবি প্রশাসনের সহযোগীতায় সংঘটিত হয়েছে। যেমন:

১. এই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসীরা প্রকাশ্যে দলবল নিয়ে মিছিল করে হামলা করতে আসে এবং দীর্ঘক্ষণ ধরে প্রকাশ্যে এ সকল কর্মকাণ্ড চালায়। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ রহস্যজনকভাবে নিরবতা অবলম্বন করে। তারা কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করে না। বরং মারামারি চলাকালীন অবস্থায় আক্রান্ত ছাত্রদের কয়েকজন যখন দৌড়ে প্রক্টরের কাছে গিয়ে আবেদন করে, স্যার, নূরকে বাঁচান। তখন প্রক্টর উল্টো তাদেরকে ধমক দিয়ে বলে:'তোমরা ওখানে গেছো কেনো? তোমাদের বহিষ্কার করে দেবো।' আহতরা বলে, আমরা না গেলে তো স্যার নুরকে মেরে ফেলত।

২. তাদেরকে দলবলসহ মিছিল করে হামলা করতে আসতে দেখলেও পুলিশ প্রশাসন কোন উদ্যোগ নেয় না। বরং নীরব ভূমিকা পালন করে।

৩. এই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসীরা বর্বরোচিত হামলার পর হামলার ভিডিও ফুটেজ নষ্ট করার জন্য

প্রশাসনিকভাবে স্থাপিত সিসি ক্যামেরার হার্ডডিক্স ও মনিটর পর্যন্ত খুলে নিয়ে যায়, যা অভাবনীয় দু:সাহসিকতা। ইতিপূর্বে কোন সন্ত্রাসীরা এরকম করার সাহস করেনি।
৪. এ ঘটনার পর তথাকথিত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান বলে: "আমার নিজেরই প্রশ্ন, নুরুর ওপর কেনো বারবার হামলা হচ্ছে। আপনারা যদি এটির কোনো কারণ পান তাহলে আমাকে জানাবেন। " যেখানে পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে সারা দেশ জানে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা জানে যে, আওয়ামী সরকারের দেশ বিরোধী ভারত তোষা ষড়যন্ত্রমূলক নীতির বিরুদ্ধে বলার কারণেই আওয়ামী সন্ত্রাসীরা ও হিন্দু সন্ত্রাসীরা নুরুর উপর হামলা করেছে, সেখানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী না জানার অজুহাত দেখাচ্ছে। আসলে অজুহাত নয়, তার এ কথা বলার পেছনে উদ্দেশ্য হলো নুরুর উপর দোষ চাপানো। মানে, নুরুল হক যে হিন্দুত্ববাদের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন, সেটা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে দোষের মনে হয়েছে। আর, এ কারনেই নুরুর উপর হামলা হয়েছে বলে সে হামলাকারীদের সাফাই গাওয়ার চেষ্টা করছে।

এছাড়াও সে এ নৃশংসা ঘটনার সময় নীরব ভূমিকা পালনকারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পক্ষে সাফাই গেয়ে বলে:
'এখন পর্যন্ত যতটুকু দেখেছি তাতে আমার মনে হয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এখনো সঠিক আছে। তবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন যদি আমাদের সঠিক সময়ে সঠিক ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ করে তাহলে আমরা সেটি নিতে পারব।'

সে পুলিশের নীরব ভূমিকার পক্ষেও যুক্তি দাঁড় করিয়ে বলে: "আমি বলতে চাই আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে ঢুকে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের যখন প্রয়োজন হয়, প্রক্টর বা ভিসি যদি অনুমতি দেন কিংবা অনুরোধ করেন তখনই তারা যায়। কাজেই আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর চেয়ে সেখানে এ ধরনের ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনই কার্যকর ভূমিকা রাখে।"
এভাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মূলত সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ ও মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চের কর্মীদের পক্ষে সমর্থন দেয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও পুলিশের নীরব ভূমিকার সাফাই গেয়ে সন্ত্রাসী হামলার শিকার হওয়া নূরুর উপরই দোষ চাপানোর চেষ্টা করে।
শুধু তাই নয়, আহতদের চিকিৎসা নিয়েও ঢাকা মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ বিড়ম্বনা করে। কারণ স্বয়ং রাষ্ট্র যখন তাদের বিরুদ্ধে, তখন রাষ্ট্রীয় কোন প্রতিষ্ঠানই তাদের পক্ষে থাকবে না। এটাই স্বাভাবিক। এমনকি মাঝে মাঝে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানও তাদেরকে সহযোগীতা করার সাহস করবে না। আর তা ই ঘটেছে নূর ও তার সাথীদের বেলায়।

ঢাকা মেডিকেল কর্তৃপক্ষ আহতদের ব্যাপারে প্রথমে বলেছে, এখানে যারা রয়েছে তাদের অবস্থা তেমন সংকটাপন্ন নয়। তিনচার দিনের মধ্যে সুস্থ হয়ে ফিরে যেতে পারবে। কিন্তু পরবর্তীতে ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে একেকজন আহতের ব্যাপারে একেকটি ভয়ংকর ভয়ংকর সমস্যার কথা তুলে ধরে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। কারো নাকি মাথায় রক্ত জমাট বেধেছে, মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গেছে, তাই বিদেশে নিয়ে চিকিৎসা করাতে হবে,দু'মাস শুয়ে থাকতে হবে। কারো কিডনির ৭০% ডেমেজ হয়ে গেছে,কারো ৩০% ডেমেজ হয়ে গেছে, কারো মাথায় প্রচণ্ড আঘাত লাগার কারণে ব্রেইন ই নষ্ট হয়ে গেছে। ইত্যাদি।
শুধু এতটুকুই নয়, যারা আহত হয়েছে সেই আহতদের বিরুদ্ধেই আবার মামলাও দায়ের করা হয়েছে বিভিন্ন ছুতো ও অছিলা দিয়ে!!! যেন চিরতরে তাদের কণ্ঠ রোধ করা যায়।

হে আমাদের জাতি! স্পষ্টভাবেই দেখা যায় যে, আবরার হত্যার ঘটনা আর নূরু হত্যার চেষ্টার ঘটনা দু'টি একই সূত্রে গাথা। আবরার হত্যার ঘটনায়ও সরকার কর্তৃক বাংলাদেশের মুসলিম জনগণের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে দেশের স্বার্থগুলো ভারতকে দিয়ে দেওয়ার প্রতিবাদ করায় ছাত্রলীগ তাকে হত্যা করে। আর এক্ষেত্রে মাষ্টারমাইন্ডে থাকে হিন্দু অমিত শাহ। পেপারে তার কল রেকর্ড উঠে আসে যে, সে ফোন করে তার অধীনস্তদের নির্দেশে দেয়: আরো মার।
আর নূরু হত্যা চেষ্টার ঘটনায়ও ভারতের মুসলিম বিরোধী অমানবিক ও বর্বর আইন 'নাগরিকত্ব সংশোধন' বিলের বিরুদ্ধে বলায় হিন্দু সনজিদ চন্দ্র দাসের নেতৃত্বে নূরু ও তার সাথীদের উপর নির্যাতন চালানো হয়।
সেখানেও মাষ্টারমাইন্ডে ছিল হিন্দু অমিত শাহ। এখানেও নেতৃত্বে ছিল হিন্দু সনজিদ চন্দ্রদাস। সেখানে ছাত্রলীগ তাদের সহযোগী হিসাবে কাজ করেছে, এখানেও ছাত্রলীগ তাদের সহযোগী হিসাবে কাজ করেছে। সেখানেও সরকারের আজ্ঞাবহ প্রশাসন ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ রহস্যজনক নিরবতা অবলম্বন করেছে। নির্বিঘ্নে হত্যাকাণ্ড চলতে দিয়েছে। এখানেও সরকার, প্রশাসন ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত নগ্নভাবে শুধু নিরবতাই অবলম্বন করেনি, বরং আহতরা সাহায্য চাইতে গেলে উল্টো তাদেরকেই ভর্ৎসনা করে।
হে আমাদের জাতি! এ ঘটনাগুলো সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, বাংলাদেশে প্রকাশ্যে ভারতের দালালী চলছে। বাংলাদেশের হিন্দুরা ভারতের স্বার্থে ও তাদের নিজ জাতির স্বার্থে কাজ করছে। এদেশে ভারতের প্রভাব ও হিন্দুদের প্রভাব এতো বেড়ে গেছে যে, কোথাও ভারতের বিরুদ্ধে বা হিন্দুদের বিরুদ্ধে বললেই তার জন্য অপেক্ষা করবে ভয়ংকর পরিণতি। বাংলাদেশে হিন্দুদেরকে রক্ষায় সমস্ত প্রশাসন নিয়োজিত। আর মুসলমানদের রক্তের কোন মূল্য নেই।

হিন্দুরা আমাদের প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার পূত-পবিত্র সহধর্মীনী ও সাহাবীগণকে গালি দিলেও তাদেরকে সমস্ত রাষ্ট্রশক্তির মাধ্যমে হেফাজত করা হয়। আর মুসলমানদেরকে পাইকারীভাবে হত্যা করা হয়। তারপরও আবার অসংখ্য মুসলিমের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়। যেন নিজের মামলার চিন্তা করতে করতেই আর প্রতিশোধপরায়ণ হওয়ার সুযোগ না পায়।

হে প্রিয় উম্মাহ! আপনারা সংবাদমাধ্যমে জেনেছেন যে, আওয়ামীলীগের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, টংগী ইজতেমার মাঠে আলেমদের উপর সন্ত্রাসী হামলার মূলহোতা ও গডফাদার আসাদুজ্জামান প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা দিয়েছে যে, কাশ্মীর ইস্যু নিয়ে যুদ্ধ বাঁধলে বাংলাদেশ ভারতের পক্ষে থাকবে!!!! ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন!!

মুসলিম জাতির কত বড় দুশমন হলে এবং ইসলামের কত বড় আদর্শিক শত্রু হলে কাশ্মীরের মজলুম মুসলমানদের বিরুদ্ধে ভারতের জুলুম-অত্যাচারের পক্ষে অবস্থান নিতে পারে? যেখানে ভারত কাশ্মীরে কারফিউ জারি করে এবং বিদ্যুত ও ইন্টারনেট সুবিধা বন্ধ করে দিয়ে দীর্ঘদিন যাবত কাশ্মীরি মুসলিমগণকে বাকি বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে, কাশ্মীরি যুবকদেরকে ধরে নিয়ে নির্মম নির্যাতন করছে, আর নির্যাতিতদের চিৎকারের আওয়ায লাউড স্পিকারের সাহায্যে সমস্ত এলাকায় প্রচার করছে, যেন সকল মুসলমানগণ ভয় পায়। ভারতীয় সৈন্যরা কাশ্মীরি নারীদেরকে ধর্ষণ করছে এবং এখন খোদ ভারতে মুসলমানদেরকে রাষ্ট্রহীন করার চক্রান্ত করেছে। মুসলমানদেরকে জয় শ্রী রাম বলতে বাধ্য করছে। না বললে নির্মমভাবে হত্যা করছে। মুসলমানদেরকে কীট-পতঙ্গ ও দু'পাই জানোয়ার বলছে এবং ভারতের ভিতরে মুসলিমদের উপর গণহত্যা চালানোর সব আয়োজন সম্পন্ন করে ফেলেছে, সেই উগ্র, হিংস্র, বর্বর ও সন্ত্রাসী ভারতের পক্ষে যুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে ইসলাম চির শত্রু হাসিনা ও তার দল!

এর মাধ্যমে হাসিনা সরকারের চরম ইসলাম বিদ্বেষী সাম্প্রদায়িকতাও স্পষ্ট হয়ে উঠে। কারণ তারা ভারতের উগ্র ও হিংস্র সাম্প্রদায়িক শক্তির ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সমর্থক। তারা বাংলাদেশে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাকে লালন করছে। তারা নবী অবমাননাকারী ব্লগারদের ইসলাম বিদ্বেষী সাম্প্রদায়িকতাকে অকুণ্ঠ সমর্থন দিয়েছে ও পৃষ্ঠপোষকতা করেছে। এভাবে হাসিনা সরকার নিজেও ইসলাম বিদ্বেষী চরম সাম্প্রদায়িক আবার অন্যান্য সকল ইসলাম বিদ্বেষী সাম্প্রদায়িক শক্তিকেও লালন করছে।

অতএব হে আমাদের মুসলিম জাতি!! আপনারা হিন্দু মুশরিকদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ইসলাম বিদ্বেষী আওয়ামীলীগের বিরুদ্ধে সচেতন হোন! তারা মুসলমানদের দেশকে কাদের হাতে তুলে দিচ্ছে তার ব্যাপারে সতর্ক হোন। আপনাদের অস্তিত্ব ও সম্মান রক্ষার লড়াইয়ে আপনাদের মুজাহিদ ভাইদের সহযোগীতা করুন! মিডিয়া তাদেরকে অমানবিক, হিংস্র ও জঙ্গী বলে প্রচার করছে, আপনারা তাতে বিভ্রান্ত হবেন না। প্রকৃতপক্ষে আপনাদের শত্রুরা তাদের শত্রুকে আপনাদের শত্রু বলে প্রচার করছে। আপনাদেরকে তাদের স্বার্থে ব্যবহার করছে। অন্যথায় তারাই আপনাদের জাত শত্রু। আর যাদেরকে জঙ্গী বলে প্রচার করছে সেই মুজাহিদগণই আপনাদের স্বজাতীয় বন্ধু ও আপনাদের হিতাকাংঙ্খী।
মহান আল্লাহ আমাদেরকে বুঝার ও আমল করার তাওফিক দান করুন!!

লেখক: সালাহউদ্দীন আহমাদ

গ্রামীণ রাস্তা সংস্কারের জন্য সিলেট-তামাবিল মহাসড়কের (হাইওয়ে) পাশের মাটি কাটার অভিযোগ উঠেছে এক দুর্নীতিবাজ সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগ নেতা ও ইউপি সদস্যের বিরুদ্ধে। রাতের আধারে তিনি এক্সেভেটর লাগিয়ে হাইওয়ের পাশ থেকে মাটি কেটে নেন। সিলেটের জৈন্তাপুর উপজেলার দরবস্ত ইউনিয়নের ডেমা গ্রাম এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
বিডি প্রতিদিন সূত্রে জানা যায়, হাইওয়ে সংলগ্ন ডেমা গ্রামের একটি সড়ক সংস্কারের জন্য দরবস্ত ইউপির সদস্য ও জৈন্তাপুর উপজেলা সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক জালাল উদ্দিন গত বুধবার রাতে এক্সেভেটর লাগিয়ে সিলেট-তামাবিল হাইওয়ের পাশ থেকে মাটি কেটে পার্শ্ববর্তী ডেমার গ্রামের রাস্তা সংস্কার শুরু করেন। সকালে এ দৃশ্য দেখে এলাকার লোকজন উপজেলা প্রশাসন, সড়ক ও জনপথ এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের অবগত করেন। এভাবে মাটি কাটা হলে হাইওয়েতে ধস দেখা দেওয়ার আশঙ্কা করেন তারা।
অভিযুক্ত ইউপি সদস্য ও সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগ নেতা জালাল উদ্দিন মাটি কাটার বিষয়টি স্বীকার করে বলেন, হাইওয়ের পাশে পুরোনো গর্ত ছিল। সেখান থেকে আমি মাটি কেটে গ্রামীণ রাস্তা সংস্কারে ব্যবহার করেছি।

এ ব্যাপারে জৈন্তাপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কামাল আহমদের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, হাওয়ের পাশ থেকে ইউপি সদস্য জালাল উদ্দিন কিছু মাটি কেটেছিলেন।

ভারতজুড়ে বিক্ষোভের মধ্যেই অবশেষে 'বিতর্কিত' নাগরিকত্ব সংশোধন আইন (সিএএ) কার্যকর করলো হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী কেন্দ্রীয় সরকার। শুক্রবার রাতে গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে আইনটি কার্যকরের কথা জানিয়েছে সন্ত্রাসী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকার। *ইন্ডিয়া টুডের* এক খবরে এ তথ্য জানা গেছে।

এতে এদিন থেকেই নতুন নাগরিকত্ব আইন কার্যকরের কথা বলা হয়েছে। সংশোধিত এই নাগরিকত্ব আইনের প্রতিবাদে ভারতজুড়ে বিতর্ক তৈরি হয়। শুরু হয় বিক্ষোভ। মারা যায় বেশ কয়েকজন মানুষ।

গেজেটে বলা হয়েছে, ২০১৯ সালের নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের সাব-সেকশন (২) এবং সেকশন-১ অনুযায়ী সরকার ঘোষণা করছে, ২০২০ সালের ১০ জানুয়ারি থেকে আইন কার্যকর হলো।

পাকিস্তানের বেলুচিস্তান প্রদেশের রাজধানী কোয়েটার এক মসজিদে ভয়াবহ বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় অন্তত ১৫ জন নিহত হয়েছেন।

পাকিস্তানের সংবাদ মাধ্যম *দ্য ডনের* সূত্রে জানা গেছে, গত শুক্রবার মাগরিবের নামাজ চলাকালীন ওই মসজিদে বোমা বিস্ফোরণ হয়।

এতে ঐ মসজিদের ইমামসহ ১৫ জন নিহত হয়। এছাড়া এতে আহত হয়েছেন আরও অনেকে। আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহতদের অনেকের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

নিরামিষভোজী বা আমিষাশী যে কেউ মসলা হিসেবে ধনেপাতা খেতে পারেন। কারণ এই ধনেপাতায় রয়েছে অনেক ঔষধি গুণ। ডাল, তরকারি, মাছ, মুড়ি মাখা, আলুকাবলি, ফুচকা– সর্বত্রই এর ব্যবহার হয়ে থাকে। স্বাদ ও স্বাস্থ্যগুণে প্রতিদিন মসলার ব্যবহারে ধনেপাতা অন্যতম।

আসুন জেনে নিই ধনেপাতার ঔষধি গুণ-

১. ধনেপাতা শরীরের ক্ষতিকারক কোলেস্টেরলকে কমিয়ে উপকারী কোলেস্টেরলের মাত্রা বৃদ্ধি করে। যকৃতকে সুস্থ রাখতে এই পাতার জুড়ি নেই।

২. ডায়াবেটিসে আক্রান্তদের জন্য ধনেপাতা অত্যন্ত উপকারী। ইনসুলিনের ভারসাম্য বজায় রাখে এবং রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণ করে ধনেপাতা।

৩. লিভার বা যকৃতকে সুস্থ রাখতে ধনেপাতা ভেষজ উপাদান হিসেবে কাজ করে।

৫. ধনেপাতার মধ্যে রয়েছে আয়রন। তাই রক্তস্বল্পতা রোধে খেতে পারেন ধনেপাতা।

৬. ধনেপাতার মধ্যে অ্যান্টিসেপটিক উপাদান থাকায় তা শরীরে টক্সিন দূর করে। এর অ্যান্টিফাঙ্গাল এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট উপাদান বিভিন্ন চর্মরোগ কমায়।

৭. দাঁত মজবুত করতে ও মাড়ির সুস্থতায় ধনেপাতা খেতে পারেন।

৮. ধনেপাতার মধ্যে সিনিওল অ্যাসেনশিয়াল অয়েল ও লিনোলিক অ্যাসিড থাকে, যা শরীরের পুরনো ও নাছোড় ব্যথা কমায়।

তথ্যসূত্র: জিনিউজ

ভারতের মুসলমানদের ভারত ছেড়ে পাকিস্তানে চলে যেতে বলেছে উত্তর প্রদেশের সন্ত্রাসী দল বিজেপির সংসদ সদস্য বিক্রম সাইনি।

ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম *অমৃত বাজার পত্রিকা* সূত্রে জানা যায়, গত শুক্রবার স্থানীয় সাংবাদিকদের সঙ্গে কথোপকথনকালে সে এমন মন্তব্য করে। একইসঙ্গে পাকিস্তানেও এইসব ভারতীয় মুসলমানদেরকে নাগরিকত্ব দেয়ার জন্য আইন পাশ হওয়া উচিত বলে মত প্রকাশ করে বিজেপির এই নেতা।

বিক্রম সাইনি সাংবাদিকদের বলেছে, বিজেপি সরকার জাতীয় স্বার্থের কথা চিন্তা করে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) এনেছে। পাকিস্তানেও এরকম একটা আইন হওয়া উচিত, যেন ভারত থেকে মুসলমানদের তারা নাগরিকত্ব দিতে পারে। যেসকল মুসলমানরা ভারতে নিজেদের অত্যাচারিত মনে করে তারা পাকিস্তানে চলে যাক এবং সেখানে গিয়ে নাগরিকত্ব খুঁজুক।

বিজেপি সরকারের নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন অনুযায়ী, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান ও পাকিস্তান থেকে যে সকল হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন, পার্সি ও খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী এসে ভারতে এসেছে, তারা সকলে ভারতের নাগরিকত্ব পাবে। বাদ পড়বে শুধু মুসলমানরা। তাদেরকে তাদের নিজ নিজ দেশে ফেরত যেতে হবে।

বাবরি মসজিদ যদি ভেঙে মন্দির বানানো হয় তাহলে মোদি সরকারের গদি ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে বলে মন্তব্য করেছেন আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরী। তিনি বলেন, বাবরি মসজিদ যদি ভেঙে মন্দির বানানো হয় তাহলে মোদি সরকারের গদি ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। খোদার গজব নেমে আসবে মোদি সরকারের ওপর। ইসলাম ও মুসলমানদের ওপর উগ্রবাদী সন্ত্রাসী মোদি সরকারের জুলুম ও অবিচার সহ্য করা যাবে না।

গত বৃহস্পতিবার (৯ জানুয়ারি) চট্টগ্রাম বোয়ালখালী থানাধীন জামিয়া ওয়াহিদিয়া মাদ্রাসার দুই দিনব্যাপী ইসলামী মহাসম্মেলনের প্রথম দিনের প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

এ সময় কাদিয়ানীদেরকে অতিসত্বর অমুসলিম ঘোষণা করার দাবি জানান আল্লামা। এছাড়া নরওয়েতে পবিত্র কুরআন পুড়ানোর ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান শায়খুল হাদীস আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরী।

উগ্রবাদী হিন্দু সংগঠন ইসকন নিষিদ্ধের দাবি জানিয়ে বাবুনগরী বলেন, উগ্রবাদী ইসকন সংগঠন ইসলাম ও স্বাধীনতার দুশমন। তারা আমাদের কোমলমতি শিশুদের প্রসাদ খাইয়ে জয় শ্রী রাম স্লোগান দিয়ে মুসলমানদের ঈমানি চেতনায় আঘাত করেছে। দেশব্যাপী বিভিন্ন ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে তারা। দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে অনতিবিলম্বে ইসকনকে নিষিদ্ধ করতে হবে।

তিনি বলেন, ইসকনের সূদুর প্রসারী চক্রান্তের একটি হচ্ছে, তারা হিন্দু ছেলেদের দাড়ি রাখাবে, লম্বা জামা পরিয়ে মাদ্রাসায় ভর্তি করাবে। অতঃপর মাদ্রাসার ভেতরে ফেতনা সৃষ্টি করবে।

আল্লামা বাবুনগরী প্রমাণ স্বরূপ বলেন, আমি যখন বাবুনগর মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করি, তখন একটা ছেলে আমার কাছে 'উলুমুল হাদীস' পড়তে আসে। আমি তার চেহারায় কোনো নূর দেখতে পাইনি। তখনই আমার সন্দেহ হয়। তারপর নীরিক্ষা করে জানা যায় এই ছেলেটি খতনাও করেনি। সে উগ্রবাদী হিন্দু সংগঠন ইসকনের সদস্য।

আল্লামা বাবুনগরী মাদ্রাসাগুলোর কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, আপনারা খুব যাচাই-বাছাই করে ছাত্র ভর্তি করাবেন। উগ্রবাদী হিন্দু সংগঠন ইসকন যেন কোনোভাবেই মাদ্রাসার ভেতরে ফেতনা সৃষ্টি করতে না পারে, সেদিকে সবাইকে সজাগ দৃষ্টি রাখাতে হবে।

বাবরি মসজিদের প্রসঙ্গ টেনে আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরী বলেন, ৫০০ বৎসরের ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদকে মোঘল আমলের রাষ্ট্রপ্রধান এমনকি বৃটিশ সরকার এবং তৎপরবর্তীকালে ভারতের স্বাধীনতার পর থেকে অনেক হিন্দু রাষ্ট্রপ্রধানসহ নেতৃস্থানীয় হিন্দুরাও বাবরি মসজিদকে মসজিদ হিসেবে মেনে নিলেও গুজরাটের কসাই উগ্রবাদী হিন্দু মোদি সরকার বাবরি মসজিদকে রাম মন্দির বানানোর হিন্দুত্ববাদী উগ্র রায় পাস করে।

আল্লামা বাবুনগরী আগামী প্রজন্মের যুবক-তরুণ সমাজকে শপথ করিয়ে বলেন, ইসলাম ও মুসলমানদের ইজ্জত সম্মান রক্ষার্থে যদি রক্তের প্রয়োজন হয়, রক্ত দেবেন। জীবন দিতে হলে জীবন দিয়ে হলেও ইসলাম ও মুসলমানদের ইজ্জত সম্মান রক্ষা করবেন।

১০ই জানুয়ারি, ২০২০

আমাদের দেশে শীতকালীন সবজিগুলোর মধ্যে লাউ অন্যতম। লাউ যেমন সবজি হিসাবে সুস্বাদু তেমনি এর মধ্যে রয়েছেন নানান গুণাগুণ। লাউয়ের ভিতরে মজুত রয়েছে প্রচুর মাত্রায় ভিটামিন সি, বি এবং ডি, সেই সঙ্গে ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ফসফরাস, ফোলেট, আয়রন এবং পটাশিয়াম। যা নানাবিধ রোগের হাত থেকে শরীরকে সুস্থ রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

লাউয়ের কিছু গুণাগুণ;

পেটের রোগের প্রকোপ কমে

অনিয়ন্ত্রিত খাওয়া-দাওয়ার কারণে বদ হজম এবং গ্যাসের সমস্যা সৃষ্টি হয়। এমন পরিস্থিতিতে পেটকে চাঙ্গা করে তুলতে লাউয়ের বিকল্প নেই। কারণ এই সবজিটিতে রয়েছে প্রচুর মাত্রায় পানি এবং ফাইবার, যা হজম ক্ষমতার উন্নতি তো ঘটায়ই, সেই সঙ্গে কনস্টিপেশনের মতো রোগের প্রকোপ কমাতেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

শরীরে পানির অভাব দেখা দেওয়ার আশঙ্কা কমে

শরীরকে চাঙ্গা রাখতে পানির বিকল্প হয় না বললেই চলে। কারণ দীর্ঘক্ষণ ধরে শরীর তার প্রয়োজনীয় পানি না পেলে দেখা দেয় নানা রকমের রোগ। তাই তো দেহের ভিতরে যাতে পানির ঘাটতি দেখা না দেয়, সেদিকে খেয়াল রাখাটা আমাদের একান্ত প্রয়োজন। লাউয়ে রয়েছে প্রচুর মাত্রায় পানি, যা দেহের ভিতরে পানির অভাব মেটাতে যেমন বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে, তেমনি ডিহাইড্রেশনের মতো সমস্যায় আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কাও যায় কমে।

ব্লাড প্রেসার নিয়ন্ত্রণে থাকে

উচ্চ রক্তচাপের মতো সমস্যা যারা ভুগছেন তাদের ডায়েটে লাউ দিয়ে তৈরি খাবার রাখা জরুরি।

কারণ এতে রয়েছে এমন কিছু পুষ্টিকর উপাদান, যা রক্তচাপকে স্বাভাবিক রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। আর রক্তচাপ স্বাভাবিক থাকলে হার্টের স্বাস্থ্যও ভাল হয়ে ওঠে। আর হার্ট যখন চাঙ্গা হয়ে ওঠে তখন সার্বিকভাবে আয়ুও যে বৃদ্ধি পায়, তা কি আর বলার অপেক্ষা রাখে।

ত্বকের সৌন্দর্য বাড়ে

লাউয়ে উপস্থিত বিশেষ কিছু উপাদান শরীরে প্রবেশ করে এমন খেল দেখায় যে ত্বক ভিতর থেকে স্বাস্থ্যকর হয়ে ওঠে। ফলে সৌন্দর্য বাড়ে। সেই সঙ্গে তৈলাক্ত ত্বকের সমস্যাও নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।

শরীর ঠাণ্ডা করে

অনেক সময়ই শরীরের ভিতরের তাপমাত্রা বেশ বেড়ে যায়, যা একেবারেই ভাল নয়। তাই তো সপ্তাহে ২-৩ দিন নিয়মিত লাউয়ের রস খাওয়া উচিত। লাউয়ে যেমন রয়েছে প্রচুর মাত্রায় পানি, তেমনি রয়েছে প্রচুর পরিমাণ খনিজও, যা শরীরকে ঠাণ্ডা রাখার পাশাপাশি দেহের ভিতরে উপস্থিত ক্ষতিকর টক্সিক উপাদানদেরও বের করে দেয়। ফলে নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা কমে।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়
প্রতিদিন লাউয়ের রসের সঙ্গে লেবুর রস মিশিয়ে খেলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার উন্নতি ঘটে। ফলে সংক্রমণের পাশপাশি ছোট-বড় নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা যায় কমে।

সূত্র: বিডি প্রতিদিন

গাজীপুর মহানগর এলাকায় এক কলেজ ছাত্রীকে অপহরন ও শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠেছে কালীগঞ্জের এক সন্ত্রাসী ল যুবলীগ নেতার বিরুদ্ধে। শুক্কুর আলী (২৮) নামের এই সন্ত্রাসী যুবলীগ নেতার বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মামলা হয়েছে পূবাইল থানায়। অভিযুক্ত শুক্কুর

আলী পৌরসভার বালিগাঁও এলাকার আবদুল আলীর পুত্র। তিনি কালীগঞ্জ পৌরসভার ৫নং ওয়ার্ড সন্ত্রাসী যুবলীগের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

বিডি প্রতিদিনের সূত্রে জানা যায়, টঙ্গী সরকারি কলেজে মাস্টার্সে অধ্যয়নরত ছাত্রীর বাবা ও মা মারা গেছেন। তাদের বাড়ি কালীগঞ্জে। একমাত্র ছোট ভাই দুই বছর আগে বিয়ে করেছেন। দাম্পত্য কলহে ভাইয়ের স্ত্রী সম্প্রতি কালীগঞ্জ থানায় নারী নির্যাতন দমন আইনে মামলা করেছেন। আসামি করা হয়েছে কলেজছাত্রী ও তার ভাইকে। এ ঘটনায় হয়রানি এড়াতে ছাত্রীকে স্থানীয় সংসদ সদস্য মেহের আফরোজ শাওনের সাথে দেখা করার পরামর্শ দেন মুরুব্বিরা। সংসদ সদস্যের ঢাকার বাসা না চেনায় ছাত্রী সহযোগিতা চান সন্ত্রাসী যুবলীগ নেতা শুক্কুর আলীর কাছে।

যুবলীগ নেতা শুক্কুর আলী ছাত্রীকে ঢাকায় নিয়ে যেতে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ডেকে নেন। এরপর মোটরসাইকেলে করে কালীগঞ্জ থেকে রওনা দেন। রাত ৮টার দিকে ছাত্রীকে পুবাইল থানার বাড়ৈইবাড়ি এলাকার একটি স্যুটিং স্পটে নিয়ে যান শুক্কুর। ছাত্রীর সন্দেহ হলে চিৎকার শুরু করেন। তখন সন্ত্রাসী যুবলীগ নেতা শুক্কর তাকে টেনে একটি ঘরে ঢোকাতে চেষ্টা চালান। আশেপাশের লোকজন ছুটে আসলে শুক্কুর আলী পালিয়ে যান। পরে এলাকার লোকজন ছাত্রীকে উদ্ধার করে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেন। শুক্কুরের বিরুদ্ধে একাধিক বিয়ে ও বহু নারী কেলেংকারীর অভিযোগ রয়েছে বলে স্থানীয়রা জানান।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রসুল আহমেদ নিজামীর জন্মদিন পালন হয়েছে ঘটা করে। তার জন্মদিন পালনে থানার ভেতরেই হয়েছে অনুষ্ঠান। তবে মাইক লাগিয়ে গান-বাজনার অনুষ্ঠান করার কারণে বিষয়টি বেশি সমালোচিত।
গত বৃহস্পতিবার ছিলো তার জন্মদিন। সন্ধ্যা থেকে শুরু হয়ে মধ্যরাত পর্যন্ত চলে জন্মদিনের এ অনুষ্ঠান। কেক কাটার পর থানা ভবনের দো-তলায় শুরু হয় গান-বাজনা। ছিলো নৃত্যানুষ্ঠানও।

এরপর কয়েক'শ লোককে বিরিয়ানী দিয়ে নৈশভোজে আপ্যায়ন করা হয়। জন্মদিনের অনুষ্ঠানে যোগ দেন আখাউড়া উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আবুল কাশেম ভূইয়া, আখাউড়া পৌরসভার

মেয়র তাকজিল খলিফা কাজল, পৌর যুবলীগ সভাপতি মো. মনির খান, সাধারণ সম্পাদক আবু কাউছার ভূইয়া, উপজেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক আব্দুল মমিন বাবুল (এ্যারো বাবুল), যুবলীগ নেতা মুক্তা হোসেন ফয়সাল। এসব নেতা ও জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে এরআগে ওসির কক্ষে জন্মদিনের কেক কাটা হয়।

বিডি প্রতিদিনের সূত্র জানিয়েছে, জন্মদিন পালনের ওই অনুষ্ঠানে সীমান্তবর্তী ওই এলাকার চোরাচালানীদের কয়েকজন গডফাদারও যোগ দেয়।

এ বিষয়ে আখাউড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রসুল আহমেদ নিজামীর সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি একটি অনুষ্ঠানে আছেন জানিয়ে 'পরে কথা বলবেন' বলে জানায়।

চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জ উপজেলা সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগ আয়োজিত সভায় হামলা করেছে উপজেলা সন্ত্রাসী যুবলীগ। এতে পুলিশ, সাংবাদিকসহ অন্তত অর্ধশত লোক আহত হয়েছে।

শুক্রবার সকালে উপজেলা আওয়ামী লীগ সভাপতির কার্যালয়ে এ ঘটনা ঘটে। সন্ত্রাসী যুবলীগের নেতাকর্মীরা হামলার সময় শেখ মুজিবুর রহমান ও শেখ হাসিনার ছবি ভাংচুর করেছে!

সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, শুক্রবার সকালে ফরিদগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগ সভাপতির কার্যালয়ে এক আলোচনা সভার আয়োজন করে উপজেলা সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চাঁদপুর জেলা সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি এবং চাঁদপুর-৮ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ড. মোহাম্মদ শামছুল হক ভূঁইয়া।

সকাল ১১টার দিকে উপজেলা সন্ত্রাসী যুবলীগের আহবায়ক আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে একটি মিছিল র‍্যালি নিয়ে যাওয়ার পথে সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগের সভাস্থলে প্রবেশ করে হামলা করে। আওয়ামী দালাল বাহিনী পুলিশ মিছিলের সামনে থাকলেও তারা বাধা দিয়ে ব্যর্থ হয়।

এ সময় ছবি তুলতে গিয়ে আব্দুল মমিন গাজী নামে এক সাংবাদিক হামলার শিকার হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে গিয়ে পুলিশের এএসআই মঞ্জুর আলম, এএসআই দিদার হোসেন, কনস্টেবল রাশেদসহ প্রায় অর্ধশত লোক আহত হয়। এদের মধ্যে ছয়জনকে গুরুতর আহত অবস্থায় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি রয়েছে।

সূত্র: নয়া দিগন্ত

ছাগল চুরির অপবাদ দিয়ে নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় এক সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগ নেতার কার্যালয়ে দুই যুবককে হাত-পা বেঁধে নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। নির্যাতনের সেই ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়লে তা ভাইরাল হয়।

নির্যাতনের পর দুই যুবককে পুলিশে দেওয়া হয়। এরপর তাদেরকে ছাগল চুরির মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠায় পুলিশ।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, গত ৩১ ডিসেম্বর রাতে সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়ন সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগের ২ নম্বর ওয়ার্ডের সভাপতি আলাউদ্দিন হাওলাদারের কার্যালয়ে এ ঘটনা ঘটে। আলাউদ্দিন হাওলাদার কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের মেম্বার।

গতকাল বৃহস্পতিবার ফতুল্লার কুতুবপুর ইউনিয়নের এক যুবকের ফেসবুক আইডি থেকে দুই যুবককে নির্যাতনের ভিডিওটি পোস্ট করা হয়। এরপর ভিডিওটি ভাইরাল হয়ে যায়। নির্যাতনের শিকার নাঈম (২৫) কুতুবপুর ইউনিয়নের মুসলিমপাড়া এলাকার আব্দুর রব মাস্টারের ছেলে এবং অপরজন একই এলাকার বাসিন্দা রাতুল (৩০)।

আমাদের সময় সূত্র থেকে জানা যায়, ১২ ডিসেম্বর শাহী মহল্লা এলাকার শফিকুল ইসলামের দুটি ছাগল চুরি হয়। পরে শফিকুল থানায় অভিযোগ দেন। একই সঙ্গে কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের মেম্বার আলাউদ্দিনের কাছে বিচার দেন তিনি। এরই সূত্র ধরে গত ৩১ ডিসেম্বর রাতে নাইম ও রাতুলকে ছাগল চুরির অপবাদ দিয়ে নিজের কার্যালয়ে নিয়ে আসেন মেম্বার আলাউদ্দিন। পরে দুই যুবককে বেঁধে ফেলা হয়।

এরপর আলাউদ্দিন মেম্বারের উপস্থিতিতে হাত-পা বেঁধে দুই যুবককে গণপিটুনি দেন কয়েকজন ব্যক্তি। এ সময় ২০ থেকে ৩০ লোক উপস্থিত ছিলেন। গণপিটুনির একপর্যায়ে ছাগল চুরির কথা স্বীকার করেন দুই যুবক। পরে আহত অবস্থায় দুই যুবককে ফতুল্লা মডেল থানা পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হয়।

মেম্বারের কার্যালয়ে দুই যুবককে গণপিটুনির ঘটনার ভিডিও গতকাল স্থানীয় এক যুবকের ফেসবুক থেকে পোস্ট করা হলে ভাইরাল হয়ে যায়। বিষয়টি নিয়ে সমালোচনা করেছেন অনেকেই।

ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা যায়, আলাউদ্দিন মেম্বারের উপস্থিতিতে তার কার্যালয়ে হাত-পা বেঁধে দুই যুবককে বেধড়ক পেটাচ্ছেন কয়েকজন। এ সময় নির্যাতন থেকে বাঁচতে বাবা-বাবা বলে কাকুতি-মিনতি করছেন দুই যুবক। বাবা-বাবা বলে কাকুতি-মিনতি করলেও তাদের মন গলেনি। আশপাশে থাকা লোকজন দৃশ্যটি দাঁড়িয়ে দেখছিল। তাদের বাঁচাতে এগিয়ে আসেনি কেউ।

তবে আলাউদ্দিন হাওলাদার মেম্বার জানিয়েছেন, সিদ্ধিরগঞ্জের জালকুড়ি এলাকা থেকে ছাগল উদ্ধার করা হয়েছিল। আর দুই যুবককে তার কার্যালয় থেকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে নাঈমের মা নাজমা বেগম বলেন, 'আমার ছেলে প্রিন্টিং কারখানায় কাজ করে। ৩১ ডিসেম্বর রাতুলের সঙ্গে নাঈমকেও ধরে নিয়ে যায় আলাউদ্দিন মেম্বার। বাড়ি থেকে মারতে মারতে নিয়ে যাওয়া হয় ছেলেকে। এরপর আলাউদ্দিন মেম্বারের অফিসে বেঁধেও মারধর করা হয়। কুকুরকেও এমনভাবে পেটায় না মানুষ। অথচ আমার ছেলেকে নির্মম নির্যাতন করেছে তারা। আমার ছেলে অন্যায় করলে আমাকে জানাতে পারতেন মেম্বার, পুলিশে দিতে পারতেন। কিন্তু এমন অমানবিক নির্যাতন করে আমার বুকটা ভেঙে দিয়েছে তারা। আমি এর বিচার চাই।'

দুই যুবককে মারধরের কথা স্বীকার করেছেন সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগ নেতা আলাউদ্দিন মেম্বার। তিনি বলেন, 'তারা ছাগল চুরি করেছিল। সিসিটিভির ফুটেজে ধরা পড়েছিল ঘটনা। ছাগলের মালিক থানায় অভিযোগ দেওয়ার পাশাপাশি বিষয়টি মীমাংসার জন্য আমাকে দায়িত্ব দেয়।

পরে রাতুলকে ধরে আনার পর চুরির কথা স্বীকার করছিল না। এরপর পিটুনি দিলে ছাগল চুরির কথা স্বীকার করে রাতুল। সেই সঙ্গে রাতুল জানায় তার সঙ্গে নাঈমও ছিল।'

আলাউদ্দিন মেম্বার আরও বলেন, 'নাঈমকে ধরে আনার পর প্রথমে চুরির কথা স্বীকার করেনি। এরপর তাকেও পিটুনি দেওয়া হয়। পিটুনি খেয়ে ছাগল চুরির কথা স্বীকার করে নাঈমও। এরপর পুলিশকে খবর দেয়া হয়। পরে ছাগলসহ তাদেরকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।'

জনপ্রতিনিধি হয়ে দুই যুবককে এভাবে মারধরের অধিকার আছে কি না জানতে চাইলে মেম্বার আলাউদ্দিন বলেন, 'আসলে এভাবে মারধর করা অন্যায় হয়েছে। কিন্তু নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারিনি। তাই মাইরটা একটু বেশি হয়ে গেছে। তবুও তো আমি ছাগল উদ্ধার করতে পেরেছি।'

ওসি বলেন, 'গ্রেপ্তারের আগে ওই দুই যুবককে আলাউদ্দিন মেম্বারের অফিসে মারপিটের বিষয়টি আমি জানতাম না। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে মারপিটের ওই ভিডিও দেখেছি। ছাগল চুরি করলেও এভাবে তাদের মারধর করা ঠিক হয়নি। কেউ আইন হাতে তুলে নিতে পারে না। এটা অবশ্যই অপরাধ। মারধরের শিকার যুবকদের পরিবারের কেউ অভিযোগ দেয়নি।'

দক্ষিণ এশিয়ার উদীয়মান পরাশক্তি হিসেবে নিজেদের পরিচয় দিয়ে থাকে ভারত। অথচ মানবাধিকারের নানা সূচকে অনেক পিছিয়ে রয়েছে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহৎ জনগোষ্ঠীর দেশটি।

অন্তত দেশটির জাতীয় অপরাধ রেকর্ড ব্যুরোর (এনআরসিবি) এক প্রতিবেদন পিছিয়ে থাকা ভারতকেই পরিচিত করছে বিশ্ব দরবারে। এনআরসিবির প্রতিবেদনটির তথ্যমতে, ২০১৮ সালে ভারতে গড়ে প্রতিদিন ৯১টি ধর্ষণ এবং ৮০টি খুনের ঘটনা ঘটেছে। অপহরণের ঘটনা ঘটেছে ২৮৯টি।

প্রতিবেদনটির এ তথ্য আজ বৃহস্পতিবার ভারতীয় বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে উঠে এসেছে। যদিও পর্যবেক্ষকদের ভাষ্য, জাতীয় রেকর্ড ব্যুরোর উপস্থাপিত সংখ্যার চেয়ে আরও বেশি খুন-ধর্ষণ ঘটে ভারতে।

টাইমস অব ইন্ডিয়ার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এনআরসিবির তথ্যমতে ২০১৮ সালে ভারতে বিভিন্ন অপরাধের পরিপ্রেক্ষিতে ৫০ লাখ ৭৪ হাজার ৬৩৪টি মামলা হয়েছে। এর মধ্যে ৩১ লাখ ৩২ হাজার ৯৫৪টি হয়েছে ফৌজদারি আইনে, আর ১৯ লাখ ৪১ হাজার ৬৮০টি হয়েছে বিশেষ বা স্থানীয় আইনে। আগের বছর সবমিলিয়ে মামলা প্রায় পৌনে এক লাখ কম ছিল। ২০১৭ সালে মামলা হয়েছিল ৫০ লাখ সাত হাজার ৪৪টি।

ভারতে ২০১৮ সালে ভারতে ধর্ষণ মামলা হয় ৩৩ হাজার ৩৫৬টি। আগের বছর এই সংখ্যা ছিল ৩২ হাজার ৫৫৯টি। অর্থাৎ ধর্ষণের বিরুদ্ধে প্রচারণা-আন্দোলন সত্ত্বেও ভারতে এই পাশবিক অপরাধ রোধ করা যাচ্ছে না, বরং বেড়েই চলেছে।

২০১৮ সালে হত্যা মামলা হয় ২৯ হাজার ১৭টি, যা ২০১৭ সালে ছিল ২৮ হাজার ৬৫৩টি। অর্থাৎ আগের বছরের তুলনায় হত্যা মামলা বেড়েছে ১ দশমিক ৩ শতাংশ।

২০১৮ সালে অপহরণের অভিযোগে এফআইআর দায়ের হয় এক লাখ পাঁচ হাজার ৭৩৪টি, যা ২০১৭ সালে ছিল ৯৫ হাজার ৮৯৩টি, তার আগের বছর এ সংখ্যা ছিল ৮৮ হাজার ৮টি। অর্থাৎ ক্রমাগতই বাড়ছে অপহরণের ঘটনা।

ভরতে ২০১৮ সালে নারী নির্যাতন আইনে মামলা হয় তিন লাখ ৭৮ হাজার ২৭৭টি, যা ২০১৭ সালে ছিল তিন লাখ ৫৯ হাজার ৮৪৯টি এবং ২০১৬ সালে ছিল তিন লাখ ৩৮ হাজার ৯৫৪টি। অর্থাৎ ক্রমে বাড়ছে নারী নির্যাতনের ঘটনাও।

সূত্র: আমাদের সময়

গত ২৭ রবিউল আউয়াল ১৪৪১ হিজরী মোতাবেক ২৪ ডিসেম্বর ২০১৯ ঈসায়ী, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় "বুরকিনসা" এলাকা থেকে আগত জালিম ও মুরতাদ বুরুকিনা-ফাসো আর্মির একটি পেট্রোল দল সওম প্রদেশের অন্তর্গত কিছু মুসলিম গ্রামে ব্যাপক আকারে চিরুনী অভিযান পরিচালনা করে। অভিযান চালানোর সময় এই জালিম ও মুরতাদ বাহিনী চরম বর্বরতার সাথে স্থানীয় অধিবাসীদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয় এবং আল-ফুলান গোত্রের ৭০ জন নিরস্ত্র ও নিরপরাধ মুসলিম ভাইকে হত্যা করে।

যার ফলে উক্ত অঞ্চলের স্থানীয় অধিবাসীরা আগ্রাসী মুরতাদ বুরুকিনা-ফোর্সের হিংস্রতা রুখতে দেশটিতে অবস্থানরত আল-কায়েদা শাখা "নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীন (JNIM)" এর মুজাহিদদের কাছে সাহায্য কামনা করেন। মুজাহিদরা এই সংবাদ পাওয়ার পরেই মুরতাদ বাহিনীর উপর হামলার প্রস্তুতি নিয়ে বেরিয়ে পড়েন।

এর ফলশ্রুতিতে সওম প্রদেশের আলালী গ্রামে আগ্রাসী মুরতাদ বুরুকিনিয়ান বাহিনীর সাথে মুজাহিদদের এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যার ফলাফল হচ্ছেঃ
১। মুরতাদ বুরুকিনিয়ান বাহিনীর হাতে বন্দী তিনজন স্থানীয় অধিবাসীকে মুক্ত করা হয়েছে।

২। খোদ বুরুকিনা-ফাসো আর্মি তাদের ১১ যোদ্ধার নিহতের এবং অনেক সৈন্যদের আহত হওয়ার খবর নিশ্চিত করেছে। যদিও হতাহতের বাস্তব সংখ্যা আরো কয়েকগুণ বেশি।
৩। এছাড়াও মুজাহিদরা নিম্নোক্ত গনিমতগুলো অর্জন করেছেনঃ
-বহু গাড়ি ও মোটরসাইকেল।
-দুটি ভারী DUSHKA (DShk) যুদ্ধাস্ত্র।
-দুটি PIKA যুদ্ধাস্ত্র কিটস।
-৪টি আরপিজি লাঞ্চার।
-২৮টি এ্যাসল্ট রাইফেল।
এবং ৩৬ বাক্স Dushka অস্ত্রের গোলাবারুদ এবং অন্যান্য অস্ত্রসমূহের ব্যাপক গোলাবারুদ গনিমত লাভ করেছেন মুজাহিদগণ। আলহামদুলিল্লাহ।

বিপরীতে উক্ত যুদ্ধে একজন মুজাহিদ ভাই শাহাদাতবরণ করেন (আমরা ভাইয়ের ক্ষেত্রে এমনটাই ধারণা করি)।

আল-কায়েদা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন গত বুধবার সিরিয়ার পূর্ব ইদলিব সিটিতে কুফফার রাশিয়া ও মুরতাদ শিয়া জোট বাহিনীগুলোর বিরুদ্ধে এক বীরত্বপূর্ণ সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

ওয়া হাররিদীল মু'মিনীন অপারেশন রুম উক্ত অভিযানে বের হওয়ার পূর্ব মূহুর্ত, অভিযানে বের হওয়া, হামলার স্থান এবং বেশ কিছু গনিমতের দৃশ্যও ক্যামেরা বন্দী করেন। যা পরে তাদের মিডিয়া বিভাগ হতে প্রচার করা হয়।

https://alfirdaws.org/2020/01/10/31099/

শামে চলমান রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের ময়দানে কুফ্ফার ও মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে দৃঢ়তা ও মজবুতির সাথে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন আল্লাহ্ ভীরু একদল জানবায মুজাহিদিন। যাদের মাঝে রয়েছে আল-কায়েদার কয়েক হাজারের (তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন) একটি কাফেলাও। যারা গঠন করেছেন "ওয়া হাররিদীল মু'মিনীন" নামক একটি অপারেশন রুম।

গত বুধবার আল-কায়েদার নেতৃত্বাধীন "ওয়া হাররিদীল মু'মিনীন" অপারেশন রুমের মুজাহিদিন পূর্ব ইদলিবে কুফ্ফার রাশিয়া ও কুখ্যাত শিয়া/মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধ এক বরকতময়ী সফল অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। বিশেষ করে আল-কায়েদা যোদ্ধারা এই অভিযানে পূর্ব ইদলিবের "সামাকাহ" অঞ্চলে কুফ্ফার ও মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে তীব্র অভিযান পরিচালনা করেন।

অন্যদিকে এই অভিযানে মুজাহিদদের পাশে থেকে লড়াই করেছেন HTS এর বীর যোদ্ধারাও। সবমিলিয়ে মুজাহিদদের সম্মিলিত অভিযানে শুধু দখলদার কুফ্ফার রাশিয়ান বাহিনীরই ৬৯ সৈন্য নিহত হয়, যাদের মাঝে ৮টা উচ্চপদস্থ রাশিয়ান অফিসার ও কমান্ডারও রয়েছে। এছাড়াও আহত হয় আরো ৭৪ কুফ্ফার সৈন্য।

অন্যদিকে মুজাহিদগণ গনিমত লাভ করেন ২টি ট্যাঙ্ক, ৩টি সামরিকযান, ২টি মোটরসাইকেল, ৯টি ভারী যুদ্ধাস্ত্রসহ প্রচুরপরিমাণ হালকা যুদ্ধাস্ত্র। ধ্বংস করা হয় ১টি সামরিকযান, ১টি কামান নিক্ষেপকারী সামরিকযান ও ২টি ভারী যুদ্ধাস্ত্র।

আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকান ভিত্তিক শাখা "জামাআত নুসরাত আল-ইসলাম ওয়াল মুসলিমীন/JNIM" এর মুজাহিদিন গত ৮-৯ জানুয়ারিতে পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালিতে পৃথক ২টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

যার মধ্যে একটি অভিযান পরিচালনা করা হয় দেশটির "সীফু" রাজ্যে, এখানে মুজাহিদদের হামলার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয় মুরতাদ বাহিনীর একটি কারাগার। আলহামদুলিল্লাহ, মুজাহিদগণ সফলভাবে হামলা চালিয়ে 1 কারারক্ষীকে হত্যা এবং আরো 3 এরও অধিক কারারক্ষীদেরকে আহত করতে সক্ষম হন, ধ্বংস করে দেন কারাগারের কয়েকটি দেয়াল।

যার ফল সরূপ মুজাহিদগণ মুরতাদ বাহিনীর কারাগারে বন্দী থাকা মুজাহিদদের মুক্ত করে নিতেও সক্ষম হন।

আল-কায়েদা (JNIM) এর মুজাহিদগণ তাদের ২য় অভিযানটি পরিচালনা করেন মালির "আনসানফুয়ার" শহর হতে 40 কিলোমিটার পূর্বে। যেখানে মুজাহিদদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয় ক্রুসেডার ও দখলদার "মনিসমা" (শান্তিরক্ষা মিশনের আড়ালে মুসলিম হত্যা মিশনে অংসগ্রহণকারী) সন্ত্রাসী বাহিনী।

এখানে মুজাহিদদের হামলায় ক্রুসেডার ও দখলদার বাহিনীর একটি সাঁজোয়াযান মুজাহিদদের লাইন মাইন বিস্ফোরণে ধ্বংস হয়ে যায়, যার ফলে কতক সেনা হতাহতের শিকার হয় ।

উত্তর ভারতে গত মাসে নিজের ভাই গুলিতে মারা যাওয়ার পর থেকে আতঙ্কের মধ্যে বাস করছেন মোহাম্মদ ইমরান। মালাউন পুলিশের হাতে আটক হওয়ার আতঙ্ক সবসময় তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে তাকে।

দেশের সবচেয়ে জনবহুল ১.৫ মিলিয়ন মানুষের রাজ্য উত্তর প্রদেশের মিরাট শহরের অন্যান্য অধিবাসীদের সাথে ইমরানও আতঙ্কের মধ্যে আছেন। তিনি জানান, ২০ ডিসেম্বর বিক্ষোভ সহিংসতায় রূপ নেয়ার পর থেকে রাতের বেলা পুলিশের অভিযানের বিষয়টি নিয়মিত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওই দিন পাঁচজন নিহত হয়। নতুন নাগরিকত্ব বিলের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে এ যাবত যত সংঘর্ষ হয়েছে, তার মধ্যে এটা ছিল অন্যতম সহিংস।

২৯ ডিসেম্বর ইমরান জানান, “আমাদেরকে জেগে থাকতে হয় কারণ আমরা সবসময় আতঙ্কে আছি কখন পুলিশ আমাদেরকে তুলে নিয়ে যায়। আমরা মুসলিমরা কোনঠাসা হয়ে পড়েছি। সব জায়গায় আতঙ্কের পরিস্থিতি বিরাজ করছে”।

উত্তর প্রদেশ – যেখানকার জনসংখ্যা রাশিয়ার চেয়ে বেশি – যেখানকার জনসংখ্যার পাঁচ ভাগের এক ভাগ হলো মুসলিম – সেখানে নাগরিকত্ব আইন নিয়ে ভয়াবহ সংঘর্ষ হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ক্ষমতাসীন দলের নেতৃত্বাধীন পার্লামেন্টে গত ১১ ডিসেম্বর এই আইনটি পাস হয়। এই আইনে প্রতিবেশী আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে আসা অমুসলিম সংখ্যালঘুদেরকে ভারতের নাগরিকত্ব দেয়ার বিধান রাখা হয়েছে।

‘ঘৃণার বিষ’

নয়াদিল্লী ভিত্তিক অবজার্ভার রিসার্চ ফাউন্ডেশানের সিনিয়র ফেলে নিরঞ্জন সাহু রাজনৈতিক মেরুকরণ নিয়ে বই লিখেছেন। তিনি বলেন, “ধর্মের বিবেচনায় যে সমাজের মধ্যে এমনিতেই বিভাজন রয়েছে, এই ধরনের বিক্ষোভ প্রতিবাদের মাধ্যমে সেই বিভাজন আরও প্রকট হবে। ঘৃণা আর অবিশ্বাসের যে বিষ ছড়িয়ে পড়েছে, সেটা প্রবলভাবে চোখে পড়ছে”।

রাজ্যের রাজধানী লাক্ষ্ণৌ এবং মিরাট শহরের দুই ডজনের বেশি মানুষের সাথে কথা বলে দেখা গেছে যে, উত্তর প্রদেশের বহু মুসলিম খুবই কোনঠাসা হয়ে পড়েছে। এই রাজ্যের ক্ষমতায় রয়েছে মোদির ক্ষমতাসীন ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। সারা দেশে বিক্ষোভ চলাকালে যে ২৬ জন নিহত হয়েছে, এর মধ্যে শুধু এই রাজ্যে নিহত হয়েছে ১৯ জন। পুলিশের দেয়া তথ্য মতে, উত্তর প্রদেশে এক হাজারের বেশি মানুষ গ্রেফতার হয়েছে। এ সংখ্যাটাও ভারতের অন্য যে কোন জায়গার চেয়ে বেশি।

লাক্ষ্ণৌতে নিজ পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি ওয়াকিল ১৯ ডিসেম্বর ফার্মাসি যাওয়ার পথে নিহত হয়। তার শোকাহত বাবা মোহাম্মদ সরফুদ্দিন জানান, “সে গোলমালের মাঝখানে পড়ে গিয়ে গুলিতে নিহত হয়েছে। তার তলপেটে গুলি লেগেছিল”।

পুরনো শহরে ভাড়া বাড়ি থেকে তিনি জানান, তার ২৮ বছর বয়সী ছেলে বিক্ষোভে যায়নি। “ছেলে মারা যাওয়ার পর থেকে আমার স্ত্রী এখন পর্যন্ত কোন কথা বলেনি”।

‘প্রতিশোধ’ গ্রহণ

উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী, হিন্দু পুরোহিত ও ক্ষমতাসীন দলের সিনিয়র নেতা সন্ত্রাসী যোগি আদিত্যনাথ ঘোষণা দেয় যে, রাজ্যে সরকারী সম্পদ ধ্বংসের জন্য যাদেরকে দোষি পাওয়া যাবে, তাদের কাছ থেকে এর মূল্য নিংড়ে নেয়া হবে। তার এই ঘোষণার একদিন পরেই মিরাটে দাঙ্গা বাঁধে। তার অফিস থেকে সহিংসতার জন্য ‘অপরাধী আর রাজনৈতিক শক্তিগুলোকে’ দোষারোপ করা হয়। তারা আরও বলেছে যে, পুরো রাজ্যের ২৫০ পুলিশ কর্মকর্তা আহত হয়েছে। এদের মধ্যে ৬২ জন বিক্ষোভকারীদের ছোড়া গুলিতে আহত হয়েছে। অথচ, পরে একটি পত্রিকার সরেজমিন রিপোর্টে প্রকাশ পায়, কেবলমাত্র ১জন পুলিশ আহত হয়েছে।

‘প্রকাশ্য যুদ্ধ’

লাক্ষ্মৌয়ের হুসাইনবাদে নিজের বাড়িতে এমব্রয়ডারির কাজ করেন মোহাম্মদ রাসুল। তিনি বলেন, “ব্যবসায়ীরা এখন আমাদের সাথে কাজ করতে চাচ্ছেন না”। বিতর্কে জড়িয়ে পড়ার ভয়ে মানুষ এখন এই এলাকার বাসিন্দাদের সাথে কথা বলতে চাচ্ছে না।

মানবাধিকার কর্মী ও সাবেক আমলা হার্শ মান্দের – যিনি তথ্য অনুসন্ধানের জন্য উত্তর প্রদেশে সহিংসতার জায়গা ঘুরে দেখেছেন, তিনি জানান যে, পুলিশ সেখানে অতিরিক্ত শক্তি প্রয়োগ করেছে।

মান্দের ২৬ ডিসেম্বরে নয়াদিল্লীতে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, “নাগরিকদের একটা অংশের সাথে প্রকাশ্য যুদ্ধে নেমেছে সরকার”। ভুক্তভোগীদের সাথে কথোপকথন এবং সহিংসতার স্থান পরিদর্শনের তথ্য তুলে ধরে তিনি এ মন্তব্য করেন।

মিরাটে ইমরানের মাথায় এখন তার ভাইয়ের স্ত্রী ও দুই সন্তানের ভরণপোষণের বোঝা। মুসলিমদের আতঙ্কিত হওয়ার কারণ নেই বলে পুলিশ যে আশ্বাস দিয়েছে, তাতেও তার বিশ্বাস নেই। তিনি অনলাইনে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওর কথা উল্লেখ করেন, যেখানে মিরাট পুলিশের অতিরিক্ত সুপার সিং মুসলিম বিক্ষোভকারীদেরকে পাকিস্তান চলে যেতে বলছেন।

ইমরান বললেন, “তারা একটা পুরো সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অপব্যবহার করছে। এর থেকে আমরা কি বুঝবো?”

সূত্র: ব্লুমবার্গ

ভারত জবর দখলকৃত কাশ্মিরে বারবার ১৪৪ ধার জারিকে ক্ষমতার অপব্যবহার বলে মন্তব্য করেছে দেশটির সুপ্রিম কোর্ট। শুক্রবার সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, কাশ্মিরে বারবার কেন্দ্রীয় সরকারের জারি করা নিষেধাজ্ঞা সেখানকার বাসিন্দাদের বৈধ বাকস্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী।

গত ৫ আগস্ট ভারতীয় সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিলের ঘোষণার মধ্য দিয়ে কাশ্মিরের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়। জম্মু-কাশ্মিরকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত করতে পার্লামেন্টে পাস হয় একটি বিলও। আর গত ৯ আগস্ট রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে আইনে পরিণত হয় তা। এই পদক্ষেপকে কেন্দ্র করে কাশ্মিরজুড়ে মোতায়েন করা হয় বিপুলসংখ্যক অতিরিক্ত সেনা। ইন্টারনেট-মোবাইল পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়।

সুপ্রিম কোর্ট জানায়, ‘মত প্রকাশের স্বাধীনতা কিংবা অধিকার কেড়ে নিতে ১৪৪ ধারা হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। সংবিধান বিভিন্ন ধারার মতকে সুরক্ষা দেয়। জন নিরাপত্তার ওপর সহিংসতার কার্যকরী হুমকি না থাকলে ১৪৪ ধারা জারি করা যাবে না।’

এক্ষেত্রে বারবার ১৪৪ ধারা জারি করা ক্ষমতার অপব্যবহার বলে বিবেচিত হবে বলে জানায় সুপ্রিম কোর্ট। তারা বলেন ইন্টারনেট জনগনের মত প্রকাশের স্বাধীনতার অংশ।

গত বৃহস্পতিবার আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকান ভিত্তিক শাখা "হারাকাতুশ শাবাব" আল-মুজাহিদিন দক্ষিণ সোমালিয়ায় শাবলী-সুফলা রাজ্যের ব্লিডোগলি বিমানবন্দরে নিকট ক্রুসেডার ও দখলদার আমেরিকান সামরিক ঘাঁটির কাছে, "ব্যানক্রফ্ট" নামে পরিচিত ক্রুসেডার আমেরিকান বাহিনী দ্বারা প্রশিক্ষিত সোমালি স্পেশাল মুরতাদ ফোর্সের একটি সামরিক

কনভয়কে লক্ষ্য করে অভিযান পরিচালনা করেন। যাতে 10 এরও অধিক সোমালি বিশেষ বাহিনীর সদস্য নিহত এবং 15 এরও আহত হয়।

মুজাহিদদের হামলার লক্ষ্যবস্তু মুরতাদ বাহিনীর কাফেলাটি ১০ টি যানবাহন নিয়ে গঠিত ছিল, মুরতাদ বাহিনীর এই দলটির মূল কাজ ছিল ক্রুসেডার মার্কিন সামরিক ঘাঁটি, যুদ্ধযান, ট্যাঙ্ক, ক্রুসেডারেদের সামরিক সরঞ্জামাদি সরবরাহ এবং ক্রুসেডারদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। গত তিন মাস আগেও আল-কায়েদার মুজাহিদিন ক্রুসেডারদের উক্ত ঘাঁটি ও সোমালিয় এই পুতুল বাহিনীকে লক্ষ্যবস্তু করে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। যার ফলে ক্রুসেডার আমেরিকান বাহিনীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য উপাদান ক্ষয়ক্ষতি এবং অনেক সদস্য হতাহত হয়েছিল।

হারাকাতুশ শাবাব এর পরিচালিত ও সমর্থিত গণমাধ্যম সূত্র বলেছে: "আল্লাহর রহমতে মুজাহিদগণ ক্রুসেডার আমেরিকানদের দ্বারা প্রশিক্ষিত সোমালিয় মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) সরকারের স্পেশাল ফোর্সেসের উপর একটি সফল কঠোর আক্রমণ চালিয়েছেন, যার মাধ্যমে 10 এরও অধিক সোমালিয় বিশেষ বাহিনীর সদস্যকে হত্যা এবং 15 এরও অধিক সদস্যকে আহত করা হয়।"

সূত্রটি আরও জানায় যে: "মুজাহিদীনরা তেল, অস্ত্র এবং সামরিক সরঞ্জামাদিতে পরিপূর্ণ 3 টি ট্যাঙ্কও গনিমত লাভ করেন এবং 23-ক্যালিবার অ্যান্টি-এয়ারক্রাফ্টনযুক্ত একটি সামরিক ট্রাক এবং 3 টি গাড়ি ধ্বংস করতে সক্ষম হন।"

একই সময় আফগুয়ে শহরের "মেকগা" এলাকায় সোমালিয় মুরতাদ সরকারী মিলিশিয়া সৈন্যদের উপর হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের আরও একটি আক্রমণ সবাইকে অবাক করে দিয়েছিল, যখন মুরতাদ বাহিনীর সদস্যরা ব্লিডোগলি বিমানবন্দরে নিকটে হারাকাতুশ শাবাব এর দ্বারা অবরুদ্ধ "ব্যানক্রফ্ট" নামে পরিচিত সোমালিয় স্পেশাল মুরতাদ ফোর্সের সামরিক কনভয়েকে সাহায্য ও তাদের সমর্থনে অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। তখনই মুজাহিদগণ অগ্রবর্তী হয়ে তাদের উপরেও হামলা করে বসেন, যার ফলে এখানেও অনেক মুরতাদ সেনা নিহত ও আহত হয়।

'ন্যায় বিচার চাই, এনআরসি হায় হায়, নরেন্দ্র মোদী হায় হায়' স্লোগানে তখন মুখরিত আগরতলা। বিক্ষোভ তখন তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। এরই মাঝে খাঁকি উর্দির চোখ রাঙানি। সিএএ বিরোধী আন্দোলনের অপরাধে আগরতলায় গ্রেফতার করা হল ২০০ আদিবাসীকে। অমিত শাহের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ করে ফের রাজ্যে বনধের হুমকি দিয়েছে সিএএ বিরোধী আদিবাসী যৌথ আন্দোলন-বিক্ষোভ মঞ্চের নেতৃত্ব।

তিন আদিবাসী নির্ভর রাজনৈতিক দলের জোট হল সিএএ বিরোধী আদিবাসী যৌথ আন্দোলন-বিক্ষোভ মঞ্চ। গত ডিসেম্বরে ক্যাবের প্রতিবাদ করে এই মঞ্চের তরফেই টানা তিন দিন ত্রিপুরা বনধের ডাক দেওয়া হয়েছিল। এরপর অবশ্য মঞ্চের মেতারা দিল্লিতে গিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে বৈঠক করেন। তাদের দাবি সেই বৈঠকেই শাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, আদিবাসীদের অধিকার ত্রিপুরায় সংরক্ষিত থাকবে এবং এই প্রসঙ্গে আগামী দিন কয়েকের মধ্যেই ফের বৈঠকে বসা হবে।

সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন প্রণয়নের প্রায় এক মাস হতে চলেছে। বিজেপি শাসিত ত্রিপুরাতেও তা লাগুর কথা ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি রক্ষা হয়নি বলে অভিযোগ মঞ্চের নেতাদের। তাদের দাবিকে 'অবজ্ঞা' করা হয়েছে এবং তারা 'প্রতারিত' বলে দাবি ত্রিপুরার সিএএ বিরোধী আদিবাসী যৌথ আন্দোলন-বিক্ষোভ মঞ্চের।'

এদিনের আন্দোলনে শামিল মঞ্চের আহ্বায়ক অ্যান্টনি দেববর্মা বলেন, 'আমরা ত্রিপুরায় সিএএ লাগুর বিরোধী। ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকার ১৯৪৯ সালে এদেশে আসা বহু শরণার্থী ও অভিবাসীকে জোগাড় করেছে নাগরিকত্ব দেওয়ার জন্য। যা রাজ্যের পক্ষে ভাল নয়।' এছাড়াও মঞ্চের শরিক ন্যাশনাল কনফারেন্স অফ ত্রিপুরার নেতার অনিমেষ দেববর্মা বলেন, 'আমরা কোনও নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের বিরোধী নয়। বাঙালিদের জন্য দেশের যেকোনও জায়গায় পৃথক বাঙ্গালিস্তান করে দিলে আমাদের আপত্তির কিছু নেই। কিন্তু, এরাজ্য আর শরণার্থীদের ভার বহন করতে পারবে না।' ইতিমধ্যেই বিজেপির শরিক আপিএফটি অনির্দিষ্টকালীন অবস্থান বিক্ষোভে বসেছে।

সূত্র: ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস বাংলা

মার্কিন ড্রোন হামলায় আফগানিস্তানের ৬০ জনেরও বেশি বেসামরিক মানুষ নিহত বা আহত হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার স্থানীয় কর্মকর্তারা বলেছেন, পশ্চিমাঞ্চলীয় হেরাত প্রদেশে এই হামলা চালানো হয়।

বৃহস্পতিবার হেরাতের প্রাদেশিক সরকারের মুখপাত্র জাইলানি ফরহাদ জানান, ইরান সীমান্তবর্তী সিন্দাবাদ জেলায় মুল্লাহ নাঙ্গিয়ালায় নিহত হয়েছে। প্রাদেশিক পরিষদের উপ প্রধান তরিয়ালায় তাহিরি বলেন, স্থানীয়দের তথ্য অনুযায়ী ওই অভিযানে ৬০ জনেরও বেশি মানুষ নিহত এবং আহত হয়েছে। প্রাদেশিক পুলিশের এক সিনিয়র কর্মকর্তা জানিয়েছেন, মার্কিন ড্রোন ওই বিমান হামলা চালিয়েছে।

পশ্চিমা সামরিক জোট ন্যাটোর আফগান মিশন বিমান হামলা চালানোর কথা স্বীকার করেছে। তাদের দাবি আফগান বাহিনীর সহায়তায় গত বুধবার ওই বিমান হামলা চালানো হয়। ওই অভিযানে যুক্তরাষ্ট্রের অংশ নেওয়ার কথা নিশ্চিত করেছে ন্যাটোর আফগান মিশনের এক মুখপাত্র।

সূত্র: বাংলা ট্রিবিউন

কর্মক্ষেত্রে যৌন হেনস্থার শিকার হলেন যোগীরাজ্য উত্তরপ্রদেশের এক মহিলা পুলিশ কনস্টেবল। তাঁর অভিযোগ, পুলিশে চাকরি করেও কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা পাননি। সহকর্মী পুলিশ আধিকারিকেরা দিনের পর দিন তাঁকে ধর্ষণ করেছেন। ধৈর্যের বাঁধ ভাঙতেই হাটে হাঁড়ি ভেঙেছেন লখনউয়ে কর্মরত ওই মহিলা কনস্টেবল।

এক ভিডিও বার্তায় নিগৃহীতা বলেন, 'আমার নিজের অফিসাররাই যদি আমায় যৌন নিগ্রহ করেন, তা হলে আমি অন্য মহিলাকে রক্ষা করব কী করে?' সোশ্যালে ভাইরাল হওয়া ভিডিয়োয় দেখা যায়, অভিযোগ জানানোর সময় কান্নায় ভেঙে পড়েছেন ওই পুলিশ কনস্টেবল।

সূত্র: এই সময়

০৯ই জানুয়ারি, ২০২০

চাপাইনবাবগঞ্জের ওয়াহেদপুর সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) গুলিতে দুই বাংলাদেশি যুবক নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও দুইজন। বুধবার (৮ জানুয়ারি) রাত সাড়ে ১০টার দিকে ওয়াহেদপুর সীমান্তের ১৬/৬এস পিলারের কাছে এ ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন- শিবগঞ্জ উপজেলার পাঁকা ইউনিয়নের এনামুল সরকারের পাড়া গ্রামের সেলিম রেজা (২৪) ও দশ রশিয়ার সুমন (২৩)। ১১ বছর আগে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সীমান্তে ভারতীয় সীমান্ত সন্ত্রাসী বাহিনীর (বিএসএফ) গুলিতে নিহত হয়েছিলেন সেলিম রেজার বাবা বুদ্ধু।

স্থানীয়রা জানান, বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে চাঁপাইনবাবগঞ্জের সদর উপজেলার জোহরপুর সাতরশিয়া সীমান্ত পথে কয়েকজন বাংলাদেশি রাখাল গরু আনতে ভারতের দিকে যাচ্ছিলেন। তারা ভারতীয় সীমান্তের প্রায় দুই কিলোমিটার ভেতরে টিকলিচর নামক এলাকায় পৌঁছলে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার চাঁদনিচক বিএসএফ ফাঁড়ির সদস্যরা তাদের লক্ষ্য করে গুলি চালায়। এতে ঘটনাস্থলেই দুই বাংলাদেশি রাখাল নিহত হয়।

এদিকে রাতেই বিএসএফ সন্ত্রাসীরা জিরো লাইনের কাছাকাছি এলাকায় মরদেহগুলো ফেলে রেখে চলে যায়। পরে এলাকাবাসীর সহায়তায় স্বজনরা মরদেহগুলো উদ্ধার করে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যায়। পরে গভীর রাতে সবার অগোচরে মরদেহগুলো পদ্মার চর এলাকায় পুঁতে ফেলা হয়।

এলাকাবাসী আরও জানান, সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে কেউ মারা গেলে আইনি ঝামেলা এড়াতে এভাবেই গোপনে মরদেহ পদ্মার চরে পুঁতে ফেলা হয়।

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে ব্যাংক থেকে টাকা তোলার পরপরই ডিবি পুলিশ পরিচয়ে একটি পিকআপ ভ্যানসহ ৩৯ লাখ টাকা ছিনতাই করা হয়েছে। গতকাল বুধবার বিকালে উপজেলার

ভুলতা পুলিশ ফাঁড়ির সামনে এ ঘটনা ঘটে। ছিনতাইকারীরা গাড়ির চালকসহ ৩ জনকে পিটিয়ে আহত করেছে। তারা হলেন উপজেলার ফ্যাবকোন টেক্সটাইল মিলের মার্কেটিং ম্যানেজার বাবুল মিয়া, কর্মচারী ফারুক মিয়া ও পিকআপ ভ্যানচালক আবুল কাশেম।

ম্যানেজার বাবুল মিয়া জানান, ফারুক ও কাশেমকে নিয়ে দুপুরে ডাচ বাংলা ব্যাংক, ভুলতা শাখা থেকে ২৫ লাখ টাকা ও উত্তরা ব্যাংক ভুলতা শাখা থেকে ১৪ লাখ টাকা উত্তোলন করা হয়। এ টাকা দিয়ে ফ্যাবকোন টেক্সটাইল মিলের শ্রমিক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন দেওয়ার কথা ছিল। টাকা নিয়ে মিলে যাওয়ার পথে ডিবি পুলিশ পরিচয়ে একটি সাদা মাইক্রোবাস পিকআপ গাড়িটিকে থামার সিগন্যাল দেয়। এরপর ডিবির পোশাক পরিহিত ৮-১০ ব্যক্তি ম্যানেজার বাবুল মিয়া, গাড়িচালক কাশেম ও কর্মচারী ফারুককে তাদের মাইক্রোবাসে তুলে নিয়ে হাত-পা বেঁধে পিকআপ ভ্যানটিসহ সোনারগাঁও এলাকার দিকে চলে যায়। গাড়িতে রেখেই তিনজনকে পিটিয়ে আহত করে সোনারগাঁও দড়িকান্দি এলাকার একটি আম বাগানে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় ফেলে যায়।

এদিকে প্রকাশ্যে পুলিশ ফাঁড়ির সামনে ছিনতাইয়ের ঘটনায় ভুলতা এলাকার ব্যবসায়ীদের মাঝে আতঙ্ক বিরাজ করছে। এ এলাকায় প্রায়ই ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে থাকে।

সূত্র: আমাদের সময়

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকান ভিত্তিক অন্যতম ও শক্তিশালী সোমালিয়ান শাখা "হারাকাতুশ শাবাব" আল-মুজাহিদিন গত ৮ই জানুয়ারি সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুতে অবস্থিত রাষ্ট্রপতি প্রাসাদের নিকটে দেশটির সংসদ সদর দফতর ও সামরিক মন্ত্রণালয়ের সদর দফতর লক্ষ্য করে সফল শহীদি অভিযান পরিচালানা করেছেন।

আলহামদুলিল্লাহ, হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের উক্ত সফল হামলায় ১৫ এরও অধিক মুরতাদ সেনা সদস্য, সংসদ সদস্য, সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিহত হয়, আহত হয় আরো ২০ এরও অধিক মুরতাদ সদস্য।

আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকান ভিত্তিক শাখা "নুসরত আল-ইসলাম ওয়াল মুসলমান" বা সংক্ষেপে যাকে JNIM বলা হয়। উক্ত শাখাটির একটি দূরদর্শী ইউনিট গত ৭ই জানুয়ারি মালির "সিভকু" প্রদেশের পার্বত্য জেলা "জাবলী"র সড়কে মালির মুরতাদ বাহিনীর একটি কাফেলাকে টার্গেট করে শক্তিশালি আক্রমণ চালিয়েছিল।

যাতে মালির 7 মুরতাদ সৈন্য নিহত হয় এবং অন্য সৈন্যরা ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যায়।

এসময় JNIM এর মুজাহিদগণ মালির মুরতাদ বাহিনী হতে 4টি ক্লাশিনকোভ, 1টি ভারী যুদ্ধাস্ত্রসহ 4টি গোলাবারুদ ভর্তি বাক্স গনিমত লাভ করেন।

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকান ভিত্তিক শাখা "হারাকাতুশ শাবাব" আল-মুজাহিদিন কেনিয়ায় গত ৮ ও ৯ জানুয়ারিতে একাধিক সফল অভিযান পরিচালানা করেছেন।

এর মধ্যে গত ৮ই জানুয়ারি আল-শাবাব মুজাহিদিন কেনিয়ার মুরতাদ সরকার নিয়ন্ত্রিত টেলিযোগাযোগ সংস্থা "সাফারিক"এর সদর দফতর ধ্বংস করার পাশাপাশি উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় কেনিয়ায় অবস্থিত "শ্রীদো বালআন" জেলায় কেনিয়ান ২ কুফফার পুলিশকে হত্যা করেন।

এছাড়াও উক্ত জেলার একটি পুলিশ স্টেশনে হামলা চালিয়ে তা ধ্বংস করেন মুজাহিদগণ।

এদিকে ৯ই জানুয়ারি কেনিয়ার উত্তর-পূর্ব "ওয়াজির" এলাকায় দেশটির কুফফার সামরিক বাহিনীর একটি ইউনিটকে টার্গেট করে বোমা হামলা চালান হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন।

যার ফলে মুরতাদ বাহিনীর ১টি সামরিকযান ধ্বংস হয়ে যায়, এসময় যানটিতে থাকা সকল কুফফার সেনা হতাহতের শিকার হয়।

২০১৮ সালের তুলনায় ২০১৯ সালে শিশু ধর্ষণ বেড়েছে ৭৬ দশমিক ১ শতাংশ। পাশাপাশি শিশু হত্যা বেড়েছে ৭ দশমিক ১৮ শতাংশ। সার্বিকভাবে শিশু নির্যাতন কিছুটা হ্রাস পেলেও

যৌন নির্যাতন বেড়েছে ৭০ দশমিক ৩২ শতাংশ, যা আশঙ্কাজনক। গতকাল বুধবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য তুলে ধরে শিশু অধিকার ফোরাম।

বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত খবর থেকে এ তথ্য সংগ্রহ করে ফোরামটি। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান নাছিমা বেগম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শিশু অধিকার ফোরামের চেয়ারপারসন মো. মাহবুবুল হক।

শিশু অধিকার পরিস্থিতি-২০১৯ প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করে সংস্থার পরিচালক আবদুছ সহিদ মাহমুদ জানান, ২০১৯ সালে ৪ হাজার ৩৮১টি শিশু বিভিন্ন ধরনের সহিংসতা ও নির্যাতনের শিকার হয়েছে। ২ হাজার ৮৮টি শিশু অপমৃত্যুর শিকার হয়েছে। শিশু খুনের ঘটনা ঘটেছে ৪৪৮টি। ১ হাজার ৩৮৩টি শিশু যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে। আবদুছ সহিদ মাহমুদ বলেন, এটি শিশুদের প্রতি সহিংসতায় বিচারহীনতা এবং বিচারের দীর্ঘসূত্রতার ইঙ্গিত বহন করে। সীমিত সময়ের জন্য হলেও সরকারের উচিত ধর্ষকের সর্বোচ্চ শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ডের বিধান করা। শিশু খুন, ধর্ষণ ও অপহরণ অন্তত এই তিনটি ক্ষেত্রে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে বিচার করা উচিত।

সূত্রঃ আমাদের সময়

পুলিশের হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে পঞ্চম শ্রেণির এক ছাত্রীকে গণধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে রাজধানীর সবুজবাগ থানার সোর্স মো. তুষার এবং মাদকাসক্ত যুবক রিফাত ও সজীবের বিরুদ্ধে। ভুক্তভোগী কিশোরী ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে চিকিৎসাধীন। সে কোনো পুরুষ দেখলেই এখন আঁতকে উঠছে বলে জানিয়েছেন তার স্বজনরা।

১ জানুয়ারি দিনগত মধ্যরাতে হত্যার হুমকি দিয়ে সবুজবাগের পূর্ব রাজারবাগ হিন্দুপাড়ায় কাদিরের বাড়িতে ১৩ বছর বয়সী ওই কিশোরীকে গণধর্ষণ করা হয় বলে জানিয়েছেন মেয়েটির স্বজনরা। তারা অভিযোগ করেন, ভুক্তভোগী কিশোরী ও তার মা থানায় মামলা করতে গেলে তাদের ২৪ ঘণ্টা সেখানে বসিয়ে রাখার পর মামলা গ্রহণ করে পুলিশ। নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে মামলাটি করেছেন কিশোরীর মা।

ভুক্তভোগী মেয়েটির বরাত দিয়ে তার মা আমাদের সময়কে জানান, সবুজবাগের দক্ষিণ মাদারটেক বাজার রোড এলাকার একটি বাড়িতে সপরিবারে থাকেন তারা। তার স্বামী পেশায় রিকশাচালক। স্থানীয় একটি স্কুল থেকে এবার প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা দিয়েছে মেয়েটি। ফল আনতে ১ জানুয়ারি সকাল ১০টার দিকে স্কুলে যায় ওই কিশোরী। বেলা সাড়ে ১১টায় কম্পিউটারের দোকান থেকে পরীক্ষার ফল উঠিয়ে সে বাসায় ফিরছিল। পথে পূর্বপরিচিত তরুণ রিফাত তার ফল দেখতে চায়। কার্ড হাতে পেয়েই রিফাত মেয়েটিকে শর্ত দেয়- তার সঙ্গে ঘুরতে গেলে তবেই ফেরত দেওয়া হবে রেজাল্ট কার্ড।

অনেক অনুরোধ করেও কাজ না হওয়ায় রিফাতের শর্তে রাজি হয় মেয়েটি। মাদারটেকের আদর্শপাড়ায় গিয়ে মেয়েটিকে সেভেন-আপ দেয় রিফাত। গ্লাসে দেওয়া ওই পানীয় পান করার কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে মেয়েটি। প্রায় অচেতন অবস্থায় সেখানে একটি বাড়িতে মেয়েটিকে নিয়ে যায় রিফাত। এরপর আর কিছু মনে নেই তার। রাত ৮টার দিকে কিছুটা চেতনা ফিরে এলে মেয়েটি নিজেকে আবিষ্কার করে মাদারটেকের নতুনপাড়ার একটি মাঠে। সেখান থেকে মেয়েটিকে ওই এলাকারই আরেকটি বাসায় রেখে চলে যায় রিফাত। ওই বাসার এক তরুণী পরিস্থিতি বুঝতে পেরে ভুক্তভোগী মেয়েটিকে বলে- রিফাত ভালো না, তোমার আরও সর্বনাশ হবে, তুমি পালিয়ে যাও। ওই তরুণী তার বোরকা পরিয়ে মেয়েটিকে তার বাসা থেকে পালিয়ে যেতে সহায়তা করে। কিন্তু পানীয়তে মেশানো নেশাজাতীয় দ্রব্যের ঘোর না কাটায় বেশিদূর যেতে পারেনি মেয়েটি। এরই মধ্যে রাস্তায় হঠাৎ পেছন থেকে তাকে টেনে ধরে রিফাত। ছেড়ে দেওয়ার অনেক অনুরোধ করা হলেও রিফাতের হাত থেকে রেহাই মেলে না। প্রায় অচেতন অবস্থাতেই তাকে ফের নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। রাত ৩টার দিকে নতুনপাড়া পাওয়ার হাউসের মাঠের কাছে টহল পুলিশের হাতে ধরা পড়ে রিফাত ও মেয়েটি। এ সময়ও ঘুমে চোখ ঢুলুঢুলু করছিল তার।

মেয়েটির মা আরও জানান, পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদের মাঝেই সোর্স তুষার দায়িত্বরত পুলিশ সদস্যদের সঙ্গে কিছু একটা বলে। এরপর পুলিশ মেয়েটিকে থানায় না নিয়ে অথবা অভিভাবকদের জিম্মায় না দিয়ে তুলে দেয় তুষারের হাতে। পুলিশের হাত থেকে মেয়েটিকে ছাড়িয়ে সোর্স তুষার অন্ধকারাচ্ছন্ন ঝিলের পাশে চলে যায় রিফাত ও মেয়েটিকে নিয়ে যায়। সেখানে মেয়েটিকে ধর্ষণের চেষ্টা চালালে প্রায় অচেতন মেয়েটি হাত জোড় করে অনুনয় বিনয় করে। কিন্তু এর পরও রেহাই পায়নি। তুষারের কথায় রাজি না হলে গলা কেটে ঝিলে ভাসিয়ে

দেয়ার হুমকি দিয়ে কিশোরীকে পার্শ্ববর্তী হিন্দুপাড়ার একটি টিনের ঘরে নিয়ে যায় তুষার, রিফাত ও সজীব। সেখানে পালাক্রমে চালানো ধর্ষণে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে মেয়েটি। ভোরে নিজেকে সে আবিষ্কার করে ঘটনাস্থলের পাশেই একটি মাঠে, একা। একপর্যায়ে স্থানীয় এক নারী তার বিধ্বস্ত অবস্থা দেখতে পেয়ে নিয়ে যায় নিজ বাসায়।

এ দিকে মেয়ে রাতে না ফেরায় দিশেহারা হয়ে খোঁজাখুঁজি করতে থাকেন তার মা-বাবা। না পেয়ে স্বজন ও স্থানীয়দেরও জানানো হয়। ভুক্তভোগীর এক বান্ধবী জানায়, মেয়েটিকে ১ জানুয়ারি দুপুরে তিনি রিফাতের সঙ্গে যেতে দেখেছেন। এ তথ্যের ভিত্তিতে সন্দেহভাজন হিসেবে রিফাতকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন স্থানীয়রা। প্রথমে সে অস্বীকার করলেও মারধর শুরু হলে সে সব কথা বলে দেয়। তাকে সঙ্গে নিয়েই হিন্দুপাড়ার ওই নারীর বাসা থেকে মেয়েটিকে উদ্ধার করেন স্থানীয়রা। এর পর মেয়েটিকে নিয়ে ওর মা সবুজবাগ থানায় যান আইনি পদক্ষেপ নিতে। কিন্তু থানার পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে মেয়েটির চিকিৎসার জন্য কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। উপরন্তু ভুক্তভোগী ও তার মাকে ২৪ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে বসিয়ে রাখা হয়। পরে স্থানীয়দের চাপের মুখে মেয়েটিকে ওসিসিতে পাঠায় পুলিশ; রিফাতের দেওয়া তথ্যানুসারে সোর্স তুষার ও মাদকাসক্ত যুবক সজীবকে আটক করা হয়। এর আগে, পুলিশ রাতে মেয়েটিকে থানায় নিয়ে গেলে অথবা তার অভিভাবকদের হাতে তুলে দিলে সে গণধর্ষণের শিকার হতো না। সোর্সের হাতে তুলে দেওয়ার অন্যায় সিদ্ধান্তের কারণে মেয়েটির সর্বনাশ হয়ে গেল।

এই যখন অবস্থা, তখন মামলার বাদী মেয়েটির মা বলছেন, ‘সুন্দর তদন্তের’ কথা বলেও পুলিশের একজন তাদের কাছে টাকা চেয়েছেন।

এ দিকে বাদী তার মেয়েকে গণধর্ষণ করার অভিযোগ করলেও মামলায় একজনকে ধর্ষক (তুষার) ও অন্য দুজনকে ধর্ষণে সহায়তাকারী হিসেবে আসামি করা হয়েছে। কেন? এ প্রশ্নে মেয়েটির মা এ প্রতিবেদককে বলেন, আমি লেখাপড়া জানি না, পুলিশকে ঘটনার বিস্তারিত বলেছি। তারাই এজাহার লিখেছেন। আমাকে সই করতে বলেছে, আমি শুধু সই করছি। এজাহারে পুরো ঘটনার উল্লেখ নেই জেনে অবাক হন তিনি।

সুত্রঃ আমাদের সময়

দেশের শেয়ারবাজারে চলছে টানা দরপতন। বিনিয়োগকারীদের লোকসানের পাল্লা দিন দিন ভারী হচ্ছে। খোয়া যাচ্ছে মূলধন। এতে বাজারের প্রতি বিনিয়োগকারীদের অনাস্থা তৈরি হয়েছে। ফলে লেনদেন নেমেছে চরম খরা। এতে বিনিয়োগকারীদের পাশাপাশি লোকসানে পড়েছে মার্চেন্ট ব্যাংক, ব্রোকারেজ হাউস এবং খোদ স্টক এক্সচেঞ্জও।

বাজারসংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, দেশের শেয়ারবাজার খাদের কিনারায় নেমেছে। এর প্রতিবাদে মুখে কালো কাপড় বেঁধে স্টক এক্সচেঞ্জের সামনে কর্মসূচি পালন করে পুঁজিবাজার বিনিয়োগকারী ঐক্যপরিষদ।

বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরে মন্দা থাকায় প্রায় সব শেয়ারের দর এখন তলানিতে। এমন সঙ্গিন অবস্থার মধ্যেও নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিএসইসির দায়িত্বশীলরা দৃশ্যমান কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না।

ব্যাংক খাতের তারল্য সংকটের কারণেই দরপতন হচ্ছে।

ব্রোকারেজ হাউসের কর্মকর্তা বলেন, শেয়ারের দাম অনেক কম দেখে লাভের আশায় যারা বিনিয়োগ করেছিলেন এমন অনেক বিনিয়োগকারী এখন লোকসানে শেয়ার বিক্রি করে দিচ্ছেন। তাদের যে ধৈর্য ধরতে বলব, সে সাহসও আমাদের নেই। তিনি বলেন, ‘আমরা কেউ জানি না, এ পতনের শেষ কোথায়। তা হলে কী করে বিনিয়োগকারীদের লোকসানে শেয়ার বিক্রি করতে বলি। তার পরও যে বলা হয় না, তা নয়। বেশিরভাগ বিনিয়োগকারী এখন কারও পরামর্শ কানে তোলেন না। কেউ কেউ লোকসানে শেয়ার বিক্রি করে যতটুকু পাচ্ছেন ততটুকু নিয়ে অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে চলে যাচ্ছেন।

বাজার বিশ্লেষণে দেখা গেছে, চলতি সপ্তাহের চার কার্যদিবসের মধ্যে তিন কার্যদিবসেই বড়পতন হয়েছে। আগের দিনের ধারাবাহিকতায় বুধবারও প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) সূচকের বড় পতন ঘটেছে। ডিএসইর মতো চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জেও (সিএসই) বড় পতন হয়েছে।

জানা গেছে, ডিএসইর প্রধান সূচক ডিএসইএক্স ৫৩ পয়েন্ট কমে দাঁড়িয়েছে ৪ হাজার ২২৮ পয়েন্টে। যা ৩ বছর ৮ মাস ৬ দিন অর্থাৎ ৪৪ মাস বা ৮৯২ কার্যদিবসের মধ্যে সর্বনিম্ন। এর আগে ২০১৬ সালের ২ মে বুধবারের চেয়ে নিম্নে অবস্থান করছিল ডিএসইর ডিএসইএক্স সূচকটি। ওই দিন ডিএসইএক্স অবস্থান করছিল ৪ হাজার ১৭১ পয়েন্টে। ডিএসইর অপর দুই সূচকের মধ্যে শরিয়াহ সূচক ১৯ পয়েন্ট ও ডিএসই-৩০ সূচক ১৫ পয়েন্ট কমে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৯৫৪ ও ১ হাজার ৪২১ পয়েন্টে। ডিএসইর চালু হওয়া নতুন সূচক সিডিএসইটি ১০ পয়েন্ট কমে ৮৫১ পয়েন্টে অবস্থান করছে। ডিএসইতে টাকার পরিমাণে লেনদেন হয়েছে ২৭৯ কোটি ৯৬ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট। যা আগের দিন থেকে ৪৭ কোটি ৫০ লাখ টাকা কম। আগের দিন লেনদেন হয়েছিল ৩২৭ কোটি ৪৬ লাখ টাকার।

ডিএসইতে ৩৫১টি প্রতিষ্ঠান শেয়ার ও ইউনিট লেনদেনে অংশ নিয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৫১টির বা ১৫ শতাংশের শেয়ার ও ইউনিট দর বেড়েছে। দর কমেছে ২৪৯টির বা ৭১ শতাংশের এবং ৫১টি বা ১৪ শতাংশ প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিট দর অপরিবর্তিত রয়েছে।

অপর শেয়ারবাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের (সিএসই) সার্বিক সূচক সিএএসপিআই এদিন ১২৩ পয়েন্ট কমে দাঁড়িয়েছে ১২ হাজার ৮৮৮ পয়েন্টে। এদিন সিএসইতে হাত বদল হওয়া ২১৯টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শেয়ার দর বেড়েছে ৪৭টির, কমেছে ১৪৬টির এবং অপরিবর্তিত রয়েছে ২৬টির দর। সিএসইতে ১৪ কোটি ৫৩ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে।

দরপতনের প্রতিবাদের মুখে কালো কাপড় বেঁধে বিক্ষোভ :

পুঁজিবাজারে ধারাবাহিক দরপতনের প্রতিবাদে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সামনে কালো মুখোশ পরে বিক্ষোভ করেছেন বিনিয়োগকারীরা। কারসাজি করে যারা কোটি কোটি টাকা পুঁজিবাজার থেকে তুলে নিচ্ছেন তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান তারা।

গতকাল বুধবার মতিঝিলে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সামনে বিক্ষোভ করেন বিনিয়োগকারীরা। বিক্ষোভে বাংলাদেশ বিনিয়োগকারী ঐক্য পরিষদের সভাপতি মিজানুর রহমান চৌধুরী বলেন, যেখানে বাজার মূলধন ৩ লাখ ৪০ হাজার কোটি টাকা, সেখানে প্রতিদিন ২০০ থেকে ৩০০

কোটি টাকার ট্রেড হয়, এর চেয়ে লজ্জার আর কিছু নেই। এ মুহূর্তে সূচক নেমে এসেছে ৫ হাজার ৪০০ থেকে ৪ হাজার ২০০ তে। এগুলো সব বাজার কারসাজির কুফল।

উল্লেখ, ২০১০ সালের ধসের পর থেকেই থেমে থেমে পতন চলছে পুঁজিবাজারে। সাম্প্রতিক সময়ে এ পতন অতিমাত্রায় বেড়েছে।

সুত্রঃ আমাদের সময়

ভারতে মুসলিম বিরোধী সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের (সিএএ)প্রতিবাদে চলা বিক্ষোভের জেরে মালাউন নরেন্দ্র মোদির নির্ধারিত আসাম সফর বাতিল করেছে।

তাঁর আগামী শুক্রবার গুয়াহাটিতে 'খেলো ইন্ডিয়া ইয়ুথ গেমস ২০২০'-র উদ্বোধন করার কথা ছিল। এই মুহূর্তে আসামের পরিস্থিতি ঠিক নয়, বলে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা এজেন্সিগুলো। এরফলে সফর বাতিল করা হয়েছে বলে খবর।'

এরআগে আসামের ছাত্র সংগঠন 'আসু'র পক্ষ থেকে হুঁশিয়ারি দিয়ে আসাম সফরে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে তুমুল বিক্ষোভ দেখানো হবে বলে জানানো হয়েছিল। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন সংসদে পাশ হওয়ার পর এই প্রথম আসাম সফরে যাওয়ার কথা ছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির। কিন্তু সংসদে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন 'সিএএ' পাস হওয়ার পর থেকেই এর বিরুদ্ধে ব্যাপক গণআন্দোলনে নেমেছে 'আসু'-সহ বিভিন্ন দল ও সংগঠন।

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ-আন্দোলনের জেরে আসামে এরইমধ্যে ১ হাজার কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। সেখানে সহিংসতায় কমপক্ষে ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। 'সিএএ' নিয়ে বিক্ষোভের বিষয়টি আন্তর্জাতিক মহলেও উদ্বেগের সৃষ্টি করায় কিছুদিন আগে ফ্রান্স, ব্রিটেন, আমেরিকাসহ একাধিক দেশ পর্যটকদের আসাম ও উত্তর-পূর্ব ভারতে যাওয়ার ক্ষেত্রে সতর্কতামূলক নির্দেশিকা জারি করেছে।

এর আগে আসামে জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবের প্রস্তাবিত সফরও স্থগিত হয়ে যায়। গত ডিসেম্বরে আসামের গুয়াহাটিতে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন বিরোধী তুমুল বিক্ষোভ-আন্দোলনের জেরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবের বৈঠক স্থগিত হয়ে যায়। প্রস্তাবিত ওই বৈঠকে দুই রাষ্ট্র প্রধানের মিলিত হওয়ার কথা ছিল। ১৫ থেকে ১৭ ডিসেম্বর ওই বৈঠক হওয়ার কথা ছিল।

সূত্র: এশিয়ান মেইল টুয়েন্টিফোর

অনিয়ম-দুর্নীতিতে ডুবতে বসা আইসিবি পুঁজিবাজারে স্থিতিশীলতা ফেরাতে ব্যর্থ। রাষ্ট্রায়ত্ত এই প্রতিষ্ঠান ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) গত ১১ বছরে শেয়ারবাজারের উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য কোনো উদ্যোগই বাস্তবায়ন করতে পারেনি। এ সময়ে অন্তত ২ লাখ বিও (বেনিফিসিয়ারি ওনার্স) হিসাব বন্ধ করে দিয়েছেন বিনিয়োগকারীরা। নিঃস্ব হচ্ছেন লাখ লাখ ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারী। বিনিয়োগকারীদের মাঝে আস্থা বাড়াতে পারে সরকারের নেওয়া এমন কোনো উদ্যোগ সংস্থাটি বাস্তবায়ন করতে পারছে না। যার ফলে প্রায় প্রতিদিনই সূচক হারাচ্ছে শেয়ারবাজার। একই সঙ্গে কমছে বাজার মূলধন। বিনিয়োগকৃত মূলধন হারিয়ে কয়েক বছরে অন্তত ১০ লাখ বিনিয়োগকারী শেয়ারবাজার ছেড়েছেন। শেয়ারবাজার উন্নয়নে সরকারি ২৬টি প্রতিষ্ঠানকে তালিকাভুক্ত করার উদ্যোগ নিলেও তা বাস্তবায়ন করতে পারেনি আইসিবি। প্রতিষ্ঠানটিতে বিভিন্ন সময় সংঘটিত প্রায় ২৩৮ কোটি টাকার অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ অনুসন্ধান করছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

পুঁজিবাজার বিশ্লেষক ও অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক আবু আহমেদ আইসিবির সমালোচনা করে বলেন, আইসিবি এখন বিরাট আকার ধারণ করেছে। খরচ হচ্ছে বেশি, লোকবল বেড়েছে। তবে সেখানে কোনো কাজ হচ্ছে না। পুঁজিবাজার গঠনে যে ভূমিকা নেওয়ার কথা ছিল তা নিতে পারছে না। পুঁজিবাজারে স্থিতিশীলতা ফেরাতে যে প্রতিষ্ঠান সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখার কথা সেটি এখন একটা দুর্বল প্রতিষ্ঠানে রূপ নিয়েছে। জানা গেছে, পুঁজিবাজারে স্থিতিশীলতা ফেরাতে না পারায় বড় ধরনের লোকসানে পড়েছে আইসিবিও। মুনাফার পরিবর্তে চলতি অর্থবছরের তিন মাসের হিসাবে ১৩৪ কোটি টাকা লোকসান গুনেছে প্রতিষ্ঠানটি। নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের সঙ্গে প্রয়োজনের সময় সমন্বয়ও করে না

আইসিবি। এদিকে ২০১৯ সালের পুরো সময়টাই চরম মন্দায় কেটেছে পুঁজিবাজারের। আস্থাহীনতায় দেশি বিনিয়োগকারীর শেয়ার বিক্রির পাশাপাশি বিদেশি বিনিয়োগকারীও অব্যাহতভাবে শেয়ার বিক্রি করে বাজার ছেড়ে চলে গেছে। গত এক বছরে মূলধন উত্তোলন ও পুঁজিবাজারের বিক্রয়যোগ্য শেয়ারের দাম ব্যাপকভাবে কমে গেছে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) তথ্যানুযায়ী, ২০১৯ সালে গত ১১ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন মূলধন উত্তোলন হয়েছে। বিক্রয়যোগ্য শেয়ারের দাম কমেছে প্রায় ৪৮ হাজার ৮০১ কোটি টাকা। গত এক বছরে মূল্যসূচক কমেছে ৯৬৬ পয়েন্ট। দুই লাখের বেশি বিও হিসাব বন্ধ করেছে বিনিয়োগকারীরা। শুরুতে পুঁজিবাজারে শেয়ার কিনতে সক্রিয় হলেও বছরজুড়ে পিছুটান ছিল বিদেশি বিনিয়োগকারীদের মাঝেও।

চলতি অর্থবছরের জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর তিন মাসের হিসাব প্রকাশ করেছে আইসিবি। এতে দেখা যায়, বছরের প্রথম তিন মাসে আইসিবির লোকসান হয়েছে ১৩৪ কোটি ৩০ লাখ টাকা। আগের বছরের প্রথম প্রান্তিকে মুনাফা হয়েছিল ২৮ কোটি ৫৬ লাখ টাকা। সেই হিসাবে এ বছরের প্রথম প্রান্তিকে মুনাফা তো হয়ইনি, বরং লোকসান বেড়েছে প্রায় পাঁচগুণ। প্রতিষ্ঠানটির আর্থিক হিসাব পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, পুঁজিবাজারে মন্দাবস্থার কারণে আইসিবির লোকসান বেড়েছে। কোম্পানির বছর শেষে লভ্যাংশ থেকে আয় ও ক্যাপিটাল গেইন ব্যাপকভাবে কমে গেছে। ফি, কমিশন ও অন্যান্য ফি থেকেও আয় কমে গেছে।
প্রথম প্রান্তিকের প্রতিবেদন অনুযায়ী, আইসিবির পরিচালন আয়ে লোকসান হয়েছে ২০৬ কোটি ৪৪ লাখ টাকা। আগের বছর এই লোকসানের পরিমাণ ছিল ১৬০ কোটি ৭১ লাখ টাকা। তবে কোম্পানির লভ্যাংশ থেকে আয়, ক্যাপিটাল গেইন, ফি, কমিশন ও সার্ভিস চার্জ থেকে যে আয় তাতে মুনাফায় পৌঁছে যায় আইসিবি। ২০১৮ সালের প্রথম প্রান্তিকে মোট পরিচালন আয় হয়েছিল ৮৬ কোটি ১৯ লাখ টাকা। তবে এ বছর মোট পরিচালন আয়ে লোকসান হয়েছে ৮১ কোটি ২৮ লাখ টাকা।

আর্থিক হিসাব অনুযায়ী, লভ্যাংশ থেকে আইসিবির আয় হয়েছে ৬৩ কোটি ৩০ লাখ টাকা, যা আগের বছর ছিল ৯১ কোটি ২৫ লাখ টাকা। সেই হিসাবে লভ্যাংশ থেকে আইসিবির আয় কমেছে ২৭ কোটি ৯৫ লাখ টাকা।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইলে তিতাস মডেল কলেজের সভাপতি ও ইউপি চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে ওই কলেজের অধ্যক্ষকে মারধর করে কলেজ থেকে বের করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। গত মঙ্গলবার (৭ ডিসেম্বর) বিকেলে অধ্যক্ষের কার্যালয়ে এ ঘটনা ঘটে। আহত অধ্যক্ষ এ কে এম রমজান আলী ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন।

বাংলাট্রিবিউন সূত্রে জানা যায় যে, ২০১৮ সালে শাহবাজপুর গ্রামের স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় শাহবাজপুর গ্রামে তিতাস মডেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরে ৯ জন শিক্ষক-কর্মচারি এবং ৬৫ জন শিক্ষার্থী নিয়ে ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষে কলেজটি যাত্রা শুরু করে। কলেজ পরিচালনা কমিটির সভাপতি মনোনীত হয় শাহবাজপুর ইউপি চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন সন্ত্রাসী যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক রাজিব আহমেদ রাজ্জি। কলেজটি প্রতিষ্ঠার সময় গ্রামের একাধিক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান কলেজটিতে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। ওইসব অনুদান গ্রহণ করেন কলেজের সভাপতি। কিন্তু তিনি এই টাকা কলেজের হিসাবে জমা না দিয়ে নিজ হাতেই খরচ করেন।

কলেজ সার্বিক বিষয় নিয়ে মঙ্গলবার বিকালে অধ্যক্ষের কার্যালয়ে পরামর্শ সভা বসে। সভায় অধ্যক্ষ এ কে এম রমজান আলী কলেজ পরিচালনা কমিটির সভাপতি রাজিব আহমেদের কাছে কলেজের জন্য পাওয়া অনুদানের টাকা ও খরচের বিষয়টি হিসাব করার প্রস্তাব দেন। এপরপরই উত্তেজিত হয়ে যান কলেজের সভাপতি। এক পর্যায়ে অধ্যক্ষের সঙ্গে সভাপতির বাক-বিতণ্ডা হয়। পরে রাজিব আহমেদ ও তার কয়েকজন সহযোগী অধ্যক্ষকে মারধর করেন। কলেজের অন্যান্য শিক্ষক ও কর্মচারীরা এসে তাকে উদ্ধার করেন।

অধ্যক্ষ রমজান আলী বলেন, আমি কলেজটি প্রতিষ্ঠার মূল উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠাতা। কলেজ প্রতিষ্ঠার সময় নগদ ৭ লাখ ৬০ হাজার টাকা দিয়েছি। রাজিব আহমেদ কলেজ প্রতিষ্ঠার কথা বলে বিভিন্ন মানুষের কাছ থেকে আর্থিক অনুদান নিয়েছেন। ওই টাকা কলেজের হিসেবে জমা দেননি। টাকার হিসাব চাওয়ায় তিনি ও তার সহযোগী তিনজন মিলে আমাকে মারধর করেছেন।

আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত নোয়াখালী, কুমিল্লাসহ অন্য সব বিভাগের দু-একটি জায়গায় গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এরপর রাত ও দিনের তাপমাত্রা কিছুটা কমে শীতের তীব্রতা বাড়তে পারে। ঘন কুয়াশার কারণে সড়ক ও নৌপথে দুর্ঘটনার ঝুঁকিও বেড়েছে।

বুধবার রাতে গণমাধ্যমকে এসব তথ্য জানিয়েছেন আবহাওয়াবিদ ড. আবুল কালাম মল্লিক।

এদিকে, তাপমাত্রা সামান্য ওঠানামার মধ্যে থাকলেও পুরো জানুয়ারি মাসে শীতের দাপট থাকতে পারে। শৈত্যপ্রবাহ ছাড়াও দিন ও রাতে শীতের অনুভূতি কিছুটা বেশি থাকার আভাস দিয়েছে আবহাওয়া অধিদফতর।

বুধবার দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল তেঁতুলিয়ায় ৬ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

এ ছাড়া মৃদু শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর, সৈয়দপুর, ডিমলা, রাজারহাট, যশোর, চুয়াডাঙ্গা ও টাঙ্গাইলে।

ঢাকায় বুধবার সকাল থেকে সূর্যকিরণ ছড়ালেও শীতের তীব্রতায় প্রভাব ফেলতে পারেনি। এদিন সকালে ঢাকায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১২ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে দিনের তাপমাত্রা প্রায় ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়েছে।

সূত্র: বিডি প্রতিদিন

দাবানলের মধ্যে বেশি পানি খেয়ে ফেলায় দশ হাজার উটকে হত্যায় পাঁচ দিনের অভিযান শুরু করেছে অস্ট্রেলিয়া।

গতকাল বুধবার থেকে শুরু হওয়া এ অভিযানে দেশটির সরকার উট মারতে হেলিকপ্টার পাঠাচ্ছে বলে কর্তৃপক্ষের বরাত দিয়ে জানিয়েছে দ্য হিল।

অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী অধ্যুষিত আনাঙ্গু পিটজানটজাটজারা ইয়ানখানজাটজারা (এপিওয়াই) অঞ্চলের স্থানীয় সরকারের নির্বাহী পরিষদের সদস্য মারিতা বাকের জানিয়েছে, উট তাদের কানেপি এলাকার বাসিন্দাদের জন্য বড় ধরনের সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

"আমরা প্রচণ্ড গরম ও পুতিগন্ধময় অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে আটকে আছি, অসুস্থ বোধ করছি। উটগুলো বেড়া ভেঙে বাড়ির আশপাশে ঘোরাফেরা করছে, এমনকী এয়ার কন্ডিশনারের ভেতর থেকেও পানি নিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে," বলেছেন তিনি।

গত বছরের নভেম্বর থেকে ভয়াবহ দাবানলে বিপর্যস্ত অবস্থায় আছে ন্যাটো সন্ত্রাসীদের মিত্র অস্ট্রেলিয়া। মারাত্মক এ দুর্যোগ এরই মধ্যে ডজনেরও বেশি মানুষের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে। দেশটিতে মৃত প্রাণীর সংখ্যা ৪৮ কোটির বেশি ছাড়িয়ে গেছে বলে সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা জানিয়েছেন।

এমন এক সময়েই পরিকল্পিতভাবে বিপুল সংখ্যক উট হত্যার সিদ্ধান্ত নিল অস্ট্রেলিয়া, বলেছে বার্তা সংস্থা এএনআই।

২০১৯ সালে সারা দেশে সংঘটিত ৪,৬৯৩টি সড়ক দুর্ঘটনায় ৫,২১১ জন নিহত এবং আহত হন ৭,১০৩ জন মানুষ। নিহতের মধ্যে শিশু ৬১৩ এবং নারী ৭৮৯ জন। এককভাবে মোটরবাইক দুর্ঘটনায় বেশি প্রাণহানি ঘটেছে। ১,১৮৯টি মোটরবাইক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন ৯৪৫ জন, যা মোট নিহতের ১৮.১৩ শতাংশ। মোটরবাইক দুর্ঘটনার হার ২৫.৩৩ শতাংশ। রোড সেফটি ফাউন্ডেশন ৯টি জাতীয় দৈনিক, ৫টি অনলাইন নিউজ পোর্টাল এবং ইলেক্টনিক গণমাধ্যমের তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি তৈরি করে আজ প্রকাশ করেছে।

প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, সড়ক দুর্ঘটনায় ২ হাজার ২৭ জন পথচারী নিহত হয়েছেন (৩৮.৮৯ শতাংশ)। বাইসাইকেল চালানো, হেঁটে পথ চলা, রাস্তা পার হওয়ার সময় এবং রাস্তার পাশে অবস্থান করার সময় এসব মানুষ মোটরযানের চাপায়-ধাক্কায় নিহত হয়েছেন।

দুর্ঘটনায় ১৮ থেকে ৫৫ বছর বয়সী কর্মক্ষম মানুষ নিহত হয়েছেন ৩,২৪৭ জন (৬২.৩১ শতাংশ)।দুর্ঘটনার ৫৮.২৭ শতাংশ আঞ্চলিক মাহাসড়কে ও জাতীয় মহাসড়কে ৪১.৭২ শতাংশ ঘটেছে। দুর্ঘটনায় দায়ী যানবাহনের সংখ্যা ১০,৯৯২টি।

মোটরবাইক-১১৮৯, বাইসাইকেল, রিকশা, ভ্যান-১৫২৫, সিএনজি-৯৯৩, ইজিবাইক, টেম্পু-১৭৫৩, নসিমন, করিমন, ভটভটি, টমটম-১,০৯৭, বাস-৯৩৪, মিনিবাস-১,০৪১, মাইক্রো, পিক আপ-৮৫৭, কার, জীপ-৪৯৬, ট্রাক, ট্রাক্টর, লরি-৭১৪, কাভার্ডভ্যান-২৯৩টি।

প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, ২০১৯ সালে দেশে ১৫৯টি রেল দুর্ঘটনায় ১৯৬ জন নিহত ও ৪৭১ জন জন আহত হয়েছেন। নৌ-পথে ৩২টি দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন ৬৭ জন। নিখোঁজ রয়েছেন ১১৭ জন।

সড়ক দুর্ঘটনার কারণগুলোর মধ্যে আছে ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন ও বেপরোয়া গতি। দক্ষচালক তৈরির প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ বৃদ্ধি ও ২. চালকদের বেতন-কর্মঘন্টা নির্দিষ্ট করার সুপারিশ তুলে ধরা হয়েছে প্রতিবেদনে।

সূত্রঃ কালের কণ্ঠ

বড় দরপতনের ধারা অব্যাহত রয়েছে দেশের পুঁজিবাজারে। কয়েকদিনের ধারাবাহিকতায় বুধবারও বড় ধরনের পতন হয়েছে সূচকের।

এদিন দেশের প্রধান বাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) প্রধান সূচক ডিএসইএক্স ৫৩ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ২৩ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ৪ হাজার ২২৮ পয়েন্টে।

পরপর চারদিন দরপতনে ডিএসইর প্রধান এ সূচক কমেছে প্রায় ২৩০ পয়েন্ট।

এদিকে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের (সিএসই) সূচক প্রায় ১২৯ পয়েন্ট বা দশমিক ৯৯ কমে হয়েছে ১২ হাজার ৮৮১ পয়েন্ট।

২০১৯ সালের মন্দাভাবেই ২০২০ সাল শুরু হয়েছে। দরপতনের ধাক্কায় ছোট-বড় সব বিনিয়োগকারী হতাশ-ক্ষুব্দ।

দরপতনের মধ্যেই বৃহস্পতিবার পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্টদের নিয়ে বৈঠকে বসেন অর্থমন্ত্রী মন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল। এরপর পতন আরো বেগবান হয়েছে। রোববার থেকে টানা চারদিন বড় ধরনের পতন হয়েছে দেশের প্রধান পুঁজিবাজার ডিএসইতে।

২০১০ সালে বড় ধসের পর পুঁজিবাজারে সবচেয়ে ‘খারাপ’ অবস্থা গেছে ২০১৯ সাল।

কিন্তু ২০১৮ সাল থেকে আবার পতন শুরু হয় পুঁজিবাজারে। ২০১৯ সালে কিছুটা ঘুরে দাঁড়ালেও তা স্থায়ী হয়নি। পতনের ধাক্কায় বাজার একেবারে তলানীতে নেমে যায়। সেই মন্দার কবল থেকে বের হতে পারছে না বাজার। টানা পতনে এক বছরের মধ্যে ডিএসই বাজার মূলধন হারিয়েছে ৭১ হাজার কোটি টাকার বেশি।

বুধবার লেনদেনের শুরুতে প্রথম ২০ মিনিট সূচক একটু বাড়লেও তা ধরে রাখতে পারেনি। ২০ মিনিট পরেই সূচক পত শুরু হয়। লেনদেন শেষ হওয়া পযন্ত চলে পতন।

সিএসইর অবস্থাও একই। প্রথম আধাঘন্টা সূচক ভাল থাকলেও পরের সাড়ে দিতন ঘন্টা পতনের ধারাতেই কেটেছে।

সূচক পতনের পাশাপাশি ডিএসইতে এদিন লেনদেনও কমেছে আগের চেয়ে। ঢাকার বাজারে এদিন লেনদেন হয়েছে ২৭৯ কোটি টাকা যা আগের দিনের চেয়ে ৪৭ কোটি টাকা কম। চট্টগ্রামেও লেনদেন সামান্য কমে হয়েছে সাড়ে ১৪ কোটি টাকা।

সূত্রঃ বিডিনিউজ২৪

বেসরকারিকরণ ও প্রবৃদ্ধির শ্লথগতিতে বেকারত্ব বাড়ছে অভিযোগ করে ভারতজুড়ে ধর্মঘট করছে দেশটির লাখো শ্রমিক।

গতকাল বুধবারে ধর্মঘটে ভারতের বেশ কয়েকটি রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ব্যাংকিং সেবা বিঘ্নিত হয়েছে বলে জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স।

সংবাদমাধ্যমটি জানায়, বামপন্থি দলগুলোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ট্রেড ইউনিয়নের পাশাপাশি প্রধান বিরোধীদল কংগ্রেসঘনিষ্ঠ ট্রেড ইউনিয়নও এদিন হিন্দুত্ববাদী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর শ্রম সংস্কার নীতির বিরোধিতায় রাস্তায় নামে।

মোদী সরকারের প্রস্তাবিত সংস্কার নীতিতে রাষ্ট্রীয় বিমান পরিবাহী সংস্থা এয়ার ইন্ডিয়া ও তেল কোম্পানি বিপিসিএলকে বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেওয়ার পাশাপাশি বেশকিছু সরকারি ব্যাংককে একীভূত করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

শ্রমিকদের এ ধর্মঘটে ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য পশ্চিবঙ্গের কলকাতায় ট্রেন যোগাযোগ ব্যাহত হয়েছে; বেশকিছু শহরের দোকানপাট ও ব্যাংক বন্ধ ছিল।

“মোদী সরকারের নীতি অর্থনীতিতে ভয়াবহ মন্দা নিয়ে এসেছে।”

বুধবারের ধর্মঘটে অংশ নিলে সরকার শ্রমিকদের বেতন কাটা এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ‘শাস্তিমূলক ব্যবস্থা’ নেওয়ারও হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছিল।

এশিয়ার তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির এ দেশটি গত কয়েক দশকের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ মন্দা পার করছে বলে জানিয়েছে রয়টার্স।

বিদেশি বিনিয়োগে ঘাটতি এবং পণ্য ক্রয়ে চাহিদা কমতে থাকায় এ বছর দেশটির প্রবৃদ্ধির হার ৫ শতাংশের মতো হবে বলে মঙ্গলবার বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার জানিয়েছে; এ হার গত ১১ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন।

কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী টুইটারে মোদী সরকারের নীতির কড়া সমালোচনা করে বলেছে, সরকারের ভুল পদক্ষেপ ‘মারাত্মক বেকারত্ব’ সৃষ্টি ও রাষ্ট্র পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলোকে দুর্বল করেছে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নির্মাণ ও উৎপাদন খাতের লাখো শ্রমিক চাকরি হারিয়েছেন; ঋণগ্রস্ত কোম্পানিগুলো তাদের বিনিয়োগ পরিকল্পনা কাটছাঁট করতে বাধ্য হচ্ছে।

দেশটিতে গত বছর ডিসেম্বরে বেকারত্বের হার বেড়ে ৭ দশমিক ৭ শতাংশে পৌঁছে যায় বলে মুম্বাইভিত্তিক থিঙ্ক ট্যাঙ্ক সেন্টার ফর মনিটরিং ইন্ডিয়ান ইকোনমির দেয়া তথ্যে দেখা গেছে। ২০১৯ এর শুরুতেও এ হার ছিল ৭ শতাংশ।

ফুলকপি একটি শীতকালিন সবজি। ভিটামিন, মিনারেল, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও ফাইটকেমিকেলসহ বিভিন্ন পুষ্টিকর উপাদানে ভরপুর এই সবজিটি।

জেনে নিন ফুলকপির বিভিন্ন উপকারিতা;

ক্যান্সার প্রতিরোধক

ফুলকপিতে আছে এমন কিছু উপাদান যা ক্যান্সার প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে। ফুলকপির সালফোরাফেন ক্যান্সারের স্টেম সেল ধ্বংস করতে সাহায্য করে এবং বিভিন্ন ধরনের টিউমারের বৃদ্ধি প্রতিহত করে।

হৃদযন্ত্র ভালো রাখে

হৃদপিণ্ড ভালো রাখতে ফুলকপি বেশ সহায়ক। এর সালফোরাফেন উপাদান রক্ত চাপ কমায় এবং কিডনি ভালো রাখে। তাছাড়া ধমনীর ভিতরে প্রদাহ রোধ করতেও সাহায্য করে ফুলকপি।

মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য ভালো রাখে

ফুলকপিতে আছে কলিন (এটি ভিটামিন বি কমপ্লেক্স সমৃদ্ধ এক ধরনের পানিজাতীয় পুষ্টি উপাদান) ও ভিটামিন-বি, যা মস্তিষ্কের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কলিন মস্তিষ্কের কগনিটিভ প্রক্রিয়ায় সাহায্য করে। অর্থাৎ এতে স্মৃতিশক্তি বাড়ে ও দ্রুত শিখতে সাহায্য করে।

হজমে সহায়ক

ফুলকপিতে রয়েছে প্রচুর অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও সালফার-জাতীয় উপাদান। যা খাবার হজম প্রক্রিয়ায় সাহায্য করে।

তাছাড়া ফুলকপির ফাইবার খাবার হজম হতে কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

সূত্র: বিডি প্রতিদিন

ঢাকা দক্ষিণ সিটি নির্বাচনে সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগ-বিএনপির সমর্থন পাওয়া কাউন্সিলর প্রার্থীরা অঢেল সম্পদের মালিক। সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগ-বিএনপির অনেক প্রার্থীর বিরুদ্ধে রয়েছে দখল-চাঁদাবাজির অভিযোগও। অনেকের বিরুদ্ধে আগে মামলা থাকলেও রাজনৈতিক বিবেচনায় তা প্রত্যাহার করা হয়েছে। বিগত নির্বাচনে কাউন্সিলর হওয়ার পর পাল্টে গেছে অনেকের সম্পদের চিত্র।

বার্ষিক আয়ের পাশাপাশি স্থাবর-অস্থাবর সম্পদও বেড়েছে হু হু করে। এর মধ্যে অনেক প্রার্থী কোটিপতি। আবার অনেকের শিক্ষাগত যোগ্যতাও তেমন নেই।

স্বশিক্ষিতও রয়েছেন অনেকে। বাস্তবে দামি দামি গাড়ি ব্যবহার করলেও হলফনামায় গাড়ি-বাড়ির হিসাব নেই অনেক প্রার্থীর। আবার অনেক প্রার্থীর ঋণ রয়েছে। স্ত্রীর নামেও রয়েছে সম্পদের পাহাড়। দক্ষিণের প্রার্থীদের জমা দেওয়া হলফনামা বিশ্লেষণ করে এসব তথ্য পাওয়া গেছে।

সূত্রঃ বিডি প্রতিদিন

০৮ই জানুয়ারি, ২০২০

ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরে হিব্রন শহরে ফিলিস্তিনিদের মালিকানাধীন বিস্তীর্ণ একটি এলাকা গুঁড়িয়ে দিয়েছে ইহুদিবাদী সন্ত্রাসীরা।

বার্তা সংস্থা পেলেস্টাইন নিউজ এবং ইনফো এজেন্সির সূত্রে প্রকাশ, আজ বুধবার ভোরবেলা বসতি স্থাপনকারীদের নিয়ে এ ধ্বংসযজ্ঞ চালায় ইহুদিবাদী সন্ত্রাসী সেনারা। ।

ওয়াফা নিউজের এক প্রতিবেদক জানিয়েছেন, ইসরাইলি সেনারা ভোরবেলায় শহরের কয়েকজন ফিলিস্তিনি কৃষকের জমি বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দিয়েছে।

একটি জমির মালিক সমীর জাবের বলেছেন, ইসরাইলি সন্ত্রাসী সেনারা ফিলিস্তিনি বাসিন্দাদের বাড়িঘর এবং অন্তত ৫০টি ফসলি জমি নষ্ট করে দিয়েছে।

ফিলিস্তিনে আল আকসা মসজিদে নামাজরত মুসল্লিদের ওপর হামলা চালিয়েছে দখলদার ইসরাইলি ইহুদি সন্ত্রাসী সেনারা। গতকাল মঙ্গলবার (৭জানুয়ারি) সন্ধ্যায় এ হামলা চালায় তারা।

কুদস নিউজের খবরে বলা হয়েছে, আল আকসা মসজিদের হিত্তা গেইটের কাছে এক মুসল্লিকে নির্মমভাবে মারধর করা হয়। এসময় অন্যান্য মুসল্লিরা তাকে রক্ষা করতে চেষ্টা করে।

খবরে আরও বলা হয়, একজন নারী মুসল্লিকেও টেনে হিঁচড়ে মসজিদ থেকে বের করে আটক করা হয়। পুরুষ মুসল্লিরা তাকে রক্ষা করতে চেষ্টা করলেও লাভ হয়নি।

কিউএনএনের প্রতিবেদক জানিয়েছে, মঙ্গলবার মাগরিব নামাজের সময় হামলা চালায় ইসরাইলি ইহুদিরা। এদিন নারী-পুরুষ মিলিয়ে মোট ১২ জন মুসল্লিকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায় তারা।

ভারতে মুসলিম বিরোধী নাগরিকত্ব আইনের প্রতিবাদ করায় ১৯ দিন কারাভোগের পর জামিনে মুক্তি পেয়েছেন দেশটির সমাজকর্মী সাদাফ জাফর।

মঙ্গলবার (৭ জানুয়ারি) জামিনে মুক্তি পেয়ে দেশটির উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের পুলিশের ভয়াভহ অত্যাচারের বর্ণনা করেন তিনি।

সাদাফ জাফর জানান, নাগরিকত্ব আইনের প্রতিবাদে করা মিছিলে পুলিশ আমাকে গালিগালাজ করছিল। আমাকে প্রথমে একজন নারী পুলিশকর্মী চড় মারেন। তারপর মারে এক পুরুষ অফিসার। ওই পুরুষ অফিসার নিজেকে ইন্সপেক্টর জেনারেল পদমর্যাদার অফিসার বলে দাবি করেছিল। এই মালাউনই আমার পেটে লাথি মারে এবং বলে পাকিস্তানে চলে যাও।

সাদাফ জাফর আরো বলেন, এরপর হযরতগঞ্জ পুলিশ স্টেশনের জেল হেফাজতে থাকাকালীন কেউ আমার সঙ্গে দেখা করতে এলে তাকে আটকে রাখা হত। মনে হতো, আমি যেন ব্ল্যাক হোলের মধ্যে রয়েছি। জেলের মধ্যে থাকাকালীন এই ঠাণ্ডাতেও আমাকে কম্বল বা খাবার দেওয়া হয়নি।

তিনি বলেন, নাগরিকত্ব আইনের প্রতিবাদ দেখাতে গেলে বহু নিরপরাধ মানুষকে গ্রেপ্তার করে যোগী আদিত্যনাথের পুলিশ।

ওই দিন নাগরিকত্ব আইনের প্রতিবাদে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ ফেসবুক লাইভে তুলে ধরছিলেন বিক্ষোভে অংশগ্রহণকারী সাদাফ জাফর। পরে পুলিশ তাকে নির্মমভাবে অত্যাচারের পর গ্রেফতার করে। সদাফ জাফরের গ্রেপ্তারের ঘটনায় সারা ভারতে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে।

সূত্র: আনন্দবাজার

ভারতের ক্ষমতাসীন সন্ত্রাসী দল বিজেপিকে ভোট না দেয়ায় আসামের ৪২৬টি মুসলিম পরিবারকে উচ্ছেদ করার অভিযোগ উঠেছে। গত ডিসেম্বরে এ উচ্ছেদের ঘটনা ঘটে।

ডকুমেন্টিং অপ্রেশন এগেইনস্ট মুসলিম জানিয়েছে, বিজেপিকে ভোট না দেয়ায় আসামের বিশ্বনাথ জেলার ছোটিয়া বিধানসভা কেন্দ্রে ৪২৬টি পরিবারে মোট ১৮০০ মুসলিমকে বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করেছে হিন্দুত্ববাদী মালাউন প্রশাসন। গত ৬ ডিসেম্বর এ ঘটনা ঘটেছে।

স্থানীয় একটি পোর্টালের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এদের সবার নামই জাতীয় নাগরিক নিবন্ধন তালিকা তথা এনআরসিতে আছে। নিজেদের বাড়ি থেকে উচ্ছেদ হয়ে এখন তারা খোলা আকাশের নীচে দিন কাটাচ্ছে। প্রচণ্ড শীতে পরিধানের জন্য অনেকের কাছে নেই গরম পোশাক।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, সামাজিক, পলিটিকাল কিংবা কোনো মানবাধিকার কর্মী তাদেরকে একবারও দেখতে যায়নি। তাদের সামনে একটি টাকাও কেউ বাড়িয়ে দেয়নি। এদের মধ্যে এমন পরিবারও আছে, যারা দিনে কেবল একবার খেতে পায়।

উল্লেখ্য, আসামে বিদেশি সাংবাদিকদের অনুমতি ছাড়া প্রবেশ নিষেধ। তাই আসামের মুসলিমদের ওপর নির্যাতনের অনেক খবর প্রকাশ্যে আসে না। এদিকে সিএএ বিরোধী আন্দোলনের কারণে ইন্টারনেট বন্ধ বিভিন্ন জায়গায়। তাই খবরটি মিডিয়ায় আসেনি বলে মন্তব্য করেছে পোর্টালটি।

বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত নগরীর তালিকায় বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার নাম আবারও উঠে এসেছে।

ঢাকার পর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দূষিত শহরের তালিকায় রয়েছে যথাক্রমে ভারতের দিল্লি ও পাকিস্তানের করাচি শহর।

বৈশ্বিকভাবে বায়ুদূষণ পর্যবেক্ষণকারী আন্তর্জাতিক সংস্থা যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক এয়ার ভিজুয়ারের তথ্যানুযায়ী, সোমবার রাত পৌনে ৮টা নাগাদ বিশ্বের অন্যতম প্রধান শহরগুলোর মধ্যে রাজধানী ঢাকার বাতাস ছিল সবচেয়ে বেশি দূষিত।

সোমবার ঢাকার অধিকাংশ জায়গায় বাতাসের মান ছিল ভীষণ 'অস্বাস্থ্যকর'।

ঢাকাসহ দেশের বেশিরভাগ স্থানে সোমবার তাপমাত্রা কমতে শুরু করায় বাড়ে বায়ুদূষণের মাত্রা। মান খারাপ হতে শুরু করে বাতাসের।

সোমবার দেশের সবচেয়ে কম তাপমাত্রা ছিল রাজশাহীতে ৮ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল টেকনাফে ২৭ দশমিক ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

উল্লেখ্য, বিশ্বের ১০টি দেশের মধ্যে বায়ুদূষণে মৃত্যুর সংখ্যায় পঞ্চম অবস্থানে বাংলাদেশ। ২০১৭ সালে বায়ুদূষণের কারণে সারাবিশ্বে ১ লাখ ২৩ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়।

সুত্রঃ যুগান্তর

সীমান্তে বাংলাদেশি তরুণী ফেলানী হত্যার বিচার ৯ বছরেও না হওয়ার প্রতিবাদ জানিয়েছেন গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ও ট্রাস্টি ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী। তিনি বলেছেন, '৯ বছরেও ফেলানী হত্যার কোনো বিচার না হওয়া আমাদের গালে কষিয়ে চড় দেয়ার মত। ভারতীয়দের এই ব্যবহার কোনোভাবেই মেনে নেয়া যায় না।'

এসময় তিনি ভারতীয় দূতাবাসের সামনের রোড ফেলানীর নামে নামকরণ করার দাবি জানিয়ে আরও বলেন, ভারতীয়দের মনে করে দিতে হবে যে, অন্যায়কে আমরা ভুলে যাইনি।

মঙ্গলবার দুপুরে রাজধানীর জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে ‘দেশ বাঁচাও মানুষ বাঁচাও আন্দোলন’ আয়োজিত সীমান্ত হত্যা বন্ধ ও ন্যায় বিচারের দাবিতে আয়োজিত মানববন্ধনে তিনি এসব কথা বলেন।

ফেলানী হত্যার প্রসঙ্গ তুলে ধরে ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী বলেন, ভারতীয় বাহিনী ১৫ বছর বয়সী ফেলানীকে নির্মমভাবে হত্যা করে ৫ দিন সীমান্তে ঝুলিয়ে রেখেছিল। এ ঘটনার বাংলাদেশ থেকে রাষ্ট্রীয়ভাবে কোনো প্রতিবাদ জানানো হয়নি।

ভারতের পতন অনিবার্য উল্লেখ করে তিনি বলেন, জনগণের ঐক্যবদ্ধ চেষ্টা ছাড়া ভারতীয়দের এই অন্যায় অন্যায্য কর্মকাণ্ড বন্ধ করা যাবে না। ভারতের বিভক্তি আসন্ন। তাদের ধ্বংসলীলা দেখতে থাকুন।

এসময় ভাততের প্রতি সরকারের ‘নতজানু পররাষ্ট্রনীতির’ সমালোচনা করেন ডা. জাফরুল্লাহ। বলেন, আজ ভারতে যেসব ঘটনা ঘটছে বাংলাদেশে তার কোনো প্রতিবাদ নাই। সরকারের এই নতজানু ব্যবস্থাপনা ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য। যা দেশবাসীর জন্য ভয়ঙ্কর অমঙ্গল ডেকে আনবে।

কুর্মিটোলা হাসপাতাল এলাকার আশপাশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ধর্ষণের নিন্দা জানিয়ে তিনি বলেন, ‘ক্যান্টনমেন্টের ১০০ গজের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ধর্ষণের শিকার হয়েছে। সারাদেশে এমন ঘটনা ঘটছে।'

সুত্রঃ যুগান্তর

দ্বিতীয় দফায় শৈত্যপ্রবাহ বয়ে চলেছে উত্তরের জেলা পঞ্চগড়ে। সকাল-সন্ধ্যা বেড়েছে শীতের তীব্রতাও। এবার পৌষের শুরু থেকেই বেশিরভাগ সময় পঞ্চগড়ে দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বিরাজ করছে।

গতকাল সোমবার (৬ জানুয়ারি) এ জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১০ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। একদিনের ব্যবধানে আজ মঙ্গলবার তা কমে দাঁড়িয়েছে ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসে।

কয়েকদিন ধরে এ জেলায় সন্ধ্যায় শুরু হচ্ছে কুয়াশাপাত। রাত ও ভোরে ঘন কুয়াশায় ঢেকে থাকে চারপাশ। এর মধ্যেই বেশি ঠাণ্ডা অনুভূত হয়। এই সময় হিমালয়ের উত্তর পশ্চিমাঞ্চল থেকে ঠাণ্ডা বাতাসে হাত-পা অবশ হয়ে আসে। শীতের প্রকোপ বৃদ্ধিতে সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগে পড়েছে জেলার নিম্ন আয়ের খেটে খাওয়া মানুষ। তারা সময়মতো কাজে যেতে পারছেন না। প্রয়োজনীয় শীতবস্ত্রের অভাবে কষ্টে রাত কাটাচ্ছেন তারা। তাদের ঘরে অল্প কিছু শীতবস্ত্র থাকলেও তা দিয়ে শীত কাটছে না। তাই যখনি শীতের প্রকোপ বাড়ে তারা খড়কুটো জ্বালিয়ে আগুনের কাছে বসে উষ্ণতা নেন।

আজ মঙ্গলবার সূর্যের দেখা মেলে সকাল সাড়ে ৭টায়। বেলা বাড়ার সাথে সাথে তাপমাত্রাও বাড়ছে। তবে হিমালয় থেকে আসা ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে চলেছে।

তেঁতুলিয়া আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রহিদুল ইসলাম বলেন, জানুয়ারির শুরুতে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিপাতের কারণে তাপমাত্রা কিছুটা বেড়ে গিয়েছিল। বৃষ্টি থেমে যাওয়ায় আবারো বাড়ছে শীতের তীব্রতা বাড়ছে। দ্রুত তাপমাত্রা নিচের দিকে নেমে আসছে।

আজ মঙ্গলবার (৭ জানুয়ারি) দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায়। সামনে আরো তীব্র শৈত্য প্রবাহের পূর্বাভাস রয়েছে।

সুত্রঃ কালের কণ্ঠ

আগের বছরের তুলনায় ২০১৯ সালে শিশুর মৃত্যুহার, ধর্ষণ ও হত্যাচেষ্টার সংখ্যা বেড়েছে বলে জানিয়েছে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ)। ২০১৯ সালে বাংলাদেশে ৯০২ শিশু ও তরুণীকে ধর্ষণের শিকার হয়েছে। ২০১৮ সালে এ সংখ্যা ছিল ৩৫৬ জন। এ ছাড়া ২০১৯ সালে দেশে ২৮০ জন শিশু-তরুণীকে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে। এরমধ্যে নিহত হয়েছে ২৬৬ জন। আগের বছর ২০১৮ সালে নিহতের এ সংখ্যা ছিল ২২৭ জন।

আজ মঙ্গলবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া হলে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য তুলে ধরে সংগঠনটি। বছরজুড়ে সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিভিন্ন তথ্য-উপাত্তকে উৎস করে এ তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে বলে সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়।

সংবাদ সম্মেলনে ফাউন্ডেশনটি জানায়, ২০১৯ সালে দেশে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক শিশু অর্থাৎ ৯৮৬ শিশু নিহত হয়েছে বিভিন্ন দুর্ঘটনায়। এর মধ্যে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর সংখ্যা ৫৫৩ এবং পানিতে ডুবে মারা গেছে ২৫২টি শিশু। এ ছাড়া ধর্ষণ, ধর্ষণচেষ্টা, হত্যা, অপহরণ, নিখোঁজ ও নির্যাতনের শিকার হয়ে মারা গেছে আরো ৩৬১ জন শিশু।

সংগঠনটি জানায়, গেল বছর ১৩ থেকে ১৮ বছর বয়সী শিশু-তরুণীরাই ধর্ষণের শিকার হয়েছে সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ শতকরা ৪৮ ভাগ, ৭ থেকে ১২ বছর বয়সী ৩৯ শতাংশ। সর্বোচ্চ সংখ্যক ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ঢাকা জেলায়, দ্বিতীয় অবস্থানে আছে নারায়ণগঞ্জ এবং তৃতীয় ও চতুর্থ অবস্থানে যথাক্রমে ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা জেলা।

এমজেএফ জানায়, গেল বছর যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে ৯৩ জন শিশু। যার মধ্যে ১৩ থেকে ১৮ বছর বয়সীর সংখ্যাই বেশি। ২০১৮ সালে এ সংখ্যা ছিল ৭৭ জন।

সংগঠনটির জরিপে উঠে আসে, ২০১৯ সালে হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে ৩২৯ জন শিশু। এর মধ্যে মারা গেছে ২৬৬ জন এবং আহত হয়েছে ৬৩ জন। ২০১৮ সালে হত্যাকাণ্ডের শিকার হওয়ার সংখ্যা ছিল ২৭৬ জন। এর মধ্যে মারা গিয়েছিল ২২৭ জন এবং আহত হয়েছিল ৪৯ জন। এসব হত্যাকাণ্ড ১৩ থেকে ১৮ বছর বয়সীদের সংখ্যাই বেশি।

সুত্রঃ কালের কণ্ঠ

সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের হাতে মারধর ও লাঞ্ছনার শিকার হয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. জোবাইদা নাসরীন। এ ঘটনায় গতকাল সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, শিক্ষক সমিতির সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকসহ হলের প্রাধ্যক্ষ বরাবর লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন তিনি।

রবিবার সন্ধ্যায় বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলে এ ঘটনা ঘটে বলে দাবি করেন ওই হলের সহকারী আবাসিক শিক্ষক জোবাইদা নাসরীন।

অধ্যাপক জোবাইদা নাসরীন কালের কণ্ঠকে বলেন, 'হলের আবাসিক শিক্ষক হিসেবে কোনো ছাত্রী আক্রান্ত হলে সবার আগে তাকে রক্ষা করা আমাদের প্রধান দায়িত্ব। ৫ তারিখ রাতে সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের দুই পক্ষের মারামারির ঘটনা শুনে এক শিক্ষার্থীকে বাঁচাতে গিয়ে মারধরের শিকার হয়েছি। আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে। আমি হাতে আঘাত পেয়েছি।'

'আমি বিভিন্ন সময়ে কেন সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের সমালোচনা করেছি প্রশ্ন তোলেন ওই হল শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি বেনজির হোসেন নিশি। প্রথমে আমাকে চুল টেনে ফেলে দেয়। পরবর্তীতে আমার গায়ে হাত তুলেছে। এরপরও আমি বলেছি আমি বেঁচে থাকা পর্যন্ত কোনো মেয়ের গায়ে হাত দিতে পারবে না। এই ঘটনায় উপাচার্যের কাছে লিখিত অভিযোগ দিয়েছি।'

জোবাইদা নাসরীন বলেন, 'ঘটনাটির সূত্রপাত হয়েছে জানুয়ারির তিন তারিখ রাতে। সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীকে কেন্দ্র করে শাড়ি দেওয়া-নেওয়া নিয়ে। সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের বর্তমান সেক্রেটারি রওনক এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট সালসাবিলের মধ্যে হাতাহাতি হয়। সেই ঘটনা আমাদের প্রভোস্টকে জানানো হয়। ওই সময় আমি অসুস্থ থাকায় আমাদের কিচেন হাউজস্টেট ওখানে যায়। তখন সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের প্রেসিডেন্ট নিশি বলেন মীমাংসা হয়ে গেছে।'

'তারপর গত পরশুদিন রবিবার (০৫ জানুয়ারি) রাতে হল থেকে আমাকে জানানো হয় হলে দুই পক্ষ মারামারি করছে। আমরা খবর পেয়ে গিয়ে দেখি দুপক্ষের একদফা মারামারি হেয়ে গেছে। তখন সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের প্রেসিডেন্ট-সেক্রেটারি আমাদের রুম থেকে বের করে দিলেন। বললেন আমরা মিটিং করে মীমাংসা করে নিবো। আমরা বাইরে দেখে বুঝতে পারছিলাম সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের সঙ্গে যাদের মারামারি হয়েছে তাদের দুইটা মেয়েকে তারা মারবে। শিক্ষক হিসেবে তাদের সেভ করা আমাদের দায়িত্ব। আমরা তখনই নিচে নামলাম, দেখি একটি মেয়েকে রুম থেকে মারতে মারতে বের করে নিয়ে আসছে। আমি তাকে জড়িয়ে ধরলাম। আমি তখন বললাম, তোমরা কেউ গায়ে হাত দিবানা, গায়ে হাত দিলে শাস্তি দিবো। তখন মেইনগেট বন্ধ করে দিয়ে মেয়েটিকে মারা শুরু করে, সে সময় আমাকেও চুল ধরে মাটিতে

ফেলে দেয়। কয়েকজন মিলে আমাকে আক্রমণ করে। কেউ চুলে ধরে, কেউ আমাকে খামচি দেয়।'

ঘটনার সুষ্ঠু বিচার দাবি করে তিনি বলেন, তাদের মারধরের কারণে আমার ঘাড় ফুলে গেছে এবং আমার পায়ে প্রচণ্ড ব্যথা। আমি চিকিৎসা নিচ্ছি।

তিনি আরো বলেন, শিক্ষক হিসেবে আমার কাছে সব ছাত্রছাত্রী সমান। কে ছাত্রলীগ, ছাত্রদল ছিলো সেটা আমি বলতে চাইনা। আমাদের দায়িত্ব কোন ছাত্রীকে আক্রমণ করলে তাকে যেমন উদ্ধার করা, তেমনি আমাকে কেউ আক্রমণ করলে দল-মত নির্বিশেষে তার বিচার চাওয়া। এবং আমি সুষ্ঠ বিচার চাই।

সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে শাড়ি বিতরণ নিয়ে গত রবিবার রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলে দুপক্ষে মারামারির ঘটনা ঘটে। এতে সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের হল সংসদের বহিঃক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক পাপিয়া আক্তার, হল সংসদের সমাজসেবা সম্পাদক ইসরাত জাহান ইতি ও মিলি রাণী আহত হন।

চতুর্মুখী সংকট চলছে তৈরি পোশাকশিল্পে। রপ্তানিতে ধস নেমেছে। গেল ছয় মাসে রপ্তানির নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি ঠেকেছে ৬ দশমিক ২১ শতাংশে। জানা গেছে, এ খাতের উদ্যোক্তারা শিল্পের উন্নয়নে বিপুল অর্থ খরচ করছেন।

কিন্তু ক্রেতাদের কাছে পণ্যের বাড়তি দাম পাচ্ছেন না। সংকটপূর্ণ পরিস্থিতি মোকাবিলা করছেন উদ্যোক্তারা। নিজেদের মধ্যেও চলছে অসুস্থ প্রতিযোগিতা।

সব মিলিয়ে পোশাকশিল্প প্রতিযোগিতা সক্ষমতা হারিয়েছে।এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুত ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ) সভাপতি ড. রুবানা হক বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন,'আমরা প্রতিযোগিতা সক্ষমতার জায়গাটা হারিয়ে ফেলেছি। ফলে রপ্তানি কমে গেছে। উদ্যোক্তারা বিপুল অর্থ ব্যয় করলেও বাড়তি দাম পাচ্ছেন না। ' পরিস্থিতি মোকাবিলায় পণ্য রপ্তানিতে প্রতিযোগী দেশের সঙ্গে পাল্লা দিতে ডলারের বিপরীতে টাকার অবমূল্যায়ন প্রয়োজন

বলেও মত দেন রপ্তানি খাতের এই শীর্ষ নেতা। তথ্যমতে, দেশের মোট রপ্তানি আয়ে পোশাকশিল্পের অবদান ৮৪ শতাংশ।

ফলে পোশাকশিল্পের রপ্তানির তথ্য-উপাত্তে ফুটে ওঠে দেশের পুরো রপ্তানিচিত্র। জানা গেছে, পোশাকশিল্পে এখন ভয়াবহ বিপর্যয় চলছে। অসম প্রতিযোগিতায় অসহায় হয়ে পড়েছেন উদ্যোক্তারা। অর্ডার কমিয়ে দিচ্ছেন ক্রেতারা। বিশ্বব্যাপী চলছে মূল্য নিয়ে যুদ্ধ। সর্বশেষ মধ্যপ্রাচ্যে নতুন যুদ্ধের দামামা শুরু হওয়ায় বিশ্ব অর্থনীতিতে আরেক বড় ধাক্কার আশঙ্কা করছেন বাংলাদেশের রপ্তানিকারকরা। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) দেওয়া ৫ জানুয়ারির হালনাগাদ প্রতিবেদন বলছে, চলতি ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাস বা গত ছয় মাসে পোশাকপণ্যে রপ্তানি কমেছে ৬ দশমিক ২১ শতাংশ। এই কম আয় এ সময়ের রপ্তানি বৃদ্ধির হারের তুলনায় বেশি। এই সময়ে রপ্তানি কমেছে ৫ দশমিক ৮৪ শতাংশ। লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় রপ্তানি কম হয়েছে ১২ দশমিক ৭৭ শতাংশ। একক খাত পোশাকের আয় লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় কম হয়েছে ১৩ দশমিক ৭৪ শতাংশ। মোট ১ হাজার ৬০২ কোটি মার্কিন ডলারের পোশাক রপ্তানি হয়েছে ছয় মাসে, গত অর্থবছরের একই সময়ে যার পরিমাণ ছিল ১ হাজার ৭০৮ কোটি ডলার। অর্থাৎ গত ছয় মাসে পোশাক রপ্তানি কমেছে ১০৬ কোটি ডলার। জানা গেছে, দীর্ঘ সময় ধরে বিশ্বজুড়ে দ্বিতীয় পোশাক রপ্তানিকারক দেশের খ্যাতি হারানোর পথে রয়েছে বাংলাদেশ। এই হার হতে পারে বাংলাদেশের বড় প্রতিযোগী বিশ্বের তৃতীয় পোশাক রপ্তানিকারক ভিয়েতনামের কাছে। জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ১০ মাসে বিদেশি ক্রেতাদের ক্রয়াদেশ কমে যাওয়ায় শ্রমিকদের বেতন-ভাতা, মজুরি এবং অফিসের ব্যয় বহন করতে না পারায় অর্ধশতাধিক কারখানা শুধু বন্ধ হয়নি, চাকরি হারিয়েছেন হাজার হাজার শ্রমিক। কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার মধ্যে বড় সমস্যা আর্থিক অসচ্ছলতা। এখন প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে কষ্ট হচ্ছে। অনেক কারখানার মালিকরা ঠিকভাবে দরকষাকষি করতে পারছেন না পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে। অনেকে আবার অতিরিক্ত বিনিয়োগ করে আসছেন। ফলে বর্তমানে তৈরি পোশাক খাতে চরম দুরবস্থা চলছে। একের পর এক ক্ষুদ্র ও মাঝারি কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এটা তারা সামাল দিতে পারছেন না।

এর আগে চলতি অর্থবছরের রপ্তানি আয়ের চিত্র পর্যালোচনা করে বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি গত বছর ২৮ নভেম্বর অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামালকে চিঠি দিয়েছেন। পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে ওই চিঠিতে বলা হয়, চলতি অর্থবছর শেষে আয়ের প্রবৃদ্ধি গত

অর্থবছরের চেয়েও কমতে পারে। পোশাকশিল্পের এ পরিস্থিতির জন্য ডলারের বিপরীতে বাংলাদেশি মুদ্রার শক্তিশালী অবস্থান দায়ী। চিঠিতে বলা হয়, চলতি অর্থবছর পোশাক খাতে রপ্তানি আয়ের প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ১১ দশমিক ৯ শতাংশ। প্রথম চার মাসে রপ্তানি কমেছে ৬ দশমিক ৬৭ শতাংশ। ডিসেম্বর পর্যন্ত মন্থর ধারা অব্যাহত থাকতে পারে। মূল্যভিত্তিক প্রতিযোগিতায় অন্যদের সঙ্গে টিকে থাকতে না পারার কারণেই বাংলাদেশে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। চিঠিতে বলা হয়, চলতি অর্থবছর পোশাক খাতের রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা ৩ হাজার ৮২০ কোটি ডলার। তবে রপ্তানি হবে ৩ হাজার ১৯০ কোটি ডলার। অর্থবছর শেষে ৭ শতাংশ নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি হবে।

বিজিএমইএর তথ্য অনুযায়ী, বিগত ২০০৯-১০ থেকে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ৯৬ শতাংশ বা ১২ বিলিয়ন ডলার। ২০১৪-১৫ থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ৩৪ শতাংশ বা ৮ দশমিক ৬ বিলিয়ন ডলার। দেখা যাচ্ছে, প্রতিনিয়ত এ খাতের প্রবৃদ্ধি কমছে। বিগত পাঁচ বছরে (২০১৪-২০১৮) যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ৭ দশমিক ৪ শতাংশ ও ইউরোপের বাজারে ৩ দশমিক ৬৪ শতাংশ পোশাকের দর পতন হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব কমার্সের আওতাধীন অফিস অব টেক্সটাইল অ্যান্ড অ্যাপারেলের (অটেক্সা) তথ্যমতে, যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে পোশাক রপ্তানির প্রবৃদ্ধিতে ভিয়েতনাম অন্য সবার চেয়ে এগিয়ে রয়েছে।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) ওয়ার্ল্ড ট্রেড স্ট্যাটিসটিকস রিভিউ-২০১৯ প্রতিবেদনে বলা হয়, গত বছর ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ), চীন, বাংলাদেশ, ভিয়েতনাম, ভারত, তুরস্ক, হংকং, ইন্দোনেশিয়া, কম্বোডিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র ৪২ হাজার ১০০ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে, যা মোট রপ্তানির ৮৩ দশমিক ৩ শতাংশ। এর মধ্যে সর্বোচ্চ ১৫ হাজার ৮০০ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি করেছে চীন। বিশ্ববাজারে দেশটির হিস্যা ৩১ দশমিক ৩ শতাংশ। চীনের পরই একক দেশ হিসেবে পোশাক রপ্তানিতে শীর্ষস্থানে আছে বাংলাদেশ ও ভিয়েতনাম। বাংলাদেশ ৩ হাজার ২৯২ কোটি এবং ভিয়েতনাম ৩ হাজার ২০০ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি করেছে। উভয় দেশের বাজার হিস্যা প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছে। গত বছর ১০ শীর্ষ রপ্তানিকারকের মধ্যে বাংলাদেশের বাজার হিস্যা ছিল ৬ দশমিক ৪ শতাংশ। অন্যদিকে ভিয়েতনামের বাজার হিস্যা বেড়ে হয়েছে ৬ দশমিক ২ শতাংশ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ধর্ষণের ঘটনায় বিক্ষোভে উত্তাল ছিল ঢাবি ক্যাম্পাস। 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' প্ল্যাকার্ড হাতে হাজার হাজার শিক্ষার্থী রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ করেন সকাল থেকেই। ঢাবির এ বিক্ষোভের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন স্থানে। মহাখালী, শাহবাগ, কুর্মিটোলাসহ বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ করেন বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী ও বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের কর্মীরা।

দিনভর শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ সমাবেশ, মিছিল, অবরোধ ও অনশন করে ধর্ষণের প্রতিবাদ ও ধর্ষকের দ্রুত বিচারের দাবি জানিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, হাসপাতালসূত্র ও ভুক্তভোগীর সহপাঠীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, রবিবার বিকাল সাড়ে ৫টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ক্ষণিকা' পরিবহনের দোতলা বাসে (ঢাবি-টঙ্গী রুট) বাড়ি ফিরছিলেন ওই ছাত্রী।

সন্ধ্যা ৭টার দিকে কুর্মিটোলায় বাস থেকে নেমে যাওয়ার পর তাঁকে পেছন থেকে মুখ চেপে ধরে নির্জন স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে তাঁকে শারীরিক আঘাত করা হয়। এক পর্যায়ে অচেতন অবস্থায় ধর্ষণ করা হয়। রাত ১০টার দিকে চেতনা ফেরার পর তিনি সিএনজিচালিত অটোরিকশা নিয়ে বান্ধবীর বাসায় যান। বান্ধবীকে ঘটনা জানালে তাঁর অন্য সহপাঠীদের সাহায্যে তাঁকে হাসপাতালে নেওয়া হয়।

আর এ ঘটনা ছড়িয়ে পড়তেই বিক্ষোভে ফেটে ওঠে ক্যাম্পাস।

দিনভর উত্তাল ক্যাম্পাস : ধর্ষণের প্রতিবাদে সকাল থেকেই বিক্ষোভে ফেটে পড়ে পুরো বিশ্ববিদ্যালয়। পরে দুই সহস্রাধিক শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে একটি মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

সুত্রঃ বিডি প্রতিদিন

দিল্লির জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ওপর মুখোশ পরে হামলার ঘটনায় উত্তাল ভারত। রবি ও সোমবার এ ঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষোভ আন্দোলন হয়েছে ভারতজুড়ে। খবর হিন্দুস্তান টাইমস এর।

জানা গেছে, রবিবার রাতে দিল্লির জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হোস্টেলে ঢুকে হামলায় বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের সভাপতি ঐশী ঘোষসহ ৩০ শিক্ষার্থী ও ১২ শিক্ষক আহত হয়েছে।

তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন রক্তাক্ত জখমও হয়েছে।

এই ঘটনায় অভিযোগের আঙুল উঠেছে হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী বিজেপির ছাত্র সংগঠন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের (এবিভিপি) দিকে। একই সঙ্গে গোটা ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর জগদীশ কুমারও জড়িত বলে অভিযোগ ছাত্রছাত্রীদের।

টুইটারে এর প্রতিবাদে টুইঙ্কেল খান্না লিখেছেন, ভারত, যেখানে গরুর সম্মান করা হয়, তাদের বেশি নিরাপত্তা দেওয়া হয়। কিন্তু ছাত্রদের কোনও সম্মান কিংবা সুরক্ষা নেই। এখন তো দেশে আন্দোলন করলেও জোর করে থামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে, কিন্তু এইভাবে কোনও আন্দোলনকে থামানো যাবে না। এতে দেশে আরও অস্থিরতা ছড়াবে, আরও বেশি হরতাল হবে, মানুষ আরও বেশি সংখ্যায় রাস্তায় নামবে।

সুত্রঃ বিডি প্রতিদিন

জম্মু-কাশ্মীরে সন্দেহভাজন অজ্ঞাত ৩ গেরিলার সন্ধান পেতে যৌথবাহিনীর চারশো'র বেশি সন্ত্রাসী দিয়ে তল্লাশি চালাচ্ছে।

সম্প্রতি পাকিস্তানি ভূখণ্ড থেকে নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর ভারতীয় এলাকায় ২ ভারতীয় সেনা সন্ত্রাসীকে হত্যা করেছিল স্বাধীনতাকামীরা। এরপর থেকে তাদের সন্ধানে সাত দিন ধরে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

কালা দাব্বারের বনভূমি এলাকায় সেনাবাহিনী, আধাসামরিক বাহিনী সিআরপিএফ ও পুলিশের সন্ত্রাসীরা গোটা এলাকা ঘিরে ফেলে তল্লাশির নামে হয়রানিমূলক অভিযান শুরু করেছে। ওই তল্লাশি অভিযানে চারশো'র বেশি সন্ত্রাসী শামিল হয়েছে।

সূত্র: ইনসাফ

পুলিশের গাড়িতে পিষে কিশোরের মৃত্যু ঘিরে গতকাল জনতা-পুলিশ সংঘর্ষে উত্তাল হয়ে উঠেছিল শ্রীনগরের নওগাম এলাকা। নিষেধাজ্ঞার কবলে থাকা কাশ্মীরে নতুন বছরে এই প্রথম বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে জড়াল জনতা। তাতে মালাউন সন্ত্রাসীদের হামলায় এক মহিলাসহ চার জন আহত হয়েছেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, গতকাল সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ নওগাম এলাকায় জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের একটি গাড়িতে পিষে মৃত্যু হয় তেহসিন নাজ়ির নামে বছর ষোলোর এক কিশোরের। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, পুলিশ ওই কিশোরের দেহ তাঁদের হাতে তুলে দিতে রাজি না হওয়ায় ক্ষুব্ধ হন বাসিন্দারা। ব্যারিকেড বসিয়ে রাস্তা বন্ধ করে দেন তাঁরা। তার পর সারা দিন ধরেই পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ চলে। তাতে এক মহিলা-সহ চার জন আহত হন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন বছর বাষট্টির ব্যবসায়ী মুহম্মদ ইউসুফও। তাঁর হাঁটুর উপরে কাঁদানে গ্যাসের শেল বিঁধে যায়।

তেহসিনের বাবা আহমেদ নাজ়ির, তাঁর স্ত্রী ও মায়ের কাছে অবশ্য তদন্তের মূল্য নেই। যে স্কুলে তেহসিন পড়ত সেই স্কুলেরই কর্মী আহমেদ। তাঁর বক্তব্য, "আমার চোখের মণিকে ওরা ছিনিয়ে নিল। পুলিশের গাড়ি

পুলিশের গাড়িতে পিষে কিশোরের মৃত্যু ঘিরে গতকাল জনতা-পুলিশ সংঘর্ষে উত্তাল হয়ে উঠেছিল শ্রীনগরের নওগাম এলাকা। নিষেধাজ্ঞার কবলে থাকা কাশ্মীরে নতুন বছরে এই প্রথম বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে জড়াল জনতা। তাতে মালাউন সন্ত্রাসীদের হামলায় এক মহিলাসহ চার জন আহত হয়েছেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, গতকাল সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ নওগাম এলাকায় জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের একটি গাড়িতে পিষে মৃত্যু হয় তেহসিন নাজ়ির নামে বছর ষোলোর এক কিশোরের। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, পুলিশ ওই কিশোরের দেহ তাঁদের হাতে তুলে দিতে রাজি না হওয়ায় ক্ষুব্ধ হন বাসিন্দারা। ব্যারিকেড বসিয়ে রাস্তা বন্ধ করে দেন তাঁরা। তার পর সারা দিন ধরেই পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ চলে। তাতে এক মহিলা-সহ চার জন আহত হন। তাঁদের মধ্যে

রয়েছেন বছর বাষট্টির ব্যবসায়ী মুহম্মদ ইউসুফও। তাঁর হাঁটুর উপরে কাঁদানে গ্যাসের শেল বিঁধে যায়।

তেহসিনের বাবা আহমেদ নাজ়ির, তাঁর স্ত্রী ও মায়ের কাছে অবশ্য তদন্তের মূল্য নেই। যে স্কুলে তেহসিন পড়ত সেই স্কুলেরই কর্মী আহমেদ। তাঁর বক্তব্য, "আমার চোখের মণিকে ওরা ছিনিয়ে নিল।পুলিশের গাড়িতে পিষে কিশোরের মৃত্যুর কথা শুনেছিলাম। সেখানে ভিড়ও হয়েছিল। আমি পাশ কাটিয়ে স্কুলে চলে গেলাম। পরে তেহসিনের স্কুল ব্যাগ থেকে পাওয়া নোটবুকে তার নাম দেখে এক জন আমাকে মোবাইলে ফোন করেন। ওর দেহও এখনও পাইনি।" আহমেদের এক আত্মীয়ার দাবি, তেহসিনের 'গাড়িতে পিষে মারা'র পরে পুলিশ তাঁদের বাড়িঘরও ভাঙচুর করেছে।

০৭ই জানুয়ারি, ২০২০

কথিত মুসলিম বিরোধী নাগরিকত্ব আইনের প্রতিবাদে যখন উত্তাল হয়েছে দেশ তাঁর কিছুদিনের মধ্যেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বক্তব্যর উল্টোসুরেই প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছে, এনআরসি নিয়ে এখনও কোনও আলোচনাই হয়নি। এদিকে সেই 'বিতর্কিত এনআরসি' নিয়েই গত রবিবার রাজ্যে পুস্তিকা প্রকাশ করল বাংলার পদ্ম শিবির। সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন সম্পর্কে দেশব্যাপী বিরোধীরা যা প্রচার করছে সেই "ভুল তথ্য দূরীকরণ" করতে দলের প্রচারের অংশ হিসাবেই প্রকাশিত হল এই সিএএ সমর্থিত পুস্তিকা। পরবর্তীতে যে এনআরসি লাগু হবেই, তাও উল্লেখ করা হয়েছে বইটিতে।

তাৎপর্যপূর্ণভাবে, হিন্দি এবং বাংলা এই দুটি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে পুস্তিকা। বাংলা পুস্তিকাটিতে এনআরসির উল্লেখ থাকলেও হিন্দিতে তা নেই। 'বাংলায় এনআরসি হবে না' স্পষ্টত জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই পুস্তিকা প্রকাশ করে কী তারই পাল্টা দিল বিজেপি, ওয়াকিবহাল মহলের এমনটাই মত। ২৩ পাতার পুস্তিকাটির একদম শেষের পৃষ্ঠায় লেখা, "এর পর কি তবে এনআরসি হবে? কতটা প্রয়োজন সেটা? যদি এনআরসি হয়

তবে আসামের মতো হিন্দুদেরও কী আটক কেন্দ্রগুলিতে যেতে হবে? উত্তরে লেখা আছে, ” হ্যাঁ, এর পরে এনআরসি কার্যকর করা হবে। অন্তত কেন্দ্রীয় সরকারের মনোভাব সেই রকম। তবে হিন্দি ভাষায় কিন্তু উল্লেখ নেই এনআরসি।

তৃণমূল মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন, “এখন ব্যাগ থেকে বিড়াল বেরিয়ে এসেছে। বিজেপির নীতির সত্যতা বেরিয়ে এসেছে সামনে। আমরা প্রথম থেকেই বলে আসছি যে প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা এনআরসি নিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। দেশ ও রাজ্যের মানুষ তাঁদের উপযুক্ত উত্তর দেবেন।”

Source: IE Bangla

বহুল আলোচিত ফেলানী খাতুন হত্যার ৯ বছর পূর্তি ৭ জানুয়ারি। দীর্ঘসূত্রিতার মধ্যদিয়ে ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টে চলছে তার বিচারিক কার্যক্রম। ২০১১ সালের এই দিনে ভারতীয় মালাউন সীমান্তসন্ত্রাসী বিএসএফ’র গুলিতে নির্মম হত্যার শিকার ফেলানীর মৃতদেহ কাটাতারে ঝুলে ছিল দীর্ঘ সাড়ে ৪ ঘন্টা।

প্রতিবাদী হয়ে উঠেছিল গণমাধ্যমসহ বিশ্ব মানবাধিকার সংস্থাগুলো। তীব্র সমালোচনার মুখে পরতে হয় ভারতকে। ফেলানীর পরিবার এখনো বুক বেঁধে আছে ন্যায় বিচারের আশায়।

জানা যায়, কাজের সন্ধানে অবৈধভাবে মেয়েকে নিয়ে ভারতে পারি জমিয়েছিল ফেলানী খাতুন ও তার বাবা নুরুল ইসলাম নুরু। সেখানে কয়েক বছর থাকার পর কিশোরী মেয়েকে নিজ দেশে বিয়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছিলেন।

সেদিন ছিল ২০১১ সালের ৭ জানুয়ারি শুক্রবার। ভোর ৬টার দিকে ফুলবাড়ি উপজেলার অনন্তপুর সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশের চেষ্টা করেন বাবা ও মেয়ে। বাবা নুরুল হক কাটাতারের বেড়া ডিঙিয়ে পার হতে পারলেও মেয়ে ফেলানী কাটাতারে উঠতেই ভারতীয় বিএসএফ সদস্য মালাউন অমিয় ঘোষ গুলি চালালে কাটাতারেই ঢলে পরে ফেলানীর নিথর দেহ।

সেখানে সাড়ে ৪ ঘন্টা ঝুলে থাকার পর তার লাশ নিয়ে যায় বিএসএফ। এই ঘটনায় বিশ্বব্যাপী তোলপাড় শুরু হলে ৩০ ঘন্টা পর বিজিবি'র কাছে লাশ হস্তান্তর করে বিএসএফ। দীর্ঘ ৯ বছর পেরিয়ে গেলেও আজো ফেলানী হত্যার ন্যায় বিচার সম্পন্ন হয়নি। সর্বশেষ ২০১৮ সালের ২৫ জানুয়ারি শুনানীর দিন ধার্য করা হলেও তা বারবার পিছিয়ে দেয়া হয়।

দীর্ঘদিন ধরে ফেলানী হত্যার ন্যায় বিচার না হওয়ায় পরিবারসহ হতাশ স্বজনরাও। ২০১৭ সালের ২৫ অক্টোবর শুনানীর পর ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টে বারবার তারিখ পিছিয়ে যায়। ফলে থমকে গেছে ফেলানী খাতুন হত্যার সুষ্ঠু বিচার ও ক্ষতিপুরণের দাবি।

ফেলানীর বাবা নুরুল ইসলাম নুরু ও মা জাহানারা বেগম জানান, "ভারতীয় সর্বোচ্চ আদালতে ফেলানী হত্যার বিচারিক কার্যক্রম ঝুঁলে থাকায় আমরা হতাশ। আমরা ন্যায় বিচারের জন্য দীর্ঘ ৯ বছর ধরে অপেক্ষা করছি।"

সূত্র: এশিয়ান মেইল ২৪

গত কয়েক মাসে ভারত থেকে বাংলাদেশে যেসব অনুপ্রবেশের ঘটনা জনসম্মুখে প্রকাশ পেয়েছে তা শৈলশিখরে একবিন্দু বরফের মতো। নভেম্বরে এদের সংখ্যা ৪৫০ জনের মতো উল্লেখ করা হয়। কিন্তু এনআরসি ভীতির কারণে অবৈধ ঘোষিত হাজার হাজার 'অবৈধ' ভারতীয়ের এখন বাংলাদেশ অভিমুখে ছুটে যাওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। গোয়েন্দা ও অন্যান্য সূত্র এই ইংগিত দিয়েছে। এছাড়া নিয়মিত স্বল্প-আকারে পুশব্যাকের ঘটনা তো ঘটছেই।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের গোয়েন্দা সূত্রগুলো জানায়, গত কয়েক সপ্তাহ ধরে শুধু ২৪ পরগরনার সীমান্ত দিয়ে প্রতিদিন ২০০'র মতো মানুষ বাংলাদেশে প্রবেশ করছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার শিথিল সীমান্ত পথের পাশাপাশি নদীয়া জেলার সীমান্ত দিয়েও বিপুল সংখ্যক মানুষ বাংলাদেশে প্রবেশ করছে। এরা বেঙ্গালুরু, মুম্বাই ও দিল্লি থেকে আসছে। এদের অনেকের কাছে ভারতীয় রেশন কার্ড ও আধার কার্ড রয়েছে। এমনকি অনেকের কাছে ভারতীয় ভোটার আইডি কার্ডও রয়েছে।

পাসপোর্টবিহীন লোকজনকে সীমান্ত পারাপারকারী চক্রের সঙ্গে জড়িত উত্তর ২৪ পরগনাভিত্তিক এক দালাল এই পত্রিকাকে বলেন যে গত দুই মাসে তারা সীমান্তের ওপারে [বাংলাদেশে] প্রায় ৫,০০০ মানুষ পাচার করেছে। বেশ কয়েক বার এমন সংখ্যক মানুষ পাচার করা হয়েছে।

এই কাজের জন্য ক্লায়েন্টপ্রতি, যাদেরকে ধুর বলা হয়, তাদের ঘাটমালিক (দালাল) ফিও বাড়ানো হয়েছে। কয়েক মাস আগে একজনকে বাংলাদেশে পাঠানোর জন্য ৪,০০০ রুপি নেয়া হতো। তিনি বলেন, যখন বাঙ্গালুরু থেকে লোকজন আসা শুরু করে তখন থেকে ৫,০০০ রুপি করে ফি নেয়া শুরু হয়। তবে সীমান্তে নজরদারি বেড়ে গেলে (খারাপ হলে) ফি নেয়া হয় ৬,০০০ রুপি। এখন সীমান্তের অবস্থা আসলেই খারাপ।

এই পাল্টা অভিবাসনের ব্যাপারে ভারতীয় সীমান্ত সন্ত্রাসী বাহিনী (বিএসএফ)-এর পক্ষ থেকে কিছু বলা হয়নি। তবে সূত্রগুলো জানায় যে ভারতে বসবাসরত অবৈধ বাংলাদেশীদের পুশব্যাক করা হচ্ছে। ২৯ ডিসেম্বর বিএসএফ ও বাংলাদেশ সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিজিবি)'র যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে বিজিবি'র ডিজি সাফিনুল ইসলাম বলেন: আমরা নিয়মিত অনুপ্রবেশকারীদের আটক করছি। এরা বাংলাদেশী, যারা অনিচ্ছাকৃতভাবে বা কাজের জন্য ভারতে গিয়েছিলো। সব মিলিয়ে নভেম্বর থেকে বিজিবি ৪৪৬ ব্যক্তিকে আটক করেছে বলে ইসলাম জানান। এই কর্মকর্তা আরো বলেন, এরা আমাদের কাছে তাদের তিক্ত অভিজ্ঞতাগুলো বর্ণনা করেছে। একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের কর্মিরা রাতের বেলা বাড়ি বাড়ি গিয়ে দরজা ভেঙ্গে তাদেরকে হুমকি দিয়েছে এবং মারপিট করেছে। প্রশাসন বা পুলিশের কাছ থেকে তারা কোন সহায়তা পায়নি বলে জানিয়েছে।

সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া

- বহুল আলোচিত ফেলানী খাতুন হত্যার ৯ বছর পূর্তি ৭ জানুয়ারি। দীর্ঘসূত্রিতার মধ্যদিয়ে ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টে চলছে তার বিচারিক কার্যক্রম। ২০১১ সালের এই দিনে ভারতীয় মালাউন সীমান্তসন্ত্রাসী বিএসএফ'র গুলিতে নির্মম হত্যার শিকার ফেলানীর মৃতদেহ কাটাতারে ঝুলে ছিল দীর্ঘ সাড়ে ৪ ঘন্টা।

প্রতিবাদী হয়ে উঠেছিল গণমাধ্যমসহ বিশ্ব মানবাধিকার সংস্থাগুলো। তীব্র সমালোচনার মুখে পরতে হয় ভারতকে। ফেলানীর পরিবার এখনো বুক বেঁধে আছে ন্যায় বিচারের আশায়।

জানা যায়, কাজের সন্ধানে মেয়েকে নিয়ে ভারতে পারি জমিয়েছিল ফেলানী খাতুন ও তার বাবা নুরুল ইসলাম নুরু। সেখানে কয়েক বছর থাকার পর কিশোরী মেয়েকে নিজ দেশে বিয়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছিলেন।

সেদিন ছিল ২০১১ সালের ৭ জানুয়ারি শুক্রবার। ভোর ৬টার দিকে ফুলবাড়ি উপজেলার অনন্তপুর সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশের চেষ্টা করেন বাবা ও মেয়ে। বাবা নুরুল হক কাটাতারের বেড়া ডিঙিয়ে পার হতে পারলেও মেয়ে ফেলানী কাটাতারে উঠতেই ভারতীয় বিএসএফ সদস্য মালাউন অমিয় ঘোষ গুলি চালালে কাটাতারেই ঢলে পরে ফেলানীর নিথর দেহ।

সেখানে সাড়ে ৪ ঘন্টা ঝুলে থাকার পর তার লাশ নিয়ে যায় বিএসএফ। এই ঘটনায় বিশ্বব্যাপী তোলপাড় শুরু হলে ৩০ ঘন্টা পর বিজিবি'র কাছে লাশ হস্তান্তর করে বিএসএফ। দীর্ঘ ৯ বছর পেরিয়ে গেলেও আজো ফেলানী হত্যার ন্যায় বিচার সম্পন্ন হয়নি। সর্বশেষ ২০১৮ সালের ২৫ জানুয়ারি শুনানীর দিন ধার্য করা হলেও তা বারবার পিছিয়ে দেয়া হয়।

দীর্ঘদিন ধরে ফেলানী হত্যার ন্যায় বিচার না হওয়ায় পরিবারসহ হতাশ স্বজনরাও। ২০১৭ সালের ২৫ অক্টোবর শুনানীর পর ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টে বারবার তারিখ পিছিয়ে যায়। ফলে থমকে গেছে ফেলানী খাতুন হত্যার সুষ্ঠু বিচার ও ক্ষতিপুরণের দাবি।

ফেলানীর বাবা নুরুল ইসলাম নুরু ও মা জাহানারা বেগম জানান, "ভারতীয় সর্বোচ্চ আদালতে ফেলানী হত্যার বিচারিক কার্যক্রম ঝুঁলে থাকায় আমরা হতাশ। আমরা ন্যায় বিচারের জন্য দীর্ঘ ৯ বছর ধরে অপেক্ষা করছি।"

সূত্র: এশিয়ান মেইল ২৪

বিশ্ব সন্ত্রাসবাদের মূলহোতা আমেরিকা। লাখ নয়, কোটি কোটি নিরীহের রক্ত ঝরিয়েছে এবং ঝরিয়ে যাচ্ছে বিশ্বসন্ত্রাসী আমেরিকা। পূর্ব থেকে পশ্চিম, উত্তর থেকে দক্ষিণ তথা পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে আজ তাই আমেরিকার বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠেছেন মাজলুমরা। তারা কখনো আমেরিকার অভ্যন্তরেই অস্ত্র হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন মার্কিনীদের উপর, আবার কখনো স্বাধীনতার দাবিতে মার্কিন দখলদার বাহিনীর উপর হামলা করছেন দখলীকৃত এলাকায়। তেমনি একটি হামলা গত ৫ই জানুয়ারীতে পূর্ব আফ্রিকার দেশ কেনিয়ার মান্দা উপকূলে দৃঢ় নিরাপত্তাবেষ্টিত মার্কিন নৌ-ঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকান ভিত্তিক শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদীন।

হারাকাতুশ শাবাবের অফিসিয়াল মিডিয়ায় হামলার দায়িত্ব গ্রহণ করে একটি বিবৃতি প্রদান করা হয়েছে। বিবৃতিটিতে বলা হয়, কেনিয়ার মান্দা উপকূলে দৃঢ় নিরাপত্তাবেষ্টিত মার্কিন নৌ-ঘাঁটিতে দীর্ঘ ১০ ঘন্টার তীব্র যুদ্ধ শেষে মার্কিন সন্ত্রাসীরা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। সর্বশক্তিমান আল্লাহর অনুগ্রহে এ হামলায় ১৭ মার্কিন ক্রুসেডার হতাহত হওয়ার পাশাপাশি ৯ কেনিয়ান ক্রুসেডার সেনা নিহত হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ।

এসময় আল্লাহর রহমতে মুজাহিদগণ দুশমনদের ৭টি বিমান এবং ৫টিরও অধিক সামরিকযান ধ্বংস করতে সক্ষম হয়েছেন। পাশাপাশি দুশমনদের অধিকাংশ ঘাঁটিই এখন আগুনে পুড়ছে আলহামদুলিল্লাহ। সকল প্রশংসা এক আল্লাহরই জন্য, যিনি তাঁর সৈনিকদেরকে দুশমনদের ধ্বংস করতে সক্ষম করেছেন।

এ ঘাঁটিটি ইসলামের বিরুদ্ধে দুশমনদের অন্যায় যুদ্ধের অন্যতম এক ঘাঁটি হিসেবে কাফেরদের নিকট সমাদৃত ছিল। মুজাহিদগণের হামলার পরে তাদের এই ঘাঁটিটি রক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টাই তার বড় প্রমাণ। কিন্তু, তাদের সকল প্রচেষ্টা আল্লাহর অনুগ্রহে ব্যর্থ হয়েছে। মুজাহিদগণ কাফেরদেরকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেছেন।

হারাকাতুশ শাবাবের বার্তায় আরো বলা হয়, দুশমনরা মুজাহিদীনের সাথে পরাজিত হয়ে কাপুরুষোচিতভাবে সাধারণ নিরস্ত্র মুসলিমদের উপর বোমা হামলা চালায়। আশেপাশের বাজার,

হাসপাতাল ইত্যাদি জনবসতিপূর্ণ এলাকায় নারী ও শিশুদের উপর হামলা চালায় মার্কিনী সন্ত্রাসী ক্রুসেডাররা।

বার্তাটির শেষে বলা হয়, মুসলিম ভূখণ্ড থেকে মার্কিন সেনা উচ্ছেদ এবং ফিলিস্তিনে মুসলিমদের বিরুদ্ধে ইহুদীদের সহায়তা যতদিন পর্যন্ত বন্ধ করা না হবে, ততোদিন মার্কিনীদের উপর এ হামলা চলবে ইনশাআল্লাহ।

সহকারী পুলিশ সুপারের মিথ্যা পরিচয় দিয়ে প্রতারণার মাধ্যমে এক নারীকে বিয়ে ও টাকা আত্মসাত করেছে চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আকিবুল ইসলাম।

বিডিনিউজ২৪ থেকে জানা যায়, "ভুয়া ফেইসবুক আইডি ব্যবহার করে এএসপি পরিচয়ে এক নারীকে বিয়ে ও প্রতারণার মাধ্যমে টাকা হাতিয়ে নেয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

জানা যায়, আকিবুল ইসলাম তার ব্যক্তিগত ফেইসবুক আইডি ছাড়াও তাহসান খান প্রিজন নামের আরেকটি ফেইসবুক আইডি চালান। সেই আইডিতে আকিব নিজেকে সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি) পরিচয় দিয়ে দুই সন্তানের জননী ওই নারীর সাথে পরিচিত হন।

ওই নারীর সাথে তার স্বামীর দাম্পত্য কলহের বিষয়টি আকিব জানতে পারেন। গত ৩ জুলাই ওই নারীর ডিভোর্সের পর আকিব ৭ অগাস্ট আকিব ওই নারীকে বিয়ে করে বিভিন্ন হোটেলে এবং বাকলিয়া রাহাত্তার পুল এলাকায় বাসা ভাড়া নিয়ে স্বামী-স্ত্রী পরিচয়ে অবস্থান করেন।

ওই নারীর অভিযোগ, আকিব চাকরিতে সমস্যার কথা বলে তার কাছ থেকে পাঁচ লাখ টাকা ধার নিয়েও পরিশোধ করেননি। এছাড়াও ওই নারীর কাছ থেকে এক লাখ ২৮ হাজার টাকা নিয়ে মোবাইল ফোন, তিন লাখ টাকায় মোটর সাইকেল কেনা ছাড়াও অন্তত ১০ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন আকিব।

আকিবের সাথে আরও নারীর সাথে সম্পর্ক থাকার বিষয়টি জানতে পেরে ওই নারী তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে আকিব তার সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করে দেন। পরে খোঁজ নিয়ে আকিব

পুলিশ কর্মকর্তা নন এবং তার সাথে প্রতারণার বিষয়টি জানতে পারেন বলে অভিযোগে উল্লেখ করেন।

এদিকে সন্ত্রাসী আকিব গত ২৫ ডিসেম্বর ভাড়া বাসায় গিয়ে পিস্তল ঠেকিয়ে হুমকি দেন বলেও অভিযোগ করেছেন ওই নারী। স্থানীয় বিচারালয়ে এ অভিযোগ করেন এই নারী।

কুড়িগ্রামে চিলমারী উপজেলায় একটি বাজারের নৈশপ্রহরীকে শ্বাসরোধ হত্যার পর তিন দোকান থেকে ২২ লাখ টাকা নিয়ে নিয়ে গেছে দুর্বৃত্তরা। নিহতের নাম এরশাদুল হক (৫৫)।

রোববার গভীররাতে জোড়গাছ বাজারে এ ঘটনা ঘটে।

জোড়গাছ বাজার কমিটির সেক্রেটারি মিজানুর রহমান মুকুল জানান, রোববার জোড়গাছ বাজারে হাট বসেছিল। এদিন প্রচুর লেনদেন হয়েছে। দুর্বৃত্তরা পরিকল্পনা করে রাতে কোনো এক সময়ে নৈশ প্রহরী এরশাদুল হককে দু-হাতপা বেঁধে মুখে গামছা গুজিয়ে তাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে।

এরপর দুর্বৃত্তরা বাজারের ব্যবসায়ী নজির হোসেন, ফারুক মিয়া ও লাবু বুক স্টোরের সার্টারের তালা ভেঙে ভিতরের মালামাল ও ক্যাশ লুট করে।

ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী নজির হোসেন জানান, তার গালামালের দোকানের ভল্ট ভেঙে দুর্বৃত্তরা নগদ ১৫ লাখ টাকা ও ৩ থেকে ৪ লাখ টাকার মালামাল নিয়ে গেছে। এসময় তারা সিসি ক্যামেরা ভেঙে নিয়ে যায়।

অপর ব্যবসায়ী ফারুক মিয়া জানান, তার দোকান থেকে নগদ দেড় লাখ টাকাসহ প্রায় ৩ লাখ টাকার মালামাল লুট হয়েছে।

লাবু বুক স্টোরের মালিক লিটন জানান, তার ভল্ট থেকে সাড়ে ৯ হাজার টাকা ও মালামাল নিয়ে গেছে দুর্বৃত্তরা।

সুত্রঃ যুগান্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি মেয়েকে বাস থেকে নামার পর উঠিয়ে নিয়ে গণধর্ষণ করা হয়েছে। মেয়েটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বলেই হয়তো প্রতিবাদটা হয়েছে তাৎক্ষণিক। কিন্তু এমন ঘটনা কি আর নেই? আছে। সারাদেশে এমন অসংখ্য ঘটনা ঘটছে। তারমধ্যে কিছু ঘটনা 'ক্লিক' করে অন্যগুলো আড়ালে থেকে যায়।

আজ যখন লিখছি, তখনও মনিটরে শায়েস্তাগঞ্জের একটি খবর চোখ আঁকড়ে রয়েছে। ধর্ষণে ব্যর্থ হয়ে এক স্কুলছাত্রীর ওপর নির্যাতন চালিয়েছে এক যুবক। মেয়েটির স্পর্শকাতর অঙ্গে আঘাতের চিহ্নের কথা ফলাও করে বর্ণিত হয়েছে খবরে।

কেন শায়েস্তাগঞ্জের এই স্কুলছাত্রীটিকে নিয়ে কোনো প্রতিবাদের কথা নেই সেই খবরে। নেই মানববন্ধন, অবরোধ কিংবা অন্য কিছু। শুধু পরিবারের লোকজন বিচার ও শাস্তি চেয়েছেন। আর সেই চাওয়ার ভাষাও অসহায়ত্বের।

অনিরাপদ ঢাকা এবং সারাদেশে আমরা সবাই অসহায়। আমার সন্তান ধর্ষিতা হবে, খুন হবে এটাই যেন এই জনপদে স্বাভাবিক। মানুষজন গণমাধ্যমে ধর্ষিতা হওয়ার বিবরণ পড়বে। বিবরণ রগরগে হলে পাঠক বেশি, ছবি হলে তো কথাই নেই।

খুনের ক্ষেত্রেও একই কথা। বিবরণে থ্রিল থাকা চাই। পড়ে-টড়ে দুদিন আলোচনা, তারপর শেষ। আর বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে যেমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই ছাত্রীটির ঘটনার মতন প্রতিবাদ শুরু হয়, তখন মানুষেরা জেগে ওঠে। যে জেগে ওঠা 'হুজুগে' জেগে ওঠা।

জানি 'হুজুগ' শব্দটায় অনেকে আপত্তি করবেন। তাই ছোট করে ব্যাখ্যা করি। নুসরাতের ঘটনার পর সারাদেশে প্রতিবাদ হয়েছে। জেলায় জেলায় মানববন্ধন, বিক্ষোভ, প্রতিবাদ সমাবেশ হয়েছে। খুব ভালো, কিন্তু তারপর? থেমেছে কি এসব ঘটনা?

থামেনি যে খোদ জনবহুল রাজধানীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া ছাত্রীকে গণধর্ষণ তারই প্রমাণ। তাহলে, আপনাদের প্রতিবাদ কী ছিল, কতটুকু ছিল, একটু ভেবে দেখুন তো। আর সঙ্গে ভেবে দেখুন প্রতিবাদটা 'কেন' ছিল।

প্রতিবাদটা 'কেন' ছিল, এটাই মূল বিষয়। প্রতিবাদটা কি শুধু নুসরাতের জন্য ছিল, নাকি ছিল এমন কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে? শুধু নুসরাত হত্যার বিচারই কি শেষ? না 'এরপর' আরও কিছু রয়েছে? এই 'এরপর' শব্দটির উপর প্রতিবাদীদের কোন চিন্তা ছিল না বলেই আজকে আবার প্রতিবাদে দাঁড়াতে হয়েছে।

নুসরাত কিংবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই ছাত্রীটি ভেঙে পড়া সমাজের এক একটি 'সিম্বল', প্রতীক। আমাদের সমাজ যে ভেঙে পড়েছে, আমাদের সামাজিক কাঠামো যে এমন দুর্বৃত্তপনা রুখতে অক্ষম, তারই জানান দিচ্ছে এমনসব ঘটনা। সুতরাং এসব প্রতিবাদের এবং প্রতিরোধের লক্ষ্য শুধু বিচার নয়, কাঠামো পরিবর্তন করা।

অচল কাঠামোর পরিবর্তে সচল একটি কাঠামো প্রতিস্থাপন করা। অতএব প্রতিবাদ বা বিচারই শেষ কথা নয়। বিষবৃক্ষের গোঁড়া না কেটে কাণ্ড কাটলে, নতুন কাণ্ড গজাবে। মূল উৎপাটনই মূল লক্ষ্য হতে হবে। মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করতে হবে মূল কাঠামো পরিবর্তনের দিকে।

ক্রমবর্ধমান ধর্ষণ বা খুনের পেছনের কারণগুলো কী, এগুলো ভাবতে হবে, নির্ধারণ করতে হবে। অপরাধ বিজ্ঞানের মতে, যখন শাস্তি থেকে বাঁচার উপায় থাকে, কিংবা বিচার হয় সংশয়িত, তখন মানুষের ভেতর অপরাধ প্রবণতা বেড়ে যায়। মানুষ ক্রমেই অপরাধ প্রবণ হয়ে ওঠে।

আরেকটা কারণ হলো, 'সিলেক্টিভ জাস্টিস'। অমুক করলে শাস্তি হবে, অমুক করলে হবে না- এমন ধারণা থেকেও সমাজে বাড়ে অপরাধ প্রবণতা। শুধুমাত্র নুসরাত বা ঢাকা ভার্সিটির মেয়েটির প্রতি সংঘটিত দুর্বৃত্তপনার বিচারই শেষ কথা নয়।

তাই যদি হয় তবে যেসব ঘটনা 'ক্লিক' করেনি, সেসব ঘটনায় নির্যাতিত বা নিহতরা বিচার পাবে না, কারণ তাদের জন্য কোনো প্রতিবাদ হয়নি। দেশব্যাপী না হোক নিদেনপক্ষে রাজধানীতে বা এলাকাতেও কোনো মানববন্ধন, বিক্ষোভ হয়নি।

আর এই না হওয়ায় তাদের বিচার হবে না, এমনটাই ধারণা দাঁড়াবে মানুষের মনে। এটাও এক ধরণের সিলেক্টিভ জাস্টিস। প্রতিবাদ হলে বিচার হবে, না হলে হবে না। আমাদের এমন বিচারের ধারণা থেকে বেরুতে হবে।

এমন সামাজিক কাঠামো ভাঙতে হবে, নতুন করে গড়তে হবে এমন সমাজের নিয়ন্ত্রক রাষ্ট্রকাঠামোকেও। আর আন্দোলনটাও হবে এমন লক্ষ্যকে সামনে রেখেই। তবেই যদি দেশে বিচারের ন্যায়তা তথা সব মানুষের জন্য বিচার এবং সব মানুষকে রক্ষার প্রতিরক্ষা কাঠামো গড়ে ওঠে।

সুত্রঃ যুগান্তর

চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলার ডামোশ গ্রামের আরমান আলীর কন্যা আরমিনা খাতুনকে কয়েক মাস পূর্বে বিয়ে দেওয়া হয়। আজ সোমবার আরমান আলী ওই বিয়ে উঠানো উপলক্ষে নিজ বাড়িতে ব্যাপক আনুষ্ঠানিকতার আয়োজন করেন।

বিয়ের সংবাদ পেয়ে আজ দুপুরে আলমডাঙ্গা উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) সীমা শারমিন অনুষ্ঠানস্থলে উপস্থিত হন। তিনি বাল্যবিয়ের অজুহাতে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে আরমান আলীকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করেন। সে সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা থানা অফিসার ইনচার্জ সৈয়দ আশিকুর রহমান।

উল্লেখ্য বাংলাদেশের সংবিধানে ইসলামের জায়েজ বিধানকে রহিত করে। আর কুফরি আইন দিয়ে মুসলিমদের বৈধ কাজকে অবৈধ করে। এমনকি জরিমানাও গুনতে হচ্ছে ইসলামের নিয়ম কানুন মানার জন্য।

সুত্রঃ কালের কণ্ঠ

শুরু হয়েছে মৌসুমের তৃতীয় শৈত্যপ্রবাহ। হিমেল হাওয়া আর হাড় কাঁপানো শীতে মানুষের পাশাপাশি পশুপাখির অবস্থাও কাহিল হয়ে পড়েছে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় জ্বর, খাবার অরুচিসহ নানা রোগে ভুগছে রংপুর অঞ্চলের গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগিসহ বিভিন্ন প্রাণি।

রংপুর প্রাণি সম্পদ অফিস সূত্র মতে, প্রতিটি জেলায় ৩৫ থেকে ৪০ লাখ গবাদি প্রাণী রয়েছে।

সেই হিসেবে উত্তরাঞ্চলের ১৬ জেলায় গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগিসহ বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী রয়েছে প্রায় ৬ কোটি। অব্যাহত শীতে এসব প্রাণীর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। নানা রোগ বালাইয়ের কারণে হ্রাস পাচ্ছে এদের প্রজনন ক্ষমতাও।

ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে এ অঞ্চলের ওপর দিয়ে বয়ে যায় দ্বিতীয় শৈত্য প্রবাহ। এর রেশ কাটতে না কাটতেই ফের রবিবার রাত থেকে আবার শৈত্য প্রবাহ শুরু হয়েছে।

শীতের দাপট থেকে বাঁচতে অনেক খামারি গরম কাপড় বা চটের বস্তা দিয়ে গবাদি পশুর দেহ ঢেকে রাখছে। অবশ্য প্রাণী সম্পদ বিভাগের দাবি, এ পর্যন্ত তারা কোন প্রাণীর মৃত্যুর খবর পাননি।

তবে সূত্র মতে, শীতে গামবোরো জাতীয় রোগে প্রচুর পরিমাণে ব্রয়লার, কক, সোনালি ও লেয়ার মুরগি মারা যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

তাই এ রোগকে মুরগির এইডস বলা হয়। এছাড়া গরু মহিষের গলাফুলা রোগে প্রাণহানি ঘটতে পারে। এই রোগকে স্থান বিশেষে গলাফুলা, ব্যাংগা, ঘটু, গলগটু, গলবেরা রোগ বলা হয়। এছাড়া শীতে গরু, ছাগল, মহিষ ও ভেড়ার ক্ষুরা রোগের আশঙ্কা রয়েছে। শীতের কারণে গরুর বাদলা, ফ্যাসিওলিয়াসিস, তড়কাসহ বিভিন্ন রোগ দেখা দিতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

রংপুরের কাউনিয়া উপজেলার হারাগাছ এলাকার খামারি রমজান আলী জানান, শীতের কারণে তার কয়েকটি গরুর খাবার রুচি কমে গেছে এবং জ্বর জ্বর ভাব দেখা দেয়ায় তিনি চিকিৎসকের পরামর্শমত ওষুধ খাওয়াচ্ছেন। একই উপজেলার নাজিরদহ গ্রামের আতিয়ার রহমান জানান, তার একটি গরু শীতে কাহিল হয়ে পড়েছে। শীতের হাত থেকে বাঁচার জন্য গরুটিকে কম্বল দিয়ে ঢেকে রাখছেন তিনি। প্রকৃতিতে মাঘ মাসের আগমন হতে আরও কয়েকদিন বাকি আছে। অথচ পৌষের শেষ সপ্তাহে এসে গোটা উত্তরাঞ্চলে হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডায় মানুষের পাশাপাশি প্রাণীকূলেও দেখা দিয়েছে নানান ভোগান্তি।

রংপুর জেলা প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা শাহ জালাল খন্দকার বলেন, ‘শীতে এখন পর্যন্ত কোন প্রাণীর মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়নি। তবে প্রচণ্ড শীতের কারণে গরু ছাগলের জ্বর-সর্দিসহ নানা রোগে আক্রান্তের আশঙ্কা রয়েছে।

রংপুর আবহাওয়া অফিসের আবহাওয়াবিদ মোস্তাফিজার রহমান জানান, গত কয়েকদিন থেকে এই অঞ্চলের তাপমাত্রা ৮ থেকে ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে উঠা নামা করছে। এর মধ্যে তেতুলিয়ায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নেমেছিল ৪ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। কয়েকদিনের বিরতির পর রবিবার রাত থেকে তাপমাত্রা কমতে শুরু করেছে। এ অবস্থা আরো কয়েকদিন থাকতে পারে।

সুত্রঃ বিডি প্রতিদিন

০৬ই জানুয়ারি, ২০২০

কথিত মুসলিম বিরোধী নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) ও দেশজুড়ে জাতীয় নাগরিক পঞ্জি (এনআরসি) বলবৎ করার কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে পথে নেমেছে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ ভারত। এই পরিস্থিতিতে সিএএ চালু করতে প্রথম কাজ শুরু করতে চলেছে মুখ্যমন্ত্রী সন্ত্রাসী যোগী আদিত্যনাথের রাজ্য উত্তরপ্রদেশ।

‘সিএএ’ চালু করতে যোগী সরকারের পক্ষ থেকে নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। যাতে বলা হয়েছে, পাকিস্তান, আফগানিস্থান এবং বাংলাদেশ থেকে আসা মুসলিম ব্যতিত অন্যান্য শরণার্থী অর্থাৎ হিন্দু, শিখ, জৈন, বৌদ্ধ, পারসিক এবং খ্রিষ্টানদের একটি তালিকা তৈরি করা হবে, যাদের প্রথম ভারতের নাগরিকত্ব দেয়া হবে।

সিএএ-এর দেশে দেশজুড়ে চলা প্রতিবাদ ও হিংসায় সবচেয়ে বেশি মানুষ মারা গেছে যোগী রাজ্যে। এখন পর্যন্ত এর প্রতিবাদে প্রাণ হারিয়েছেন ২৮ জন উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা। যার জেরে যোগী আদিত্যনাথের অঙ্গুলিহেলনে উত্তরপ্রদেশে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চলছে বলে অভিযোগ করেছেন রাজ্যের বিশিষ্ট নাগরিক ও ধর্মগুরুরা। এখন দেখার উত্তরপ্রদেশে সিএএ-এর তালিকার কাজ শুরু হলে সেখানকার বাসিন্দাদের মধ্যে কী প্রতিক্রিয়া হয়।

সূত্র : টিওআই।

মুসলিমবিদ্বেষী নাগরিকত্ব আইন ও বিতর্কিত নাগরিকপঞ্জির বিরুদ্ধে ভারতে বিক্ষোভ নতুন নয়। তবে এ ধরনের বৈষম্যমূলক আইনের ডামাডোলে হারিয়ে গেছে বেকারত্ব, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির মতো গুরুতর বিষয়গুলো। বিরোধীদের দাবি, দেশের অর্থনৈতিক সংকট থেকে জনগণের দৃষ্টি ভিন্ন দিকে ফেরাতেই মেরুকরণের রাজনীতি করছে সন্ত্রাসী দল বিজেপি। এমন পরিস্থিতিতে অভিনব এক দাবি নিয়ে রাজপথে নামতে যাচ্ছে দেশটির বামপন্থীরা। তাদের দাবি, নাগরিকপঞ্জি নয়, এবার ভারতের বেকারপঞ্জি করা হোক। লক্ষ্য নতুন প্রজন্মকে পাশে নিয়ে ঘুরে দাঁড়ানো। ৩ জানুয়ারি শুক্রবার এক প্রতিবেদনে এ খবর জানিয়েছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম জি নিউজ।

পরিসংখ্যানের বরাত দিয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়, ভারতের জিডিপি এখন তলানিতে। ৪৫ বছরের মধ্যে বেকারত্ব সর্বোচ্চ। বাজারে আগুন। নাগরিকপঞ্জি-নাগরিকত্ব আইন নিয়ে ডামাডোলের মাঝে হারিয়ে গেছে দেশের অর্থনীতি। চলমান আন্দোলনের সঙ্গে তাই বেকারত্ব নিয়েও রাজপথে নামতে যাচ্ছে বামপন্থী যুব ও ছাত্ররা।

তাদের দাবি, এনআরসি নয়, বরং দেশজুড়ে চালু হোক 'ন্যাশনাল রেজিস্টার অব বেরোজগারি' বা এনআরবি। একইভাবে নাগরিকত্ব আইন (সিএএ)-এর বদলে বিএএ চালুর দাবি তুলছে তারা। এই বিএএ-এর পূর্ণরূপ হচ্ছে 'বেরোজগারি অ্যাবোলিশন অ্যাক্ট' বা বেকারত্ব বিলোপ আইন।

আগামী ১০ জানুয়ারি থেকে এ সংক্রান্ত ফরম বিতরণ করবে বামপন্থীরা। এতে জানতে চাওয়া হবে, আপনি বেকার নাকি চাকরিজীবী? কাজ করলে কি ধরনের প্রতিষ্ঠান?দৈনিক আয় কত?

বাম ছাত্র-যুবদের দাবি, দেশজুড়ে যেখানে বেকারত্ব সংখ্যা বাড়ছে, দ্রব্যমূল্যের দাম আকাশছোঁয়া, সেখানে কেন্দ্রীয় সরকারকে অবিলম্বে সবার কাজ সুনিশ্চিত করতে নতুন আইন আনতে হবে।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি-মার্ক্সবাদী (সিপিএম)-এর যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন সায়নদীপ মিত্র। তিনি বলেন, 'সবার পেটে

ভাত, সবার হাতে কাজ চাই আমরা। এনআরসি জুজু দেখিয়ে আতঙ্ক ছড়ালে হবে না। দেশে বেকার বাড়ছে, মোদি বাবু সমাধান করুন।'

অনেকেই ভাবছিলেন, কাশ্মির থেকে ৩৭০ অনুচ্ছেদ প্রত্যাহার, তারপর নাগরিকপঞ্জি, নাগরিকত্ব আইন নিয়ে ডামাডোলের মাঝে 'নিখোঁজ' হয়ে গেছে শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের কর্মসংস্থানের মতো গুরুতর বিষয়। আচ্ছে দিনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এসেছিল নরেন্দ্র মোদি। কিন্তু ছয় বছর পর পাকিস্তান আর হিন্দু-মুসলিম বৈষম্যের বাইরে এই 'আচ্ছে দিন' মুখেই আনছে না ।

উল্লেখ্য, ছয় বছর আগে এই 'আচ্ছে দিন' বা সুদিন আনার প্রতিশ্রুতি দিয়েই ক্ষমতায় এসেছিল বিজেপি। যদিও দলটির নেতারা এখন আর এটি সামনে নিয়ে আসতে আগ্রহী নয়।

বিজেপি-র অভিধান থেকে দৃশ্যত 'আচ্ছে দিন' হারিয়ে গেলেও বহাল তবিয়তে আছে পাকিস্তান জুজুর ভয় দেখানোর পুরনো কৌশল।

সূত্র: বাংলা ট্রিবিউন

দেশজুড়ে সিএএ বিরোধী আন্দোলন চলছে। বাংলা, কেরালা সহ বেশ কয়েকটি রাজ্যের সরকার ডিটেনশন ক্যাম্প নির্মাণের কাজ বন্ধ বলে ঘোষণা করেছে। বিতর্কের মাঝেই গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজে ডিটেনশন ক্যাম্পের এক বন্দির মৃত্যু হল। দশ দিন আগে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন ওই ব্যক্তি। এই নিয়ে আসামের ডিটেনশন ক্যাম্পে বন্দি মৃত্য সংখ্যা পৌঁছাল ২৯শে। গোটা রাজ্যে প্রায় হাজার জন আসামের বিভিন্ন ডিটেনশন ক্যাম্পে বন্দি।

বর্তমানে আসামে ৬টি ডিটেনশন ক্যাম্প রয়েছে। এগুলি জেলা সংশোধনাগারের সঙ্গে যুক্ত। প্রত্যেকটিতেই প্রায় হাজার জন করে থাকতে পারেন। গোয়ালপাড়ায় সপ্তম ডিটেনশন ক্যাম্পটি নির্মিয়মান অবস্থায় রয়েছে। আসাম সরকারের দাবি অনুশারে, ফরেন ট্রাইবুইবুনালে যে ২৪ জনকে বেআইনি অনুপ্রবেশকারী হিসাবে গন্য করা হয়েছে গত তিন বছরে তাদেরই মৃত্যু হয়েছে।

গত জুলাইতে আসামের পরিষদীয় মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারী বিধানসভায় বলেছিলেন রাজ্যের ৬টি ডিটেনশন ক্যাম্পে ২৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। ২০১৮-১৯ সালের জুলাই পর্যন্ত প্রাণ গিয়েছে ৭জনের। ২০১১ ও ২০১৬ সালে মৃত্যুর সংখ্যা যথাক্রমে ছিল ১ এবং ৪। অসুস্থতার কারণেই এই মৃত্যু বলে সরকারি তথ্যে প্রকাশ।

বিধানসভার রিপোর্ট অনুশারে মৃতদের মধ্যে মাত্র ২ জনের ঠিকানা বাংলাদেশের। বাকিদের বাড়ির ঠিকানা আসামেরই। রাজ্য বিধানসভায় মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারী বলেছিলেন, 'ক্যাম্পে আটক অবস্থায় অসুস্থ হয়ে পড়লে তাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে সেখানেই মৃত্যু হয় তাদের।

সূত্র: ইন্ডিয়ান এক্সেপ্রেস বাংলা

উত্তর ভারতের মিরাত শহরের লিসারি গেটের কাছে মানুষেরা রাতের বেলা তাদের বাড়ির বাইরে সংকীর্ণ লেনে বসে পাহারা দিচ্ছে এখন। কোন অপরাধী চক্র বা গ্রুপ বা চোর-ডাকাতের কারণে নয়, বরং পুলিশের হাতে গ্রেফতার হওয়ার ভয়ে এই পাহারা বসিয়েছে তারা।

এই এলাকাটা উত্তর প্রদেশ রাজ্যের মধ্যে পড়েছে এবং সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্টের (সিএএ) বিরুদ্ধে বিক্ষোভে এই এলাকা প্রকম্পিত হয়ে উঠেছে। পুলিশ জানিয়েছে, ২০ ডিসেম্বর এই এলাকার বিক্ষোভ সহিংসতায় রূপ নেয়।

লিসারি গেট এলাকায় পাঁচজন মানুষকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে, যেটাকে পুলিশের বাড়াবাড়ি হিসেবে উল্লেখ করছে স্থানীয়রা।

এ ব্যাপারে তদন্ত শুরু হয়েছে। মুসলিম-প্রধান এলাকাগুলোতে পুলিশের প্রতি আস্থা স্মরণকালের মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ে চলে গেছে। ফলে সিএএ নিয়ে মুসলিমদের পরিণতি কি হতে পারে, সেটা নিয়ে উদ্বেগ অনেক বেড়ে গেছে।

২৫ বছর বয়সী খুচরা কাগজের ডিলার মোহাম্মদ ওয়াসিম বলেন, "আমি রাতে জেগে থাকি আর দিনে ঘুমাই। মহিলারা বাড়ির ভেতরে ঘুমায়। আমি অন্যান্য পুরুষদের সাথে লেনে বসে পাহারা দিই"।

বাড়ির মাত্র কয়েক মিটার দূরে ওয়াসিমের ভাই মোহাম্মদ মহসিন গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়। ওয়াসিম বললেন, "মহিষের খাবার কিনতে সে বাইরে গিয়েছিল। সে এমনকি বিক্ষোভে অংশও নেয়নি"। ওয়াসিম কোনরকমে আয় করে জীবিকা নির্বাহ করে এবং এখন তার কাঁধে তার ভাইয়ের পরিবারের দায়িত্বও চেপেছে।

গত মাসে ভারতের পার্লামেন্টে সিএএ পাস হওয়ার পর থেকে পুরো ভারতে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে। এই আইনে আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে অমুসলিম অবৈধ অভিবাসীদেরকে ভারতের নাগরিকত্ব দেয়ার বিধান রাখা হয়েছে।

উত্তর প্রদেশের সরকার পরিচালনা করছে বিতর্কিত হিন্দু পুরোহিত সন্ত্রাসী যোগি আদিত্যনাথ এবং এই আইনকে ঘিরে রাজ্যে ব্যাপক সহিংসতা ছড়িয়ে পড়েছে।

বিগত চার সপ্তাহে সারা ভারতে যে ২৫ জন নিহত হয়েছে, এর মধ্যে ১৯ জনই নিহত হয়েছে উত্তর প্রদেশে। ভারতের মধ্যে সবচেয়ে জনবহুল এই রাজ্যের জনসংখ্যা ২০০ মিলিয়নের বেশি। নিহতদের অধিকাংশই মুসলিম, এবং এদের মধ্যে আট বছর বয়সী এক শিশুও রয়েছে।

পুলিশ বিক্ষোভকারীদের উপর অতিরিক্ত বল প্রয়োগের অভিযোগ অস্বীকার করেছে। অন্যদিকে যোগী আদিত্যনাথের রাজ্য সরকার বিক্ষোভকারীদের দমনে বল প্রয়োগের ক্ষেত্রে পুলিশকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে।

বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে 'বদলা' নেয়ার ঘোষণা দিয়ে আদিত্যনাথ তার অতি-সমালোচিত পরিকল্পনা প্রকাশ করেছে যে, বিক্ষোভকালে যে জনসম্পদের ক্ষতি হয়েছে, তার মূল্য সে আদায় করবে।

মিরাতে স্থানীয় প্রশাসন ৫ মিলিয়ন রুপি পুনরুদ্ধারের পরিকল্পনা নিয়েছে। এ পর্যন্ত ৩৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

একই সাথে অনলাইনে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা গেছে যে, পুলিশ মিরাত এলাকার সিসিটিভিগুলো ভেঙ্গে দিচ্ছে।

লিসারি গেট এলাকার মানুষেরা এখন আতঙ্কের মধ্যে বাস করছে। যে সব সড়ক সাধারণত গভীর রাত পর্যন্ত প্রাণচঞ্চল থাকে, সেগুলো রাত ৯টাতেই শুনশান হয়ে পড়ছে।

বিক্ষোভ এবং এর বিরুদ্ধে ষাঁড়াশি অভিযানের কারণে পরিস্থিতি এখন এমন দাঁড়িয়েছে যে, সিএএ'র বিরুদ্ধে বিরোধিতার বিষয়টিকে এখন নিজেদের মধ্যেই সীমিত রাখতে হচ্ছে বিক্ষোভাকারীদের।

সূত্র: সাউথ এশিয়ান মনিটর

০৫ই জানুয়ারি, ২০২০

খুলনায় কর্তব্যরত অবস্থায় একাত্তর টেলিভিশনের খুলনা ব্যুরো প্রধান রকিব উদ্দিন পান্নু, ক্যামেরা পারসন আরিফ হোসেন সোহেলের ওপর হামলা ও ক্যামেরা ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। খুলনা ওয়াসার পাইপলাইন কাজে নিয়োজিত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও সন্ত্রাসী পুলিশের ট্রাফিক বিভাগের এক সদস্যের সহায়তায় এ ঘটনা ঘটে।

এ ঘটনার প্রতিবাদে খুলনার কর্মরত সাংবাদিক জোড়াগেট সংলগ্ন খুলনা-যশোর মহাসড়ক অবরোধ করে দেড় ঘণ্টাব্যাপী বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

আজ রবিবার দুপুর সোয়া ১২টার দিকে জোড়াগেট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

সাংবাদিক রকিব উদ্দিন পান্নু বলেন, জোড়াগেট এলাকায় ওয়াসার পাইপ লিকেজ হয়ে পানি বের হওয়ার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যাই। সেখানে মোবাইলে ওই চিত্র ধারণ করছিলাম। এ সময় কর্মরত খুলনা ওয়াসার পানি সরবরাহ প্রকল্পের চায়না প্রকৌশলী আকস্মিকভাবে আমাকে কিল, ঘুষি, লাথি মেরে আমাকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে। তখন আমি ওই কর্মকর্তাদের নিজেকে বার বার সাংবাদিক বলে পরিচয় দিলেও তারা থামেনি। আমি বার বার বলি 'স্টপ, প্লিজ আই এম জার্নালিস্ট'। এক পর্যায়ে ক্যামেরাম্যান আরিফুর রহমান সোহেলের ওপরেও হামলা চালায় ঠিকাদারের লোক ও সন্ত্রাসী পুলিশ। হামলাকারীরা ক্যামেরাম্যানের ক্যামেরা ভাঙচুর করে। খবর পেয়ে ট্রাফিক ইন্সপেক্টর আবুল বাশার এসে ওয়াসার পক্ষ নিয়ে আমাকে উল্টো হ্যান্ডকাপ পরিয়ে নিজে মারধর করে ও ওয়াসার লোকজনদের মারধরে সহযোগিতা করে। পরে পুলিশ আমাকেই থানায় নেওয়ার চেষ্টা করে। খবর পেয়ে সাংবাদিকরা উপস্থিত হলে আমাকে ছেড়ে দেয়।

এদিকে এ খবর ছড়িয়ে পড়ছে বিক্ষুদ্ধ সাংবাদিকরা ঘটনাস্থলে জড়ো হয়ে সাংবাদিক লাঞ্ছণার বিচার দাবিতে সড়ক অবরোধ করেন। তারা দ্রুত এ ঘটনায় দায়ী ওয়াসার দেশি-বিদেশি ঠিকাদার, কর্মকর্তা, সন্ত্রাসী পুলিশ কর্মকর্তার শাস্তি দাবি করেন।

সুত্রঃ কালের কণ্ঠ

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে (কুবি) সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের দ্বারা সজীব বণিক নামে এক সাংবাদিককে মারধরের অভিযোগ পাওয়া গেছে। শনিবার রাত ১১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত হলে হামলার শিকার হন ওই সাংবাদিক। আহত সজীব দৈনিক বিজনেস বাংলাদেশ পত্রিকার কুবি প্রতিনিধি হিসেবে কর্মরত আছেন। এ ব্যাপারে হল প্রভোস্ট ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রক্টর বরাবর লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন ভুক্তভোগী সাংবাদিক।

মারধরের পর রাত ১টার দিকে আহত ওই সাংবাদিককে চিকিৎসার জন্য কুমিল্লা মেডিক্যাল কলেজ (কুমেক) হাসপাতালে নেওয়া হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন সাংবাদিক ও শিক্ষার্থী জানান, রাতে শহীদ ধীরেন্দনাথ দত্ত হলের ২০৪ নম্বর রুমের সিট নিয়ে কথা বলার সময় এক পর্যায়ে সাংবাদিক সজীব বণিকের জিনিসপত্র ভাঙচুর করে বিশ্ববিদ্যালয় সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ কর্মী রাজু আহমেদ।

এ সময় ওই সাংবাদিক প্রতিবাদ করলে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের সদস্য ও হল ছাত্রলীগের যুগ্ম সম্পাদক মিরাজ খলিফা, ইমতিয়াজ শাহরিয়ার, ছাত্রলীগ নেতা রাজু আহমেদ, মুনতাসির হৃদয়, মুক্তার হোসাইনসহ বেশ কয়েকজন ছাত্রলীগ নেতাকর্মী সাংবাদিক সজীবকে মারধর করে ও হুমকি দেয়।

আহত সজীব বণিক বলেন, মারধর ও পেটানোর সময় আমাকে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করে হামলাকারী ওই সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ নেতারা।

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের দৈনিক সংবাদের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ও সাংবাদিক সমিতির (কুবিসাস) সভাপতি জাহিদুল আলম জানান, 'বিশ্ববিদ্যালয়ে হলের কক্ষেই সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতাকর্মী সাংবাদিক সজীবকে পিটিয়েছে। একজন শিক্ষার্থী ও সাংবাদিককে পেটানোর ঘটনায় আমরা তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি। পাশাপাশি অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য কুবি প্রশাসনের কাছে দাবি করছি।'

সুত্রঃ কালের কন্ঠ

দিন যত যাচ্ছে মানুষ ততই প্রযুক্তি নির্ভর হচ্ছে। আর এই মাত্রাকে আরও বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে ইন্টারনেট তথা সাইবার দুনিয়া। তবে সেক্ষেত্রে বেশ কিছু সমস্যাও দেখা দিয়েছে। যেমন, হ্যাকিংয়ের মাধ্যমে কম্পিউটারের তথ্য থেকে শুরু করে ফেসবুকের একাউন্ট, ব্যাংকের ক্রেডিট বা ডেবিট কার্ড, ই-মেইল ইত্যাদি অনেক কিছুই চলে যাচ্ছে অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তির কাছে।

তবে এ সমস্যা সমাধান সম্ভব যদি আপনি এর পাসওয়ার্ড সংক্রান্ত বিষয়ে একটু সচেতন থাকেন।

১. কোন জায়গায় আপনার পাসওয়ার্ড প্রবেশ করছেন সতর্ক থাকুন
কোন সাইট বা অ্যাপে প্রবেশ করার সময় বা পাবলিক কিউস্ক বা চার্জিং স্টেশনগুলোতে পাসওয়ার্ড প্রবেশ করার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে। পাবলিক ওয়াইফাই, এয়ারপোর্ট, প্রিয় কফি শপ, হোটেল কক্ষ বা আপনার কলেজ ক্লাসরুমের কম্পিউটারে পাসওয়ার্ড ব্যবহারে বিরত থাকতে হবে।

আর সেসব পাবলিক জায়গাগুলো থেকে কখনোই আপনার পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করবেন না। ব্যক্তিগত স্মার্টফোন বা কম্পিউটার থেকেই সেটা করতে হবে।

২. প্রতিটি ওয়েবসাইট বা অ্যাপে অনন্য পাসওয়ার্ড ব্যবহার করুন
অনেকে একই পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে বিভিন্ন একাউন্টে। ফেসবুক, মেইল, ইয়াহু বা বিভিন্ন ওয়েবসাইটে একই পাসওয়ার্ড ব্যবহার করার মতো বোকামি করে অনেকে। কিন্তু এটা অনেক বড় নিরাপত্তা ঝুঁকি।

কোন মতে একটা পাসবওয়ার্ড ফাস হয়ে গেলে আপনার সব একাউন্ট কিন্তু ঝুঁকিতে পড়ে গেল।

৩. শক্ত পাসওয়ার্ড তৈরি করুন
শক্ত পাসওয়ার্ড বলতে আপনার পাসওয়ার্ড ১০ থেকে ১৫ ক্যারেক্টারের হওয়া উচিত। এবং সেখানে স্মল লেটার, ক্যাপিটাল লেটার, সংখ্যা বা বিশেষ ক্যারেক্টার যেমন @, $ বা * রাখা দরকার। এবং সেটা আগের কোন পাসওয়ার্ডের মতো হওয়া যাবে না।

৪. আপনার একাউন্টে আক্রমণ করার চেষ্টা হলে নোট রাখুন
যদি খবর পান আপনার ব্যবহৃত ওয়েবসাইট বা অ্যাপে কোন আক্রমণ হয়েছে তাহলে সেটা সতর্কতার সাথে আমলে নিতে হবে। অন্য কেউও যদি আক্রান্ত হয় তাহলেও নজর দিবেন। আর দ্রুত পাসওয়ার্ড পাল্টে ফেলাও জরুরী হতে পারে।

৫. কয়েক স্তরের নিরাপত্তা ব্যবহার করুন
আপনার একাউন্টে প্রবেশ করার জন্য দু'স্তর বা তার চেয়ে বেশি স্তরের অথেন্টিকেশন ব্যবহার করুন। কোন একাউন্টে প্রবেশ করতে হলে আপনার ফোন নাম্বার বা কয়েক স্তরের পদক্ষেপ যেন নিতে হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

৬. সহজে অনলাইনে পাওয়া এমন তথ্য দিয়ে পাসওয়ার্ড নয়
ধরেন আপনার পোষা বিড়ালটাকে খুব পছন্দ করেন। তার নাম রাখলেন সুইটি। এখন সেটা দিয়ে যদি পাসওয়ার্ড রাখেন তাহলে অন্যরা কিন্তু ধরে ফেলতে পারেন। আপনি গাযওয়া হিন্দের ফ্যান তাই বলে গাযওয়া হিন্দের পাসওয়ার্ডে নিয়ে আসবেন না।

৭. যুক্ত একাউন্ট এড়িয়ে চলুন
যুক্ত একাউন্ট বিষয়টি কি? ফেসবুক একাউন্ট ব্যবহার করে আপনি ইচ্ছে করলে অন্যান্য সাইটেরও একাউন্ট খুলতে পারেন। কিন্তু এটা না করে সেই ওয়েবসাইটে গিয়ে নতুন করে একাউন্ট খোলাই ভালো। যুক্ত একাউন্ট অনেক আরামদায়ক। কিন্তু এ আরামদায়ক ব্যবস্থার অনেক ঝুঁকি আছে!

সূত্র: বিজনেস ইনসাইডার

অস্ট্রেলিয়ার দাবানল ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। তাপমাত্রা ক্রমশ বাড়ছে। দেশটির সব স্থানে তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ওপরে। সেই সঙ্গে বইছে প্রবল ঝড়ো হাওয়া।

এ পরিস্থিতি মোকাবিলায় তিন হাজার সেনা মোতায়েন করতে যাচ্ছে দেশটি। এ ধরনের ঘটনা অস্ট্রেলিয়ার ইতিহাসে এই প্রথম।

এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের খবরে বলা হয়, শনিবার এক সংবাদ সম্মেলনে অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী স্কট মরিসন ঘোষণা দিয়েছে, দাবানল পরিস্থিতি মোকাবিলায় দেশজুড়ে তিন হাজার সেনা মোতায়েন করা হবে।

এছাড়া, চারটি পানি-ছিটানো প্লেনের জন্য বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে ২০ মিলিয়ন অস্ট্রেলিয়ান ডলার।

এসময় মরিসন বলেছে, আমরা দেখছি, দুর্যোগ বেড়ে ভয়াবহ এক পর্যায়ে পৌঁছে গেছে।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী লিন্ডা রেনল্ডস বলেছে, দুর্যোগ মোকাবিলায় সেনা মোতায়েনের ঘটনা অস্ট্রেলিয়ার ইতিহাসে এ প্রথম ঘটেছে।

উল্লেখ্য, সেপ্টেম্বর থেকে দাবানলে এ পর্যন্ত অন্তত ২৩ জনের প্রাণহানি হয়েছে। নিখোঁজ রয়েছেন কয়েক ডজন মানুষ।

এছাড়া, পুড়ে গেছে ১৫শ' বসতবাড়ি।

অনেক বছর ধরে মানুষ খাবারের সঙ্গে 'কালিজিরা' গ্রহণ করে আসছে। কালিজিরার তেলও আমাদের শরীরের জন্য নানাভাবে উপকারি। এতে আছে প্রায় ২১ শতাংশ আমিষ, ৩৮ শতাংশ শর্করা এবং ৩৫ শতাংশ ভেষজ তেল ও চর্বি।

১. কালিজিরার তেলের উপকার শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

২. কালিজিরায় থাকা অ্যান্টিমাইক্রোরিয়াল এজেন্ট শরীরের রোগ-জীবাণু ধ্বংস করে। এই উপাদানের জন্য শরীরে সহজে ঘা, ফোড়া, সংক্রামক রোগ হতে বাধা দেয়।

৩. এতে রয়েছে ক্ষুধা বাড়ানোর উপাদান।

পেটের যাবতীয় রোগ-জীবাণু ও গ্যাস দূর করে ক্ষুধা বাড়ায়। যারা মোটা হতে চান, তাদের জন্য কালিজিরা উপকারী পথ্য।

৪. চুল পড়া কমাতে ও ত্বকের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে কালিজিরার তেলের তুলনা হয় না।

৫. দাঁতে ব্যথা হলে কুসুম গরম পানিতে কালিজিরা দিয়ে কুলি করলে ব্যথা কমে। জিহ্বা, তালু, দাঁতের মাড়ির জীবাণু মরে।

সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ বরিশালের গৌরনদীতে ঢাকা–বরিশাল মহাসড়ক আটকে সমাবেশ ও কেক কেটে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন করেছে। উপজেলার গয়না ঘাটা ব্রিজ এলাকায় গতকাল শনিবার এ কর্মসূচির সময় আধা ঘণ্টা ওই মহাসড়কে সব ধরনের যান চলাচল বন্ধ ছিল। এতে দুর্ভোগ পোহাতে হয় যানবাহনের যাত্রীদের।

প্রথম আলোর সূত্রে জানা গেছে, সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের ৭২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বেলা ১১টার দিকে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে গয়না ঘাটা ব্রিজ এলাকায় ছাত্রলীগের প্রায় ৮–১০ হাজার নেতা–কর্মী জড়ো হয়ে সমাবেশ করে। কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন সরকারি গৌরনদী কলেজ ছাত্র সংসদের সাবেক ভিপি সুমন মাহমুদ, কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি সাখাওয়াৎ হোসেন ওরফে সুজন ও পৌর ছাত্রলীগের সভাপতি মো মিলন খলিফা। এ সময় মহাসড়কের ওপরে টেবিল বসিয়ে বিশাল আকারের একটি কেক কাটা হয়। এতে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় মহাড়কের দুই পাশে দূরপাল্লার যানবাহনসহ শত শত গাড়ি আটকা পড়ে। প্রায় ৩৫ মিনিট মহাসড়ক আটকে কর্মসূচি পালন শেষে নেতা–কর্মীরা শোভাযাত্রা বের করেন। পরে শোভাযাত্রাটি গৌরনদী বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে শেষ হয়।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে স্থানীয় লোকজন জানান, মহাসড়কে এ ধরনের অনুষ্ঠান করলেও আওয়ামী দালাল প্রশাসন নীরব ভূমিকা পালন করে।

দূরপাল্লার বাসচালক আবু তালেব (৪৪), খবির হোসেন (৪৬) ও কাদের সরদার (৬০) ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, মহাসড়ক আটকে কেক কাটার এমন ঘটনা তাঁরা কখনো দেখেননি। এতে মানুষকে বেশ দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে।

এভাবে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা প্রসঙ্গে গৌরনদী উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি জোবায়েরুল ইসলামের কাছে জানতে চাইলে তিনি কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।

গৌরনদী হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. মুজাহিদুল ইসলাম বলেন, ‘বিষয়টি সম্পর্কে আমি অবগত নই।’

সামান্য বৃষ্টিতে কাদাপানিতে একাকার চট্টগ্রাম নগরের স্ট্যান্ড রোড। গতকাল বিকেল সাড়ে চারটায়। সৌরভ দাশকর্ণফুলী নদীর তীরে অবস্থিত স্ট্যান্ড রোডের পাশে রয়েছে ৬টি জেটি ও ১৬টি ঘাট। আছে বিভিন্ন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান, ভোগ্যপণ্যের গুদাম ও পোশাক কারখানা। এ সড়কে চলাচল করে শত শত ভারী যানবাহন। চলাচল হাজারো মানুষের। গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যস্ততম সড়কে ছয় মাস ধরে দুর্ভোগ লেগে আছে।

সড়কের দুটি পুরোনো কালভার্ট ভেঙে চার কোটি টাকা ব্যয়ে নতুন করে নির্মাণ করছে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন। গত ডিসেম্বরে মেয়াদ শেষ হলেও কাজ হয়েছে মাত্র ২৫ শতাংশ। আবার পানির পাইপ বসাতে চলছে ওয়াসার খোঁড়াখুঁড়ি। এসব কারণে লেগে আছে যানজট। শুষ্ক মৌসুমে ধুলার যন্ত্রণায় চলাচল করা দায় হয়ে পড়েছে। আবার বৃষ্টি হলে কাদাপানিতে একাকার হয়ে পড়েছে সড়ক। স্থানীয় লোকজনের ভাষ্য, উন্নয়ন–যন্ত্রণায় ভুগছেন তাঁরা।

গুরুত্বপূর্ণ এই সড়কের বেহাল দশা নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দা, ব্যবসায়ী ও চালকেরা ক্ষুব্ধ। মাসের পর মাস পার হলেও কাজের ধীরগতির কারণে যানজটসহ প্রতিদিন বিভিন্ন ধরনের ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তাঁরা। সড়ক সংকুচিত হয়ে যাওয়ায় দুর্ঘটনার ঝুঁকিও তৈরি হয়েছে বলে জানান তাঁরা।

নগরের সদরঘাট থেকে শুরু হওয়া এই সড়ক শেষ হয়েছে আগ্রাবাদের বারিক বিল্ডিং মোড়ে এসে। কর্ণফুলী নদীর তীরে অবস্থিত দুই কিলোমিটার দীর্ঘ সড়কটি নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যস্ত। এই সড়কে রয়েছে পদ্মা অয়েল কোম্পানির প্রধান কার্যালয়। আছে বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও পোশাক কারখানা। এই সড়কের পাশে রয়েছে ছয়টি জেটি এবং বাংলাবাজার, মাঝিরঘাটসহ ১৬টি ঘাট।

বিদেশ থেকে আসা পণ্যবাহী বড় জাহাজগুলো প্রথমে বন্দরের বহির্নোঙরে অবস্থান করে। এসব জাহাজের পণ্য লাইটার জাহাজে স্থানান্তর করা হয়। লাইটার জাহাজগুলোর পণ্য স্ট্যান্ড রোড এলাকার জেটি ও ঘাটে খালাস করা হয়। চট্টগ্রাম অঞ্চলের পণ্য মাঝিরঘাটের বিভিন্ন গুদামে রাখা হয়। আর চট্টগ্রামের বাইরে পণ্য ঘাট থেকে গাড়ি করে সরাসরি নির্দিষ্ট গন্তব্যে নিয়ে যাওয়া হয়। পণ্য পরিবহনের কারণে এই সড়ক দিয়ে প্রতিদিন শত শত কাভার্ড ভ্যান, ট্রাক ও লরি চলাচল করে।

সিটি করপোরেশন সূত্র জানায়, স্ট্যান্ড রোডের পুরোনো কাস্টমসের সামনের কালভার্টের দৈর্ঘ্য ২০ ফুট ও প্রশস্ততা ৪০ ফুট। ১ কোটি ৮২ লাখ টাকা ব্যয়ের এই নির্মাণকাজের কার্যাদেশ পেয়েছে মেসার্স সেলিম অ্যান্ড ব্রাদার্স-মেসার্স এ টি কনস্ট্রাকশন (জেভি)। অন্য কালভার্টটির ১৫ ফুট দৈর্ঘ্য ও প্রশস্ততা ৪৫ ফুট। ব্যয় ধরা হয়েছে ২ কোটি ২৭ লাখ টাকা। এটির কাজ করছে মেসার্স এ অ্যান্ড আর ট্রেডিং।

সড়কের পুরোনো কাস্টমস এলাকার বাসিন্দা চাকরিজীবী মোহাম্মদ আমির হোসেন সেতুর নির্মাণকাজের ধীরগতির কারণে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, সেতু দুটির কারণে তাঁদের কষ্টের শেষ নেই। এর মধ্যে ওয়াসার রাস্তা খোঁড়াখুঁড়িও ছিল। এসব কারণে বাসা থেকে বের হওয়ায় কঠিন হয়ে পড়েছে তাঁদের।

স্থানীয় ব্যবসায়ী মোহাম্মদ খলিল বলেন, পণ্য পরিবহনের জন্য এটি (স্ট্যান্ড রোড) নগরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সড়ক। কিন্তু সেতুর নির্মাণকাজের কারণে সড়কের প্রশস্ততা কমে গেছে। ফলে পণ্যবাহী গাড়ির জট লেগে থাকে। জরুরি প্রয়োজনে তাঁরা কোথাও যেতে পারেন না। রোগীকে হাসপাতালে বা চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়ার সময় সবচেয়ে বেশি সমস্যা হয়।

গতকাল শনিবার বিকেলে সরেজমিনে দেখা যায়, বৃষ্টির কারণে সদরঘাট থেকে সড়কটি কর্দমাক্ত হয়ে পড়েছে। সংস্কারের অভাবে বিভিন্ন জায়গায় সৃষ্টি হয়েছে গর্ত। পুরোনো কাস্টমস এলাকার কালভার্টের জন্য এক পাশ উন্মুক্ত অবস্থায় ফেলে রাখা হয়েছে। এ ছাড়া এই অংশে রাখা হয়েছে পানির পাইপ বসানোর নানা সরঞ্জাম। অন্য পাশেও চলছে কালভার্টের নির্মাণকাজ।

সরকার আসে, সরকার যায়, দিন বদলায় না। বদলায় না সাধারণ মানুষের যন্ত্রণার কাহিনি। আরও একবার সেই রূঢ় বাস্তবের সামনে দাঁড়াল ভারত। তথ্য বলছে, গত এক মাসে মহারাষ্ট্রে আত্মহত্যা করেছেন ৩০০ জনেরও বেশি কৃষক।

ভারতে কৃষক আত্মহত্যা নতুন কিছু নয়। ঋণের জালে জর্জরিত কৃষক আত্মহত্যা করছেন অনেক দিন ধরেই। যা নিয়ে ছবি হয়েছে, গল্প লেখা হয়েছে, রাজনীতিতে উথালপাথাল হয়েছে। লং মার্চ করেছেন কৃষকেরা। দিল্লিতে এসে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করার জন্য ধর্না দিয়েছেন। কিন্তু বাস্তব বদলায়নি। কৃষকের সমস্যার যে কোনও সুরাহা হয়নি, আরও একবার তা প্রমাণ হয়ে গেল।

মহারাষ্ট্র বরাবরই কৃষক আত্মহত্যাপ্রবণ জায়গা। গত কয়েক বছরে রাজ্যে খরা হয়েছে ভয়ঙ্কর। হাজার হাজার একর জমির ফসল নষ্ট হয়েছে। অথচ ফসল ফলানোর জন্য কৃষকেরা যে ঋণ নিয়েছিলেন, সব সময় তা মাফ হয়নি। ফলে দেনায় বিধ্বস্ত কৃষক আত্মহত্যা করেছেন। এ

বছরের বিষয়টি ঠিক উল্টো। পুজোর পর ফসল ঘরে তোলার কিছুদিন আগে অকাল বর্ষণ হয় মহারাষ্ট্রে। আর তাতেই ফের নষ্ট হয় ফসল। মাথায় হাত পড়ে কৃষকদের।

সময়টা ছিল নির্বাচনের। ফলে বিধ্বস্ত কৃষকদের বহু আশ্বাস দিয়েছিলেন রাজনৈতিক নেতারা। ক্ষতিপূরণও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সামান্য ক্ষতিপূরণই যে যথেষ্ট নয়, রাজনীতিকরা তা আগেও কোনও দিন বোঝেননি, এখনও বোঝেন না। খানিক ক্ষতিপূরণ, সামান্য ঋণ মওকুফ যে সমস্যার সমাধান নয়, ৩০০ কৃষকের আত্মহত্যা তা আরও একবার প্রমাণ করে দিল।

কৃষক আত্মহত্যার বিরুদ্ধে বহু দিন ধরে লড়াই করছেন বিদর্ভের বিজয় জওয়ানদ্ধিয়া। এই ঘটনার পরে ফের সোচ্চার হয়েছেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, "সরকার যদি সত্যিই কৃষকের আত্মহত্যা বন্ধ করতে চায়, তা হলে চাষের পুরো প্রক্রিয়াতেই বদল আনতে হবে। চাষিদের সঙ্গে বাজারের সরাসরি সংযোগ তৈরি করতে হবে। কারণ, বাজারে খাদ্য দ্রব্য চড়া দামে বিক্রি হলেও চাষিরা তার সুবিধা পান না। সমস্ত মুনাফাই চলে যায় মহাজনের ঘরে। যে দামে এখন চাষিকে ফসল বিক্রি করতে হয়, তাতে এক বছর চাষের ক্ষতি হলেই তাঁরা বিপুল ক্ষতির শিকার হন। ফলে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হন। সরকার যদি সরাসরি এই বেচাকেনার জায়গায় ঢুকতে পারে এবং চাষিদের মুনাফা বাড়াতে পারে, তাহলেই একমাত্র এই মর্মান্তিক বাস্তব থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে।"

বিজয়ের কথা নতুন নয়। বহু দিন ধরে বহু ব্যক্তি এ কথা বলে চলেছেন। ভোটের সময় রাজনৈতিক দলগুলিও এ সব কথাই বলে। কিন্তু ভোট হয়ে গেলে, পরিস্থিতি ফিরে যায় সেই তিমিরেই। সাধারণ মানুষের কথা ভাববেন, এত সময় সম্ভবত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের নেই। তা কেবল মাত্র ইসলামিক শাসন ব্যাবস্থাতেই সকলের ন্যায় অধিকার দিতে পারে।

সূত্র: এসজি/কেএম (টাইমস অফ ইন্ডিয়া, পিটিআই)

পাকিস্তান দখলকৃত আজাদ কাশ্মিরের প্রেসিডেন্ট সরদার মাসুদ খান বলেছেন যে নিয়ন্ত্রণ রেখায় ভারত প্রাণঘাতি অস্ত্র মোতায়েন করেছে, যা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মোদি সরকারের অত্যন্ত আগ্রাসী পরিকল্পনার একটি নমুনা।

গত বুধবার গভর্নর হাউজে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে কাশ্মিরের প্রেসিডেন্ট বলেন, ভারতীয় শাসকদের এই দুষ্ট চক্রান্ত শুধু পাকিস্তানের জন্যই বিপজ্জনক নয় গোটা অঞ্চলের শান্তি জন্য বড় ধরনের হুমকি। তিনি বলেন, ভারত এই অঞ্চলের একটি ভুয়া মানচিত্র প্রকাশ করেছে।

প্রেসিডেন্ট মাসুদ বলেন যে, গত বছর ৫ আগস্ট অধিকৃত অঞ্চলটির বিশেষ মর্যাদা বাতিল করে ভারত জম্মু-কাশ্মিরকে নিজের সঙ্গে যুক্ত করার পর থেকেই এর বিরুদ্ধে সরব প্রতিবাদ করে আসছে পাকিস্তান।

সরদার মাসুদ সতর্ক করে বলেন, ভারতের আগ্রাসি চক্রান্ত গোটা উপমহাদেশের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য হুমকি। আমরা বেলুচিস্তানবাসীর কাছেও কৃতজ্ঞ কারণ তারা গোটা প্রদেশে কাশ্মিরি জনগণের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করেছে।

তিনি হুশিয়ার করে দিয়ে বলেন, পাকিস্তান ও ভারত দুই দেশের হাতেই পারমাণবিক অস্ত্র রয়েছে। তাই তাদের মধ্যে যুদ্ধ বেধে গেলে গোটা অঞ্চলের জন্য তা বিপর্যয় সৃষ্টি করবে।

সূত্র : এসএএম/ ডন

পিপলস ইউনিয়ন ফর সিভিল লিবার্টিজ (পিইউসিএল), অল ইন্ডিয়া পিপলস ফোরাম (এআইপিএফ) ও ন্যাশনাল কনফেডারেশন অব হিউম্যান রাইটস অর্গানাইজেশন্স (এনসিএইচআরও)-এর প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত একটি তথ্য অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে ১৯ ডিসেম্বর ব্যাঙ্গালোরুতে সিএএ ও এনআরসি-বিরোধী প্রতিবাদ মিছিলে পুলিশের হামলা ছিলো পূর্ব-পরিকল্পিত। ওই হামলায় দুই জন নিহত হয়।

প্রতিবেদনে বলা হয়, পুলিশ বেছে বেছে মুসলমানদের উপর হামলা চালায় এবং মুসলমানদের দোকানপাট ও মসজিদকে টার্গেট করে। এই ঘটনার একদিন আগ থেকেই পুলিশ ঘটনাস্থলে বালুভর্তি বস্তা ও রায়ট গিয়ার প্রস্তুত রাখে এবং কাছাকাছি বিভিন্ন এলাকা থেকে কেএসআরপি বাহিনী এনে মোতায়েন করা হয়। এতে বুঝা যায় যে বিক্ষোভকারীদের উপর পুলিশের হামলা

ছিলো পূর্বপরিকল্পিত। তাছাড়া বিক্ষোভকারী সংখ্যা ৬০০০-৭০০০ বলে পুলিশ দাবি করলেও তা মিথ্যা। তাদের সংখ্যা ছিলো ২০০ থেকে ৩০০ জন।

তথ্য অনুসন্ধানকারী টিম বহুল প্রচারিত ৬০ থেকে ৭০টি ভিডিও পর্যালোচনা করে। তারা বলে যে সেখানে প্রাথমিকভাবে জড় হওয়া তরুণের সংখ্যা ১৫০ জনের বেশি হবে না। তারা শুধু স্লোগান দিচ্ছিল। কিন্তু পুলিশ তাদের উপরেই হামলা করে এবং তাদের উপর ব্যাপক শক্তি প্রয়োগ করা হয়।

প্রতিবেদনে আরো বলা হয় যে, পুলিশ আশেপাশের দোকানপাটেও হামলা চালায় এবং সেখান থেকে লোকজন ধরে এনে নির্দিষ্টভাবে শুধু মুসলমানদেরই মারধর করে। বিকেল চারটার দিকে ইব্রাহিম খলিল মসজিদে হামলা করে পুলিশ। সেখানে ৮০ জনের মতো মুসল্লি নামাজ পড়ছিলো।

রিপোর্টে আরো বলা হয়, মুসলিম গণ্যমান্য লোকজনের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত হয়ে এলেও পুলিশের হামলায় আশরাফ নামে এক নেতার মাথা ফেটে যাওয়ার পর উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

সূত্র: এক্সপ্রেস নিউজ সার্ভিস

আবদুল মজিদ মির। উদ্বিগ্ন এই বাবা শ্রীনগরের এক হাসপাতালের জনাকীর্ণ করিডোরে অপেক্ষা করছেন। তার সাথে আছে তার ১০ বছরের মেয়ে আরিফা। গত মাস থেকে মেয়েটি কেবল দুঃস্বপ্নই দেখে। প্রত্যেকের অস্বস্তিতে সে চিৎকার করে কান্না করে।

শুরুতে আরিফাকে নেয়া হয়েছিল ফকিরের কাছে। তিনি মেয়েটির মা-বাবাকে আশ্বস্ত করেছিলেন যে সাত দিন তাকে পবিত্র পানি দেয়া হলে সে সেরে যাবে। তিনি সারেনি। বরং প্রকোপে বেড়েছে, মাঝে মাঝেই সে রেগে যায়, অন্য সময় সে বিষণ্ন থাকে।

*সাউথ এশিয়ান মনিটর*কে মির বলেন, মিরের এক স্বজন তাকে পরামর্শ দেন আরিফাকে কোনো শিশু বিশেষজ্ঞের কাছে নিয়ে যেতে। প্রথম দেখাতেই আরিফা সেনাবাহিনীর এনকাউন্টারে নিহত হওয়া নিয়ে তার ছোট ভাইয়ের দুঃস্বপ্নের কথা জানায়। সে জানায়, সেও এনকাউন্টারের স্থানে পাথর নিক্ষেপ করবে।

ভারতবিরোধী উগ্রবাদীদের উত্তপ্ত এলাকা দক্ষিণ কাশ্মিরের পুলওয়ামার বাসিন্দা আরিফারা। তাদের বাড়ির আশপাশ আছে ধান ক্ষেত আর আপেলের বাগান। ওই এলাকায় প্রায়ই বন্দুকযুদ্ধ হয়। কোনো বাড়িতে স্বাধীনতাকামীদের উপস্থিতি জানতে পারলে ভারতীয় মালাউন সন্ত্রাসী সেনাবাহিনীর সদস্যরা সেটিকে গ্রেনেড দিয়ে উড়িয়ে দেয়, লাশগুলো বিকৃত করে চেনার অযোগ্য করে তোলে।

লোকজন প্রায়ই সেনা অভিযানে বিঘ্ন ঘটানো ও স্বাধীনতাকামীদের পালিয়ে যেতে সহায়তা করার জন্য এনকাউন্টার স্থলে পাথর নিক্ষেপ করে। গত বছর এ ধরনের অভিযানে বিপুলসংখ্যক লোক নিহত হয়েছে।

মির বলেন, আরিফা নিশ্চয় তার বন্ধু ও স্বজনদের কাছে এসব নৃশংসতা ঘটনার কথা শুনেছে। তার এই অবস্থার কারণ এটিই।

আরিফার এক চিকিৎসক *সাউথ এশিয়ান মনিটর*কে বলেন, তিনি যে হাসপাতালে কাজ করেন, সেখানে এ ধরনের রোগীর সংখ্যা কেবল বাড়ছেই।

তিনি বলেন, অন্য লোকদের মতো কাশ্মিরে শিশুরাও ৫ আগস্ট থেকে খাঁচায় আটকে আছে। ৫ মাস ধরে তারা স্কুলে যেতে পারছে না, খেলতে পারছে না, ইন্টারনেট নেই। যেটাকে স্বাভাবিক অবস্থা বলে মনে হচ্ছে, তা কৃত্রিম। বাস্তব অবস্থা ভয়াবহ ও বিপর্যয়কর।

এই শিশু বিশেষজ্ঞ গত দুই মাসে আক্রান্ত শিশু ও তাদের মা-বাবাদের অব্যাহতভাবে পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছেন। তবে তিনি নিজের পরিচয় প্রকাশ করতে চান না। তিনি বলেন, তাকে ও তার সহকর্মীদের কাশ্মিরের স্বাস্থ্যগত অবস্থা নিয়ে মিডিয়ার সাথে কথা বলতে বারণ করেছে কর্তৃপক্ষ।

তবে পরিচয় গোপন রাখা হবে, এই শর্তে রাজি হয়ে ওই চিকিৎসক বলেন, শিশুরাই মানসিক সমস্যায় আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিতে থাকে বেশি। আমরা যা অনুভব করি বা বুঝি, তা তারা অনেক বেশি ভাবায়। কাশ্মিরের বর্তমান পরিস্থিতি বয়স্কদের চেয়ে শিশুদেরই বেশি কষ্টে ফেলে দিয়েছে।

কাশ্মিরের বিদ্যমান পরিস্থিতিতে শিশুরা স্কুলে যেতে পারছে না, বন্ধুদের সাথে সাক্ষাত করতে পারছে না, তাদের অনুভূতি প্রকাশ করতে পারছে না।

তিনি বলেন, মা-বাবাকে বর্তমান পরিস্থিতিতে শিশুদের দিকে বেশি নজর রাখতে হবে। যদি মনে হয়, শিশুরা অদ্ভুত আচরণ করছে, তবে তাদের উচিত হবে দেরি না করে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া। আমরা এখন বিশেষ পরিস্থিতিতে বাস করছি।

আরিফার কয়েক মিটার দূরে ৮ বছরের হামাদ উদ্বিগ্নভাবে তাকাচ্ছে, সারাক্ষণ মায়ের জামা টেনে ধরছে, পীড়াপিড়ি করছে হাসপাতাল থেকে চলে যেতে।

আগের দিন হামাদ চতুর্থবারের মতো বাড়ি থেকে বের হয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরছিল। তার পরিবার খুঁজে তাকে বাড়ি নিয়ে আসে। তার জামার পকেটে তার ঠিকানা সেলাই করে দেয়া হয়েছে, যাতে সে হারিয়ে গেলেও লোকজন তাকে বাড়ি নিয়ে আসতে পারে।

হামাদের মা আমিনা বানু বলেন, আমরা জানি না, তার কী হয়েছে। সে এমন ছিল না কখনো। অক্টোবরে সে চিৎকার করে ওঠত, আমাদেরকে বলত মার্কেটে নিয়ে যেতে। অনিশ্চয়তা থাকায় আমরা তাকে নিয়ে যেতে অস্বীকৃতি জানাতাম। আর এতেই সে বিষণ্ন ও ক্রুদ্ধ হয়ে যেত।

মা জানান, এক দিন হামাদ কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত হারিয়ে গিয়েছিল। পরে দেখতে পাই, সে নোংরা রাস্তায় একাকী মার্বেল খেলছে।

বানু বলেন, আমি তাকে ওই দিন বেশ বকেছিলাম। এর কয়েক দিন পর আবারো সে নীরবে হাওয়া হয়ে গিয়েছিল। আমরা আবার তাকে খুঁজে পাই, তাকে দেখি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে।

এক প্রতিবেশীর পরামর্শে তিনি তার ছেলেকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে এসেছেন। হাসপাতালে ডাক্তার হামাদকে যা ইচ্ছা আঁকতে বলেন। সে বাইরে থেকে কালো শেকল দিয়ে তালাবদ্ধ একটি বাড়ির ছবি আঁকে।

গত ৫ আগস্ট কাশ্মিরের স্বায়ত্তশাসন বাতিল করার পর থেকে কাশ্মিরে স্থবির অবস্থা বিরাজ করছে। স্কুর কলেজ এখনো বন্ধ রয়েছে।

কাশ্মিরের শৈশব বিশ্বের অন্যান্য স্থানের মতো নিরাপদ, আনন্দময়, সুখের নয়। কাশ্মিরের এক শিশু গবেষক উলফাত আমিন বলেন, কাশ্মির নির্দোষ ও তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্যে থাকা এক টুকরা জায়গার মতো। এখানে বসবাসরত শিশুদের দৈনন্দিন জীবন বিক্ষোভ, প্রতিশোধ আর আধা সামরিক বাহিনীর উপস্থিতিতে ভারাক্রান্ত হয়।

তার মতে, সন্দেহাতীতভাবেই বলা যায় যে কাশ্মিরের সাম্প্রতিক গোলযোগ এখানকার শিশুদের মনোস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক অবস্থার ওপর প্রভাব ফেলছে। এর ফলে পিটিএসডিও হতে পারে। এছাড়া আরো নানা সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে।

কাশ্মিরের প্রখ্যাত শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ মোস্তাক মারগুব সম্প্রতি এক গবেষণাপত্রে বলেছেন, গত এক বছরে তিনি ১৬ বছরের কম বয়সী যত শিশুকে দেখেছেন, তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি শিশু আক্রান্ত রয়েছে ‘ডিসোসিয়েটিভ ডিসঅর্ডারে (২২.৬৯ ভাগ)। এরপর সবচেয়ে বেশিসংখ্যক শিশু আক্রান্ত রয়েছে মেন্টাল রেটার্ডে (১৭.৬৪ ভাগ)। সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত ৮.৪ ভাগ, আর নিউরোটিক ডিসঅর্ডারে ভুগছে ৪.২ ভাগ। আর গবেষণায় একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হলো, ২.৫২ ভাগ ক্ষেত্রে রোগী পোস্ট-ট্রামেটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডারে ভুগছে।

জবরদখলকৃত কাশ্মীরে মালাউন সন্ত্রাসী ভারতীয় বাহিনীর গাড়ি লক্ষ্য করে ফের গ্রেনেড হামলা চালিয়েছে ওই উপত্যকার স্বাধীনতাকামীরা।

গত শনিবার (৪ জানুয়ারি) সকালে শ্রীনগরের কওদারাতে এ হামলা চালানো হয়। সংবাদমাধ্যম এএনআই-এর এক প্রতিবেদনে এ খবর জানিয়েছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি।

ভারতীয় পুলিশ জানিয়েছে, শনিবার সকালে ভারতীয় আধা-সামরিক বাহিনী সিআরপিএফের টহল দলের সামরিক যান টাউনে অবস্থিত একটি বাজারের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় গ্রেনেড হামলা করা হয়।

এর আগে শুক্রবার কাশ্মীরের ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে নিয়ন্ত্রণ রেখার কাছে মাইন বিস্ফোরণে ভারতীয় চার সেনা গুরুতর আহত হয়। এছাড়াও গত ৬ অক্টোবর কাশ্মিরের অনন্তনাগে প্রশাসনিক ভবনের সামনে এক গ্রেনেড হামলায় ১০ জন আহত হয়। ১২ অক্টোবর মধ্য

শ্রীনগরের হরি সিং মহাসড়কে গ্রেনেড হামলায় আহত হয় ৫ জন। ১১ অক্টোবর শ্রীনগরে ভারতীয় আধা-সামরিক বাহিনী-সিআরপিএফ সদস্যদের লক্ষ্য করে চালানো স্বাধীনতাকামীদের হামলায় অন্তত ছয়জন আহত হয়। এর একদিন পর শ্রীনগরে গ্রেনেড হামলায় অন্তত পাঁচজন আহত হয়। ২৮ অক্টোবর সোপোরের বাস স্টেশনে সংঘটিত হামলায় আহত হয় অন্তত ১৫ জন।

০৪ঠা জানুয়ারি, ২০২০

মায়ানমার থেকে আগত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ভারতে কোনও জায়গা নেই। কোনও রকম রাখঢাক না করেই এ কথা স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দিল কেন্দ্রীয় মালাউন মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিংহ। তাঁর বক্তব্য, মায়ানমার থেকে পালিয়ে এসে জম্মুতে আশ্রয় নিয়েছেন বহু রোহিঙ্গা। কিন্তু তাঁদের এ দেশের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে না। বরং ঝাড়াই-বাছাই করে ফেরত পাঠানোর কাজ শুরু হবে শীঘ্রই।

মায়ানমারে ধর্মীয় নিপীড়ণের শিকার হয়েই দেশ ছেড়েছেন রোহিঙ্গা মুসলিমরা। তাঁদের একটি বড় অংশ বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছেন। ভারতেও গিয়েছেন কিছু রোহিঙ্গা। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার পেরিয়ে তাঁদের একটা অংশ জম্মুতে আশ্রয় নিয়েছেন বলেও দাবি করে মালাউন জিতেন্দ্র সিংহ।

কেন্দ্রীয় এই মন্ত্রীর দাবি, সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনে শুধুমাত্র পাকিস্তান, বাংলাদেশ এবং আফগানিস্তানে ধর্মীয় নিপীড়ণের শিকার হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রিস্টান, শিখ এবং পার্সিদের নাগরিকত্ব দেওয়ার কথাই বলা রয়েছে। মিয়ানমার বা রোহিঙ্গাদের কোনও উল্লেখ নেই এতে। তাই তাঁদের নাগরিকত্ব দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না।

ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম *আনন্দ বাজার* সূত্রে জানা গেছে,গত শুক্রবার শ্রীনগরে সরকারি কর্মীদের নিয়ে আয়োজিত তিন দিন ব্যাপী একটি অনুষ্ঠানে সংশোধিত নাগরকিত্ব আইন (সিএএ) নিয়ে আলোচনা চলাকালীন এমন মন্তব্য করেছে জিতেন্দ্র সিংহ। সে বলেছে, “সংসদে

বিল পাশ হয়ে যাওয়ার দিন থেকেই জম্মু-কাশ্মীরে সিএএ চালু হয়ে গিয়েছে। এ নিয়ে কোনও যদি, কিন্তুর ব্যাপার নেই। এ বার রোহিঙ্গাদের নিয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ করবে সরকার।”

মায়ানমারে ধর্মীয় নিপীড়ণের শিকার হয়েই দেশ ছেড়েছেন রোহিঙ্গা মুসলিমরা। তাঁদের একটি বড় অংশ বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছেন। ভারতেও গিয়েছেন কিছু রোহিঙ্গা। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার পেরিয়ে তাঁদের একটা অংশ জম্মুতে আশ্রয় নিয়েছেন বলেও দাবি করে মালাউন জিতেন্দ্র সিংহ

জিতেন্দ্র সিংহ বলেছে, “রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠানোর পরিকল্পনা চলছে। তাদের একটি তালিকা তৈরি করা হবে। প্রয়োজনে তৈরি করা হবে বায়োমেট্রিক পরিচয়পত্রও। কারণ সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনে রোহিঙ্গাদর কোনও সুবিধা দেওয়ার কথা বলা নেই। প্রতিবেশী তিন দেশে ধর্মীয় নিপীড়ণের শিকার যে ছয়টি সম্প্রদায়কে নাগরিকত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, রোহিঙ্গারা তার মধ্যে পড়ে না।

রাজশাহীর বাঘায় জোরপূর্বক জমি দখল করতে গিয়ে তোপের মুখে পড়েছে এক সন্ত্রাসী যুবলীগ নেতা। আজ শনিবার বেলা ১১টার দিকে উপজেলার গাওপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

কালের কণ্ঠ থেকে জানা যায়, উপজেলার গাওপাড়া গ্রামের আরশাদুল ইসলাম ও আক্কাস আলীর মধ্যে দীর্ঘদিন যাবত জমি নিয়ে দ্বন্দ্ব চলছিল। আসাদ আলী পক্ষ নিয়ে বাঘা পৌর যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক যুবাইদুল হক ও হানিফ আলীর নেতৃত্বে ১৫-২০ জনের একটি দল নিয়ে জমি দখল করতে যায়। এ সময় আক্কাস আলীর লোকজন বাধা দেয়। এক পর্যায়ে আক্কাস আলীর পক্ষের মরিয়ন বেগম (৬৫) ছেলে মানিক হোসেন ও মাসুন হোসেনকে মারপিট করে। এতে তারা ৩ জন আহত হয়। আহত অবস্থায় তাদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্রে চিকিৎসা দেয়া হয়েছে। তবে এ সময় এলাকার লোকজন একত্রিত হয়ে সন্ত্রাসী যুবলীগ নেতাদের ঘিরে ধরে। ফলে তারা তোপের মুখে পড়ে। তবে কৌশলে সন্ত্রাসীরা সেখান থেকে সটকে পড়ে।

সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের ৭২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করতে গিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছে সিলেট বিয়ানীবাজার উপজেলা ছাত্রলীগের বিবদমান রিভালবেল্ট ও স্বাধীন গ্রুপ। এসময় আহত হয়েছে সাত সন্ত্রাসী নেতাকর্মী।

শনিবার দুপুর সাড়ে ১২টায় পৌরশহরের প্রথমনাথ দাস রোডে (কলেজ রোড) এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

বিডি প্রতিদিন সূত্রে জানা গেছে, সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের ৭২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বিয়ানীবাজার উপজেলা ছাত্রলীগের বিদ্যমান গ্রুপগুলো পৃথক কর্মসূচির আয়োজন করে। সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের রিভারবেল্ট ও স্বাধীন গ্রুপ পৃথক কর্মসূচি উদযাপনের এক পর্যায়ে দুটি গ্রুপের নেতাকর্মীদের মধ্যে ইনার কলেজ রোডে প্রথমে ধাক্কা-ধাক্কি ও হাতাহাতি শুরু হয়। পরে দু'গ্রুপের নেতাকর্মীরা বাকবিতণ্ডা জড়িয়ে পড়লে তা সংঘর্ষে রূপ নেয়।

দু'গ্রুপের মধ্যে কলেজ রোড ও টিএন্ডটি রোডে দেশীয় অস্ত্রের মহড়া ও ইট-পাঠকেল নিক্ষেপ শুরু হয়।

সংঘর্ষ চলাকালে ফখরুল ইসলাম, মুরাদ আহমদ, আশরাফুল হক, সালাহ উদ্দিনসহ আরও তিন সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ নেতাকর্মী আহত হয়। আহতদের বিয়ানীবাজার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রেরণ করা হয়েছে।

কোনভাবেই নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না পিয়াজের বাজার। কাজে আসেনি কোনো পদক্ষেপ। অস্থিরতা চলছেই। ফের পিয়াজের দাম ডাবল সেঞ্চুরিতে পৌঁছেছে সিরাজগঞ্জের বাজারগুলোতে।

মাত্র দুদিনের ব্যবধানে দেড়গুণ বেড়ে পিয়াজ বিক্রি হচ্ছে ২০০ টাকায়। এতে আবারও বিপাকে পড়েছেন ক্রেতারা।

জানা গেছে, সিরাজগঞ্জ স্টেশন বাজার, বানিয়াপট্টি বাজার ও এসএস রোড এলাকায় বড় বাজার ঘুরে দেখা যায় দেশি পিয়াজ প্রতি কেজি বিক্রি হচ্ছে ১৮০ থেকে ২০০ টাকায়।

অপরদিকে আমদানি করা মিশরীয় পিয়াজ প্রতি কেজি বিক্রি হচ্ছে ১শ টাকায়। কয়েকজন ব্যবসায়ীর কথায়, আড়তে দাম বাড়লে আমাদের কিছু করার থাকে না। শনিবার সকালে আড়তে ভাল দেশি পিয়াজ ১৭০-১৯০ টাকায় কেনা হয়েছে। এ কারণে খুচরা বাজারে ১৮০-২০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। এলসির মাধ্যমে আসা বিদেশি পিয়াজ আড়ত থেকে ৭৫ টাকায় কিনে খুচরা বাজারে ১শ টাকায় বিক্রি করা হচ্ছে।

কাঁচাবাজার আড়ত ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক মসলিম উদ্দিন গণমাধ্যমকে বলেন, সিরাজগঞ্জের হাট-বাজারে পিয়াজের দাম আবারও বেড়েছে। বেশি দামের কারণে পাইকাররাও পিয়াজ কিনতে সাহস পাচ্ছেন না। ফলে খুচরা বাজারে প্রভাব পড়ছে।

উল্লেখ্য, গত বছরের নভেম্বরে এক লাফে ডাবল সেঞ্চুরিতে ওঠে পিয়াজের দাম। সেপ্টেম্বরের শেষ থেকে অস্থির হয়ে উঠে পিয়াজের বাজার। ২৯ সেপ্টেম্বর পিয়াজ রপ্তানি বন্ধ ঘোষণা করে ভারত। বাংলাদেশ আমদানির ক্ষেত্রে ভারতের ওপরই নির্ভরশীল। ফলে দেশের বাজারে লাফিয়ে লাফিয়ে দাম বাড়তে থাকে। পরে নভেম্বরের মাঝামাঝিতে সারাদেশে পিয়াজের কেজি ২০০ টাকা হয়।

সুত্রঃ বিডি প্রতিদিন

মিয়ানমার থেকে আগত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ভারতে কোনও জায়গা নেই বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছে দেশটির কেন্দ্রীয় হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং। সে বলেছে, মিয়ানমার থেকে পালিয়ে এসে জম্মুতে বহু রোহিঙ্গা আশ্রয় নিয়েছেন। কিন্তু তাদের ভারতীয় নাগরিকত্ব দেওয়া হবে না। বরং ঝাড়াই-বাছাই করে ফেরত পাঠানোর কাজ শুরু হবে শিগগিরই।

শুক্রবার শ্রীনগরে সরকারি কর্মীদের নিয়ে আয়োজিত তিনদিন ব্যাপী একটি অনুষ্ঠানে সংশোধিত নাগরকিত্ব আইন (সিএএ) নিয়ে আলোচনা চলাকালীন এমন মন্তব্য করে এই মন্ত্রী।

জিতেন্দ্র সিং আরো বলেছে,"সংসদে বিল পাশ হয়ে যাওয়ার দিন থেকেই জম্মু-কাশ্মীরে সিএএ চালু হয়ে গেছে। এ নিয়ে কোনও যদি, কিন্তুর ব্যাপার নেই। এবার রোহিঙ্গাদের নিয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ নেবে সরকার।"

কেন্দ্রীয় এই মন্ত্রীর দাবি, সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনে শুধুমাত্র পাকিস্তান, বাংলাদেশ এবং আফগানিস্তানে ধর্মীয় নিপীড়ণের শিকার হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রিস্টান, শিখ এবং পার্সিদের নাগরিকত্ব দেওয়ার কথাই বলা রয়েছে। মিয়ানমার বা রোহিঙ্গাদের কোনও উল্লেখ নেই এতে। তাই তাঁদের নাগরিকত্ব দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না।

জিতেন্দ্র সিংহ বলেছে, "রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠানোর পরিকল্পনা চলছে। তাদের একটি তালিকা তৈরি করা হবে। প্রয়োজনে তৈরি করা হবে বায়োমেট্রিক পরিচয়পত্রও। কারণ সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনে রোহিঙ্গাদর কোনও সুবিধা দেওয়ার কথা বলা নেই। প্রতিবেশী তিন দেশে ধর্মীয় নিপীড়ণের শিকার যে ছয়টি সম্প্রদায়কে নাগরিকত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, রোহিঙ্গারা তার মধ্যে পড়ে না।

সূত্র: আনন্দবাজার পত্রিকা

সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ) এবং জাতীয় নাগরিক পঞ্জি (এনআরসি) নিয়ে দেশের বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ অব্যাহত। তার মধ্যেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে হুমকি দিয়ে বিতর্কে জড়াল কর্নাটকের বেল্লারির সন্ত্রাসী দল বিজেপি গুণ্ডা সোমশেখর রেড্ডি। তাঁর কথায়, "খুব সাবধান, আমরা দেশের মোট জনসংখ্যার ৮০ শতাংশ। তোমরা মাত্র ১৫ শতাংশ। তোমরা সংখ্যালঘু। এ দেশে থাকতে গেলে বুঝে শুনে পা ফেলতে হবে।"

ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম আজকাল সূত্রে জানা গেছে, সম্প্রতি বেল্লারির একটি জনসভায় এমন মন্তব্য করে সোমশেখর রেড্ডি। সে বলে, "যাঁরা বিক্ষোভ করছেন, তাঁদের সতর্ক করে দিতে চাই। সবে পাঁচ মাস হল ক্ষমতায় এসেছি। বেশি নখরা (নাটক) করবেন না। আমরা যদি আসল মূর্তি ধারণ করি, তা হলে আপনাদের কী হবে বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই!" আমরা ৮০ শতাংশ, আপনারা মাত্র ১৫ শতাংশ। আমরা পাল্টা আঘাত করতে নামলে কী হবে বুঝতে পারছেন তো? এ দেশে থাকতে হলে বুঝে শুনে পা ফেলুন।"সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে সোমশেখর রেড্ডির ভাষণের এই ভিডিও ইতিমধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে।

কথিত মুসলিম বিরোধী নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে বিক্ষোভ দেখা গিয়েছে। তবে সবচেয়ে বেশি আঁচ পড়েছে সন্ত্রাসী যোগী আদিত্যনাথের উত্তরপ্রদেশে। লাগাতার বিক্ষোভে এখনও ত্রস্ত কানপুর, লখনউ, মেরঠের মতো শহরগুলো। ইতিমধ্যে পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছেন ২১ জন বিক্ষোভকারী। অথচ, পুলিশের দাবি ছিল বিক্ষোভকারীদের উদ্দেশে পুলিশ গুলি চালায়নি, বরং ৩০০ জন পুলিশকর্মী আহত হয়েছে। এর মধ্যে ৫৭ জন গুলিতে আহত হয়েছে। কিন্তু আদতে গুলিতে আহত কেবলমাত্র একজন পুলিশরেই খোঁজ মিলল।

ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম আজকাল সূত্রে জানা গেছে, একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম এই বিষয়ে খোঁজখবর নিয়েছিল। সেখানেই তাঁরা খোঁজ পান মুজফফরনগরের এসপি সতপাল অন্তিলের। যাঁর পায়ে গুলি লেগেছে। সে এখনও আহত জায়গায় ব্যান্ডেজ পরে রয়েছে। এই প্রসঙ্গে সে বলেছে, ‘গত ২০ ডিসেম্বর নিজের টিমের সঙ্গে মিনাক্ষী চকে ছিলাম। তখনই আমার গুলি লাগে। গুলি কোন পক্ষের লেগেছে তার কিছুই বুঝতে পারিনি, শুধু দেখেছি অনেক রক্ত বেরোচ্ছিল।’ শুধু এ ঘটনায় ২০০ জন বিক্ষোভকারীর বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টার অভিযোগ আনা হয়েছে।
অন্যদিকে, অন্যান্য এলাকার পুলিশ শীর্ষকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেও গুলিতে আহত পুলিশকর্মীর কোন তথ্য জানা যায় নি।

কাশ্মীরের ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে নিয়ন্ত্রণ রেখার কাছে মাইন বিস্ফোরণে কর্মকর্তাসহ ভারতীয় ৪ মালাউন সন্ত্রাসী সেনা গুরুতর আহত হয়েছে।

ভারতীয় গণমাধ্যমে বলা হয়েছে, গত শুক্রবার বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে জম্মু-কাশ্মিরের নৌশেরা সেক্টরের কালাল এলাকায় এক বিস্ফোরণে ওই সন্ত্রাসীরা আহত হয়। সামরিক সূত্রে প্রকাশ, সেনাবাহিনীর টহলদারী দল সীমান্তবর্তী অঞ্চলে সফরে ছিল। এই সময় ওই বিস্ফোরণ ঘটে।

এর আগে গত ৩১ ডিসেম্বর পুঞ্চের নিয়ন্ত্রণ রেখা ‘এলওসি’ সংলগ্ন একটি গ্রামে মাইন বিস্ফোরণ হয়েছিল।

কাশ্মীরের মুসলিম নেতা ইউসুফ তারিগামি বলেছেন, দখলদার ভারতের হিন্দুত্ববাদী বিজেপি সরকার কাশ্মীরকে জেলখানায় পরিণত করেছে। ভূ-স্বর্গ কাশ্মীরকে ধ্বংস করে দিয়েছে। আমরাও বাঁচতে চাই, আমাদেরও বাঁচার অধিকার আছে।

শুক্রবার (৩ জানুয়ারি) বিকাল ৫টায় কলকাতায় প্রমোদ দাশগুপ্ত ভবনের অডিটোরিয়ামে গণশক্তি পত্রিকার ৫৪তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্যাপিত অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।

অবৈধভাবে স্বাধীনতাকামী কাশ্মীরের ৩৭০ ধারা বাতিলের পরে সেখানকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক ও কেউ মারা যায়নি বলে হিন্দুত্ববাদী বিজেপি সরকার যে দাবি করছে, তার সমালোচনা করে তারিগামি বলেন, তিন-চার মাসের বেশি মোবাইল-ইন্টারনেট বন্ধ করে রাখাটা স্বাভাবিক? দিল্লি বা অন্য কোনও শহরে সাত দিনের জন্য এমন হলে কী অবস্থা হয়? রুটি-রুজি কোথা থেকে আসে? ব্যবসা কিভাবে চলে? হাসপাতালে কিভাবে চিকিৎসা পাওয়া যায়? স্কুলের শিশুদের কী অবস্থা হয়?
তারিগামির বলেন, ভারত সরকারের এই দখলদারিত্বের জেরে কাশ্মীরিরা ধীরে ধীরে মরছে। দমবন্ধ হয়ে আসছে।

তিনি বলেন, কাশ্মীরি নেতারা তো সন্ত্রাসী নন। কিন্তু আমাদের তো সন্ত্রাসবাদীদের মতো করে দেখানো হচ্ছে। মানুষকে কারাবন্দি করে, ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে, দৈনন্দিন জীবনধারনের পথ রুদ্ধ করে আদৌ কি কাশ্মীরবাসীর বিশ্বাস অর্জন করা সম্ভব?

এনআরসি আতঙ্কে ফের আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে জলপাইগুড়িতে। এই ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে 'আত্মহত্যার জন্য দায়ী' হিসাবে উল্লিখিত দুই ব্যক্তির নামে। মৃত আবদুল কাশেমের (৩৮) বাড়ি ডুয়ার্সের ক্রান্তি ফাঁড়ির অন্তর্গত চ্যাংমারি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার পূর্ব দোলাইগাঁও গ্রামে। মৃতের স্ত্রী আনসুরা বেগমের দায়ের করা এফআইআর-এ তাঁর স্বামীর আত্মহত্যার জন্য 'নরেন্দ্র দামুদর দাস মুদি' ও 'অমিত সাহা'কে দায়ী করা হয়েছে।

ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের সূত্রে জানা গেছে, মৃত আবদুল কাশেম পেশায় দিন মজুর ছিলেন। তাঁর পরিবারের তরফে জানা গিয়েছে, ওই ব্যক্তির ভোটার কার্ড ও আধার কার্ডে নাম ভুল ছিল। নাগরিকত্ব প্রমাণ করার মতো জমির কাগজপত্রও তাঁর কাছে ছিল না। গত কয়েক মাস ধরে

এনআরসি সংক্রান্ত নথিপত্র জোগাড় করা নিয়ে মানসিক টানাপোড়েনের মধ্যে ছিলেন কাশেম। সেখান থেকেই মানসিক অবসাদের সৃষ্টি। কাগজপত্র না থাকলে তাঁকে কি ভিটেমাটি ছেড়ে চলে যেতে হবে? মাঝে মধ্যেই নাকি প্রতিবেশীদের এই প্রশ্ন করতেন কাশেম।

আব্দুল কাশেমের স্ত্রী আনসুরা বেগম থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। তিনি বলেন, ‘গতকাল সন্ধ্যায় সকলে টিভিতে খবর দেখছিলাম। ওই সময় টিভিতে এনআরসি সংক্রান্ত কিছু দেখাচ্ছিল। এরপর তাঁর স্বামী হঠাৎ বলেন, ‘আমার বেঁচে থেকে লাভ নেই।’ একথা বলে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে যান তিনি। অনেকক্ষণ পর বাড়ি না ফেরায় খোঁজাখুঁজি শুরু করেন পরিবারের সদস্য ও প্রতিবেশীরা। এরপরই বাড়ির কাছে একটি গাছ থেকে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় আব্দুল কাশেমের দেহ। এফআইআরে কাশেমের স্ত্রী আনসুরা লেখেন, ‘আমার স্বামী এনআরসি আতঙ্কে আত্মঘাতী হয়েছেন। এর দায় নরেন্দ্র দামুদর দাস মুদি ও অমিত সাহার।’

এনআরসি আতঙ্কে এই নিয়ে জলপাইগুড়ি জেলায় গত সেপ্টেম্বর থেকে ৬ জন আত্মঘাতী হলেন বলে অভিযোগ।

আল্লাহ সুবহানু ওয়া তা'য়ালা বিভিন্ন যুগে ইসলামের শত্রুদেরকে তাদের পরস্পরের হাতে ধ্বংস করে দিয়েছেন, তাদের শক্তিকে খর্ব করে দিয়েছেন। এ যুগেও আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তা'য়ালার সেই নীতি কাফেরদের উপর প্রয়োগ হচ্ছে। গতকাল ৩রা জানুয়ারী ইরাকের বাগদাদে মুসলিমদের প্রধান শত্রু আমেরিকার হাতে মুসলিমদের আরেক শত্রু চরম সুন্নি মুসলিমবিদ্বেষী শিয়া কমান্ডার কাসেম সুলাইমানী নিহত হয়েছে।

[caption id="" align="alignnone" width="600"]

ইরাকে আমেরিকার সেনাদের সাথে নিহত সন্ত্রাসী শিয়া কমান্ডার কাসেম সোলাইমানি[/caption]

শুক্রবার ভোরে ইরাকের রাজধানী বাগদাদের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে শিয়া সন্ত্রাসী সোলাইমানির গাড়িবহর লক্ষ্য করে বিমান হামলা চালায় বিশ্বসন্ত্রাসী যুক্তরাষ্ট্র। এই হামলায় সোলাইমানিসহ বেশ কয়েক শিয়া সন্ত্রাসী সেনা নিহত হয়। এই সন্ত্রাসী শিয়া কমান্ডার একসময় ইরাক যুদ্ধে আমেরিকার সাথে মিলে মুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলো। আজ সেই আমেরিকার হাতেই নিহত হলো সোলাইমানি।

কাসেম সুলাইমানী ইরাক ও সিরিয়ায় মুসলিমদের উপর নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড এবং জঘন্য সব নির্যাতনের জন্য কুখ্যাত। সুন্নি মুসলিমদের বিরুদ্ধে আমেরিকার চেয়েও হিংস্র এই শিয়া গোষ্ঠী। ২০১৪ সালে ইরাকের জুরফ আল-সাখার এলাকার কৃষিভিত্তিক সম্প্রদায়ের সুন্নি মুসলিমদের উপর চালানো গণহত্যা হচ্ছে সোলায়মানির নেতৃত্বাধীন কুদস ফোর্সের অধীনস্থ বাহিনীগুলো দ্বারা সংঘটিত নৃশংসতার প্রকৃষ্ট উদাহরণগুলোর একটি।

এই সন্ত্রাসী শিয়া কমান্ডারের মৃত্যুতে তাই ইরাক ও সিরিয়ান মুসলিমরা আনন্দ উৎযাপন করছেন। তাদের সাথে সারাবিশ্বের ধর্মপ্রাণ মুসলিমরাও সন্ত্রাসী শিয়াগোষ্ঠীর এই হিংস্র কমান্ডারের মৃত্যুতে আনন্দিত হয়েছেন।

সিরিয়ার আফরিন, আলেপ্পো, রাস-আল-আইন, মানবিজসহ বিভিন্ন শহরে মিষ্টি বিতরণ করেন সাধারণ সিরিয়ান মুসলিমরা। এসময় তারা বিজয় উল্লাস করেন ও আনন্দ মিছিল বের করেন।

একইভাবে ফিলিস্তিনের গাজা ও রামাল্লায় মুসলিমরা সোলাইমানীর মৃত্যুতে আনন্দ উৎযাপন করেছেন।

নিচে দেখুন মুসলিমদের আনন্দ উৎযাপনের দৃশ্য-

[caption id="" align="alignnone" width="640"]

সাদা কাগজটিতে লেখা: “মহিমান্বিত গাজা নগরী হতে সিরিয়া ও ইরাকে আমাদের ভাইবোনদের হত্যাকারী অপরাধী কাসেম সোলায়মানির মৃত্যুতে আনন্দস্বরূপ।[/caption][caption id="" align="alignnone" width="540"]

সিরিয়ায়

শিয়া কমান্ডার সোলায়মানির মৃত্যুতে আনন্দ উৎযাপনের দৃশ্য[/caption]

من غزة العزة فرحاً بهلاك
المجرم.. قاسم سليماني
قاتل أهلنا في الشام والعراق

০৩রা জানুয়ারি, ২০২০

তীব্র বিরোধে ক্ষতবিক্ষত বছরটির শেষ ভাগ অতল গহ্বরে নিজেকে টেনে নেয়ার প্রেক্ষাপটে সিএএ (সংশোধিত নাগরিক আইন)-বিরোধী ও এনপিআর (জাতীয় জনসংখ্যা নিবন্ধন)-বিরোধী বিক্ষোভের মাধ্যমে ভারতীয় মুসলিমেরা অবশেষে নীরব থাকতে বা অদৃশ্যমান থাকতে অস্বীকৃতি জানিয়ে রাস্তায় বের হয়ে এসেছে।

তাদের মধ্যে যাদের বয়স কম, তাদের সামাজিক গণমাধ্যমে হাজির হতে কোনো সমস্যা হয়নি। ভারতের মুসলিমেরা বুঝতে পেরেছে যে তাদের আর চুপ করে থাকার অবকাশ নেই, তাদেরকেই লড়াই করতে হবে।

ভারতের স্বাধীনতার পর থেকে প্রায় সাত দশক ধরে দেশটির মুসলিম জনসাধারণ, দাঙ্গার সামান্য কিছু সময় বাদ দিলে, তাদের ক্ষোভ প্রকাশ থেকে বিরতই থেকেছে। তারা তাদের

রাজনীতির বিষয়টি প্রকাশ করার জন্য ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস বা মুসলিম লিগের বিভিন্ন সংস্করণের মতো রাজনৈতিক দলের ওপর নির্ভর করেছে।

কিন্তু বছর শেষের বিক্ষোভে ইঙ্গিত দিচ্ছে যে তারা আর রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর আস্থা রাখতে পারছে না। একইভাবে বলা যায়, ভারতে যে রাজনৈতিক শূন্যতা (বিক্ষোভে আসলে কোনো নেতা থাকে না) দেখা দিয়েছে সে কারণে শিক্ষিত ও তরুণ মুসলিমদের নতুন প্রজন্ম আর কোনো একটি রাজনৈতিক দলের সাথে থাকার প্রয়োজন দেখছে না।

এমন ধারা টিকে গেলে তা ভবিষ্যতের জন্য বড় একটি ঘটনা হিসেবে গণ্য হতে পারে। এর মানে এটিও যে সংখ্যালঘুদের ভোট ব্যাংক হিসেবে পরিচিত কংগ্রেস ভারতীয় মুসলিমদেরকে মূলধারায় আনতে পারেনি, আর মেরুকরণের শক্তি বিবেচিত সন্ত্রাসী দল বিজেপি নিজস্ব হিন্দুত্ববাদী মতাদর্শের কারণেই একমুখী ধারা সৃষ্টি করতে পেরেছে।

সূত্র: গালফ নিউজ

বছরের পর বছর ধরে দখলদার ইহুদিবাদী ইসরাঈলের সন্ত্রাসী বাহিনী ফিলিস্তিনের মুসলিমদের উপর চালিয়ে যাচ্ছে বর্বরোচিত জুলুম-অত্যাচার। ১৯৬৭ সাল থেকে শুরু হওয়া এই নির্যাতন আজ ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। অথচ, জাতিসংঘের মতো কথিত মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিদার সংগঠনও ফিলিস্তিনিদের পাশে দাঁড়ায়নি। ওআইসি নামে মুসলিমদের স্বার্থরক্ষার জন্য গড়ে উঠা সংগঠনও ফিলিস্তিনীদের সহায়তায় এগিয়ে আসেনি। বরং এই সংঘগুলো সবসময়ই দখলদার সন্ত্রাসী ইহুদীদেরকে পরোক্ষভাবে সমর্থন দিয়ে গেছে। সামনে মানবতার কথা বললেও বিশ্ব সন্ত্রাসবাদের মূলহোতা তারাই। তাদেরই সমর্থনে আজও ফিলিস্তিন মুমিনের রক্তে রঞ্জিত, ইহুদীরা আজ পূর্বের চেয়েও ভয়ানক হিংস্র হয়ে উঠেছে।
ল্যান্ড রিসার্চ সেন্টারের তথ্য মতে, ইহুদীবাদী ইসরাঈল শুধু ২০১৯ সালেই ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীর ও জেরুজালেমে অবৈধভাবে ৬৪৮টি মুসলিম বাড়ি ও আবাসন ধ্বংস করেছে, ৬৮ হাজার dunums পরিমাণ খাস ভূমি বাজেয়াপ্ত করেছে, ১৫ হাজার জলপাই গাছ উপড়ে ফেলেছে, পশ্চিম তীরে নতুন ৩৪ টি চেকপোস্ট বানিয়ে মোট চেকপোস্টের সংখ্যা ৮৮৮ টি করেছে। প্রকৃত জবরদখলের পরিমাণ আল্লাহই ভালো জানেন।

এছাড়াও দখলদার ইহুদী সন্ত্রাসীরা ২০১৯ সালে গাজায় ৫২০টি শিল্পকারখানা বন্ধ করে দিয়েছে। ফিলিস্তিনি শিল্পকারখানা বহুল বাজেয়াপ্তকরণ, সামরিক অভিযান আর ফিলিস্তিনে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ইহুদীবাদী অভিশপ্ত ইসরাঈলের শয়তানী কাজের অংশে পরিণত হয়েছে। আর তাদের এসকল শয়তানী কার্যক্রমের কারণে ফিলিস্তিনের অর্থনীতি হুমকির মুখে! হাজার-হাজার লোক কর্মসংস্থান হারিয়ে বেকার হয়ে পড়েছেন। ফলে দরিদ্রতার হার আশঙ্কাজনকভাবে বেড়েছে।

৩৫ হাজারেরও অধিক লোক পোশাক শিল্পের সাথে জড়িত ছিলেন, কিন্তু বর্তমানে তা ৩ থেকে ৫ হাজারে নেমে এসেছে। তুলা শিল্প আগে ৩০ হাজার গাজাবাসীর কর্মসংস্থান করতো, কিন্তু বর্তমানে তা মাত্র ৩ হাজার লোকের কর্মস্থল।

অন্যদিকে বিগত ২০১৯ সালে ফিলিস্তিনী সাংবাদিকদের উপর সন্ত্রাসী ইসরাঈল ৫৯৮টি সহিংসতা ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটিয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে, সাংবাদিকদের লক্ষ্য করে লাইভ ও রাবার বুলেট নিক্ষেপ, স্টান গ্রেনেড/টিয়ার গ্যাস হামলা, প্রহার ও গ্রেপ্তার, তাদের যন্ত্রসামগ্রী জব্দকরণ এবং তাদেরকে বিদেশ সফরে যেতে বাধা দানের মতো জঘন্য ঘটনা।

১৯৬৭ সাল থেকে ইহুদিবাদী ইসরাঈলী দখলদার বাহিনী প্রায় 1 মিলিয়ন ফিলিস্তিনীকে গ্রেপ্তার করেছে। শুধু গত বছরেই ৫৫০০ এরও অধিক নিরপরাধ ফিলিস্তিনীকে বন্দী করেছে দখলদার ইহুদী সন্ত্রাসীরা। যাদের মাঝে শিশুদের সংখ্যাই হচ্ছে ৮৮৯ এবং মহিলাদের সংখ্যা ২২৮।

গত ২০১৯ সালে দখলদার ইহুদীরা বর্বরোচিত বিমান হামলা ও গুলি চালিয়ে হত্যা করেছে ১৯২ এরও অধিক ফিলিস্তিনী মুসলিমকে!

AQN এর অনুসন্ধানী রিপোর্ট অনুসারে শিশু শহীদদের সংখ্যা ৩৩ জনে পৌঁছেছে। মহিলা শহিদদের সংখ্যা ১২ জন। শহিদদের মধ্যে ১১২ জনই হচ্ছেন গাজা উপত্যকার বাসিন্দা। পশ্চিম তীরে শাহাদতবরণ করেছেন আরো ৩৭ জন ফিলিস্তিনী। যাদের মাঝে ৬৯ জন অভিশপ্ত দখলদার ইহুদী সন্ত্রাসীদের বর্বরোচিত বোমা হামলার ফলে শাহাদাতবরণ করেন।

আসাম রাজ্যের গোয়ালপাড়া জেলায় নির্মিত হচ্ছে ভারতের সর্ববৃহৎ আটককেন্দ্র। দেশজুড়ে জাতীয় নাগরিক তালিকার (এনআরসি) ঘোষণা আর সদ্য সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের (সিএএ) প্রেক্ষাপটে বিশাল আয়তনের এই আটককেন্দ্র নির্মাণের পদক্ষেপ মুসলিমদের মধ্যে

তীব্র আতঙ্কের জন্ম দিয়েছে। কেননা আসামের এনআরসি থেকে বাদ পড়াদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ মুসলিম। সিএএ-তেও উপেক্ষিত তাদের প্রশ্ন।

আসামের নির্মানাধীন আটককেন্দ্রে কাজ করছেন ২৫ বছর বয়সী ইলেক্ট্রিশিয়ান আলী। কাজের ফাঁকে সেখানকার হাসপাতাল ব্লকের সামনে বিশ্রাম নিতে বসে তার মাথায় ঘুরছে অন্য চিন্তা। 'আজ আমি এখানে কাজ করছি। কাল হয়তো এখানেই বন্দি হবে আমার বোন জামাই। বোনের পরিবারটা শেষ হয়ে যাবে', বলেন তিনি। গত বছর আসামে প্রকাশ হওয়া জাতীয় নাগরিক তালিকায় (এনআরসি) অন্তর্ভুক্ত হতে পারেননি আলীর বোন জামাই। ওই তালিকা থেকে বাদ পড়েছে ১৯ লাখ বাসিন্দা। আপাতত 'অবৈধ অভিবাসী' হয়ে পড়া এসব বাসিন্দাদের গন্তব্য হবে গোয়ালপাড়ার মতো আটককেন্দ্রগুলো। নয়তো তাদের প্রত্যর্পণ করা হবে।

আসামের রাজধানী দিসপুর থেকে ১২৬ কিলোমিটার দূরে গোয়ালপাড়ার মাটিয়া গ্রামে গড়ে তোলা হচ্ছে কেন্দ্রটি। তিন লাখ বর্গফুট (২৮ হাজার বর্গফুট বা ২.৮ হেক্টর) জায়গা জুড়ে নির্মিত এই ভবনের ধারণ ক্ষমতা তিন হাজার মানুষ। গোয়ালপাড়ার প্রত্যন্ত এলাকায় অবস্থিত এই সেন্টারটির তিন দিকে বিস্তৃত খোলা জমি আর বাম দিকের একটি সড়ক রাজ্যের মূল শহর গুয়াহাটির সঙ্গে সংযুক্ত।

সংযোগ সড়কটির একদিক চলে গেছে 'ভূত' পর্বতের মধ্য দিয়ে। জনচলতি বিশ্বাস অনুযায়ী কয়েক শতাব্দী আগে ওই পর্বত এলাকা শাসন করতো ভূতেরা। ফলে কোনও মানুষ তা পাড়ি দিতে পারে না। 'আমার কাছে এখানেও একই পরিস্থিতি মনে হচ্ছে। যে মানুষ এই আটককেন্দ্রে যাবে সে আর ফিরে আসবে না', বলেন স্থানীয় বাসিন্দা গুলাম নবী। সেখানকার বড় বড় দেয়ালের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে তিনি বলেন, 'জনবসতি থেকে, পরিবার থেকে এক জন মানুষকে আলাদা করে ফেলে তাকে এই বিশাল দেয়ালের মধ্যে রেখে দেওয়া কি মানবিক?'যা 'পুরো কম্পাউন্ডটি দুটি দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। একটি ২০ ফুট উঁচু আর অপরটি ছয় ফুট। ছয়টি টাওয়ার থেকে সেন্টারটি সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করা হবে। তাতে সহায়তা দেবে একশো মিটার উঁচু বিম লাইট।

নির্মাণস্থলের কর্মকর্তাদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী সেন্টারটি নির্মাণে গত বছরের জুনে বরাদ্দ দেয় ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। ডিসেম্বরে কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার কথা থাকলেও চলতি

বছরের এপ্রিল পর্যন্ত সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে। রবীন্দ্র দাস বলেন, 'এটা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প। এপ্রিলের মধ্যে আমাদের পুরো কাজ শেষ করতে হবে'।

ভারতের অন্য ডিটেনশন সেন্টারগুলো

ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার এখন পর্যন্ত দেশব্যাপী এনআরসি করার ঘোষণা দেয়নি। তা সত্ত্বেও দেশের বিভিন্ন স্থানে নির্মিত হচ্ছে বেশ কয়েকটি ডিটেনশন সেন্টার। চার দশকের বেশি সময় ধরে বাংলাভাষী অভিবাসীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন প্রত্যক্ষ করা আসাম রাজ্যে ইতোমধ্যে চালু রয়েছে অন্তত ছয়টি ডিটেনশন সেন্টার।

গত ৩ ডিসেম্বর (২০১৯) ভারতের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জি কিশান রেড্ডি পার্লামেন্টে এক লিখিত প্রশ্নের জবাবে জানান, গোয়ালপাড়ার ডিটেনশন সেন্টারে বর্তমানে ২০১ জন বন্দি রয়েছেন। আর কোকরাঝড়ে ১৪০ জন, শিলচরে ৭১ জন, দিবরুগড়ে ৪০ জন, জোরহাটে ১৯৬ জন ও তেজপুর সেন্টারে রয়েছে ৩২২জন। ২০০৮ সাল থেকে এসব সেন্টারে প্রায় একশো জন মারা গেছেন। এদের অনেকেই আত্মহত্যা করেছেন।

গত জুলাইতে আরেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রায় বলেন, সব রাজ্যকেই কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তুত করা মডেল ডিটেনশন সেন্টার ম্যানুয়ালের আলোকে ডিটেনশন সেন্টার স্থাপন করতে বলা হয়েছে। গত ২২ ডিসেম্বর দক্ষিণাঞ্চলীয় রাজ্য কর্নাটকের রাজধানী বেঙ্গালুরু থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার দূরে নিলামঙ্গলাতে অনিবন্ধিত শরণার্থীদের একটি সেন্টার চালু করা হয়েছে। ছয় রুমের একটি সরকারি ভবনে রান্নাঘর ও নিরাপত্তা কক্ষ মিলিয়ে সেন্টারটিতে ২৪ জন বন্দি থাকতে পারবে। সম্প্রতি দুটি পর্যবেক্ষণ টাওয়ার ও একটি সীমানা দেওয়াল যোগ করে সেখানে নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে।

গত বছরের ২৯ মে পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজ্য গোয়াতে প্রথমবারের মতো ডিটেনশন সেন্টার চালু করেছে। আর রাজস্থানে কেন্দ্রীয় সরকারের কারাগারের অভ্যন্তরে রয়েছে একটি ডিটেনশন সেন্টার। এই বছরের মে মাসে পাঞ্জাবেও একটি সেন্টার নির্মাণ শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় রাজধানী দিল্লিতে ডিটেনশন সেন্টার চালু রয়েছে ২০০৬ সাল থেকে। বিদেশি নিবন্ধনের আঞ্চলিক কার্যালয় (এফআরআরও) এই সেন্টারটি পরিচালনা করে।

পশ্চিমাঞ্চলীয় আরেক রাজ্য মহারাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কেন্দ্র মুম্বাইয়ের বাইরে ডিটেনশন সেন্টার নির্মাণের জমি বাছাই করে পূর্ববর্তী বিজেপি সরকার। তবে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে রাজ্যের মুসলমানদের ভীত না হতে আশ্বস্ত করেছেন। প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেসসহ কয়েকটি দলকে নিয়ে গঠিত জোট সরকারের নেতৃত্ব দেওয়া ঠাকরে ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, তার সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের ডিটেনশন সেন্টার স্থাপনের আদেশ মানবে না।

ডিটেনশন সেন্টার স্থাপনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারও দুটি স্থান নির্বাচন করেছে বলে খবর প্রকাশ হয়েছে। এর একটি রাজধানী কলকাতার কাছে আর অপরটি উত্তর ২৪ পরগনা জেলায়।

আনুষ্ঠানিক কোনও তথ্য না থাকলেও ভারতের ক্ষমতাধর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরে এক নির্বাচনি মিছিলে দাবি করেন দেশে প্রায় ৪০ লাখ অনিবন্ধিত শরণার্থী রয়েছে।

মুসলমানদের শঙ্কা দেশজুড়ে এনআরসি

ইউনাইটেড অ্যাগেইনিস্ট হেট গ্রুপের এক প্রতিবেদন অনুযায়ী এনআরসি থেকে বাদ পড়া ১৯ লাখ বাসিন্দার প্রায় অর্ধেকই মুসলমান। এখন ভারতের ২০ কোটি মুসলমানের আশঙ্কা দেশব্যাপী এনআরসি প্রক্রিয়া চালু করবে হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) সরকার। গত মাসে সিএএ পাসের পর ওই ভয় তীব্র হয়েছে। আর তা থেকেই দেশব্যাপী হয়েছে তুমুল বিক্ষোভ। এতে এখন পর্যন্ত প্রাণ হারিয়েছে অন্তত ২৬ জন।

সিএএ অনুযায়ী ২০১৫ সালের আগে প্রতিবেশি বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান থেকে যাওয়া মুসলমান বাদে ছয়টি ধর্মাবল্বী মানুষদের ভারতের নাগরিকত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। সমালোচকরা বলছেন, এই আইনটি নাগরিকত্বের শর্ত হিসেবে ধর্ম নির্ধারণ করে ভারতের ধর্ম নিরপেক্ষ সংবিধানের লঙ্ঘন করেছে। অন্যদিকে মুসলমানদের আশঙ্কা সিএএ হচ্ছে এনআরসির আগের ধাপ। যাতে করে তাদের নাগরিকত্ব প্রশ্নের মুখে পড়বে।

বিজেপি'র মুখপাত্র সামবিত পত্র আল জাজিরাকে বলেছে, আটককেন্দ্র স্থাপন আর এনআরসি'র মধ্যে কোনও সম্পর্ক নেই। আটককেন্দ্র অবৈধভাবে ভারতে থাকা বিদেশিদের জন্য।' তবে এতে আশ্বস্ত নন দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক তানভির ফজল। তিনি বলেন, 'খুব সহজেই বোঝা যাচ্ছে যে, অমুসলিমেরা যদি এনআরসি থেকে বাদ

পড়ে তাহলে সিএএ তাদের রক্ষা করবে। ফলে আটককেন্দ্রে যাওয়ার বাকি থাকবে শুধুমাত্র মুসলমানেরা।'

গত বছরের শেষের দিকে দেশে আলোচিত বিষয়গুলোর মধ্যে পিয়াজের অস্বাভাবিক দাম বৃদ্ধি ছিল অন্যতম। ২০১৯ সালের জুলাই মাসের শুরুতে প্রতি কেজি পিয়াজ ৩৫ থেকে ৪০ টাকা হলেও আগস্টের শুরু থেকে দাম বাড়তে শুরু করে। সেপ্টেম্বর মাসে পিয়াজের কেজি ১০০ টাকা ছাড়িয়ে যায়। পরবর্তীতে গত অক্টোবর-নভেম্বর মাসে পিয়াজের রেকর্ড পরিমাণ দাম বেড়ে প্রতি কেজি পিয়াজ বিক্রি হয় ২৫০ থেকে ৩০০ টাকা দরে।

এ নিয়ে প্রায় পাঁচ মাস আলোচনা-সমালোচনার পর দাম কমতে শুরু পিয়াজের। গত এক মাসের মধ্যে কেজি প্রতি পিয়াজের দাম ১০০ টাকায় চলে আসে।

অন্যদিকে আমদানি করা পিয়াজের দাম কেজিপ্রতি ২২০ থেকে কমে চলে আসে ৬০ টাকায়।

এছাড়া কেজিপ্রতি ১০ টাকা কমে টিসিবির ট্রাক সেলের পিয়াজও চলে আসে ৩৫ টাকায়। কিন্তু, দাম কমতে না কমতেই সম্প্রতি আবারও বাড়ছে পিয়াজের দাম। বাজারে বর্তমানে আমদানি করা পিয়াজ না থাকলেও সপ্তাহের ব্যবধানে দেশি পিয়াজের দাম কেজিপ্রতি ৪০ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে। ফলে নতুন বছরের শুরুতেই পুরোনো বছরের আতঙ্ক তৈরি হয়েছে।

আজ শুক্রবার রাজধানীর কারওয়ান বাজার (খুচরা বাজার), মগবাজার, রামপুরা, মালিবাগ, মালিবাগ রেলগেট, খিলগাঁও, মতিঝিল টিঅ্যান্ডটি বাজার, ফকিরাপুল কাঁচাবাজার ঘুরে এ চিত্র দেখা যায়।

বিডি প্রতিদিন থেকে জানা যায়, এসব বাজারে বর্তমানে দেশি পিয়াজ কেজিপ্রতি ১৪০ থেকে ১৫০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। অথচ এক সপ্তাহ আগেও দেশি নতুন পিয়াজ কেজিপ্রতি বিক্রি হয় ১০৫ থেকে ১১০ টাকায়। গত সপ্তাহে আমদানি করা পিয়াজ প্রতিকেজি ৬০ থেকে ৭০ টাকায় বিক্রি হয়। বর্তমানে সব বাজারে আমদানি করা পিয়াজ নেই।

দীর্ঘদিন পিয়াজের চড়া দামের পর কমে আসতে শুরু করায় ক্রেতাদের মধ্যে স্বস্তি নামতে শুরু করেছিল। কিন্তু, এরই মধ্যে আবারও হঠাৎ পিয়াজের দাম বাড়ায় অসন্তোষ তৈরি হয়েছে ক্রেতাদের মাঝে।

ইন্দোনেশিয়ায় ভয়াবহ বন্যায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে ৪৩ এ দাঁড়িয়েছে। লেবাক অঞ্চল বাদে বৃহত্তর জাকার্তার মধ্যেই মারা গেছেন ৩৫ জন। হাজার হাজার মানুষকে ঘরবাড়ি থেকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। খবর জাকার্তা পোস্টের।

সমাজকর্ম মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও জতীয় দুর্যোগ প্রশমন সংস্থা শুক্রবার স্থানীয় সময় সকাল ৯টায় জানিয়েছে, পশ্চিম জাকার্তায় সর্বোচ্চ সংখ্যক ১৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। বানতেনে আটজন এবং পূর্ব জাকার্তায় সাতজনের মৃত্যু হয়েছে।

২০১৩ সালের পর এটিই সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যা বলে বিবেচনা করা হচ্ছে।

ওই বছরের বন্যায় ৫৭ জন প্রাণ হারিয়েছেন।

সুত্রঃ বিডি প্রতিদিন

ভারতীয় সন্ত্রাসী সেনাবাহিনীর আজাদ কাশ্মীরে অভিযান পরিচালনার পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানিয়েছে দেশটির নতুন সেনাপ্রধান জেনারেল মালাউন মনোজ মুকুন্দ নারাভানে। সে বলেছে, পাক অধিকৃত আজাদ কাশ্মীরে অভিযান পরিচালনার জন্য প্রস্তুত রয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনী, যে কোনো সময় এটি হতে পারে।

গত বৃহস্পতিবার রাতে ভারতীয় গণমাধ্যম এনডিটিভিকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে সে এ কথা বলেছে। নারাভানে বলেছে, আমরা জম্মু ও কাশ্মীরসহ সীমান্ত এলাকায় সেনাবাহিনী মোতায়েন করেছি। আমাদের বিভিন্ন পরিকল্পনা রয়েছে। প্রয়োজনে সেসব পরিকল্পনা কার্যকর করা যেতে পারে। আমাদের যে কাজটি করতে দেয়া হয়েছে তা সফলভাবে শেষ করব এবং শেষ করব।

এর আগে গত বুধবার পাকিস্তানকে নিয়ে ভারতের সেনাপ্রধানের বক্তব্যকে 'দায়িত্বজ্ঞানহীন বক্তব্য' বলে উল্লেখ করেছে ইসলামাবাদ। এরপরই বৃহস্পতিবার এমন বক্তব্য দেয় ভারতীয় সন্ত্রাসী সেনাপ্রধান।

পৌষের মাঝামাঝি সময়ে বৃষ্টিতে ভিজছে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন জেলা। বৃহস্পতিবার দিনগত রাত থেকেই শুরু হয়েছে হালকা বৃষ্টি। যা অব্যাহত রয়েছে আজ শুক্রবার সকাল পর্যন্তও। টানা এই বৃষ্টিতে বেড়েছে শীতের তীব্রতা।

সাপ্তাহিক বন্ধের দিন বলে অফিসগামী মানুষ ঝক্কি থেকে রক্ষা পেয়েছে। তবে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ পড়েছেন বিপদে।

আবহাওয়া অফিস আরও জানায়, রাজধানীতে শনিবার পর্যন্ত বৃষ্টির এই ধারা অব্যাহত থাকতে পারে। তবে সারাদেশে রবিবার (৫ জানুয়ারি) পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হতে পারে।

এছাড়া আগামী ১০ জানুয়ারির পরে মাঝারি শৈত্য প্রবাহের আশঙ্কার কথাও জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস।

আবহাওয়া অধিদফতরের পরিচালক সামছুদ্দিন আহমেদ বলেন, আগামী ৪ ও ৫ জানুয়ারি সারাদেশে বৃষ্টি শুরু হতে পারে এবং তাপমাত্রা কমতে থাকবে। গ্রামাঞ্চলে শীতের তীব্রতা বেশি অনুভূত হতে পারে।

তিনি জানিয়েছেন, ৩ জানুয়ারির পর থেকে দেশের তাপমাত্রা কমতে পারে। ৬ জানুয়ারি থেকে ১০ জানুয়ারির মধ্যে তীব্র শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যেতে পারে। মাসের মাঝামাঝিতে জেঁকে বসতে পারে মাঝারি শৈত্যপ্রবাহ। মাসের শেষদিকে আবারও তীব্র শৈত্রপ্রবাহ বয়ে যাওযার সম্ভাবনা রয়েছে। এসময় দেশের বিভিন্ন জেলা-উপজেলায় কনকনে শীত অনুভূত হতে পারে।

সুত্রঃ বিডি প্রতিদিন

নতুন বছরের প্রথমদিনেই যুক্তরাষ্ট্রে বন্দুকের গুলিতে প্রাণ গেছে ১৭৭ জনের। এর মধ্যে ১৩২ জন নিজের পিস্তলের গুলিতে আত্মহত্যা করেছে। 'গান ভায়োলেন্স আর্কাইভ' সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

সারা আমেরিকায় বন্দুকের গুলিতে হতাহতদের তথ্য ৬৫ হাজার সোর্স থেকে সংরক্ষণ করে এই ওয়েবসাইট।

গুলিতে আহতের সংখ্যা মোট ১৩২। হতাহতদের মধ্যে ৩টি ঘটনা রয়েছে যেগুলোকে 'গণহত্যা'র পর্যায়ে ধরা হয়েছে। গণহত্যায় নিহতদের মধ্যে ১২ থেকে ১৭ বছর বয়সী ৩ শিশু-কিশোরও রয়েছে।

সুত্রঃ বিডি প্রতিদিন

ভারতের জনসংখ্যা রেজিস্ট্রার তালিকা বা এনপিআর-এ অন্য ধর্মালম্বীদের উৎসবের নাম থাকলেও বাদ পড়েছে মুসলমানদের ধর্মীদের উৎসবের তালিকা। এনপিআর-এর সদ্য প্রকাশিত ম্যানুয়ালে এই বিস্ময়কর ধর্মীয় বৈষম্যের বিষয়টি নজরে আসতেই শুরু হয়েছে সমালোচনা।

আনন্দবাজার পত্রিকার খবর, এনপিআর-এ হিন্দু, খ্রিস্টানসহ বিভিন্ন ধর্মের উৎসবের তালিকা রয়েছে। রয়েছে দুর্গাপূজা থেকে বড়দিন, বৌদ্ধ পূর্ণিমা থেকে নানক জয়ন্তী, মহর্ষী দয়ানন্দ সরস্বতী জয়ন্তী থেকে ছটপূজা। আছে গান্ধী জয়ন্তী, স্বাধীনতা দিবস বা ইংরেজি নববর্ষের উল্লেখও। কিন্তু কেবল কোথাও নেই মুসলিমদের কোনও ধর্মীয় উৎসবের উল্লেখ।

ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমটি অবশ্য বলছে, এক্ষেত্রে বর্তমান নরেন্দ্র মোদি সরকার একা কাঠগড়ায় নয়। এর আগে, ২০১১ সালে মনমোহন সিংয়ের আমলে যে এনপিআর ম্যানুয়াল প্রকাশিত হয়েছিল, তাতেও কোনও মুসলিম ধর্মীয় উৎসবের উল্লেখ ছিল না।

প্রতিবেদনের আরও বলা হয়, ভারতে ধর্মীয় জনসংখ্যার নিরিখে হিন্দুদের পরেই মুসলিমরা। ৩৭ পাতার এনপিআর ম্যানুয়ালের ৩২ নম্বর পাতায় অ্যানেক্সার ৫-এ দেশের গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় উৎসবের একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে। সেখানে হিন্দু ছাড়াও বৌদ্ধ-খ্রিস্টান-শিখ ইত্যাদি

বিভিন্ন ধর্মের উৎসবের সময়কাল উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু জনসংখ্যায় দ্বিতীয় স্থানে থাকা মুসলিমদের কোনও উৎসব বা স্মরণীয় দিন বা তিথির উল্লেখ নেই।

এনপিআর ম্যানুয়ালে ধর্মীয় উৎসব বা রীতির উল্লেখ কেন রয়েছে?

২০১১ সালের এনপিআর ম্যানুয়ালে তার কোনও ব্যাখ্যা দেওয়া ছিল না। ২০২০ সালের এপ্রিল মাস থেকে ভারতে এনপিআর-এর জন্য তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু করতে চায় কেন্দ্র সরকার। সেই তথ্য সংগ্রহের সময় জন্ম তারিখ এবং স্থানের কথা জানাতে হবে এ দেশের বাসিন্দাদের। এবারে ওই তালিকার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে— অনেকেই নিজের জন্মের দিনক্ষণ সঠিক মতো বলতে পারেন না। সে জন্য বড় কোনও ঐতিহাসিক ঘটনা অথবা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উৎসব বা ধর্মীয় রীতির কথা মনে করিয়ে সম্ভাব্য জন্মতথ্য নথিবদ্ধ করার কথা রয়েছে ওই ম্যানুয়ালে। আর প্রশ্নটা উঠছে এখানেই। ভারতে বসবাসকারী কোনও মুসলমান যদি তার জন্মের দিনক্ষণ না জানেন বা ভুলে গিয়ে থাকেন, তাদের উৎসব বা রীতির কথা মনে করিয়ে এনপিআর-এ জন্মতথ্য নথিবব্ধ করার দায় কি নিতে চাইছে না কেন্দ্র? কেউ যদি অন্য ধর্মের উৎসব বা অনুষ্ঠানের কথা মনে করতে না পারেন, তাহলে কি ওই ব্যক্তির বিষয়ে 'সম্পূর্ণ তথ্য' থাকবে না এনপিআর-এ? এনপিআরের ম্যানুয়ালে কেন মুসলিম ধর্মের উৎসবের উল্লেখ থাকবে না? অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয়।"

সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ)-এর প্রতিবাদে ইতিমধ্যেই বিরোধীরা এক জোট হতে শুরু করেছে। সংশোধিত এই আইন ভারতীয় সংবিধানবিরোধী বলেও দাবি করেছেন অনেকে। 'ধর্মের' ভিত্তিতে কোনও আইন কার্যকর করা ঠিক নয় বলে ক্ষোভ প্রকাশ করতে শুরু করেছে বিরোধীরা। এবার এনপিআর ম্যানুয়ালে মুসলিমদের উৎসব-রীতি বাদ পড়ায় ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত হানা হয়েছে বলে মনে করছেন তারা।

আসামে জাতীয় নাগরিকপঞ্জি (এনআরসি) কার্যকর হওয়ার পর প্রায় ১৯ লক্ষ মানুষের নাম বাদ পড়েছে। গোটা দেশে যদি এনআরসি কার্যকর করে কেন্দ্র, তাহলে অনেকেই 'নাগরিকত্ব' হারানোর ভয় পাচ্ছেন। যেহেতু এনআরসি-র প্রাথমিক ধাপ হিসেবে এনপিআরকে ধরে নিচ্ছেন অনেকেই, তাই মুসলমানদের উৎসবের বিষয়টি বাদ যাওয়ায় ওই সম্প্রদায়ের অনেকেই ভয় পাচ্ছেন। এনপিআর ম্যানুয়ালে মুসলমানদের উৎসব-রীতি বাদ দেওয়ায় বিরোধীরা নতুন করে সরকার বিরোধী 'অস্ত্র' পেলেন বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। যদিও কংগ্রেসের পক্ষে

এই বিষয়ে কিছু বলা বেশ অস্বস্তিদায়ক। কারণ, এই ম্যানুয়ালে মুসলমানদের উৎসব-রীতি বাদ পড়ার শুরু তো তাদের আমলেই।

গত ছয় বছরে আর্থিক প্রবৃদ্ধির সর্বনিম্ন রেকর্ড নিয়ে ভারতের অর্থনীতি এই মুহূর্তে নাজুক অবস্থায় রয়েছে। দেশটির প্রধানমন্ত্রী মালাউন নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকারের আর্থিক নীতির সমালোচনা করে মার্কিন অর্থনীতিবিদ স্টিভ হ্যাঙ্ক এর কারণ হিসেবে ধর্ম, ঐতিহ্য, সংস্কৃতিকে প্রাধান্য দেওয়ার বিষয়টিকেই উল্লেখ করলেন। হ্যাঙ্ক বলেন, ‘মোদি সরকার দুটি বিষয়ের ওপর বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে : ঐতিহ্য এবং ধর্ম। যা আসলে ধ্বংসাত্মক ও বিস্ফোরক।’

তার মতে, কঠিন ও প্রয়োজনীয় আর্থিক সংস্কারের সদিচ্ছা নেই মোদি সরকারের। এ কারণে ২০২০ সালে জিডিপি বৃদ্ধি ৫ শতাংশে নিয়ে যেতে ভারতকে হিমশিম খেতে হবে। তার অন্যতম কারণ হিসেবে মূলধনের অভাব এবং ঋণ সঙ্কোচনের কথাও বলেছেন হাঙ্ক।

গত জুলাই-সেপ্টেম্বর ত্রৈমাসিকে জিডিপি বৃদ্ধির হার নেমে দাঁড়িয়েছে ৪.৫ শতাংশ, যা ছ’বছরে সর্বনিম্ন। এই ফলাফল আসার আগে থেকেই অবশ্য অর্থনীতির ঝিমুনির ইঙ্গিত মিলছিল। গাড়ি শিল্পে সঙ্কট, নতুন শিল্প বিনিয়োগে ভাটা, বেকারত্ব বৃদ্ধি তথা নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি না হওয়া, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমে যাওয়ার মতো বিষয়গুলি নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছিল ক্রমেই। তিন মাস পরেও সেই পরিস্থিতির খুব একটা রদবদল হয়নি। অদূর ভবিষ্যতে ঘুরে দাঁড়ানো যাবে, এমন ইঙ্গিতও নেই শিল্পমহলে। অর্থনীতিবিদদের অনেকেই মনে করেন, বড় কোনও সংস্কারমুখী দাওয়াই ছাড়া এই পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ পাওয়া দুষ্কর।

কিন্তু অর্থনীতিবিদ তথা প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রেগানের আর্থিক উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য হ্যাঙ্ক মনে করেন, মোদী সরকারের সেই সদিচ্ছাই নেই। দ্বিতীয়বার বিপুল জনসমর্থন নিয়ে সরকার গড়েছে বিজেপি। সংখ্যার চাপও নেই। কিন্তু তার পরেও সংস্কারমুখী বড় কোনও পদক্ষেপ করেনি মোদী সরকার। হ্যাঙ্কের ব্যাখ্যা, “তার পরিবর্তে মোদী সরকার দু’টি বিষয়েই গুরুত্ব দিচ্ছে: ঐতিহ্য এবং ধর্ম, যা আসলে ধ্বংসাত্মক ও বিস্ফোরক।”

জন হপিকন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত অর্থনীতি বিষয়ে অধ্যাপনার সঙ্গে যুক্ত হ্যাঙ্কের মতে, “ভারতে আর্থিক মন্দা ‘ক্রেডিট স্কুইজ’ ঋণ সঙ্কোচনের সঙ্গে সম্পর্কিত, যা আসলে ধারাবাহিক একটি সমস্যা, পরিকাঠামোগত নয়। আর সেই কারণেই ২০২০ সালে জিডিপি বৃদ্ধির হার ৫ শতাংশে নিয়ে যেতে অনেক লড়াই করতে হবে।”

এই ঋণ সঙ্কোচনের অর্থ হল, ব্যাঙ্কগুলি শিল্পক্ষেত্রে ঋণ দিতে চাইছে না, বা দিলেও মাত্রাতিরিক্ত সুদ দিতে হচ্ছে। এমনিতেই নন পারফর্মিং অ্যাসেট বা এনপিএ-র ভারে ন্যুব্জ ব্যাঙ্কগুলি। বিশেষ করে সরকারি ব্যাঙ্কগুলির অবস্থা খুবই খারাপ। সেই এনপিএ আরও বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কায় ব্যাঙ্কগুলি শিল্পপতি-বিনিয়োগকারীদের ঋণ দিতে চাইছে না। ফলে অবিশ্বাস ও ভয়ের বাতাবরণ ব্যাঙ্কিং মহলে। আর ঋণ না পেয়ে মুলধনের অভাবে নতুন শিল্প স্থাপনে আগ্রহ দেখাচ্ছে না শিল্পমহলও। তাই অর্থনীতিতে গতি আসছে না।

ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের শঙ্কা ও অবিশ্বাসের বাতাবরণ কাটাতে সিবিআই তদন্তের দাওয়াই দিয়েছেন নির্মলা সীতারামন। ব্যাঙ্ক কর্তাদের আশ্বস্ত করতে সিবিআই কর্তাদের সঙ্গে ব্যাঙ্ক কর্তাদের এক টেবিলে নিয়ে এসেছিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। হাঙ্কের মতে, এই সব পদক্ষেপে কাজ হবে না। দরকার সাহসী ও আমূল সংস্কারমুখী সিদ্ধান্ত। মোদী সরকার সেটাই করছে না বলে তোপ দেগেছেন হ্যাঙ্ক। যদিও এ নিয়ে অর্থমন্ত্রক বা সরকারের অন্য কোনও প্রতিনিধির কোনও মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

০২রা জানুয়ারি, ২০২০

কাশ্মীরের স্থানীয় মানবাধিকার সংগঠন জম্মু অ্যান্ড কাশ্মির কোয়ালিশান অব সিভিল সোসাইটি (জেকেসিসিএস) এক রিপোর্টে বলেছে, ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিলের পর “গণ গ্রেফতার, নির্যাতন, হত্যা, অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ, হয়রানি এবং হুমকি” দেয়া হয়েছে এখানকার মানুষদের।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, ২০১৯ সালে “বিভিন্ন সহিংস ঘটনায় অন্তত ৩৬৬ জনের মৃত্যু হয়েছে”, এবং “বিচার বহির্ভূতভাবে অন্তত ৮০ জন বেসামরিক নাগরিককে হত্যা করা হয়েছে। এর বাইরে ১৫৯ জন গেরিলা এবং ১২৯ জন যোদ্ধা নিহত হয়েছে”।

২০১৯ সালে যে ৮০ জন বেসামরিক নাগরিককে হত্যা করা হয়েছে, এর মধ্যে ৬৯ জনকে হত্যা করা হয়েছে ৫ আগস্টের পর। এদের মধ্যে ১২ জন নারী, আটজন শিশু রয়েছে বলে জেকেসিসিএসের রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে।

২০১৯ সালে কাশ্মিরে গণগ্রেফতার ছিল খুবই স্বাভাবিক বিষয় এবং ৫ হাজারের বেশি মানুষকে এ বছর আটক করা হয়েছে। এদের মধ্যে প্রায় ৩৫০ জনকে পিএসএ’র অধীনে আটক করা হয়েছে।

কাশ্মিরে আটককৃতদের মধ্যে আছেন সাবেক তিনজন মুখ্যমন্ত্রী, সাবেক আইনপ্রণেতা, অধিকার কর্মী, বিচ্ছিন্নতাবাদী, ব্যবসায়ী, শিক্ষার্থী এবং এমনকি আট বছর বয়সী শিশুরাও।

বন্দী করার প্রক্রিয়ার সাথে সাথে ছিল পুরো অবরুদ্ধ পরিস্থিতি। এ অঞ্চলে এত দীর্ঘ সময় ধরে আর কখনও অবরুদ্ধ রাখা হয়নি। আর সেই সাথে ইন্টারনেট ও টেলিফোনসহ সব ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ করে দেয়া হয়।

ইংরেজি নতুন বছর শুরু মানেই যেন তালেবান ক্রুসেডার মার্কিন ও তাদের পোষা আফগান মুরতাদ বাহিনীকে এই বার্তাই দিচ্ছে যে, অতীতের চেয়ে এখন আমাদের হামলার তীব্রতা তোমরা আরো বেশি ভোগ করবে, যা তোমাদের মজবুত দুর্গগুলোকে বেধ করে তোমাদের উপর আঘাত হানবে।

এই বিষয়টি প্রমাণ করে আফগানিস্তানে ক্রুসেডার আমেরিকার সর্ববৃহৎ ও সবচাইতে মজবুত সামরিক বিমানঘাঁটিতে তালেবানদের গত রাতের সফল ক্ষেপণাস্ত্র হামলা।

আল-ফাতাহ অভিযান চলাকালীন সময় তালেবান মুজাহিদীন গত রাতে পারওয়ান প্রদেশের বাগরাম জেলায় ক্রুসেডার মার্কিন বাহিনীর সবচাইতে বড় সামরিক ঘাঁটিতে (বাগরাম এয়ার বেস) একধিক ক্ষেপণাস্ত্র আক্রমণ চালান তালেবান মুজাহিদীন।

তালেবানদের প্রকাশিত প্রতিবেদন হতে জানা যায় যে, জেলাটির "জাফেরখেল" এলাকা থেকে 4টি এবং "কলন্দরখেল" অঞ্চল থেকে 4টি ক্ষেপণাস্ত্র (বাগরাম এয়ার বেস)এ নিক্ষেপ করে তালেবান মুজাহিদীন। যার সবগুলিই শত্রু কেন্দ্রের অভ্যন্তরে শত্রুকে লক্ষ্য করে সফলভাবে আঘাত হহানে।

ফলস্বরূপ ২০ এরও অধিক দখলদার বিদেশী ক্রুসেডার নিহত ও আহত হয়।
এছাড়াও মুজাহিদদের এসকল সফল ক্ষেপণাস্ত্র হামলার ফলে ক্রুসেডার দখলদার বাহিনীর ভারী আর্থিক ক্ষয়ক্ষতিও হয়।

বলা হয় ক্ষেপণাস্ত্র হামলাগুলো তালেবান মুজাহিদীন এমন সময় চালান যখন দখলদার ক্রুসেডার বাহিনীর সদস্যরা তাদের নষ্ট উৎসব ক্রিসমাসের অনুষ্ঠান উদযাপন করতে একত্রিত হয়েছিল, ক্ষেপণাস্ত্র ফলে
আর্টিলারি ফায়ার দিয়ে আগুণের শিখা উঠছিল, যার কারণে ক্রুসেডার উদ্ধারকারী কোন বিমান তখন বাগরাম বিমানঘাঁটির আঁকাশে উড়তে নামতে পারেনি।

পাকিস্তান ভিত্তিক জিহাদী তানযিম "তেহরিকে তালেবান পাকিস্তান/TTP এর জানবায মুজাহিদগণ ২ জানুয়ারি দেশটির মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

TTP এর সম্মানিত মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ তার এক বার্তায় বলেন, বৃহস্পতিবার সকালে পাকিস্তানী তালেবান মুজাহিদগণ দেশটির "সুবহুল মাজুডোব এবং বদর অঞ্চলে সরকারি সামরিক মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি হামলা চালান। এই অভিযানে মুজাহিদগণ (GAL) ক্ষেপণাস্ত্র এবং অন্যান্য ভারী অস্ত্র ব্যবহার করেন। ধারণা করা হয়, এতে অনেক সেনা নিহত ও আহত হয়, কিন্তু হতাহতদের নির্দিষ্ট সংখ্যা জানা যায়নি।

রাজশাহীর পবা উপজেলার কাটাখালি পৌরসভা এলাকায় দুই যুবলীগ নেতাকর্মীকে পিটিয়ে জখম করেছে সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা।

বৃহস্পতিবার দুপুরে পৌরসভার মোল্লাপাড়া নতুন ব্রিজের উপরে এ ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন- চারঘাট ইউসুফপুর ইউনিয়ন যুবলীগের সহ-সভাপতি তুষার আলী সম্রাট (২৮) এবং যুবলীগ কর্মী মারুফ খন্দকার সোহাগ (৩০)। তাদের রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার দুপুর আড়াইটার দিকে যুবলীগ নেতা সম্রাট ও কর্মী সোহাগ মোটরসাইকেলে বেলঘরিয়া এলাকায় যাচ্ছিলেন। মোল্লাপাড়া ব্রিজের উপরে তারা পৌঁছালে কাঁটাখালি পৌরসভা সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সোহাগ আলীর নেতৃত্বে ৭-৮ জন নেতাকর্মী তাদের ওপর হামলা চালায়। এ সময় বাঁশের লাঠি ও লোহার পাইপ দিয়ে তাদের বেধড়ক পেটানো হয়।

এরপর সম্রাট এবং মারুফকে উদ্ধার করে স্থানীয়রা রামেক হাসপাতালে পাঠানো হয়। তারা বর্তমানে হাসপাতালের ৩১ নম্বর ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এদের মধ্যে সম্রাটের শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকরা।

সুত্রঃ যুগান্তর

---

১১ দফা দাবিতে লাগাতার আমরণ অনশনে রাজশাহীর চার পাটকল শ্রমিক অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

অনশনের পঞ্চম দিন বৃহস্পতিবার সকালে ওই শ্রমিকরা অসুস্থ হয়ে পড়েন।

এর আগে গত রোববার দুপুর থেকে রাজশাহী মহানগরীর উপকণ্ঠ কাটাখালী এলাকায় রাষ্ট্রায়ত্ত এই পাটকলের প্রধান ফটকের সামনে শ্রমিকরা কর্মসূচি শুরু করেন।

অসুস্থ শ্রমিকরা হলেন- নওশাদ আলী, এমরান আলী, নজরুল ইসলাম ও মো. ইসলাম। তাদের রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালের ভর্তি করা হয়েছে।

১১ দফা দাবি আদায়ে শ্রমিকরা এ কর্মসূচি পালন করছেন। তীব্র শীতের মধ্যে রাত-দিন অনশন করে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন অনেকে।

দাবি আদায়ে গত ১০ ডিসেম্বর দুপুর থেকে প্রথম দফায় আন্দোলন শুরু করেন শ্রমিকরা। পরে তাদের দাবি মেনে নেয়ার আশ্বাস দেয়া হয়। এর পর ১৪ ডিসেম্বর থেকে কেন্দ্রীয়ভাবে কর্মসূচি স্থগিত করা হয়। কিন্তু দাবি বাস্তবায়ন না করায় শ্রমিকরা আবার আন্দোলনে নেমেছেন।

সুত্রঃ ইনসাফ২৪

নতুন বছরের শুরুতেই বিতর্কে জড়িয়েছে পোপ ফ্রান্সিস। কারণ, ৩১ শে ডিসেম্বর রাতে এক নারীর হাতে চড় মেরেছিলেন তিনি। এ ঘটনায় সমালোচনার ঝড় উঠেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ওই নারীর কাছে ক্ষমা চাইলো ভ্যাটিকানের পোপ।

ক্ষমা চেয়ে পোপ বলেছে, আমরা অনেক সময়েই ধৈর্য হারিয়ে ফেলি। আর তা তাঁর সঙ্গেও হয়েছে। আর তাই তিনি বুধবার রাতে যা ঘটেছে তাঁর জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।

এদিকে, ওই ঘটনার আগে সে নারীর ওপর হওয়া যেকোনও ধরনের হিংসার তীব্র সমালোচনা করেছিল। কিন্তু সে নিজেই করলো সেই কাজ। যার জেরেই উঠে সমালোচনার ঝড়।

জানা গেছে, ওই দিন সেন্ট পিটার্স স্কোয়ারে জড়ো হয়েছিলেন সব বয়সী মানুষরা। পোপ ফ্রান্সিসও তাঁদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছিল হাত মিলিয়ে, আর দূরে থাকাদের হাত নাড়িয়ে। কিন্তু এক নারীকে কেন্দ্র করে যা ঘটেছে সেখানে, সেই ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় এখন ভাইরাল।

এ ঘটনার পরপরই বিশ্বজুড়ে উঠেছে সমালোচনার ঝড়। আর সেই সমালোচনার জেরেই বৃহস্পতিবার নিজের আচরণের জন্য ক্ষমা চাইল পোপ ফ্রান্সিস।

সুত্রঃ কালের কণ্ঠ

সুস্বাদু ও পুষ্টির জন্য গোটা বিশ্বেই টমেটো সমাদৃত। এছাড়া টমেটোতে থাকা ভিটামিন এবিসিকে, ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম, লাইকোপিন, ক্রোমিয়াম পুষ্টি উপাদান দেহের জন্য প্রয়োজনীয়—

দেখে নিন, টমেটোর উপকারিতা;

ক্যানসার দূরে রাখে
কয়েকটি গবেষণার তথ্য অনুযায়ী, টমেটোতে থাকা উচ্চমানের লাইকোপিন প্রস্টেট, কোলন ও পাকস্থলির ক্যানসারের সেল তৈরি হতে দেয় না। লাইকোপিন হচ্ছে এক প্রকার প্রাকৃতিক অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট যা ক্যান্সারের সেল তৈরিতে বাধা দেয়।

সুস্থ ত্বক
টমেটো উচ্চ লাইকোপিন সমৃদ্ধ হওয়ায় এটি ত্বকের ভালো ক্লিনজার হিসেবে কাজ করে।

টমেটো থেঁতো করে ক্লিনজার হিসেবে ব্যবহারের প্রচলন অনেক দিনের। এটা থেঁতো করে মুখে লাগিয়ে ১০ মিনিট ম্যাসাজ করে ধুয়ে ফেলুন। রোদে পোড়া ভাব, বলিরেখা ও চোখের নিচে কালো দাগ দূর করতে বিশেষজ্ঞরা টমেটো ব্যবহারের কথা বলেন।

মজবুত হাড়
তুলতুলে নরম এ ফলটি (সবজি হিসেবে ব্যবহৃত হয়) মজবুত হাড় গঠনে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। কারণ এতে রয়েছে প্রচুর ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন কে। আর এ দুটি উপাদানই শক্ত হাড় গঠন ও টিস্যুর পুনর্গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

হৃদপিণ্ডের ভালো বন্ধু
টমেটোতে ভিটামিন-বি ও পটাশিয়াম থাকায় এটি কোলেস্টেরল ও অতিরিক্ত রক্তচাপ কমায়। টমেটোর জুস খেয়ে সহজেই হার্ট অ্যাটাক ও অন্যান্য হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে পারেন।

অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট মানেই টমেটো
টমেটোতে রয়েছে পর্যাপ্ত ভিটামিন-এ ও ভিটামিন সি। এসব ভিটামিন ও বিটা ক্যারোটিন রক্তে জমা হওয়া সব টক্সিনকে শরীর থেকে বেরিয়ে যেতে সহায়তা করে।

কিডনির সুরক্ষায়
টমেটোর সালাদ নিয়মিত খেলে কিডনিতে পাথর হওয়ার ভয় থাকবে না।

ভালো দৃষ্টিশক্তি
ভিটামিন-এ সমৃদ্ধ হওয়ায় টমেটো দৃষ্টিশক্তি ভালো রাখে। যাদের রাতকানা রোগ রয়েছে তাদের জন্য টমেটো ভালো ওষুধ।

সুত্রঃ বিডি প্রতিদিন

শুষ্ক মৌসুম শুরু হতেই দূষিত বায়ুর শহরের তালিকায় শীর্ষে উঠে এসেছে ঢাকা। ধোঁয়া, ধূলিকণায় ঢাকার আকাশে স্থায়িত্ব বেড়ে জমে থাকছে কুয়াশা স্তর। ইটভাটা, যানবাহনের ধোঁয়া কুয়াশার সঙ্গে মিলে তৈরি হচ্ছে ধোঁয়াশা। এই অস্বাস্থ্যকর বায়ুতে ভয়াবহ স্বাস্থ্যঝুঁকি নিয়ে বসবাস করছে ঢাকাবাসী।

গতকাল বেলা ১টায় এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স (একিউআই) অনুযায়ী ঢাকার বায়ুমান ছিল ১৮৮। একিউআই সূচকে ৫১ থেকে ১০০ স্কোর থাকলে বাতাসের মান স্বাস্থ্যকর হিসেবে গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করা হয়। সেখানে ১৮৮ স্কোরে ঢাকার বায়ু মানকে অস্বাস্থ্যকর হিসেবে উল্লেখ করেছে একিউআই।

বায়ু দূষণে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নানা ধরনের রোগে আক্রান্ত হচ্ছে মানুষ।

খ্যাতিমান পরিবেশবিদ ড. আতিক রহমান বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, বায়ুদূষণের ফলে রাজধানী ঢাকার আকাশে কুয়াশা দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে। আগে সূর্য উঠলেই কুয়াশা শিশির হয়ে ঝড়ে পড়ত। কিন্তু এখন বায়ুদূষণের কারণে ধোঁয়া, ধূলিকণা মিশে কুয়াশা স্থির থাকছে।

তিনি আরও বলেন, শীতকালে বাতাস উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে আসে। মাটি-বালু, যানবাহনের কালো ধোঁয়া মিশে ঢাকার বাতাস এ নগরীকে সবচেয়ে দূষিত শহরের তালিকায় নিয়ে যায়। পৃথিবীর অন্য দেশে উন্নয়ন কাজের সময় মাটি-বালু ঢেকে রাখতে হয়

কিন্তু ঢাকায় সেসব সতর্কতার কোনো প্রয়োগ নেই। বায়ুদূষণ প্রকৃতিকে বিষিয়ে তুলে নগরীকে মানুষ বসবাসের অযোগ্য করে তুলছে। রাস্তার পাশে গাছের পাতায় জমে থাকা পুরু ধুলা প্রমাণ দেয় বায়ুদূষণের মাত্রা। নিজেরা সচেতন হলে এই দূষণ ঠেকানো সম্ভব।

বায়ুদূষণের কারণে রাজধানীতে মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি হচ্ছে। শিশুদের স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাস বিঘ্নিত হওয়ার পাশাপাশি নানা শারীরিক জটিলতা দেখা দিচ্ছে। এ ব্যাপারে ডা. এ বি এম আব্দুল্লাহ বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, দূষিতবায়ুর সংস্পর্শে থাকলে চোখ, নাক, গলার সংক্রমণ হতে পারে। সেই সঙ্গে ফুসফুসের নানা জটিলতা, যেমন ব্রঙ্কাইটিস বা নিউমোনিয়া, মাথাব্যথা, অ্যাজমা এবং নানাবিধ অ্যালার্জির সমস্যা দেখা দিতে পারে। দূষিতবায়ুর কারণে শারীরিক সমস্যার পাশাপাশি শিশুর মানসিক বিকাশও বাধাগ্রস্ত হয়। এ ছাড়া ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশি থাকে গর্ভবতী নারীদের।

ভারতে বিতর্কিত নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ চলছে। এই বিক্ষোভ হয়েছে বেঙ্গালুরুতেও। কর্ণাটক প্রদেশের ম্যাঙ্গালুরুতে মসজিদে ঢুকে মুসলিমবিরোধী স্লোগান দিয়ে তাণ্ডব চালিয়েছে দেশটির মালাউন সন্ত্রাসী পুলিশ বাহিনী।

গত সপ্তাহে দেশটির নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ঠেকাতে ম্যাঙ্গালুরু পুলিশের নৃশংস তাণ্ডবে অন্তত তিনজনের প্রাণহানির ঘটনার পর একাধিক ভিডিও প্রকাশিত হয়েছে। এসব ভিডিওতে মসজিদে ঢুকে মুসলিমদের পেটানোর পাশাপাশি পুলিশের নৃশংস তাণ্ডবের দৃশ্য দেখা গেছে।

দেশটির একটি দৈনিক বলছে, ম্যাঙ্গালুরু পুলিশ বিক্ষোভ দমনে গুলি বর্ষণ করেছে। পুলিশের গুলিতে মৃত্যু হয়েছে অন্তত দু'জনের। পুলিশের গুলিতে নিহত দু'জনের একজন বৃদ্ধ আব্দুল জলিল। তার ছেলে সাবিল বলেন, 'চোখের সামনে আমার বাবাকে মেরে ফেলল পুলিশ।'

গত ১৯ ডিসেম্বর বিকাল ৪টার দিকে আসরের নামাজের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন সাবিল। বের হওয়ার সময় হঠাৎ গুলিবিদ্ধ হন তিনি। গুলি তাকে ভেদ করে গিয়ে লাগে তার বাবার আব্দুল জলিলের শরীরে। গুলিতে ভেদ হয়ে সাবিল বাঁচলেও বাঁচেননি আব্দুল জলিল। এ ঘটনার পর থেকে এখনও আতঙ্কে রয়েছে সাবিলের পরিবার।

পরিবারের সদস্য সাকিনা বলেন, ‘পুলিশ আমাদের ওপর যে নির্যাতন চালিয়েছে, তাতে মনে হয় এখনই আমাদের ছেড়ে দেবে না।’ ম্যাঙ্গালুরুতে পুলিশি তাণ্ডবের একাধিক ভিডিও প্রকাশ হয়েছে দেশটির বিভিন্ন গণমাধ্যমে।

একটি ভিডিওতে দেখা যায়, মসজিদে ঢুকে গুলি চালিয়েছে ম্যাঙ্গালুরু পুলিশ। হাসপাতালে ঢুকেও পুলিশি তাণ্ডবের ভিডিও গণমাধ্যমে এসেছে।

ম্যাঙ্গালুরুর একটি হাসপাতালের কর্মীদের বরাত দিয়ে স্থানীয় সংবাদমাধ্যম বলছে, হাসপাতালে ঢুকে পুলিশ মুসলিম বিরোধী স্লোগানও তোলে। সেইদিন বিক্ষোভকারীদের মিছিলেও গুলি চালায় পুলিশ। পুলিশের গুলিতে দু’জন আহত হন। তাদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই বিক্ষোভকারীদের একটা অংশ জড়ো হয় হাসপাতালের সামনে।

পরে বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে হাসপাতালে ঢুকে পড়ে পুলিশ। অপর একটি ভিডিওতে দেখা যায়, হাসপাতালের ভেতরে বিক্ষোভকারীদের খুঁজছে পুলিশ। সেখানে গিয়ে একটি ওয়ার্ডের বন্ধ দরজায় লাথি মেরে, লাঠি চালিয়ে দরজা খোলার চেষ্টা করছে। হাসপাতালের একটি সূত্র বলছে, বিক্ষোভকারী ভেবে রোগীর আত্মীয়দের ওপর লাঠি চালিয়েছে পুলিশ।

নোটিস পাঠিয়ে বিক্ষোভকারীদের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়ের চেষ্টা করছে উত্তরপ্রদেশের বিজেপি সরকার। ক্ষতিপূরণের পিছনেও কাজ করছে মুসলিম বিদ্বেষের বিভেদের হিন্দুত্ববাদী রাজনীতি।

ভারতের ইতিহাসে এমন ঘটনা কখনও ঘটেনি। উত্তরপ্রদেশে যোগী আদিত্যনাথের সরকার মুসলিম বিক্ষোভকারীদের বাড়িতে বাড়িতে নোটিস পাঠায়। যাতে বলা হয়েছে, বিক্ষোভ দেখানোর সময় সরকারি সম্পত্তি তছনছ করার জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এমন ঘটনা যে

এই প্রথম ঘটছে, তা স্বীকার করে নিয়েছে উত্তরপ্রদেশের মালাউন পুলিশের ডিরেক্টর জেনারেল ও পি সিং।

চিহ্নিত করা হয়েছে ৪৭৮ জনকে। তার মধ্যে ৩৭২ জনের বাড়িতে পাঠানো হয়েছে ক্ষতিপূরণের নোটিস। বলা হচ্ছে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে বিক্ষোভের ছবি দেখে এই ব্যক্তিদের খুঁজে বের করা হয়েছে। নোটিসে সাড়া না দিলে প্রয়োজনে তাঁদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে ক্ষতিপূরণ আদায় করা হবে।সন্ত্রাসী যোগী আদিত্যনাথ স্বয়ং জানিয়ে দিয়েছিল, যাঁরা বিক্ষোভ দেখিয়েছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে 'বদলা'নেওয়া হবে। এই কি সেই বদলার নমুনা? প্রশ্ন তুলেছেন সমালোচকরা।

বিরোধীদের বক্তব্য, এর আগে উত্তরপ্রদেশে কম বিক্ষোভ হয়নি। যোগী সরকারের আমলেই বিক্ষোভে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে যথেষ্ট। কিন্তু তখন কারও বিরুদ্ধে এ ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

খুব বেশি দিন আগের ঘটনা নয়, ২০১৮ সালের ডিসেম্বর মাসে উত্তরপ্রদেশের বুলন্দশহরের সায়ানার পুলিশ অফিসার ছিল সুবোধ কুমার সিং। বজরং দলের সন্ত্রাসীরা তাঁর উপর চড়াও হয়। থানায় আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর করে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। এবং শেষ পর্যন্ত সুবোধ কুমার সিংকেও খুন করা হয়। আজ পর্যন্ত সেই ঘটনায় বজরং দলের সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি যোগী সরকার। একজনও বিক্ষোভকারীর বাড়িতে পাঠানো হয়নি ক্ষতিপূরণের নোটিস।

এমনিভাবে, ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তৎকালীন বিজেপি শাসিত হরিয়ানায় জাঠ বিক্ষোভ হয়েছিল। রাস্তা কাটা থেকে শুরু করে সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুরসহ কিছুই বাদ যায়নি। বিশেষজ্ঞদের মতে, এনআরসি, সিএএ নিয়ে গোটা দেশে যে পরিমাণ ভাঙচুর হয়েছে, শুধু হরিয়ানাতেই জাঠ আন্দোলনের সময় তার চেয়ে বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। কিন্তু বিজেপি সরকার কোনও ক্ষতিপূরণ চায়নি।

এই হরিয়ানাতেই ২০১৭ সালে রাম রহিমবাবার শিষ্যরা পাঁচকুল্লায় আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। রাস্তার দুই ধার ভরে গিয়েছিল জ্বলে যাওয়া পুলিশের গাড়িতে। গুলি চলেছিল। ঘটনার পর রাম রহিম গ্রেফতার হলেও তাঁর শিষ্যদের কাছে থেকে কোনও ক্ষতিপূরণ নেওয়া হয়নি।

বিজেপি শাসিত রাজ্যে এমন ঘটনার তালিকা আরও লম্বা হতে পারে। প্রশ্ন উঠছে, সেই ঘটনাগুলিতে প্রশাসনের ভূমিকা আর এনআরসি, সিএএ বিরোধী বিক্ষোভে তাদের ভূমিকা এক রকম নয় কেন? বিরোধীদের বক্তব্য, এর পিছনে আসলে মুসলিম বিদ্বেষী ধর্মীয় বিভেদের রাজনীতি কাজ করছে।

শুধু তাই নয়, প্রশ্ন উঠছে, যে সরকার ক্ষতিপূরণ নিয়ে এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, তারাই উত্তরপ্রদেশে বিক্ষোভে নিহত ১৯ জনের বিষয়ে একটি কথাও কেন বলছে না? একাধিক ভিডিওচিত্রে পুলিশকে গুলি চালাতে দেখা গিয়েছে, অথচ সে ক্ষেত্রেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। প্রশ্ন রয়েছে আরও। বেশ কিছু ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, বিনা প্ররোচনায় পুলিশ সাধারণ মানুষের গাড়ি, ঘরবাড়িতে ভাঙচুর চালাচ্ছে। তাহলে সেই সমস্ত পুলিশকে চিহ্নিত করে তাদেরকেও ক্ষতিপূরণের নোটিস দেওয়া হচ্ছে না কেন?

বিরোধীদের প্রশ্ন অনেক। কিন্তু যোগী সরকার নিরুত্তাপ। বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে কঠিনতম ব্যবস্থা নেওয়াই এখন উত্তরপ্রদেশ প্রশাসনের একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু তাতেও বিক্ষোভ থামছে না।

সূত্র: (ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, টাইমস অফ ইন্ডিয়া)

মুসলিমদের প্রতি বৈষম্যমূলক সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন বাতিলের দাবিতে ভারতে বিক্ষোভ অব্যাহত রয়েছে। তীব্র শীত উপেক্ষা করে নয়াদিল্লির রাস্তায় জড়ো হন বিক্ষোভকারীরা। সিএএ বাতিলে প্রস্তাব পাস হয়েছে কেরালার বিধানসভায়। এক্ষেত্রে রাজ্যকে অকার্যকর করতে নাগরিকত্ব দেওয়ার প্রক্রিয়া পুরোপুরি অনলাইনে করার কথা ভাবছে কেন্দ্রীয় সরকার। এদিকে, বিক্ষোভ দমনে সন্ত্রাসী মোদি সরকার কোটি কোটি টাকা ঢালছে।

২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নীচে তাপমাত্রায় কনকনে ঠাণ্ডায় খোলা আকাশের নীচে ২০ দিনের ছোট্ট শিশুকে নিয়ে বিক্ষোভে নেমেছেন অনেক মা। সন্তান বড় হলে যেনো বলতে পারেন অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছিলাম।

গত মঙ্গলবার (৩১ ডিসেম্বর) নয়াদিল্লির শাহীনবাগের রাস্তায় এভাবেই জড়ো হোন তারা। দিল্লির জামিয়া মিল্লিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশের সহিংসতার পর থেকেই নতুন নাগরিকত্ব আইনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ শুরু করেন স্থানীয় মুসলিম নারীরা। তাদের এ আন্দোলনের মাধ্যমেই শুরু করেন নতুন বছর।

আন্দোলনকারীরা বলেন, এই ঠাণ্ডা আমাদের জন্য কিছু নয়, কারণ সরকার যা করতে যাচ্ছে তা হলে আমাদের সবার ভবিষ্যৎ নষ্ট হবে, ঘরে বসে থাকলে চলবে না। এক নারী বলেন,১৭ দিন ধরে এখানে আন্দোলন করছি, এত ঠাণ্ডায় ঘরে থাকাই যেখানে কষ্টকর সেখানে ছোট বাচ্চা নিয়ে এখানে সবাই এমনি এমনি বসে নেই। আমাদের দাবি সিএএ বাতিল করতে হবে, সরকার আমাদের সঙ্গে যেনো এমন অন্যায় না করে এটাই আমাদের চাওয়া। তবে এসব বিক্ষোভের তোয়াক্কা না করে সন্ত্রাসী দল বিজেপি নেতারা বলছে, যারা এই আইনের বিরোধিতা করছে তারা দেশের শত্রু। এরা দেশদ্রোহী, এদের ভারতে থাকার কোন অধিকার নেই। আন্দোলন যারা করছে তাদের পাকিস্তান ভালো লাগলে পাকিস্তানে চলে যাক, বাংলাদেশ পছন্দ হলে বাংলাদেশে চলে যাক।

ইসলামিক সংগঠন পপুলার ফ্রন্ট অব ইন্ডিয়া (পিএফআই)-কে নিষিদ্ধ করার ডাক দিয়েছে হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী যোগি সরকার। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের কাছে প্রশাসনের পক্ষ থেকে আবেদনও জানানো হয়েছে।

উত্তরপ্রদেশ সরকারের দাবি, উত্তরপ্রদেশে নতুনভাবে নাগরিক আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ যেভাবে হিংসাত্মক আকার নিয়েছে, তার পেছনে পিএফআই-এর হাত রয়েছে। এজন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের কাছে চিঠি দেয় উত্তরপ্রদেশ পুলিশের ডিরেক্টর মালাউন জেনারেল ওপি সিং।

ভারতের সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ আটকাতে তৎপর ভারতের উত্তরপ্রদেশের যোগি সরকার। বিগত দুই সপ্তাহ ধরে উত্তাল সেই প্রদেশ।

গত ২৮ ডিসেম্বর সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিসুতে দখলদার তুর্কি ও সোমালিয় সরকারি মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিক নিরাপত্তা চেকপয়েন্টে হামলা চালান হারাকাতুশ শাবাবের একজন ইস্তেশহাদি মুজাহিদ। হামলায় বহু সংখ্যক দালাল মুরতাদ সেনা, পুলিশ কর্মকর্তার পাশাপাশি অনাকাঙ্খিতভাবে চেকপয়েন্টে থাকা একটি গাড়ির বেশ কয়েকজন সাধারণ মুসলিম নাগরিকও নিহত হয়েছেন।

বরাবরের মতো আন্তর্জাতিক কুফফার চক্র এবং সোমালিয়ার দালাল প্রশাসন হামলায় কেবল সাধারণ নাগরিকদেরকে হতাহত দেখিয়ে হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিনের বিরুদ্ধে এই প্রোপাগান্ডা চালাচ্ছে যে, তারা নিরীহ সাধারণ মুসলিমদেরকে টার্গেট করেছে। অথচ দুনিয়ার তাবত কুফফার মিডিয়াও নিউজ করেছে যে, জাতিসংঘ, আফ্রিকান ইউনিয়ন মদদপুষ্ট ও তুর্কি মুরতাদ বাহিনীর সামরিক নিরাপত্তা চেকপয়েন্ট লক্ষ্য করে এই হামলা চালানো হয়েছে। এ হামলা সফলভাবে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাতও হানে।

হারাকাতুশ শাবাব এর পক্ষ থেকে গত ৩১ ডিসেম্বর প্রদান করা এক অফিসিয়াল বার্তায় বলা হয়েছে, ব্যাপক অনুসন্ধানের পর উক্ত হামলায় হতাহতের যে সংখ্যা পাওয়া গেছে তা হচ্ছে,
তুর্কি সামরিক কর্মকর্তা- ৪,
তুর্কি বাহিনীর সহযোগী যোগানদাতা- ৪,
তুর্কি বাহিনীর দোভাষী- ১,
তুর্কি কর্মকর্তাদের নিরাপত্তারক্ষী- ১২,
চেকপয়েন্টের দায়িত্বে নিয়োজিত পুলিশ- ২১,
দালাল সরকারের মিলিশিয়া- ৬,
সোমালি সরকারের গোয়েন্দা-চর - ৯,
দালাল সরকারের অন্যান্য কর্মকর্তা- ৪,
অর্থাৎ, সর্বমোট ৬১ এরও অধিক কুফ্ফার ও মুরতাদ সেনা নিহত হয়।
সাধারণ মুসলিম-২৩ জন।
হামলায় সর্বমোট নিহতের সংখ্যা ৮৪ জন।
এছাড়াও এই হামলায় ৬৯ এরও অধিক দখলদার তুর্কি ও সোমালিয়ার মুরতাদ সেনা সদস্য আহত হয়।

অথচ হতাহতের এই সংখ্যাকে আড়াল করে কেবল সাধারণ মুসলিমদেরকে ছবি ও ভিডিওতে দেখিয়ে মুরতাদ বাহিনীর প্রোপাগান্ডা মিডিয়াগুলো এই প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে। যেগুলো কোন যাচাই ছাড়াই এদেশীয় হলুদ মিডিয়াগুলোও জোড়ালোভাবে প্রচার করতে থাকে।

হামলাটি কোথায় হয়েছে এবং কারা নিহত হয়েছে তা জানার জন্য জার্মান ভিত্তিক মিডিয়া "ডয়চে ভেলে'তে ২৮শে ডিসেম্বরে প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে দু'টি লাইন তুলে দিচ্ছি -

“A car bomb exploded at a busy security checkpoint in Somalia's capital ...

অর্থাৎ সোমালিয়ার রাজধানীতে একটি ব্যস্ত নিরাপত্তা চৌকিতে গাড়ী বোমা বিস্ফোরিত হয়েছে...

হামলায় হতাহতের ব্যাপারে রিপোর্টে আরো লিখেছে, the victims included university students, other civilians and security personnel. অর্থাৎ হামলার শিকার ব্যক্তিদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র, অন্যান্য বেসামরিক নাগরিক এবং নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা রয়েছে।

একদিকে, জার্মানির "ডয়চে ভেলে"সহ দুনিয়ার প্রায় সকল মিডিয়া এই সংবাদ প্রচার করেছে যে, হামলাটি নিরাপত্তা চেকপয়েন্টে হয়েছে এবং তাতে সামরিক বাহিনীর সদস্যদের পাশাপাশি (অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে) অন্য সাধারণ মানুষও মারা গেছে; অন্যদিকে, হলুদ মিডিয়াগুলোই আবার এই মিথ্যা প্রোপাগান্ডা চালিয়ে যাচ্ছে যে, হারাকাতুশ-শাবাব সাধারণ মুসলিমদেরকে টার্গেট করেছে! অথচ, বাস্তবতা হচ্ছে, হারাকাতুশ শাবাবের আল-মুজাহিদীন দখলদার ও মুরতাদ বাহিনীর চেকপয়েন্টে হামলা চালান এবং অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে হামলার সময় সেখানে মুসলিমদের একটি গাড়ি এসে পড়ে। আর তাই, মুসলিমদেরকে হতাহত হওয়া থেকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি।

এ ব্যাপারে হামলার পর হামলায় হতাহতদের আসল চিত্র এবং সোমালিয়ায় জিহাদের বাস্তবতা বিস্তারিত তুলে ধরে হারাকাতুশ শাবাবের মুখপাত্র শাইখ আলি মাহমুদ রাজি হাফিজাহুল্লাহ আশ-শাবাব নিয়ন্ত্রিত ভূখণ্ডে তাদের পরিচালিত স্থানীয় রেডিওকে দেওয়া এক বক্তব্যে বলেন,

, “গত শনিবার ২ জুমাদিউল উলা ১৪৪১ তথা ২৮ ডিসেম্বর তারিখে মোগাদিসুর আফগোয়ি এলাকার “এক্স কন্ট্রোল ইন্টারসেকশনে” তুরস্ক এবং মুরতাদ সরকারী বাহিনীর উপর মুজাহিদগণ একটি হামলা চালান, যার মাধ্যমে সোমালিয়ায় মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত মুরতাদ তুরস্ক বাহিনী ও তাদের নিরাপত্তাদানকারী মুরতাদ বাহিনীর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়।

কিন্তু হামলার সময় হামলাস্থলে অনাকাঙ্খিতভাবে চলে আসে সাধারণ মুসলিমদের একটি গাড়ি, যার ফলে সেখানে উপস্থিত থাকা সাধারণ মুসলিমদের মধ্যেও বেশ কিছু মানুষ হতাহতের শিকার হন। আমরা এজন্য সর্বোচ্চ দুঃখ প্রকাশ করছি এবং হামলায় নিহত, আহত ও ক্ষতিগ্রস্ত মুসলিমদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করছি। আল্লাহ তা'আলার কাছে কামনা করছি, তিনি যেন নিহত মুসলিমদেরকে শহীদ হিসেবে কবুল করেন এবং তাদেরকে জান্নাতে স্থান দেন। আমি আরো কামনা করছি, আল্লাহ যেন তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারকে ধৈর্যধারণ ও শোক সইবার তাউফিক্ক দান করেন। অনুরুপভাবে আহতদের জন্য দ্রুত আরোগ্য কামনা এবং সম্পদ ক্ষতিগ্রস্থ সবার জন্য কল্যাণের কামনা করছি।"

হারাকাতুশ শাবাব মুখপাত্র আরো বলেন, মুসলিমদের এই হতাহতে সবচেয়ে বেশি কষ্ট পেয়েছি আমরা। অথচ এই হামলাকে কেন্দ্র করে ক্রুসেডার, মুরতাদ বাহিনী এবং তাদের মিডিয়াগুলো মুজাহিদদের বিরুদ্ধে নিকৃষ্ট প্রোপাগান্ডা চালিয়ে হারাকাতুশ শাবাবের ইমেইজ ক্ষুণ্ণ করতে চাচ্ছে। যদি তারা সত্যিকারেই মুসলিমদের কষ্ট নিয়ে চিন্তিত হতো, তাহলে তারা সোমালিয়ার মুসলিমদের উপর আমেরিকা, ইথিউপিয়া ও কেনিয়ার অব্যাহত বর্বরোচিত অপরাধের ব্যাপারে কথা বলতো। অথচ, তারা এটা করছে না।
এই উম্মাহর জন্য আমরা আমাদেরকে কুরবানি দেই, এই উম্মাহর সন্তানরাই মুজাহিদ, যারা দ্বীন, ভূমি এবং ইজ্জতের প্রতিরক্ষায় নিজেদের জীবন উৎসর্গ করছে, আল্লাহ তাদেরকে শহিদ হিসেবে কবুল করুন। দখলদার তুর্কি মুরতাদ বাহিনী এবং সোমালিয় মুরতাদ বাহিনী তাদের গাড়ি আড়াল করতে মানব বর্ম হিসেবে এসব মুসলিমদের গাড়ি রেখে দেওয়ায় তারাও এই হামলার মধ্যে পড়ে যায়।"

এছাড়াও সম্মানিত মুখপাত্র বলেন,
"আমরা, সোমালিয়ার মুসলিমরা, মুসলিম উম্মাহরই অংশ। আমাদের ভূমি দখল করা হয়েছে এবং আমাদেরকে আল্লাহর শরিয়ত দিয়ে শাসন করতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে হানাদার শত্রুকে পরাজিত করতে আল্লাহ তা'আলা আমাদের উপর জিহাদ এবং ক্রুসেডার ও তাদের মুরতাদ সহযোগীদের বিরুদ্ধে এমন সকল পন্থায় কিতাল করাকে ফরজ করেছেন, আল্লাহর সুদৃঢ় শরিয়ত আমাদেরকে যেসব পন্থা বৈধ করেছে।

ইসলামের শত্রুরা আজকে যে মাত্রায় মুসলিমদের ভূমিকে দখল করে রেখেছে, এভাবে দখল করার ঘটনা ইতিহাসে পাওয়া যায় না এবং আজকে শত্রুরা যেভাবে মুসলিমদের মাঝে মিশে আছে, অতীতে কখনো এভাবে মুসলিমদের সাথে মিশে থাকেনি।"

আশ-শাবাব মুখপাত্র শাইখ আলি রাজি আরো বলেন,
"আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, মুসলিমদের রক্ত হচ্ছে পবিত্র। আল্লাহ তা'আলা তা আমাদের জন্য হারাম করেছেন। আমরা আল্লাহর শরিয়তের অনুসরণ করি। তাদের ধারণা অনুযায়ী যদি মুসলিমদেরকে টার্গেট করাই মুজাহিদদের উদ্দেশ্য হতো, তাহলে "এক্স কন্ট্রোল ইন্টারসেকশন" এর মতো কঠিন জায়গায় না করে অন্য জায়গায়ই করতে পারতো। কিন্তু আমাদের টার্গেট মুসলিমরা ছিল না বরং দ্বীনের শত্রুরা ছিল।

আমাদেরকে এখন শত্রুর সাথে লড়াইয়ের চিত্র নিয়ে ভাবতে হবে এবং তাদের নিকৃষ্ট চক্রান্ত উপলব্ধি করতে হবে। অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হয়, শত্রুরা মুসলিমদের মাঝেই বসবাস করে এবং তাদের সাথে মিশে থাকে। ফলে যখনই মুজাহিদগণ এই শত্রুকে হামলা করেন, তখন মুসলিমরাও ক্ষতির শিকার হয়। আমাদের সামনে এখন দু'টি বিষয়, হয় আমরা মুসলিমদের ক্ষতি থেকে পুরোপুরি রক্ষার জন্য মুসলিমদের সাথে মিশে থাকা এই শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ বন্ধ করে দেবো, ফলে এই শত্রু আমাদের ভূমির উপর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে পাকাপোক্তভাবে জেঁকে বসবে অথবা আমরা মুসলিমদের ক্ষতি এড়ানো এবং তা সর্বনিম্ন রাখার প্রচেষ্টার সাথে সাথে শত্রুর বিরুদ্ধে কিতাল অব্যাহত রাখবো। একনিষ্ঠ শরিয়ত এবং আকল এটিই জোরালোভাবে নিশ্চিত করে যে, এই শেষের পথটি-ই হচ্ছে সঠিক। আমরা এই পথেই কাজ করে যাচ্ছি, যা রক্তের ব্যাপারে সতর্কতাকে নিশ্চিত করে।"

উল্লেখ্য তুরস্কের সেনাবাহিনী ও সরকার সোমালিয়ার মুরতাদ দালাল সরকারের সেনাবাহিনীকে সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। এ লক্ষ্যে তুরস্কের সেনাবাহিনী সোমালিয়ায় তুরস্কের বাইরে তাদের সর্ববৃহৎ সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করে মুরতাদ সরকারকে টিকিয়ে রাখার জন্য তাদেরকে সবধরণের সহায়তা করে যাচ্ছে।

সোমালিয়ার হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিনের বিরুদ্ধে ন্যাটোর সদস্য তুরস্ক, আমেরিকা, জাতিসংঘ, আফ্রিকান ইউনিয়ন ও সোমালিয়ার মদদপুষ্ট দালাল সরকার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। দালাল সরকারকে টিকিয়ে রাখতে দুনিয়ার প্রায় সকল কাফের গোষ্ঠী আজ সোমালিয়ায়

সামরিক সহায়তা দিচ্ছে। এজন্য হারাকাতুশ শাবাব সোমালিয়ায় ক্রুসেডার আমেরিকা ও আন্তর্জাতিক সকল কুফফার বাহিনীর উপর অগ্রাধিকার দিয়ে আক্রমণ করে থাকেন।

উল্লেখ্য, আল্লাহর সাহায্যে সোমালিয়ার মূল ভূখণ্ডের প্রায় অধিকাংশ (যার আয়তন প্রায় আড়াই লক্ষ বর্গকিলোমিটার) ভূখণ্ড নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এই বিস্তীর্ণ ভূমিতে আল্লাহর শরিয়ত বাস্তবায়ন করে যাচ্ছেন হারাকাতুশ শাবাবের মুজাহিদগণ, আলহামদুলিল্লাহ্। আফগানিস্তানের মতোই সোমালিয়ায় মুসলিমদের জন্য একটি নিরাপদ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্যই লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন আল-কায়েদা সোমালিয়ান শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদীন।

লেখক: ত্বহা আলী আদনান, প্রতিবেদক, আল-ফিরদাউস নিউজ।

সংখ্যা সল্পতা ও যুদ্ধ সরঞ্জামাদির কমতির কারণে কখনোই সত্যিকারের মু'মিনীনরা কুফফার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা পরিত্যাগ করেননা, বরং তারা তাদের সৃষ্টিকর্তার উপর সাহায্যের পূর্ণ আস্থা নিয়েই কুফফার বাহিনীর বিরুদ্ধে ময়দানে অবতির্ণ হন।

এমনই এক বাস্ত রণক্ষেত্রের সংবাদই দিচ্ছি আপনাদের।

শাম বা সিরিয়া বর্তমানে যুদ্ধের এক উত্তপ্ত ময়দান, যেখানে বিশ্বের সোপার পাওয়ার দাবিদাররা তাদের সকল ধরণের মারণাস্ত্র নিয়ে একত্রিত হয়েছে ইসলাম ও মুসলিমদের নাম নিশানা মুছে দিতে।

বিপরীত দিকে সামন্য কিছু যুদ্ধাস্ত্র ও কয়েক হাজার যোদ্ধাদের একটি বাহিনী, যারা শত সংকীর্ণতার মধ্যেও সোপার পাওয়ার দাবিদারদের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাচ্ছেন।

এই তো ১লা জানুয়ারিতেও শামের ইদলিব প্রদেশের দক্ষিণ-পূর্ব গ্রামাঞ্চল ও হামা প্রদেশের উত্তরে "আল-ঘাব" অঞ্চলে সোপার পাওয়ার দাবিদার কুফফার রাশিয়া ও কুখ্যাত শিয়া/মুরতাদ বাহিনীর দুর্গগুলোতে আল-কায়েদার মুজাহিদগণ হামলা চালিয়েছেন। এসকল স্থানগুলোতে

আল-কায়েদার মুজাহিদগণ সামান্য 14.5 মেশিনগান অস্ত্র দ্বারা কুফ্ফার ও মুরতাদ বাহিনীর দুর্গগুলোতে হামলা চালিয়েছেন।

যার ফলসরূপ অনেক মুরতাদ সেনা হতাহতের শিকার হয়।
والحمد لله ربّ العالمين.

আল-কায়েদা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন (ওয়া হাররিদীল মু'মিনীন) এর মুজাহিদগণ ১লা জানুয়ারি কুফ্ফার রাশিয়ান বাহিনীর উপর সফল রকেট হামলা চালিয়েছেন।

ওয়া হাররিদীল মু'মিনীন অপারেশন রুম হতে জানানো হয় যে, সিরিয়ায় রাশিয়ান কুফ্ফার বাহিনীর সবচাইতে বড় সামরিক বিমানঘাঁটি "হামিমীম" এ সফল রকেট হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। মুজাহিদদের ছুঁড়া উক্ত রকেটগুলো সফলভাবে কুফ্ফার বাহিনীর সামরিক বিমানঘাঁটিতে আঘাত হানে।

এতে কুফ্ফার বাহিনীর সামরিক বিমানঘাঁটির অনেক সরঞ্জামাদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
والحمد لله ربّ العالمين.

০১লা জানুয়ারি, ২০২০

আল-ফাতাহ অপারেশনের ধারাবাহিকতায় আফগানিস্তান জুড়ে ক্রুসেডার আমেরিকা ও আফগান মুরতাদ বাজিনীর বিরুদ্ধে সফল অভিযান চালাচ্ছেন ইমারতে ইসলামিয়ার জানবায তালেবান মুজাহিদিন। অনেক আফগান সেনা আবার তাওবা করে ফিরে আসছে কুফরের পতাকা হতে তাওহীদের পতাকা তলে।

এরি ধারাবাহিকতায় ১ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে আফগানিস্তানের বলখ প্রদেশের দৌলতা-বাদ ও যোলঘর থেকে আফগান বাহিনীর ৪১ সেনা সদস্য নিজেদের ভুল বুঝতে পরে আফগান

বাহিনী ত্যাগ করে। এবং তালেবান মুজাহিদদের নিকট আত্মসমর্পণ ও মহান আল্লাহ তা'আলার নিকট তাওবা করে তাওহিদী পতাকার সুশীতল ছায়ার নিছে আশ্রয় গ্রহণ করে।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদিন গত রাতে আফগানিস্তানের তাখার প্রদেশে
দেশটির পুলিশ প্রধান ও সন্ত্রাসী পুলিশ বাহিনীর সুরক্ষা চৌকিতে সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

আলহামদুলিল্লাহ্, এতে প্রাদেশিক পুলিশ প্রধানসহ ১৬ এরও অধিক আফগান মুরতাদ সেনা ও পুলিশ সদস্য নিহত হয় এবং বেশ কতক মুরতাদ সদস্য আহত হয়।

এসময় মুজাহিদদের তীব্র হামলার ফলে মুরতাদ বাহিনীর ২টি ট্যাঙ্ক ধ্বংস হয়েছিল এবয় বেশ কিছু অস্ত্র ও গোলাবারুদ মুজাহিদিন গনিমত লাভ করেন।
বিপরীতে মুরতাদ বাহিনীর হামলায় কোন মুজাহিদিন হতাহত হননি।

অন্যদিকে ঐ রাতেই কুন্দুজ প্রদেশের দাস্ত-আরচি জেলায় তিনটি প্রতিরক্ষামূলক চেকপয়েন্টে হামলা করেন ইমারতে ইসলামিয়ার জানবায তালেবান মুজাহিদিন।

অভিযানের ফলস্বরূপ মুজাহিদগণ চেকপয়েন্ট ৩টি জয় করেনেন, এসময় মুজাহিদদের হামলায় ২৪ আফগান মুরতাদ সেনা নিহত এবং আরো ১১ মুরতাদ সেনা ও পুলিশ সদস্য আহত হয়।

এছাড়াও মুজাহিদগণ মুরতাদ বাহিনীর ? ট্যাঙ্ক ধ্বংস করেনন এবং অনেক ভারী ও হালকা যুদ্ধাস্ত্রসহ প্রচুরপরিমাণ গোলাবারুদ গনিমত লাভ করেন।
আলহামদুলিল্লাহ্, এখানেও কোন মুজাহিদিন হতাহত হননি।

আল-কায়দা পূর্ব আফ্রিকান ভিত্তিক সোমালিয়ান শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ ১লা জানুয়ারি ২০২০ তারিখে কুফ্ফার ও মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

"শাহাদা" নিউজ এর বরাতে জানতে পারা যায় যে, ১লা জানুয়ারি দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সোমালিয়ার বেবুকুল রাজ্যের "কানসাহাদিরী" বিমানবন্দরের নিকটে হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন ক্রুসেডার ইথিউপিয়ান ও সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীকে টার্গেট করে একটি সফল ও বোমা হামলা চালিয়েছেন। যার ফলে ক্রুসেডার ইথিউপীয় ১ সৈন্য এবং সোমালিয় সরকারী মিলিশিয়ার ১ সদস্য নিহত হয়, এছাড়াও ৫ সদস্য আহত হয়।

নতুন বছরের প্রথম দিনেই কাশ্মীরী মুক্তিকামীরা উগ্র হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় সেনাদের উপর হামলা চালিয়ে এই বার্তারই জানান দিল যে, তারা তাদের স্বাধিনতা সংগ্রাম থেকে এক বিন্দুও সরে আসেননি। বরং তারা তাদের অবস্থানে অবিচল আছেন।

আজ ইংরেজি নতুন বছরের প্রথম দিন, এই দিন জম্মু-কাশ্মীরে তল্লাশি অভিযানে নামে ভারতীয় মালাউন সন্ত্রাসী সেনারা। তখনই কাশ্মীরী স্বাধীনতাকামীদের গুলিতে দুই ভারতীয় মালাউন সেনা নিহত হয়, আহত হয় আরো ৩ মালাউন সেনা। জম্মুভিত্তিক উগ্র হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় মালাউন সেনাবাহিনীর গণসংযোগ কর্মকর্তা লে. কর্নেল দেবেন্দর আনন্দ এক বিবৃতিতে ২ সন্ত্রাসী ভারতীয় সেনার নিহত হবার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

জম্মু-কাশ্মীরের নওশেরা সেক্টরে আজ সকাল বেলায় মুক্তিকামীদের সন্ধানে 'ঘেরাও-তল্লাশি' অভিযান চালাতে নামে ভারতীয় মালাউন বাহিনী, তখনই মুক্তিকামীদের হামলায় হতাহতের এই ঘটনা ঘটে।

উল্লেখ্য, আগস্টের শুরুতে কাশ্মীরের রাজ্য ও বিশেষ সাংবিধানিক মর্যাদা বাতিল করে উগ্র হিহিন্দুত্ববাদী ভারতের সন্ত্রাসী বিজেপি সরকার। কারফিউ জারির পাশাপাশি মোবাইল ও ইন্টারনেট বন্ধ থাকায় কাশ্মীরের সঙ্গে পুরো বিশ্বের যোগাযোগ কার্যত বিচ্ছিন্ন।

এসময় কাশ্মীরের সাবেক তিন মুখ্যমন্ত্রীসহ ২০০ জনের মতো স্থানীয় নেতাকে গ্রেপ্তার করে মালাউন বাহিনী। এছাড়াও আটক করে রাখা হয়েছে আরো ৮-৯ হাজার কাশ্মীরীকে। যাদের অনেককেই আবার রাজ্যের বাইরের কারাগারে রাখা হয়েছে।

ভারতের মুসলিম বিরোধী নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভকারীদের একহাত নিয়েছেন মদন দিলাওয়ার নামের একজন হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী বিজেপি নেতা। মঙ্গলবার রাজস্থানের এ বিধায়ক বলেছে, নাগরিকত্ব আইনের যারা বিরোধিতা করছেন তারা এ দেশের মানুষ নয়। তাদের ভারত মহাসাগরে ডুবিয়ে মারা উচিত। এক প্রতিবেদনে এ খবর জানিয়েছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ডানকান হেরাল্ড।

মদন দিলাওয়ার বলেছে, নাগরিকত্ব আইনের বিরোধিতা করে যারা বিক্ষোভকারীরা যদি পাকিস্তান বা বাংলাদেশকে ভালবাসেন তাহলে তারা যেন সেখানে চলে যায়। যারা এই বিক্ষোভকারীদের সমর্থন দিচ্ছে; তা সোনিয়া গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা কিংবা রাহুল যেই হন না কেন, তাদেরও ভারতে থাকার কোনও অধিকার নেই।

২০১৯ সালের ১২ ডিসেম্বর ভারতের মুসলিম বিরোধী নাগরিকত্ব আইন পাসের পর থেকে দেশটির বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ চলছে। আইনটিকে মুসলিমবিরোধী ও বৈষম্যমূলক আখ্যা দিয়ে চলা এই বিক্ষোভে অন্তত ২৫ জন নিহত হয়েছে। বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলিবর্ষণের কথা স্বীকার করেছে সন্ত্রাসী পুলিশ।

সুত্রঃ বাংলা ট্রিবিউন

কিশোরের হাত-পা বেঁধে মায়ের সামনে অমানুষিক নির্যাতন করেছেন ইউনিয়ন সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগের এক নেতা। এরই মধ্যে নির্যাতনের ওই ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ভাইরাল হয়েছে।

বুধবার (২৫ ডিসেম্বর) কুমিল্লার মুরাদনগর উপজেলার দারোরা ইউনিয়নের কাজিয়াতল গ্রামের পূর্বপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে।

নির্যাতনের শিকার কিশোর কাজিয়াতল গ্রামের রাখাল চন্দ্রের ছেলে রাজু চন্দ্র। অভিযুক্ত আবু তাহের দারোরা ইউনিয়ন সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি।

এ ঘটনায় বৃহস্পতিবার (২৬ ডিসেম্বর) আবু তাহেরকে আসামি করে কুমিল্লা মুরাদনগর থানায় একটি মামলা করেছেন নির্যাতনের শিকার রাজু চন্দ্রের বড় ভাই সজল চন্দ্র বিশ্বাস।

স্থানীয় সূত্র জানায়, বুধবার বিকেলে হাত-পা বেঁধে ওই কিশোরকে অমানুষিক নির্যাতন করেন আবু তাহের। একাধিকবার বাধা দিয়ে কাজ না হওয়ায় সন্তানকে নির্যাতনের দৃশ্য দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছেন মা।

ভিডিওতে দেখা যায়, কিশোরের গায়ের জামা-কাপড় খুলে হাত-পা বেঁধে মাটিতে ফেলে রাখা হয়েছে। পা দিয়ে মুখে ও বুকে লাথি মারছেন আবু তাহের। বার বার কান্না করলেও তার বাঁধন খুলে দেয়া হয়নি, উল্টো তাকে আরও কয়েকটি লাথি মেরেছেন আবু তাহের।

এ বিষয়ে নির্যাতিত কিশোরের ভাই সজল চন্দ্র বিশ্বাস বলেন, আমার ভাইয়ের ওপর এমন অমানবিক নির্যাতনের বিচার চেয়ে আমরা এলাকার মাতব্বরদের দ্বারে দ্বারে ঘুরে এখন ক্লান্ত।

সুত্রঃ ইনসাফ২৪

দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত ইসলামিক ফাউন্ডেশনের (ইফা) মহাপরিচালক (ডিজি) পদ থেকে বিদায় ঘটলো সামীম মুহাম্মদ আফজালের। তার পরিবর্তে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মু. আ. হামিদ জমাদ্দারকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

সোমবার (৩০ ডিসেম্বর) ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয় এক অফিস অধ্যাদেশে এ পরিবর্তন আনে।

আদেশে বলা হয়, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক সামীম মুহাম্মদ আফজালের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের মেয়াদ ৩০ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে শেষ হবে। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (সংস্থা) মু.আ. হামিদ জমাদ্দারকে নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে আর্থিক ক্ষমতাসহ মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করা হলো। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক যোগদান না করা পর্যন্ত তিনি এ পদে বহাল থাকবেন এবং বিধি মোতাবেক দায়িত্ব ভাতা প্রাপ্য হবেন।

সাবেক বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা সামীম মুহাম্মদ আফজাল বিগত ১১ বছর ধরে ইসলামিক ফাউন্ডেশন মহাপরিচালক হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। দীর্ঘদিন ধরে তার বিরুদ্ধে ব্যাপক দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার ও অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে। এ নিয়ে কয়েকমাস আগে ইফা কর্মীদের ব্যাপক আন্দোলনের মুখে পড়তে হয়েছিল তাকে।

সুত্রঃ ইনসাফ২৪

ভারতের মুসলিম বিরোধী নাগরিকত্ব সংশোধন আইনের বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভ হচ্ছে তাতে সবচাইতে উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে উত্তর প্রদেশ রাজ্যে। গত ২০ ডিসেম্বর এই বিক্ষোভ শুরু হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত অন্তত ১৯ জন নিহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

কানপুর শহরের বাবুপুরা এলাকায় থাকেন মোহাম্মদ শরিফ। জায়গাটা খুবই ঘিঞ্জি, সরু সরু গলি দিয়ে যাতায়াত করতে হয়। টিনের চাল দেওয়া ছোট বাড়ি। একটিই মাত্র ঘর, যার একটা অংশে দিনের বেলায় রান্নাবান্না হয়, রাতে পুরোটাই হয়ে যায় শোবার ঘর।

ঘরের সামনে বসেছিলেন ছিলেন মোহাম্মদ শরিফ। আমাকে দেখে তিনি উঠে দাঁড়ালেন, আমাকে জড়িয়ে ধরলেন- আর তখন কান্নায় ভেঙে পড়লেন। কয়েক মিনিট আমরা কেউ কথা বলতে পারছিলাম না।

'আমি সব হারিয়েছি। আমার আর বাঁচার ইচ্ছে নেই' চোখের পানি সামলানোর চেষ্টা করতে করতে বলতে লাগলেন মোহাম্মদ শরিফ। 'আমার ছেলে কি দোষ করেছিল, কেন হিন্দুত্ববাদী পুলিশ তাকে গুলি করল?' গত ২৩ ডিসেম্বর তার ছেলে মোহাম্মদ রইস (৩০) মারা গেছেন। রইসের পেটে গুলি লেগেছিল। তিন দিন পর তিনি মারা যান।

'আমার ছেলে তো কোনো বিক্ষোভও করছিল না। সে রাস্তায় বসে জিনিসপত্র বিক্রি করত। যেখানে বিক্ষোভ হচ্ছিল- ঘটনাচক্রে সে সেখানে ছিল। কিন্তু যদি সে বিক্ষোভ করেও থাকে, তাহলেও কি পুলিশ তাকে মেরে ফেলতে পারে?'

মোহাম্মদ শরিফ বলছিলেন, 'আমরা মুসলিম বলেই কি তাকে মরতে হলো? আমরা কি এ দেশের নাগরিক নই? আমি মৃত্যুর আগে পর্যন্ত এ প্রশ্ন করেই যাব!'

যে বিক্ষোভে মোহাম্মদ রইস গুলিবিদ্ধ হন- নাগরিকত্ব সংশোধন আইনের বিরুদ্ধে উত্তর প্রদেশের আরো বহু জায়গায় সেরকম বিক্ষোভ হয়েছে। বিক্ষোভ হয়েছে ভারতের অন্যান্য রাজ্যেও। কোথাও কোথাও পাথর ছুঁড়তে থাকা বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশের সহিংস সংঘর্ষও হয়েছে।

ভারতের সবচেয়ে দরিদ্র রাজ্যগুলোর অন্যতম এই উত্তর প্রদেশ। বিক্ষোভকারীদের ওপর অতিরিক্ত শক্তি প্রয়োগের অভিযোগও উঠেছে পুলিশের বিরুদ্ধে।

নাগরিক অধিকার গোষ্ঠীগুলো বলছে, নাগরিকত্ব সংশোধন আইনটি পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান থেকে আসা অমুসলিম অভিবাসীদের নাগরিকত্ব দেওয়ার সুযোগ দিচ্ছে এবং তা মুসলিমদের বিরুদ্ধে বৈষম্যসূচক।

কিন্তু হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী ভারতের বিজেপি সরকার বলছে, যেসব ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা নির্যাতনের শিকার হয়ে দেশ ছাড়ছে এ আইনটি তাদের সুরক্ষা দেবে। সন্ত্রাসী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জোর দিয়ে বলেছে, এই আইন মুসলিমদের বিরুদ্ধে নয়।

কিন্তু উত্তর প্রদেশ- যেখানে ৪ কোটি মুসলিম বাস করে- এবং ভারতের অন্য রাজ্যগুলোতে বিক্ষোভ অব্যাহত আছে। উত্তর প্রদেশ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেছে, যারা সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস করেছে তাদের বিরুদ্ধে 'প্রতিশোধ' নেওয়া হবে। সে বলেছে, 'সরকারি সম্পত্তির ক্ষতি পুষিয়ে নিতে তাদের বাড়িঘর বাজেয়াপ্ত করা হবে।'

পুলিশ তার নির্দেশ পালন করেছে। তারা 'ফেরারি' লোকদের চিহ্নিত করেছে - যাদের অধিকাংশই মুসলিম - এবং কানপুর জুড়ে দেয়ালে দেয়ালে তাদের পোস্টার সেঁটে দিয়েছে। এর ফলে মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে দেখা দিয়েছে আতংক।

বাবুপুরওয়ায় আমার সঙ্গে বেশ কয়েকজন নারীর কথা হয়, যারা বলেছেন যে তাদের স্বামী-সন্তানরা গ্রেপ্তার-নির্যাতনের ভয়ে অন্য শহরে পালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর মধ্যে ১০ বছরের ছেলেও আছে। এই ভয় আরো বেড়েছে জাতীয় নাগরিকপঞ্জী বা এনআরসির কারণে।

'এনআরসির কারণে মানুষকে এখন প্রমাণ করতে হবে যে, সে ভারতের নাগরিক'- বলছিলেন কানপুরের মুসলিম সম্প্রদায়ের একজন নেতা এবং রাজনীতিবিদ নাসিরুদ্দিন।

'কল্পনা করুন, একটি মুসলিম পরিবার এবং আরেকটি হিন্দু পরিবার- উভয়েই নাগরিকত্ব প্রমাণ করতে ব্যর্থ হলো। কিন্তু নাগরিকত্ব সংশোধন আইন বা সিএএ হওয়ার পর এখন হিন্দু পরিবারটি সেই আইন ব্যবহার করে নাগরিকত্ব দাবি করতে পারবে, আর মুসলিম পরিবারটি তার নাগরিকত্ব হারাবে।'

ভারত সরকার বলছে, তাদের এখনই জাতীয় নাগরিকপঞ্জী করার কোনো পরিকল্পনা নেই। কিন্তু মুসলিম জনগোষ্ঠী ভয় পাচ্ছে যে তারা হয়তো তাদের নাগরিকত্ব প্রমাণ করার মতো কোনো দলিলপত্র দেখাতে পারবে না।

নাসিরুদ্দিন আরো বলছেন, এই রাজ্যের মুসলিমরা আরো ভয়ে আছেন, কারণ তারা ক্ষমতাসীন হিন্দু জাতীয়তাবাদী ভারতীয় জনতা পার্টিকে বিশ্বাস করেন না।

'আমাদের কী দোষ? এখানে কোনো ব্যাপারে আমরা একমত না হলে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর অধিকার আমাদের আছে। কিন্তু আমাদের রক্ষকই এখন ভক্ষক হয়ে গেছে। আমরা এখন কোথায় যাব'- বলছিলেন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক নারী।

এলাকাটির আরো কয়েকটি গলি ঘুরে দেখলাম। সবখানে একই দৃশ্য। পুরুষ এবং বালক দেখা যাচ্ছে খুবই কম। কিন্তু দেখা যাচ্ছে নারীদের জটলা- যেন তারা অপেক্ষা করছে, কখন কেউ তাদের দিকে কিছু একটা প্রশ্ন ছুঁড়ে দেবে।

আরো একজন নারী, তিনিও প্রকাশ করতে চাননি, নিজে থেকেই বললেন, 'পুলিশ রাতে আমাদের এলাকায় এসেছিল। বলেছে, তারা সব পুরুষদের গ্রেপ্তার করবে। তারা আমাদেরকে বলেছে, আমরা যেন বিক্ষোভকারীদের চিনিয়ে দিই।'

মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের করা আগেকার কিছু মুসলিমবিরোধী মন্তব্য মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে আতঙ্ক আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। অতীতে সে ডোনাল্ড ট্রাম্প স্টাইলে ভারতের মুসলিমদের ভ্রমণের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের কথা বলেছে, মুসলিম পুরুষদের বিরুদ্ধে হিন্দু মেয়েদের

জোর করে ধর্মান্তরিত করার অভিযোগ এনেছে, বলিউড তারকা শাহরুখ খানের সঙ্গে পাকিস্তানভিত্তিক জঙ্গি হাফিজ সাঈদের তুলনা করেছে।

অনেকেই বিশ্বাস করেন ভারতীয় সন্ত্রাসী প্রধানমন্ত্রী মোদি যে 'জোরদার হিন্দু জাতীয়তাবাদের' কথা বলছে, ঠিক সেটাই অনুসরণ করছে উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী।

নাসিরুদ্দিনের কথায়, 'উত্তর প্রদেশ এখন এই আদর্শের প্রধান পরীক্ষাগারে পরিণত হয়েছে।'

গত কিছুদিনের মধ্যে উত্তর প্রদেশ রাজ্যে হাজার হাজার লোক আটক হয়েছেন যাদের অধিকাংশই মুসলিম, দিনের পর দিন বন্ধ রাখা হয়েছে ইন্টারনেট সেবা, বহু নেতৃস্থানীয় অধিকার কর্মী আটক হয়েছেন - যার মধ্যে আছেন একজন সাবেক শীর্ষ পুলিশ কর্মকর্তাও।

পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে তারা মুসলিমদের ভীতি প্রদর্শন করছে। কানপুর থেকে এমন ভিডিও ফুটেজ পাওয়া গেছে যাতে দেখা যাচ্ছে, পুলিশই গভীর রাতে মুসলিম-প্রধান এলাকায় গাড়ি ও বাড়িতে ভাঙচুর চালাচ্ছে।

আমার একজন সহকর্মী উত্তর প্রদেশের অন্য কিছু জায়গা থেকেও এমন ঘটনার খবর পেয়েছেন।

কানপুর থেকে ৩৬০ মাইল দূরের মুজাফফরনগরে বেশ কিছু জায়গায় মুসলিমদের বাড়িঘরে ভাঙচুর চালিয়েছে পুলিশ। অভিযোগ উঠেছে, একটি বাড়িতে পুলিশ টিভি, ফ্রিজ ও রান্নার হাঁড়িপাতিলসহ সব জিনিসপত্র একেবারে ধ্বংস করে দিয়েছে।

তিনি আরো জানান, তার সঙ্গে এমন পুরুষ ও বালকদের কথা হয়েছে যারা বলেছে পুলিশ তাদের মারধর করেছে, আটক করেছে।

এই এলাকাগুলোতে গুলিবিদ্ধ হয়ে কমপক্ষে আটজন নিহত হয়েছে। তাদের পরিবারের লোকজন বলছেন পুলিশই তাদের গুলি করেছে - কিন্তু পুলিশ এ অভিযোগ অস্বীকার করে।

এসব বিবরণ শুনলে মনে হয়, যেন ঘটনার একটা ছক দাঁড়িয়ে গেছে। লোকজনকে আটক করা, তার পর রাতের বেলা মুসলিম-অধ্যুষিত এলাকায় গাড়ি ও বাড়িঘর ভাঙচুর-তছনছ করা।

কিন্তু রাজ্যের শীর্ষ পুলিশ কর্মকর্তা- যিনি আইন-শৃঙখলা রক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত - তিনি এসব অভিযোগ অস্বীকার করেন।

পিভি রামাশাস্ত্রী বলেছে, সরকারি সম্পত্তি ধ্বংসের জন্য যারা দায়ী তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে এবং 'ডিজিটাল তথ্যপ্রমাণের' ভিত্তিতে তাদেরকে চিহ্নিত করা হচ্ছে।

আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, পুলিশ ভিডিও থেকে বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নিচ্ছে, কিন্তু তাদের নিজেদের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে তা করছে না কেন?

সে জবাব দিল, 'অভিযোগ করার স্বাধীনতা যেকোনো লোকেরই আছে।'

পুলিশ কারো বাড়িঘরে ভাঙচুর চালিয়েছে এমন অভিযোগও অস্বীকার করলো সে। যখন আমি তাকে কথিত ঘটনাগুলোর ভিডিও ফুটেজ দেখালাম, তখন সে বলল, 'কেউ কোথাও একটা ভিডিও পোস্ট করলেই কি হয়ে গেল? তা তো নয়।'

'তাকে সেই লোকালয়টা চিহ্নিত করতে হবে, পটভূমি দিতে হবে। কোনো একটা ভিডিওর ভিত্তিতে কোনো সুনির্দিষ্ট জবাব দেওয়া যায় না।'

উত্তর প্রদেশ রাজ্যে বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে যে ১৯ জনের মৃত্যু হয়েছে তাতে পুলিশের কোনোভাবে জড়িত থাকার কথাও অস্বীকার করল রামাশাস্ত্রী। বললো, তদন্ত চলছে।

কিন্তু সমাজকর্মী সুমাইয়া রানা বলছেন, পুলিশকে এর দায় নিতে হবে।

তিনি আরো বলেন, 'সহিংসতা দিয়ে কোনো কিছুর সমাধান হয় না, কিন্তু এ কথা উভয় পক্ষের জন্যই প্রযোজ্য। সহিংসতায় জড়িতদের বিরুদ্ধে পুলিশের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত, কিন্তু বিক্ষোভকারীদের গুলি করাটাই কি একমাত্র উপায়?'

'এতগুলো মানুষ মারা গেল - আমরা দাবি করছি এর একটা সুষ্ঠু তদন্ত হোক।'

আমি ঘটনাস্থলে কয়েকজন পুলিশের সঙ্গে কথা বললাম। তাদের কয়েকজন বললো, তারা প্রচণ্ড চাপের মধ্যে কাজ করছে। নাম প্রকাশ না করে একজন বললো, তাদের আদেশ দেওয়া হয়েছে 'যেকোনো মূল্যে বিক্ষোভ দমন করতে'।

'আমাদের ব্যাটন চার্জ করতে হয়েছে, টিয়ারগ্যাস ব্যবহার করতে হয়েছে। নিজের দেশের নাগরিকদের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করা সহজ নয়। কিন্তু আপনাকে উপলব্ধি করতে হবে যে পুলিশ আসলে দুই পক্ষের মাঝখানে আটকা পড়ে গেছে।'

সুত্রঃ কালের কণ্ঠ

চীনে মুসলিম নারীদের বিভিন্নভাবে নিপীড়ন করা হচ্ছে। দেশটির বন্দিশিবিরে আটক মুসলিম নারীদের জোর করে গর্ভপাত করানো হচ্ছে। ওই বন্দি শিবিরে একসময় বন্দি হয়ে থাকা অনেক নারী এমন অভিযোগ করেছেন। আল জাজিরার এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়।

প্রতিবেদনে বলা হয়, চীনের মুসলিম সম্প্রদায়ের কয়েকজন নারীর সাক্ষাৎকার নিয়েছেন তারা। ওই নারীরা জানান, তাদের নির্যাতনকারীদের বিচারের আওতায় আনতে তাদের করার কিছুই নেই। চীনের বন্দিশিবির থেকে পালিয়ে আসা গুলজিরা নামে এক মুসলিম নারী জানান, তিনি গর্ভবতী ছিলেন। পরে খবর পেয়ে চীনের বন্দিশিবিরের কর্তৃপক্ষ জোর করে গর্ভপাত ঘটায়। গর্ভপাতের পর তারা ওই নারীকে একটি হাসপাতালে নিয়ে যায় এবং সেখানে কিছু ওষুধ দেয়।

চীনে সংখ্যালঘু উইঘুর মুসলিমদের ওপর নিপীড়ন ও নির্যাতনের কারণে চীনা সরকারের তীব্র সমালোচনা হচ্ছে। চীন সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠেছে যে তারা বিপুল সংখ্যক উইঘুর মুসলিমকে কতোগুলো বন্দি শিবিরের ভেতরে আটকে রেখেছে।

একটি প্রতিবেদনে জানা যায় ১০ লাখের মতো উইঘুর মুসলিমকে পশ্চিমাঞ্চলীয় শিনজিয়াং অঞ্চলে কয়েকটি শিবিরে বন্দি করে রাখা হয়েছে। বিভিন্ন সংগঠন বলছে, এসব ক্যাম্পে তাদেরকে 'নতুন করে শিক্ষা' দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু বেইজিং সরকারের পক্ষ থেকে এসব অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে।

জেনেভায় ২০১৮ সালের অক্টোবরে জাতিসংঘের এক অধিবেশনে চীনা কর্মকর্তা বলছে, ১০ লাখ উইঘুরকে বন্দি শিবিরে আটকের রাখার খবর 'সম্পূর্ণ মিথ্যা'। কিন্তু তারপরে চীনের

একজন কর্মকর্তা লিও শিয়াওজুন বলেন, চীন সেখানে কিছু প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খুলেছে যেখানে লোকজনকে নানা ধরনের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে।

স্মার্টফোন আসক্তি বর্তমানে বিশ্বব্যাপী একটি বড় সমস্যা। সব সময় সঙ্গে মোবাইল রাখা কিন্তু মোটেও স্বাস্থ্যকর অভ্যাস নয়। কী নোটিফিকেশন এল, স্ট্যাটাস আপডেট করার পরেও এখনো কেন নোটিফিকেশন এল না, এই চিন্তা আমাদের পিছু ছাড়ছে না। মোবাইলফোন নিয়ে বেশি ঘাঁটাঘাটি আমাদের স্ট্রেস হরমোন বাড়িয়ে দেয়। এই স্ট্রেস হরমোনের কারণে ওজনও বেড়ে যায়!

স্মার্টফোনের যেমন নানাবিধ সুবিধা রয়েছে। তেমনি অতিমাত্রায় স্মার্টফোনের উপর নির্ভরতা আপনাকে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে দিতে পারে।

সম্প্রতি স্মার্টফোনের উপর এক গবেষণায় দেখা গেছে, তরুণ প্রজন্মের মধ্যে সারাক্ষণ স্মার্টফোনের দিকে তাকিয়ে থাকার প্রবণতা বাড়ছে।

এতে তারা হাতের মুঠোয় সারা বিশ্বের জ্ঞান নিয়ে আসতে পারছে ঠিকই, কিন্তু তাদের মানসিক ক্ষতিও বাড়ছে। এগুলো মস্তিষ্কের ক্ষমতা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক সৃজনশীলতাকে হ্রাস করছে।

গবেষকরা বলছেন, মানুষের মস্তিষ্কের মনোযোগ দেওয়ার ক্ষমতা সীমিত। মস্তিষ্কের বেশিরভাগ মনোযোগ যদি ফোনের পেছনে থাকে, তাহলে অন্যান্য কাজের প্রতি মনোযোগ কমে যায়, ফলে সেসব কাজে দক্ষতা কমে। দৃষ্টিসীমার মাঝে একটি ফোন থাকা মানেই মনোযোগ কমে যাবে।

মানুষ ছোটখাট কাজ করতে ব্যর্থ হবেন এবং স্মৃতিশক্তি কমে যাবে। ফোন পকেটে, ব্যাগে এমনকি পাশের ঘরে থাকলে মনোযোগে এত ব্যাঘাত ঘটে না।

সুত্রঃ বিডি প্রতিদিন

থার্টিফার্স্ট নাইটে পিকনিকের নামে অসামাজিক কার্যকলাপ আর মাদক সেবনের আসর বসেছিল রাজশাহী মহানগরীর একটি বাড়িতে। সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগের এক নেতাসহ এদের মধ্যে তিনজন তরুণীও রয়েছে। বাড়িটি থেকে মদ ও ইয়াবা উদ্ধার করা হয়েছে।

বিডি প্রতিদিনের বরাতে জানা যায়, ধরা খাওয়া আওয়ামী লীগ নেতার নাম মেহেদী হাসান রনি (৩২)। তিনি রাজশাহী নগরীর ২৩ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক। অন্যরা হলেন মো. রুমেল (৩৫), মনিরুল হক (৩৬), রিপন আলী (৩২), পিয়াল মাহমুদ (২২), আলেয়া রহমান (১৯), আজমিরি খাতুন (২০) এবং মাহি আক্তার স্মৃতি (২০)।

নগরীর পঞ্চবটি এলাকায় রুমেলের বাড়ি থেকে তাদেরকে পাওয়া যায়।

নগরীর বিভিন্ন এলাকায় তাদের বাড়ি। স্থানীয় মানুষ বাড়িটি থেকে ২ বোতল বিদেশি মদ, ২ বোতল দেশি মদ, ১৩ পিস ইয়াবা বড়ি এবং মাদকসেবনের নানা উপকরণ দেখতে পায়। বাড়িটিতে পিকনিকের নামে মাদক সেবনের আসর বসেছিল।

নববর্ষে সন্ত্রাসী মোদি সরকারের উপহার হল, রেলের বিপুল ভাড়া, ও গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি।

ভারতীয় গণমাধ্যম *আজকাল* সূত্রে জানা গেছে, গত মঙ্গলবার, ৩১ ডিসেম্বর রেলমন্ত্রক রেলের ভাড়া বৃদ্ধির নির্দেশিকা জারি করেছে। এদিন মধ্যরাত থেকে চালু হবে নতুন মাশুল। লোকাল ট্রেন ছাড়া অন্য সমস্ত ট্রেনে যাত্রা করার জন্যই বাড়তি ভাড়া দিতে হবে যাত্রীদের। সাধারণ নন এসি ট্রেনের ক্ষেত্রে প্রতি কিলোমিটারে বাড়বে এক পয়সা করে। এছাড়া নন এসি, মেল ও এক্সপ্রেস ট্রেনের ক্ষেত্রে কিলোমিটার প্রতি ২ পয়সা করে ভাড়া বাড়তে চলেছে। এসি ট্রেনের ক্ষেত্রে প্রতি কিলোমিটারে বাড়বে চার পয়সা করে। রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যান বিনোদ কুমার যাদব সোমবার বলেছিল, আপাতত, রেলমন্ত্রক পণ্যবাহী ট্রেন বা যাত্রীবাহী ট্রেনের ভাড়া বাড়ানোর কোনওরকম পরিকল্পনা করছে না। কিন্তু সেই ঘোষণাকে মিথ্যে প্রমাণ করে মঙ্গলবারই বাড়িয়ে দেওয়া হল ভাড়া। ১ জানুয়ারি থেকে বাড়তি ভাড়াতেই টিকিট কাটতে হবে। রাজধানী, শতাব্দী, দুরন্ত, বন্দে ভারত, তেজস, হমসফর, গরীব রথ, জন শতাব্দী সহ আরও স্পেশাল ট্রেনের ভাড়া নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী বাড়ানো হবে।

নতুন বছরে মোদি সরকারের আরেকটি উপহার হল গ্যাসের দামবৃদ্ধি। এক্সপ্রেস ও প্যাসেঞ্জার ট্রেনের ভাড়া বাড়ার পর বাড়ল ভর্তুকিহীন এলপিজি বা রান্নার গ্যাসের দামও। ১ জানুয়ারি, ২০২০ থেকেই কার্যকর করা হয়েছে রান্নার গ্যাসের নতুন দাম। এই নিয়ে পাঁচবার মাসিক মূল্যবৃদ্ধি হল রান্নার গ্যাসের।
ইন্ডেন ব্র্যান্ডের অধীনে এলপিজি সরবরাহকারী ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন অনুযায়ী, দিল্লি ও মুম্বইয়ে সিলিন্ডার পিছু দাম যথাক্রমে ১৯ টাকা এবং ১৯.৫ টাকা করে বেড়েছে। ১ জানুয়ারি থেকে ভর্তুকিহীন এলপিজির দাম দিল্লিতে সিলিন্ডার পিছু বেড়ে হল ৭১৪ টাকা এবং মুম্বইয়ে সিলিন্ডার পিছু বেড়ে হল ৬৮৪.৫০ টাকা। ডিসেম্বর মাসে সিলিন্ডারের দাম ছিল যথাক্রমে ৬৯৫ টাকা এবং ৬৬৫ টাকা।
এদিকে কলকাতা এবং চেন্নাইতে ভর্তুকিহীন এলপিজি গ্যাসের দাম সিলিন্ডার পিছু যথাক্রমে ২১.৫ টাকা এবং ২০ টাকা করে বেড়েছে। প্রতি সিলিন্ডার তা বেড়ে হল যথাক্রমে ৭৪৭ টাকা এবং ৭৩৪ টাকা। ১ ডিসেম্বর থেকে ১৯ কেজি সিলিন্ডারের দামও দিল্লিতে ইউনিট প্রতি বেড়ে ১,২৪১ টাকা এবং মুম্বইয়ের ১,১৯০ টাকায় দাঁড়িয়েছে ইন্ডিয়ান অয়েল অনুসারে।
অন্যদিকে এলপিজির দাম (প্রতি ১৪.২ কিলোগ্রাম) আগস্টের পর থেকে এখনও পর্যন্ত দিল্লিতে সিলিন্ডার প্রতি ১৩৯.৫ টাকা এবং মুম্বইয়ের সিলিন্ডার প্রতি ১৩৮ টাকা করে বেড়েছে। এই বৃদ্ধির হার যথাক্রমে ২৪.২৮ শতাংশ এবং ২৫.২৫ শতাংশ।

এদিকে, অর্থনৈতিক মন্দা চলছে দেশজুড়ে। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি সাধারণ মধ্যবিত্তের কপালে ভাঁজ ফেলেছে। তার মাঝে নতুন বছরে কোনও আশার আলো দেখাতে পারেনি মোদি সরকার। উল্টে বছরের প্রথমদিনেই বাড়িয়ে দেওয়া হল ট্রেনের ভাড়া, ও গ্যাসের দাম। মোদি কবলে, কোথায় যাবেন দেশের মানুষ?

বিতর্কিত নাগরিকত্ব আইনবিরোধী বিক্ষোভে উত্তর প্রদেশে অন্তত ১৯ জন নিহত হয়েছেন। সংবাদমাধ্যম হাফিংটন পোস্টের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিক্ষোভ দমনে কঠোর অবস্থান নেওয়ার পর এখন নিহতদের দাফনেও বিধি-নিষেধ আরোপ করছে। অনেক পরিবারকে বাধ্য করছে গোপনে দ্রুত দাফন করতে।

২০ বছরের মোহাম্মদ সুলেমান গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয় ২০ ডিসেম্বর। ওই দিন মধ্যরাতে নিহতের বাবাকে কাছের পুলিশ স্টেশনে ডেকে নিয়ে দাফনের বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। সুলেমানের মরদেহ পাওয়া গিয়েছিল বিজনর জেলার ব্যস্ত এলাকায় নেহতাউর চৌমুহনীতে। নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে মুসলমানদের বিক্ষোভ ও স্লোগানে পুলিশ গুলি চালানোর অল্প কিছু সময় তার লাশ পাওয়া হয়।

মৃত্যুর পর সুলেমানের মরদেহ বিজনর জেলা হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে ময়নাতদন্তের জন্য পুলিশ তা আটকে রাখে। এক পুলিশ কর্মকর্তা নিহতের বাবা জাহিদ হুসাইনের বাবাকে জানায়, পরদিন (২১ ডিসেম্বর) সুলেমানের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হবে। কিন্তু পরিবারের কাছে লাশ এক শর্তে হস্তান্তর করা হবে, তা হলো নেহতাউর থেকে দূরে কোথাও দ্রুতই দাফন করতে হবে। জানাজায় কোনও বন্ধু বা শোকাহতকে আমন্ত্রণ জানানো যাবে না। কঠোর পুলিশি বন্দোবস্তের মধ্যে দাফন সম্পন্ন করতে হবে।

সুলেমানের বড় ভাই শোয়েব পুলিশ স্টেশনে গিয়েছিলেন বাবার সঙ্গে। তিনি বলেন, পুলিশ বলে তোমরা দাঙ্গাকারী। দাফনেও তোমরা দাঙ্গা শুরু করবে। তারা আরও বলে যে কোনও জায়গায় গর্ত খুড়ো এবং পুঁতে ফেলো।

শোয়েব জানান, পরিবারের পক্ষ থেকে নিহতের দাফনের ধর্মীয় রীতি ধৈর্য্য ধরে পুলিশকে বুঝিয়ে বলেছেন তারা।

২১ ডিসেম্বর সকাল ৭টার কিছুক্ষণ পর সুলেমানের মরদেহ পুলিশের একটি গাড়িতে তোলা হয়। গাড়িটি পুলিশ প্রহরায় বিজনর থেকে বাগদাদ আনসার এলাকার একটি গোরস্থানে নিয়ে যাওয়া যায়। সেখানে তার নানি বাস করতেন।

একই দিন রাতে, নেহতাউর এলাকার আরেকটি নিরুপায় পরিবারকেও পুলিশের সঙ্গে একই ধরনের সমঝোতা করতে হয়েছে। ৮ মাসের শিশুর বাবা ২১ বছরের আনাস হোসাইন একটি সরু গলিতে পুলিশের গুলিতে নিহত হন। এই ঘটনাতেও পুলিশ দূরে কোথাও দাফনে রাজি না হওয়ার পূর্বে মরদেহ পরিবারকে হস্তান্তরে রাজি হয়নি।

আনাসের দাফনের সময় মিথান নামের গ্রামে একটি কবরস্থানে পুলিশ পাহারা দেয়, নিহতের ভাই কবর খুড়েন, বাবা ছেলের মরদেহকে গোসল করান। আর তার চাচা কবরে লাশের

উপরে দেওয়ার জন্য কাঠ ও বাঁশের ব্যবস্থা করেন। বাবা আরশাদ হোসাইন বলেন, আমাদের পরিবারের বেশিরভাগ সদস্যই আনাসকে শেষবার দেখার সুযোগ পায়নি।

বিজনর এলাকার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বিশ্বজিত শ্রিবাস্তব নিশ্চিত করেছেন, সুলেমান ও আনাসের মরদেহ দূরে কোথাও দাফন করার নির্দেশনা দেওয়ার বিষয়ে। নেহতাউরের পরিস্থিতি উত্তেজনাকর থাকায় এই নির্দেশ দেওয়া হয়। তিনি বলেন, পরিবার সম্মত হয়েছে।

উল্লেখ্য, সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনে ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্থান থেকে ভারতে গিয়ে বসবাস করা অমুসলিমদের দেশটির নাগরিকত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। বৈষম্যমূলক এ আইনের বিরুদ্ধে ভারতজুড়ে বিক্ষোভে অন্তত ২৬ জন নিহত হয়েছে। সবচেয়ে বেশি প্রাণহানি ঘটেছে উত্তর প্রদেশে। বন্দি করা হয়েছে ছয় হাজারেরও বেশি মানুষকে।

নতুন একটি দশকে পা রাখার আনন্দে আপ্লুত ভারতবাসী। কিন্তু এই সব আনন্দের মধ্যেও বিশেষজ্ঞ মহলের কপালে চিন্তার ভাঁজ। কারণ, নতুন বছর বা নতুন দশক যাই আসুক না কেন, দেশের পক্ষে নতুন কোনও সুখবর বয়ে আনছে না ২০২০।

কেননা, গত ৮ নভেম্বর কয়েক দশকের প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে বাবরি মসজিদ-রাম জন্মভূমি নিয়ে করা ঐতিহাসিক অযোধ্যা মামলার রায় ঘোষণা করে ভারতের সুপ্রিমকোর্ট। বিতর্কিত ও প্রশ্নবিদ্ধ ওই রায়ে ২৭ বছর আগে হিন্দু সন্ত্রাসীদের ভাঙা বাবরি মসজিদ ও তার লাগোয়া ১৫ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের এলাকা সুপ্রিম কোর্ট হিন্দুদের দিতে বলে। উগ্র হিন্দু সন্ত্রাসীরা বাবরি মসজিদ ভেঙ্গে ফেলার পরও ভারতের সুপ্রিম কোর্ট মসজিদের জমিতে হিন্দুদের রাম মন্দির নির্মাণের আদেশ দেওয়ার পর এ রায়কে সাম্প্রদায়িক আখ্যায়িত করেছে মামলার অন্যতম পক্ষ সুন্নি ওয়াকফ বোর্ড। এছাড়া মুসলমানদের মাঝেও তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে।

এদিকে, অর্থনীতির অবস্থা গত কয়েক দিনে আরও খারাপ হয়েছে। গাড়ি শিল্প তলানিতে। টেলিকম শিল্প, ব্যাঙ্কিং সেক্টরের অবস্থা সঙ্গীন।

ব্যাঙ্কিং সেক্টরকে বাঁচাতে বেশ কিছু ব্যাঙ্ককে কয়েকটি বড় ব্যাঙ্কের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিপুল লোকসানের কারণে রেল, এয়ার ইন্ডিয়া, বিপিএল–কে আগামী মার্চেই বেসরকারিকরণ করা হবে বলে কয়েক দিন আগেই ঘোষণা করে দেয় কেন্দ্র। তবে সরকারি অনুদান পাওয়ায় বিএসএনএল–এর আপাতত বেসরকারিকরণ হচ্ছে না।
ধসে পড়া অবস্থার জন্য পরিকাঠামো শিল্প দীর্ঘদিন ধরেই অর্থনৈতিক মহলের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু।

পেঁয়াজের দাম এখনও ১০০ টাকার উপরে। রসুন, আদা অনেক আগে থেকেই উপরেই ঘোরাফেরা করছে। সম্প্রতি বেড়ে গিয়েছে আলুর দামও। প্রায় প্রতি দিনই বাড়ছে পেট্রোল, ডিজেল, রান্নার গ্যাসের দাম। চা বাগানগুলি ধুঁকছে। একই অবস্থা দেশের তামাক শিল্পেরও। দিল্লি থেকে তেলঙ্গানা, কর্নাটক থেকে রাজস্থান, রাতের শহরে একা মেয়েদের নিরাপত্তা নিয়ে কোনও নিশ্চয়তা দিতে পারছে কোনও রাজ্যের সরকারই। সাত বছর কেটে গেলও এখনও পর্যন্ত মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়নি নির্ভয়ার ধর্ষকদের।
গত অগাস্টে জম্মু–কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বিলোপ হওয়ার পর থেকে চার মাস গড়িয়ে গেলেও এখনও স্বাভাবিক হয়নি উপত্যকা। আজও গৃহবন্দি উপত্যকা রাজনৈতিক নেতানেত্রীরা।

এর মধ্যেই মুসলিম বিরোধী সিএএ আইন পাস করেছে নরেন্দ্র মোদি সরকার। তারপর থেকেই বিক্ষোভে উত্তাল আপামর ভারতবাসী। উত্তরাখণ্ড, উত্তর প্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র, অসম, কর্নাটক, তামিলনাড়ু, দেশের প্রতিটি প্রান্তে নাগরিক আইন প্রত্যাহারের দাবিতে বিক্ষোভ করছেন মানুষজন। বিক্ষোভকারীদের দমনে তাঁদেরই সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার নোটিস দিয়ে নিজেকে প্রায় স্বৈরাচারীর পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। এজন্য বিরোধী দল এবং সমাজকর্মীদের কাছে অরাজকতার কটাক্ষ শুনতে হচ্ছে তাঁকে। আইন প্রত্যাহারের জন্য সব থেকে বেশি প্রতিবাদ জানিয়েছে ছাত্রসমাজ। বিক্ষোভ থামাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে ঢুকে ছাত্রছাত্রীদের বেধড়ক মারধর করেছে পুলিস। যার পরে আরও প্রবল হয়েছে ছাত্রবিক্ষোভ। আর এসবের মধ্যেই মঙ্গলবার নতুন দশককে বরণ করল দেশবাসী। ঠিক কতটা নতুন জীবনে প্রবেশ করল ভারতবাসী?

মুসলিম-বিরোধী নাগরিকত্ব আইন পাশের পর ভারতের অন্যান্য অনেক এলাকার মতো উত্তরপ্রদেশের বিজনৌরেও চলছিল বিতর্কিত নাগরিক (সংশোধিত) আইনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ। হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় নেমে শান্তিপূর্ণভাবে বিক্ষোভে কোশেশ করছিলেন, কিন্তু পুলিশের আগ্রাসী ভূমিকার প্রেক্ষিতে বিক্ষোভ রূপ নেয় সহিংসতায়। বিক্ষোভ দমাতে পুলিশ টিয়ারস্যালের পাশাপাশি নির্বিচার গুলিও বর্ষণ করতে থাকে।

বিজনৌরের এক মসজিদ থেকে জুমার নামাজ আদায় করে ঘরে ফিরছিলেন সুলেমান নামক এক মুসলিম যুবক। তাঁর পরিবার জানায়, পুলিশি এ সহিংসতা এড়িয়ে সুলেমান ঘরে ফিরতে চাইছিলেন, এরই মধ্যে বিজনৌরের পুলিশ ইনচার্জ আশিস তোমর-সহ কয়েকজন পুলিশ তাঁকে পাশের একটি গলিতে নিয়ে গিয়ে নির্মমভাবে গুলি করে। গুলির আঘাতে প্রাণ হারান সুলেমান। (আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩১ ডিসেম্বর, ১৯)

সেদিনরই আরেকটি ঘটনা। বিজনৌরের বাসিন্দা মুসলিম যুবক আনাস। তাঁর সাত মাস বয়সী শিশুসন্তানের জন্য দুধ কিনতে বেরিয়ে বিজনৌর পুলিশের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নিপীড়নের শিকার হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন। শিশুসন্তানের জন্য দুধ কিনে বাসায় ফেরা হয়নি তাঁর, ফিরেছেন লাশ হয়ে। আনাসের বাবা আরশাদ হুসেন গণমাধ্যমকে জানান, বিজনৌর পুলিশ তাঁর ছেলেকে খুব কাছ থেকে গুলি করে হত্যা করেছে। (আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩১ ডিসেম্বর, ১৯)

সুলেমান এবং আনাসকে নির্মমভাবে গুলি চালিয়ে হত্যার অভিযোগ প্রথমে অস্বীকার করে পুলিশ। পরে কেবল সুলেমান হত্যার দায় তারা স্বীকার করে, কিন্তু আনাস হত্যার বিষয়টি এড়িয়ে যায়।

চলতি মাসে মুসলিম-বিরোধী নাগরিকত্ব আইন পাশের পর অন্যান্য রাজ্যের মতো উত্তরপ্রদেশও উত্তাল হয়ে ওঠে। প্রতিবাদে, বিক্ষোভে রাস্তায় নেমে আসেন মুসলমানদের পাশাপাশি হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজনও। অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বিক্ষোভ দমাতে উত্তরপ্রদেশ রাজ্য সরকার সবচেয়ে বেশি আগ্রাসী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। ফলে দুই সপ্তাহের বিক্ষোভে অন্তত ২৭ জনেরও বেশি নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে ভারতের বাম সংগঠন সিপিআই লিবারেশন। নিহতদের প্রায় সকলেই মুসলিম।

উত্তরপ্রদেশের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে এসে লিবারেশন নেত্রী কবিতা কৃষ্ণন মঙ্গলবার ভারতীয় গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন, সংখ্যালঘু (মুসলিম) মহল্লাগুলোতে অভিযানের নামে পুলিশ ব্যাপক হয়রানি ও নির্যাতন চালাচ্ছে। ইতিমধ্যে অসংখ্য মানুষকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

গত সপ্তাহে বিক্ষোভ যখন তুঙ্গে, তখন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ হুমকি দিয়ে বলেছিলেন, বিক্ষোভে ভাঙচুরের সমস্ত ক্ষতিপূরণ বিক্ষোভকারীদের কাছ থেকে উসুল করা হবে। এরই সূত্র ধরে তাৎক্ষণিকভাবে উত্তরপ্রদেশের মুজাফফরাবাদ শহরের ৭০টিরও অধিক মুসলিম ব্যবসায়ীর দোকান সিলগালা করে দেওয়া হয়। পরে এক সপ্তাহে রাজ্যের আরও বিভিন্ন শহরে মুসলিম ব্যবসায়ীদের অনেক প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হয়। সরকারি নোটিশ জারি করে জানানো হয়, ভাঙচুরের ঘটনাগুলোর দাবিকৃত ক্ষতিপূরণ সরকারকে প্রদান না করলে এ সমস্ত সম্পত্তি সরকারি কোষাগারে জমা হবে।

ফলে মুসলিম নাগরিকরা ভাঙচুরের ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হচ্ছেন। ইতিমধ্যে রাজ্যটির বুলন্দশহর এলাকার মুসলিম বাসিন্দারা নিজেদের মধ্যে চাঁদা উঠিয়ে ৬ লাখ টাকা প্রদান করেছেন রাজ্য সরকারকে।

এদিকে সুলেমান হত্যার দায় রাজ্য পুলিশ স্বীকার করলেও হত্যার সঙ্গে জড়িত ৬ পুলিশকর্মীর বিরুদ্ধে এফআইআর করতে নারাজ যোগী আদিত্যনাথ সরকার। এ ছাড়া উত্তরপ্রদেশের পেশাগত শিক্ষা ও স্কিল উন্নয়ন মন্ত্রী কপিল দেব আগরওয়াল বিক্ষোভে হতাহত হিন্দু পরিবারগুলোর সঙ্গে দেখা করলেও মুসলিম পরিবারগুলোর সঙ্গে দেখা করেনি। এমনকি সুলেমান ও আনাসের বাড়িতেও যায়নি। উল্টো সে এ সমস্ত পরিবারকে দাঙ্গাবাজ আখ্যায়িত করে সাংবাদিকদের কাছে উস্কানিমূলক মন্তব্য করে। বিক্ষোভে নিহতদের উপদ্রুবী আখ্যা দিয়ে সে বলেছে, কেন ওদের বাড়ি যাব! যারা দাঙ্গাহাঙ্গামা করে রাজ্যে 'লুঠপাট' চালিয়েছে, তারা মারা গেলেও আমাদের কিছু যায় আসে না।

---

০১৯ সালে দখলদার ইহুদী সন্ত্রাসীরা বর্বরোচিত বিমান হামলা ও গুলি চালিয়ে হত্যা করেছে ১৪৯ এরও অধিক ফিলিস্তিনী মুসলিমকে। এদের মধ্যে কেবল শিশুর সংখ্যা ৩৩ জন। আবার,

বিগত বছরে দখলদার ইহুদীরা কারাবন্দী করেছে ৫৫০০ জন ফিলিস্তিনীকে, যাদের মধ্যে ৮৮৯ জনই শিশু!

https://alfirdaws.org/2020/01/01/30684/

মুসলিমদের প্রথম ক্বিবলা আল-আকসার পবিত্র ভূমি ফিলিস্তিনে দখলদার ইহুদিবাদী ইসরাঈলী সন্ত্রাসী বাহিনীর বর্বরোচিত হামলায় প্রতিনিয়ত রক্ত ঝরছে, নয়তো কারাবরণ করতে হচ্ছে সেখানকার ফিলিস্তিনী মজলুম মুসলিমদের। নিজ ভূমিতে আজ ফিলিস্তিনীরা নির্যাতিত, ভূমিহীন! আর অভিশপ্ত সন্ত্রাসী ইহুদীরা সেখানে লুট করছে। এ যেন চাকরের হাতে মালিকের মার খাওয়ার দৃশ্য।

ফিলিস্তিন ভিত্তিক একটি সংবাদ মাধ্যম জানায় যে, গত ২০১৯ সালে দখলদার ইহুদীরা বর্বরোচিত বিমান হামলা ও গুলি চালিয়ে হত্যা করেছে ১৪৯ এরও অধিক ফিলিস্তিনী মুসলিমকে! "শহীদদের জাতীয় সমাবেশ" এর সেক্রেটারি-জেনারেল মুহাম্মাদ সোবিহাত এর অনুসন্ধানী রিপোর্ট অনুসারে শিশু শহীদদের সংখ্যা ৩৩ জনে পৌঁছেছে। মহিলা শহিদদের সংখ্যা ১২ জন এবং পুরুষ শহিদদের সংখ্যা পৌঁছেছে ১৩৭ জনে।

শহিদদের মধ্যে ১১২ জনই হচ্ছেন গাজা উপত্যকার বাসিন্দা। পশ্চিম তীরে শাহাদতবরণ করেছেন আরো ৩৭ জন ফিলিস্তিনী। যাদের মাঝে ৬৯ জন অভিশপ্ত দখলদার ইহুদী সন্ত্রাসীদের বর্বরোচিত বোমা হামলার ফলে শাহাদাতবরণ করেন।

অন্যদিকে গত এক বছরে বন্দিত্বের শিকার হয়েছেন ৫৫০০ জন ফিলিস্তিনী, যাদের মাঝে ৮৮৯ জনই শিশু ও ১২৮ জন নারী।

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকান ভিত্তিক সোমালিয়ান শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন এর অফিসিয়াল মিডিয়া 'আল-কাতায়িব' এর পক্ষ থেকে "শরি'আর ছায়াতলে, ১৪৪০ হিজরীতে চতুর্থবারের মত পশুর যাকাত বিতরণ " শিরোনামে অসধারণ এক ফটো রিপোর্ট প্রকাশ করেছেন।

https://alfirdaws.org/2020/01/01/30677/

ভারতের অযোধ্যায় অবস্থিত হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীদের হাতে শহিদ হওয়া বাবরি মসজিদের বিকল্প জমি হিসেবে তিন এলাকার পাঁচটি জায়গা নির্বাচন করেছে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হিন্দুত্ববাদী মালাউন সন্ত্রাসী যোগী আদিত্যনাথ সরকার। এলাকাগুলো হলো- মির্জাপুর, শামসুদ্দিনপুর ও চাঁদপুর। এ তিন এলাকায় প্রত্যেকটি জায়গায় ৫ একর করে জমি রয়েছে।

গত মঙ্গলবার উত্তর প্রদেশ সরকারের বরাত দিয়ে এ খবর জানিয়েছে কলকাতার প্রভাবশালী গণমাধ্যম আনন্দবাজার পত্রিকা।

৮ নভেম্বর কয়েক দশকের প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে বাবরি মসজিদ-রাম জন্মভূমি নিয়ে করা ঐতিহাসিক অযোধ্যা মামলার রায় ঘোষণা করে ভারতের সুপ্রিমকোর্ট। বিতর্কিত ও প্রশ্নবিদ্ধ ওই রায়ে ২৭ বছর আগে ভাঙা বাবরি মসজিদ ও তার লাগোয়া ১৫ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের এলাকা সুপ্রিম কোর্ট হিন্দুদের দিতে বলে। আর নতুন একটি মসজিদ নির্মাণে মুসলমান সম্প্রদায়কে শহরেই নামে মাত্র আলাদা একখণ্ড পাঁচ একরের জমি বরাদ্দ দিতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সে অনুযায়ী যোগী সরকার মসজিদের জন্য জমি নির্বাচন করে।

যোগী সরকারের বরাত দিয়ে বলা হয়, যে জায়গাগুলো নির্বাচন করা হয়েছে, সেগুলো সুন্নি ওয়াকফ বোর্ডকে দেখানো হবে। ওই জায়গাগুলোর মধ্যেই একটিকে মসজিদ নির্মাণের জন্য বেছে নিতে বলা হয়েছে। তবে তারা আদৌ এ জমি নেবে কিনা তা এখনও নিশ্চিত নয়।

২০১৯ সালের ৮ নভেম্বর বাবরি মসজিদ সংক্রান্ত মামলার রায় ঘোষণা পর এ রায়কে সাম্প্রদায়িক আখ্যায়িত করে মামলার অন্যতম পক্ষ সুন্নি ওয়াকফ বোর্ড স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, তারা মসজিদের জন্য সরকারের দেওয়া জমি গ্রহণ করবেনা। কেননা, উগ্র হিন্দুরা বাবরি মসজিদ ভেঙ্গে ফেলার পরও ভারতের সুপ্রিম কোর্ট মসজিদের জমিতে হিন্দুদের রাম মন্দির নির্মাণের আদেশ দিয়েছে।

এছাড়া অন্যান্য মুসলিম নেতারাও রায় ঘোষণার পরেই জানিয়ে দিয়েছেন, এই খয়রাতি জমিন মুসলিমদের প্রয়োজন নেই। মুসলিমদের বাবরি মসজিদের জমিই প্রয়োজন।

এর আগে চলতি মাসের শুরুতে অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ মামলার বিতর্কিত রায়ে অসন্তুষ্টির কথা জানিয়ে রায়ের বিরুদ্ধে রিভিউ পিটিশনের আবেদন করে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ। পরে ১২ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদের রায়ের বিরুদ্ধে দায়ের করা ১৮টি রিভিউ পিটিশন খারিজ করে দেয় মালাউনদের সুপ্রিম কোর্ট।